

মিলিন্দ-পত্রোহো (মিলিন্দ-প্রশ্ন)

মূল পালি ও সংস্কৃত ভাষায়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

দ্বারা

অনূদিত

প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে

প্রকাশিত

বুক্রাণী ২৪৫, সন ১৩১৫।

କଳିକାତା

୧୧ନଂ ଅପାର ଚିତ୍ରପୁର ରୋଡ୍

ଆଦି ଭାବନାମାଳ ବଜେ

ଶ୍ରୀରାମଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵାରା

ପ୍ରସ୍ତୁତ

ବିକ୍ରୟ ୨୫.୦୦, ମୂଲ୍ୟ ୨୦.୦୦

তস্‌স

বিষয় সূচী

আত্মতত্ত্ব:—

আত্মা প্রাণী জীব নহে, শরীরে ধর্ম, ৫৭. ১৫

বেত্তা (বা আত্মার) উপলব্ধি হয় কি না ? ১১২. ১৪ ; ১৫০. ২৬

জীবের উপলব্ধি হয় না, ১৮৮. ২০

পুংগল বা ব্যক্তি কি ? ৪৫. ১৪

আত্মশালার বিচার ও পরীক্ষণ, ৩৫. ৬

ঐক্যতাব প্রাপ্ত ধর্মসমূহকে পৃথক করা যায় কি না ? ১৩০. ১৭

কর্ম:—

কর্মকল, ৯. ৬

ভূতাত্ত্বিক কর্ম কোথায় থাকে ? ১৫২. ২৩

কাল:—

কাল, ১০০. ২২

কালত্রয়ের মূল, ১০২. ১৪

কালের পূর্বকোটি জানা যায় না ১০৫, ১৫

কুশল ধর্ম সমূহ, ৬৩. ২৪

কেশ ধারণের ঘোড়শবিধ পীড়া ২০. ৫

জন্ম:—

কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ? ৬২. ১৫

যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ? ৭৮. ১৫

লোক নিজের পুনর্জন্ম জানিতে পারে কি না ? ৮১. ১৮

জন্মগ্রহণ করে কে ? ৯২. ১৩

পুনর্জন্ম অগ্রহণ-কারীর হৃৎবেদনা আছে কি না ? ৮৮. ১৭

নিজের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি জানিতে পারা যায় কি না ? ১৫৩. ১৫

সংক্রমণ না করিলেও পুনর্জন্ম হয় কি না ? ১৪২. ১৮

জীব শরীরান্তরে সংক্রমণ করে কি না ? ১৫১. ১৫

দশবিধ উপাসকের গুণ, ২০৩. ১৮

দীর্ঘ অস্থি, ১৮৪. ২.

হৃৎকেন্দ্রের উদ্ভব, ১৭৩. ১৬

ধর্মকে দর্শন করিয়াছেন কি না ? ১৪৯. ১৩

মৃত্যু (ভিক্ষুগণের আচার বিশেষ) ৩৬. ৬

নাগসেন :—(মিলিন্দ-শব্দ দ্রষ্টব্য)

মহাসেন নামক দেবপুত্রের নাগসেনরূপে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা ১৭. ১০ ; বেদাধ্যয়নের পর অমৃত্যু, ১৯. ৫ ; প্রতজ্ঞা বা সন্ন্যাস গ্রহণ, ২২. ৯ ; রোহণের নিকট শিক্ষা, ২৩. ১ ; উপসম্পদা গ্রহণ, ২৪. ৭ ; গুরুর নিকটে অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ১০. ১২ ; মিলিন্দ-দমনে প্রতিজ্ঞা, ২৫. ২২ ; অশ্বগুপ্তের নিকট শিক্ষার জন্ত গমন, ২৬. ১৩ ; বিশেষ জ্ঞান (বিপদসূচী) লাভ, ২৯. ৯ ; পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ, ৩১. ৯ ; ঐ শ্রেষ্ঠীর তাঁহাকে কদল দান, ৩২. ৭ ; আইতলাভ, ৩৩. ৫ ; গুণবর্ণনা, ৩৮. ২ ; সাগল নগরে শিষ্যবর্গের সহিত জাঁকজমকে যাত্রা, ৩৯. ৯ ; নাগসেন আবার জন্ম গ্রহণ করিবেন কি না ? ৪৮. ২০

নানা ধর্মের এক প্রয়োজন, ৭৭. ১৩

নির্কীর্ণ :—

নিরোধই নির্কীর্ণ, ১৪৩. ২০

সকলেই কি নির্কীর্ণ লাভ করিতে পারে ? ১৪৪. ১৯

যে নির্কীর্ণ লাভ করে না, সে কি জানে যে নির্কীর্ণ কথ ? ১৪৫. ১৫

তৎ-বেদনা অমুখ্য কাহারও পনির্কীর্ণ হইতে পারে না ? ৮৯. ১৭

নিষ্কাম প্রার্থাসের নিরোধ, ১৮৫. ১৮

নৈরয়িক অগ্নির প্রভাব, ১৩৯. ১৩

পক্ষ ইন্দ্রিয় এক বা অনেক কথ্যে উৎপন্ন ? ১৩৪. ১৭

পাণ্ডিত্যের বিচার ও রাজ্যের বিভাগ, ৫৩. ১৪

পাপ-পুণ্য :—

পুণ্য ও অপুণ্যের কোনটি বেশী ? ১৮১. ১৯

জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যূনাবিকা, ১৮২. ২০

বুদ্ধ :—

বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৪৭. ১৫

বুদ্ধ যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা জানা যায় কি না ? ১৪৮. ১৩

বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী কি না ? ১৫৭. ২৩

বুদ্ধ কি আছেন ? ১৫৪. ১৯

বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি না ? ১৪৬. ১৫

বুদ্ধের লক্ষণযুক্ত আকার, ১৫৯. ১৩

বিষয় সূচী

৪৮৭

বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ? ১৬০. ১৪

বুদ্ধের উপসম্পদা, ১৬১. ২৪

বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না ? ২০৪. ১৫

বুদ্ধের শরণে পাপীর ও দেবদেবীনিতে জন্ম হয়, ১৭২. ১৫

বুদ্ধের ছদ্মর মাপন, ১৮৯. ১৭

বেদ সমূহ তুঘের ন্যায় অসার, ১৯. ৫

বোধিজ্ঞ (বোপি-জ্ঞানের সানাতী) ১৮০. ১৮

বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ধ্যানশাসকগণঃ—

অজিত কেশকম্বলী, চ. ১১

কক্কদ কাত্যায়ন, চ. ১১

নির্গাণ্ড নাগপুত্র, চ. ১০

পূরণ কাশ্যপ, চ. ১০

মঙ্গরী গোশাল, চ. ১০

ভগবৎকণ্ঠের দুর্ভেদ, ১৭৭. ১৩

ভগবৎকণ্ঠে সম্মান সময়ে জন্ম গ্রহণ করে যান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান সময়ে গমন, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান সময়ে, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠঃ—

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান সময়ে গমনের সম্মান সময়ে, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান কি এক ? ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান প্রাপ্ত হয় কি না ? ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান বাস করে ? ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান ও জীব এক না নানা ? ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

ভগবৎকণ্ঠের সম্মান, ১৮৮. ১০

নিলিঙ্গ প্রশ্ন

মনসিকারের লক্ষণ, ৬২. ২৪

মনোবিজ্ঞান ও বেদনা ১২৩. ১১

সংস্কার লক্ষণ, ৬৬. ২৪

সংস্কার লক্ষণ, ১২৬. ৫২

সমাধির লক্ষণ, ৭৪. ১৮

স্পর্শের লক্ষণ ; ১২৩ ১৮

স্থিতি (স্থিতি শব্দ দ্রষ্টব্য)

মহুগার স্থান, ১২৭. ১৭

মহুগার অনুপযুক্ত ব্যক্তি, ১২৮. ২৩

মিলিন্দ :—(নাগসেন-শব্দ দ্রষ্টব্য)

মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত, ৪. ১২ ; মিলিন্দের জন্মগত ৬. ১৬ ;
জন্মভূমি ও জন্মনগর, ১৭৭. ২৭ , ১৭৮, ২৪ ; অদীত শাস্ত্রসমুদয়, ৭. ৩ ; ত্রিপিটক-
অধ্যয়ন ১২৪. ১২ ; পূরণ কাশ্যপের সহিত বিচার, ৮. ৯ ; গোশাল মঙ্গবার সহিত
বিচার, ৯. ৬ ; আয়ুপ্পালের সহিত বিচার, ৩৫. ৬ ; মিলিন্দের প্রেরণের সাগল-
নগর ছাড়িয়া রাক্ষণ ও প্রমত্তগণের পলায়ন, ১০. ১৪ ; নিজনে প্রেরণ কয়বার ইচ্ছা,
১২৬. ২৪ ; নাগসেনের দর্শন, ৪১. ১৪ ; নাগসেনকে দেখিয়া ভয়, ৪৩ ১০ ;
নাগসেনের সহিত বিচার আরম্ভ, ৪৫ ১৪

ব্রহ্মা রাক্ষার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ১২৯. ২২

লবণ চক্ষু বা জিক্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ? ১৩২. ১৪

লোকে পালন করে কে ? ৮. ৯ ; ৩৭. ৪

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের কর্তব্য, ২০১. ২৩

সকল লোক সমান হয় না কেন ? ১৩৫. ১০

সংস্কার, ১০৩. ১৯

সংস্কার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না, ১০৭. ২২

সংসার কি ? ১৩৪. ১৯

সম্মাস :—

সম্মাস ও শিরোমুণ্ডনের প্রয়োজন, ২০. ৫

কাষার বসনের প্রয়োজন, ২০. ১৫

সম্মাসের প্রয়োজন ও পরামার্থ ৩৫. ১০ ; ৫২. ১৩

সম্মাসিগণের শরীর প্রিয় কি না ? ১৫৬. ১৫

সত্ত্ব কে লোক না সংখ্যা, ৫২. ১৫

টীকাধ্বত সাঙ্কেতিক অক্ষর

সমুদ্র কেবল লবণরস বৃত্ত কেন ? ১৮১. ১২

জলকে কি জল সমুদ্র বলা হয় ? ১৮৬. ২০

লরাগ ও বীতরাগে ভেদ, ১৬৩. ১২

লক্ষ্যবৃত্তকে ভেদ করা যায় কি না ? ১৮৭. ১৭

সাগল নগরের বর্ণনা, ২, ৮

সুখামুভব কুশল অকুশল বা অবাক, ২০. ১৪

স্বতি:—

স্বতি, ১৬৬. ১৮

স্বতির লক্ষণ, ৭১. ১৬

* কত প্রকারে স্বতি উৎপন্ন হয়, ১৬৮. ১৬

কিসের দ্বারা স্মরণ করা যায়, ১৬৫. ২৪

টীকাধ্বত সাঙ্কেতিক অক্ষর ।

অ. ধ. স.	অক্ষরসম্বন্ধ সংগ্রহ (সিংহল)
অ. নি. বা	A. N.	...	অনুভূতগনিকার (P. T. S.)
অ. প.	অভিধানপত্রীপিকা (সিংহল)
অ. স.	অথর্কসংগ্রহ
অ. সা.	অথর্কসংগ্রহ (P. T. S.)
Alw.	An Introduction to Kaccayana's Grammar of Pali Language by James D'Alwis.
A. S. B.	Asiatic Society of Bengal.
উ. দ.	উদাসকন্দমা (A. S. B.)
অ. স.	অথর্কসংগ্রহ
ক. ব. বা	K. V.	...	কণাবথ (P. T. S.)
ক. বি.	কণাবিতরণী (সিংহল)
ক. ব.	কচ্চয়ন বৃত্তি (ঐ)
ক. প.	কুর্কপুরণ (A. S. B.)
জা. বা	J.	...	জাতক (Fausboll)
জ. প. হ.	জাতিগণসংগ্রহ (A. S. B.)

দী. নি., বা	D. N.	...	দীঘনিকায় (P. T. S.)
ধা. ম.	ধাতুমজ্জা (সিংহল)
নে. প., বা	N. P.	...	নেতিপকরণ (P. T. S.)
জা. ক.	জায়কন্দলী (কানী)
জা. দ.	জায়দর্শন (ঐ)
জা. বা.	জায়বার্তিক (A. S. B.)
প. দী.	পরমবদীপনী (বিমানবখুটীকা, P. T. S.)
প. ম. ম., বা	P. S. M.	...	পটিনত্তিদামগগ (P. T. S.)
পা. গৃ. হ.	পারস্পরগৃহ্যসূত্র (হাতোয়া রাজার সংস্করণ)
পা. দ.	পাতিজ্ঞানদর্শন
পা. প্র.	পানিপ্রকাশ (যজ্ঞহ)
পা. মো.	পাটিনাকথ (J. Minayeff.)
	P. T. S.	...	Pali Text Society, London.
বৃ. জা. উ.	বৃন্দারণ্যক উপনিষৎ
বো. ৫০	বোদিব্যাংগাবতার (A. S. B.)
বো. ৮০ প.	বোদিব্যাংগাবতার পঞ্জিকা (ঐ)
	B. M. S.	...	Buddhist Mahāyāna Suttas (S. P. E.)
ম. পু.	শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ
ম. নি., বা	M. N.	...	মন্ডিনিকায় (P. T. S.)
ম. ভা.	মহাভারত
ম. বা.	মহাব্যাপ্তি (Menae.)
ম. ম.	মহুসংহিতা
মহা.	মহাবগ্গ
মা. ব.	মধ্যমিকরত্তি (Buddhist Text Society.)
	M. Bud.	...	A Manual of Buddhism by Spence Hardy.
রামা.	রামায়ণ
ল. বি.	ললিতবিস্তর
ব. কা.	বজ্রছেদিকা (S. E. E.)
বি. ম.	বিমুক্তিমগ্গ (Buddhist Text Society.)
বি. বা	Vi	...	বিভঙ্গ (P. T. S.)

নিবেদন

মিলিন্দপ্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রন্থ শেষ হইলে ভূমিকার আলোচনা করা যাইবে ; সম্প্রতি তাহার সামান্য পরিচয় মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

গাণ্ডিবিং পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, মিলিন্দপ্রশ্ন সর্ব প্রথমে উত্তর ভারতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভ সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরে সংস্কৃত বা অপর কোন উদ্ভীচা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকিবে ; এবং তদনন্তর ইহা পালিতে অনূদিত হইয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হয়।

শ্রীবুদ্ধ কাণ্ডায়ণ্ডি নামক এক জন জাপানীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক আদ্য কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি নেপাল ও তিব্বতে ভ্রমণ করিয়া সেখানকার প্রচলিত পুস্তকাবলীর এক স্থলীপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার সেই স্থলীপত্রের মধ্যে “মিলিন্দ-পরিগৃহা”-নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিয়াছি। এই পুস্তক খানির নাম ভিন্ন অপর কিছুই জানিতে পারি নাই। সম্ভবত ইহা সংস্কৃত বা গাণ্ডা-সংস্কৃতে লিখিত। যদি তাহাই হয়, এবং কোন দিন কেহ ইহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে, এবং আমরাও মিলিন্দপ্রশ্নের মূল আকার দেখিতে পাইব। শ্রীবুদ্ধ কাণ্ডায়ণ্ডি নেপাল ও তিব্বতে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ; সে সব এখন জাপানে চলিল।

মিলিন্দপ্রশ্ন পালি-আকারে ক্রমশঃ সিংহলে উপাসিত হয়। তত্রত্য বৌদ্ধগণের নিকট ইহা অতিপ্রিয় ও আদরের সামগ্রী ; তাহারা ত্রিপিটক বা বিসুদ্ধিমগ্গের পরেই ইহার স্থান নির্দেশ করেন। সেখানে ইহা সিংহলীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সিংহল হইতে ইহা শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে প্রবেশ লাভ করে, এবং সেখানেও ইহার এতদূর আদর হইয়াছিল যে, উত্তর স্থানেই এক এক খানি টীকা রচিত হয়।

উদ্ভীচা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই মিলিন্দপ্রশ্নই একমাত্র পুস্তক, যাহা অবাচ্য বৌদ্ধগণ প্রজ্ঞা ও আচারের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

ত্রিপিটক-টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ স্তবির বুদ্ধঘোষ (৪৩০ খ্রীঃ) নিজ গ্রন্থে চারি স্থানে মিলিন্দ-প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহার এক স্থানে তিনি এরূপ ভাবে ইহার নাম করিয়াছেন যে, ইহার প্রতি তাহার গভীর প্রজ্ঞার ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই গ্রন্থের রাজা মিলিন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং ইনিই সেই ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা Menander। মূলগ্রন্থে মিলিন্দের যে কয়েক জন অমাত্যের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দেবমহিষ ও অনন্তকার (৫৭ পৃঃ, ১ পং) তাহাদের মতে যথাক্রমে Demetrius ও Antiochos. মিলিন্দের রাজধানী সাগল- (সংস্কৃত শব্দ) নগর গ্রীকগণের Euthydemia হইতে মন্ডির ; তাহার জন্মভূমি অলসন্দ-গ্রীপ (১৭৭ পৃঃ

২৪ পং) তাঁহাদের মতে বাক্টিয়ান সিঙ্কনদীর দ্বীপস্থিত Alexandria, এবং তাঁহার জন্মনগর কলসী-গ্রাম (১৭৮ পৃ: ২৪ পং) সম্ভবত Karisi. * মিলিন্দ নুরপত্তি (Menander) খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ হইতে ১১৫ বা ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। V. Smith এর Early History of India নামক গ্রন্থে মিলিন্দের একটি মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার একদিকে তাঁহার গ্রীবা-পর্য্যন্ত মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থবর্ণিত মহাস্থবির নাগসেন মহাবান-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাপরিতা নাগার্জুন হইতে ভিন্ন। মূল মিলিন্দপ্রশ্ন কাহার দ্বারা রচিত, তাহা এ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে নির্ণীত হয় নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে Dr. V. Trenckner (Copenhagen) রোমান্স অক্ষরে মিলিন্দ-প্রশ্নের এক উত্তম সংস্করণ বাহির করেন। তাহার পর সিংহলেও তাহার কিয়দংশ স্থানীয় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। T. W. Rhys Davids ১৮৯০, ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে Trenckner-এর প্রকাশিত মূল অবলম্বনে Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে দুই খণ্ডে তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি মূল ও বঙ্গানুবাদ উভয়ই একত্র বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থ দুই ভাগে, ও চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে; বর্তমান অংশ প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড।

R. Spence Hardy-কৃত A manual of Buddhism নামক পুস্তকে মিলিন্দপ্রশ্ন হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া মিলিন্দ প্রশ্নের প্রতি আমার প্রথম অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার পর Rhys Davids এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ায় তাহা আরও বদ্ধিত হইয়া উঠে, ও মূল পুস্তক পড়িবার জন্ত নিরতিশয় স্পৃহা হয়। আমার প্রার্থনা অনুসারে সিংহলের বিদ্যোদয় কলেজ (পরিবেশ) হইতে শ্রদ্ধেয় স্নহং পিয়রতন ভিক্ষু মহাশয় + অনুগ্রহ করিয়া সিংহলী অক্ষরে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র আমাকে পাঠাইয়া দেন, এবং তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। পরমশ্রদ্ধাপন্ন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব হইতেই নামাবিধ আলোচনাদির দ্বারা বৌদ্ধসাহিত্য অনুশীলনে আমাকে উৎসাহিত করিয়া তোলে; এবং তাঁহারই আদেশ ও পরামর্শে আমি বৌদ্ধসাহিত্য অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—যদিও বস্ত্ত আমার তাদৃশ শক্তি নাই। তাঁহার উৎসাহ ও মিলিন্দপ্রশ্নের রমণীয়তা এতদূর আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থের অভাব হইলেও, এবং অনুবাদে যথোচিত শক্তি না থাকিলেও, আমি তাহার অনুবাদ আরম্ভ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। পালিবিৎ বলিয়া বিশ্বসমাজে পরিচিত হইবার কোনো গুণই আমাতে নাই, এবং সেরূপ গর্ব্বও আমি হৃদয়ে পোষণ করি না। অনুপযুক্ত হস্তের অনুবাদে যে সকল

* In the coin of Ekurattides, 180 B. C.

+ এখানে অতি দ্রুতের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমার সেই সহদয় উদার বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

ক্ৰটি হইবার সম্ভাবনা, এ অনুবাদে তাহার কিছুই অভাব বোধ হইবে না। পাঠকবৰ্গ অনুগ্রহ পূৰ্বক সেগুলি সংশোধন করিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিয়া লইব। বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এ কথা স্বীকার করিতে আমার কোন লজ্জা নাই; অতএব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অংশের অনুবাদে বিশেষ ক্ৰটি হইবার সম্ভাবনা আছে।

যতদূর পারিয়াছি আক্ষরিক অনুবাদ করিতেই চেষ্টা করিয়াছি, এজন্য আমার সহজ কর্কশ ভাষা স্থানে স্থানে হয়ত আরও কর্কশ হইয়া থাকিবে। পারিভাষিক শব্দ গুলির অনুবাদ না করিয়া সেইরূপই রাখিয়াছি, বা কোন স্থানে অনুবাদ করিলেও বন্ধনীর মধ্যে সেই মূল শব্দটি সন্নিবেশিত করিয়াছি। মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত কোন কথা যোগ করিবার প্রয়োজন বোধ স্থলে তাহাও বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। মূলের পদ্যাংশ গুলি পদ্যেই অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে হয়ত কোন কোন স্থানে ভাবানুবাদ করিতে হইয়াছে, এবং পদ্যের আকারও জঘন্য হইয়াছে। পাঠকগণ কৃপা করিয়া ইহা ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশিত অংশ পাঠোপযোগী করিবার জন্য শেষে 'ছক্কহ' স্থলের বিবৃতি করিয়া একটি টীকা সন্নিবেশিত করিয়াছি। অনুবাদে অশ্লীল স্থলের তাৎপর্য টীকা দেখিয়া বুঝা যাইতে পারে।

প্রথমত পূৰ্বোক্ত সিংহলের প্রকাশিত পুস্তকের আদর্শেই মূল ভাগ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হয়, তাহার পর Trenckner এর সংস্করণ হস্তগত হওয়ায় ইহারই অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে ও হইবে। Trenckner যে সব পাঠ ধরিয়াছেন সিংহলের মুদ্রিত পুস্তকে স্থানে স্থানে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। যেমন, করণীয়াং (১০ পৃ: ২পং), অহোসী (ঐ ৫পং), হীঘ্যো (১৬ পৃ: ১১ পং), খাদনীয়াং ভোজনীয়াং (১৭ পৃ: ৩ পং) ইত্যাদি সিংহলীয় পাঠে Trenckner এর সংস্করণে ত্রুটি ইকার দেখা যায়। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর পালিতে সাধারণত ত্রুটি দেখা গেলেও কখন কখন দীর্ঘও দেখা যায়। এই জন্য পূর্ব পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি তাহাই প্রতিলিপি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। গ্রন্থ শেষে 'পাঠাদি বিবেক' নামে অপর একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত করিবার ইচ্ছা থাকিল।

১৬ পৃ: ৭-৮ পংক্তিতে 'রাজভীতিতো' ও 'চোরভীতিতো' পাঠ আমিই কল্পিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সিংহলীয় পুস্তকে 'রাজভীতিতা' ও 'চোরভীতিতা' ছিল (অণুজ্ঞা-শোধন দ্রষ্টব্য)।

অনুবাদ অংশে পরিচ্ছেদাদি বিভাগ সম্বন্ধে Rh. D এর অনুবাদে সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিবার জন্য, এবং তাহা অধোক্তিক বোধ না হওয়ায়, তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

পালিব্যাকরণের সন্ধির নিয়মানুসারে যেখানে কোন স্বর লুপ্ত হইয়াছে, সেখানে তাহা 'সহজে' বুঝিবার জন্য মূল অংশে লোপস্থচক এক একটি (') চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সিংহলীয় ও পাশ্চাত্য গ্রন্থ-সংস্কর্ষণও এরূপ চিহ্ন স্থানে স্থানে ব্যবহৃত করিয়াছেন। পাঠকগণের সুবিধা

হইবে মনে করিয়া আমি সর্বত্রই তাহা ব্যবহার করিয়াছি; যথা—বচনমতম্+পি, এখানে বচনমতম্+অপি এই দুই পদের মধ্যে ‘অপি’র অকার লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; এই-রূপ—অথ+তং, এখানে অথ+এতং এই দুই পদের মধ্যে ‘অথ’ পদের পরস্থিত অকারের লোপ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ।

পরস্পরের প্রস্রোতর স্বরূপ বাক্য গুলিকে বর্তমান রীতি অনুসারে (‘ ’) এইরূপ চিহ্নের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি, বিরামচিহ্নগুলিও আমারই কৃত।

প্রেসে টাইপের অভাবে কয়ল ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দে বর্ণীয় বকার দিতে পারা যায় নাই, কতকগুলি সংযুক্ত অক্ষর স্থলে হসন্ত চিহ্ন দিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে, এবং এই ঠা দেবনাগর অক্ষর-স্থলে ল-এর নীচে একটু বিন্দু (ল্) দিয়া লকার হইতে তাহাকে পৃথক করা হইয়াছে।

মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত বাক্য সমূহের আকার-স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে Trenckner ও Rhys Davids উভয়েরই যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ হনয়ে তাহা স্বীকার করিতেছি। কোন কোন স্থানে আমিও কিঞ্চিৎ করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় একটি বলিতে পারা যায়; যথা—১৩৫ পৃষ্ঠায় যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহা মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে (১৪৪. ৪১-৪৭) ঠিক একই বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় (টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাল করিয়া প্রফ দেখিতে না পারায় স্থানে স্থানে কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও বা ভ্রম-প্রমাদও রহিয়াছে; যাহা চোখে পড়িয়াছে, শুদ্ধিপত্রে শোধন করিয়া দেওয়া গেল। অনুবাদ অংশে যে ভ্রমগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ মাত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই মাত্র দেখিয়া যেন কেহ মূল গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয় না করেন। মেওকপগ্রন্থ বা উভয়কোটিক প্রশ্ন সমূহ (Dilemmas) ইহার অত্যন্ত উপাদেয় ও বহুবিধ মনোরঞ্জনোচিত বিষয়ে পরিপূর্ণ। বর্তমান খণ্ডে একটি মাত্র উভয়কোটিক প্রশ্নের কেবল প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। নির্কণাদি-বিষয়ক বহুবিধ তত্ত্ব পরবর্তী অংশে রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ এই গ্রন্থখানিকে তাঁহাদের গ্রন্থপ্রকাশ-মালার মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের এবং অনুবাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ের নিকটও আমি অল্প ঋণী নহি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম-শাস্তিনিকেতন,
বোলপুর।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মিলিন্দ-পত্রোহো ।

মমো তস্ম ভগবতো অরহতো

সম্মাসম্বুদ্ধস্ম ।

- ১। মিলিন্দো নাম সো রাজা সাংগলায়ম্ পুণ্ড্রোত্তমো ।
উপগক্তি নাগসেনং গঙ্গা'ব যথসাংগরং ॥ ১ ॥
আসজ্জ রাজা চিত্রকথিং উক্কাধারং তমোহুদং ।
অপুচ্ছি নিপুণে পত্রোহে ঠানাঠানগতে পুথু ॥ ২ ॥
-

মিলিন্দ-প্রশ্ন ।

সেই ভগবান্ অহং সম্যক্-সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বাহকথা ।

প্রস্তাবনা ।

- ১। সাংগল-নগরবরে মিলিন্দ-নামক
প্রসিদ্ধ নৃপতি, গঙ্গা সাংগরেতে যথা,
তমোহর, প্রকাশক, বিচিত্রকথক,
(মহাভিক্ষু) নাগসেন-সমীপে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলা স্থানাস্থানে নিপুণ গম্ভীর
বহু প্রশ্ন ; উত্তরিলা নাগসেন তাহা ।

পুছা বিস্মজনা চেব গন্তীরখানিস্‌সিতা ।

হদয়ঙ্গমা কল্পস্থি অৰ্ভুতা লোমহংসনা ॥ ৩ ॥

অভিধ্ব-বিনয়ো'গাল্‌হা স্তুতজালসমীতি ।

নাগসেনকথা চিত্রা ওপশ্মেহি নযেহি চ ॥ ৪ ॥

তথ ঞ্জাং পণিধায় হাসয়িত্তান মানসং ।

সুগোথ নিপুণে পঞ্জে কচ্ছাঠানবিদালনে'তি ॥ ৫ ॥

২। তং যথা বৃত্ততে—অস্তি যোনকানং নানাপুটভেদনং সাগলনাম নগরং, নদীপৰ্বত-
শোভিতং, রমণীয়ভূমিপ্রদেশভাগং, আরাম্য্যানোপবনতলাক পোকথরণীসম্পদং, নদীপৰ্বতবন-
রামণেয়্যকং, স্তবস্তুনির্মিতং, নিহতপচ্চাথিকপচ্চামিতং, অমুপপীলিতং, বিবিধবিচিত্র-
দল্‌হমট্টালকোট্টকং, বরপবরগোপুরতোরণং, গন্তীরপরিখাওরপাকারপরিখিত্ত'স্তেপুং,

গন্তীরার্থ-পূর্ণ সেই প্রশ্ন ও উত্তর

অদ্ভুত, হৃদয়ঙ্গম, শ্রবণ-সুখদ,

রোমাঞ্চ-জনক ; শ্রায়-উপমায় চিত্র,

ত্রিপিটক-অর্থযুক্ত নাগসেন-কথা ।

প্রফুল্লমানসে, করি চিত্ত-প্রণিধান,

শুন সে নিপুণ প্রশ্ন, সন্দেহভঞ্জন ।

সাগল-নগর ।

২। তাহা যেমন পূর্বে পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়—যবনগণের সাগল-নামে এক
বিবিধ-অধীনস্থপুর-যুক্ত নগর আছে । ইহা রমণীয় ভূপ্রদেশভাগে অবস্থিত, নদী ও পর্বতে
১০ শোভিত, এবং আরাম-উদ্যান-উপবন-তড়াগ ও পুষ্করিণীর দ্বারা সমন্বিত; ইহা নদী-পর্বত
ও বনে রমণীয়, বিজ্ঞ শিল্পী দ্বারা নির্মিত, ও প্রতিবন্দী শত্রুগণ নিহত হওয়ায় অমুপ-
পীড়িত । ইহার উপরিতন গৃহ ও অন্তর্গৃহ-সমূহ বিবিধ, বিচিত্র ও দৃঢ় ; গোপুর ও
তোরণ উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর ; অন্তঃপুর অর্থাৎ নগরাভ্যন্তর গন্তীর পরিখা ও

সুবিভক্ত-বীথি-চত্বর-চতুষ্ক-সিঁজাটকং, সুপ্রসারিতানেকবিধবরভণ্ডপরিপূরিত'স্তরাপণং, বিবিধ-দানগগসতসমুপসোভিতং, হিমগিরিসিখরসঙ্কাসবরভবনসতসহস্রপতিমণ্ডিতং, গজহয়রথপত্তি-সমাকুলং, 'অভিরূপনরনারীগণামুচরিতং, আকিঙ্কজনমহুসং, পুথুখত্তিরব্রাহ্মণবেদসমুদং, বিবিধসমগব্রাহ্মণসভাজনসজ্জাটিং, বহুবিধবিজ্ঞাবস্তনরবীরনিসেকিতং, কাসিককৌটুম্বরকাদি-নানাবিবখাপাণসম্পন্নং, সুপ্পারিতকৃষ্ণচিরবহুবিধপুষ্কগন্ধাপগন্ধগন্ধিতং, আশিংসগীষ্যবহরতন-পরিপূরিতং, দিসামুখসুপ্পসারিতাপগন্ধিসারিবাণিজগণামুচরিতং, কহাপণরজতস্ববলকংসপথর-পরিপূরং, পজ্জোতমাননিধিনিকেতং, পহুতধনধণ্ডাবিত্তু'পকরণং, পরিপূরকোসকোটাগারং, বব্হল্পপানং, বহুবিধখজ্জভোজ্জল্যেযাপেযাসায়নীং, উত্তরকুরুদক্ষাসং সম্পন্নসং, অলকমন্দা-বিয় দেবপুরং ।

৩। এখ ঠাঙ্গ তেসং পুৰ্বকস্মং কথতব্ং । কথেন্তেন ছধা বিভজ্জিহা কথতব্ং । সেযাখীদং—

পাণ্ডুর প্রাকারে পরিবেষ্টিত ; বীথি-চত্বর-চতুষ্ক ও চতুষ্পথ-সমূহ সুবিভক্ত ; এবং বিবিধোত্তমপণ্য-পূরিত নগরভাস্তরস্থ আপ' নিকর সুপ্রসারিত । ইহা বহুবিধ শত-শত শ্রেষ্ঠ দান ক্রিয়ায় সমুপসোভিত, ও হিমগিরিসিখরসঙ্কাস শত-সহস্র উত্তম ভবন দ্বারা প্রতিমণ্ডিত ; গজ-হয়-রথ ও পদাতি দ্বারা সমাকুল, ও অভিরূপ নর-নারী-যুক্ত ; জন-মহুয্যাকীর্ণ ও মহান্ ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ও শূদ্র-সম্মিত । ইহা বিবিধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের অভিনন্দন শব্দে সম্মিলিত, বহুবিধ বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন নরনারী-গণের দ্বারা নিষেবিত, কাশীজাত ও 'কৌটুম্বরক'-প্রভৃতি নানাবিধ-বস্ত্রের আপণ-নিকর দ্বারা সম্পন্ন, সুপ্রসারিত বহুবিধ কৃষ্ণচির পুষ্প-গন্ধের আপণ-সমূহের সৌরভে আমোদিত, আশংসনীয় বহুবিধ রত্ন-নিকরে পরিপূরিত, দিমুখে প্রসারিত-পণ্য

১০ শৃঙ্গারবণিক্-সমূহ দ্বারা অরুণত, এবং কাষীপণ-রজত-স্ববর্ণ-কাংস্ত্র ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ । ইহার নিধিনিকেতন সমূহ প্রদ্যোতমান, ধন-ধাত্ত ও বিবিধ উপকরণ-দ্রব্য প্রভূত, কোষ ও অন্তর্গৃহ পরিপূর্ণ, অন্ন ও পান প্রচুর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ-পেয় ও স্বাদনীয় বস্তু বহুবিধ, এবং ইহা উত্তর কুরুর তায় সম্পন্ন-শস্ত্র, ও অলক মন্দার তায় দেবপুর ।

১৫ ৩। এই স্থানে থামিয়া তাঁহাদের (মিলিন্দ ও নাগসেনের) পূর্ব কৰ্ম্ম বলিতে হইবে ; এবং কথককে তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিতে হইবে ; যথা—

- ১ পূর্বযোগো,
- ২ মিলিন্দপ্ৰশ্নং,
- ৩ লক্ষণপ্ৰশ্নং,
- ৪ মেগুকপ্ৰশ্নং,
- ৫ অনুমানপ্ৰশ্নং,
- ৬ উপম্যকথাপ্ৰশ্নোত্তরঃ ।

তথ মিলিন্দপ্ৰশ্নো লক্ষণপ্ৰশ্নো, বিমতিচ্ছেদনপ্ৰশ্নো'তি ছবিধো । মেগুক-
প্ৰশ্নো'পি মহাবর্গো, যোগিকথাপ্ৰশ্নো'তি ছবিধো । পূর্বযোগো'তি ত্তেসং
পূর্বকস্মৎ ।

পূর্বযোগো ।

৪ । অতীতে কিং কস্মৎসং ভগবতো সাসনে বত্তমানে গঙ্গায় সমীপে একস্মিং আবাসে

- ১ পূর্বযোগ,
- ২ মিলিন্দ-প্রশ্ন,
- ৩ লক্ষণপ্রশ্ন,
- ৪ উভয়কোটিক-(মেগুক) প্রশ্ন,
- ৫ অনুমানপ্রশ্ন, ও
- ৬ উপম্যকথাপ্রশ্নোত্তর ।

ইহার মধ্যে মিলিন্দপ্রশ্ন ছই ভাগে বিভক্ত :—১ লক্ষণপ্রশ্ন, ও ২ বিমতিচ্ছেদন-
প্রশ্ন । উভয়কোটিক-(মেগুক) প্রশ্নও বিবিধ :—১ মহাবর্গ, ও ২ যোগিকথা-
প্রশ্ন । পূর্বযোগের অর্থ তাহাদের পূর্ব কস্মৎ ।

পূর্বযোগ ।

মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত ।

- ১২ ৪ । পুরাকালে কণ্ঠপ-বৃদ্ধের শাসন ময়ে গঙ্গাসমীপে এক আবাসস্থানে মহান্
ভিক্ষুসংঘ বাস করিতেন । সে স্থানে বৃদ্ধশীল সম্পন্ন ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালেই উখিত

মহাভিক্খুসংঘো পটিবসতি । তথ বত্তসীলসম্পাদা ভিক্খু পাতো'ব উট্ঠায় যট্ঠিসম্মুজ্জনিয়েঃ আদায় বুদ্ধগুণে আবজ্জন্তা অঙ্গনং সম্মজ্জিত্বা কচবরং ব্যুহং করোন্তি ॥

৫। 'অথ'কো ভিক্খু একং সামণেরং "এহি সামণের, ইমং কচবরং ছড্ডেহীতি" আহ । সো অন্তগন্তো বিয় গচ্ছতি । সো হুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি আমত্তিয়মানো অম্মগন্তো বিয় গচ্ছতে'ক । ততো সো ভিক্খু 'হুব্বচো' অয়ং সামণেরো'তি' কুদ্ধো সম্মুজ্জনিদণ্ডেন পহারং অদাসি । ততো সো রোদন্তো ভয়েন কচবরং ছড্ডেন্তো 'ইমিনাহং কচবরছড্ডনপুঞ্ঞকস্মেন যাবাহং নিব্বাণং পাপুণামি, এথ'ন্তরে নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে মম্মান্তিকস্মুরিয়ো বিয় মহেসক্কো মহাতেজো ভবেয়্য'ন্তি' পঠমপথনং পট্ঠপেসি ।

৬। কচবরং ছড্ডেহা নহান'থায় গম্মাতিথং গতো, গম্মায় উমিবেগং গম্মারায়মানং দিস্বা 'যাবাহং নিব্বাণং পাপুণামি, এথ'ন্তরে নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে অয়ং উমিবেগো বিয় ঠাহুপ্পত্তিকপটিভানো ভবেয়্য, অক্কথয়পটিভানো'তি' হুতিয়ম্পি পথনং পট্ঠপেসি ।

হইয়া যট্ঠিসংলয় সম্মার্ত্তজ্ঞী গ্রহণপূর্বক বুদ্ধগুণ চিন্তন করিতে করিতে 'অঙ্গন-মার্ত্তজ্ঞ ও আবর্ত্তজ্ঞ-সংগ্রহ করিতেন ।

৫। এক দিন কোন ভিক্খু একটি 'সামণের' বা নবশিষ্যকে বলিলেন—'সামণের, আগমন কর, এই আবর্ত্তজ্ঞা ফেলিয়া দাও ।' নে যেন তাহা না গুনিয়াই গমন করিল । ভিক্খু দুইবার—তিনবারও আহ্বান করিলে, সে যেন তাহা না গুনিয়াই গমন করিল । অমন্তর সেই ভিক্খু ঐ সামণেরকে অবাধ্য (হুব্বচো = হুব্বচঃ) দেখিয়া ক্রোধে তাহাকে সম্মার্ত্তজ্ঞী দণ্ডে প্রহার করিলেন । সে রোদন করিতে করিতে ভয়ে আবর্ত্তজ্ঞা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর (মনে মনে) এই প্রথম প্রার্থনার স্থাপন অর্থাৎ প্রার্থনা করিল :—'যাবৎ আমি নির্বাণ-লাভ করিতে না পারি, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তি স্থলে, আমি যেন এই আবর্ত্তজ্ঞার নিক্ষেপজনিত পুণ্য-কর্ম্মে মাধ্যাত্মিকস্বর্ঘ্যের ত্রায় মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাতেজা: হইতে পারি ।'

৬। সামণের আবর্ত্তজ্ঞা নিক্ষেপ করিয়া স্নানার্থ গম্মাতীর্থে উপস্থিত হইয়া গর্গরায়-মাণ উমিবেগ-দর্শনে এই দ্বিতীয় প্রার্থনা করিয়াছিল :—'যাবৎ আমি নির্বাণ লাভ করিতে না পারি, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তিস্থানে, আমার প্রতিভা যেন এই উমিবেগের ত্রায় যথাস্থানে উৎপন্ন ও অক্ষয় হয় ।'

৭। সো'পি ভিক্তু সম্মুখনিদালায় সম্মুখনিং ঠপেহা নহান'খায় গঙ্গাতিং গচ্ছন্তে। সামণেরসস পথনং সুজা 'এস ময়া পযোজিতো'পি তাব এবং পথেতি, ময়ং কিং ন সমিচ্ছাস্তীতি' চিন্তেহা 'যাবাহং নিৰ্বাণং পাপুণামি, এখ'ন্তরে নিৰ্বৃত্ত নিৰ্বৃত্তানে অংগ গঙ্গাউমিবেগো বিয় অকথংপটভানো ভবেযাং, ইমিনা পুচ্ছিতপুচ্ছিতং সৰ্বং পঞ্জহপটভানং বিজটেতুং নিৰ্বেঠেতুং সমথো ভবেযা'ন্তি' পট্টপেসি।

৮। তে উজো'পি দেবেসু চ মনুসেসু চ সংসরন্তা একং বুদ্ধ'ন্তরং থেপেহুং। অথ অম্বাহং ভগবতা'পি যথা মোগ্গলিপুত্তিসুসুথেরো দিসসতি, এবমেতে'পি দিসসন্তি, মম পরিনিৰ্বাণতো পঞ্চবদসসতে অতিকন্তে এতে উপপজ্জিসুসুতীতি। যং ময়া সুখমং কহ্মা দেসিতং ধম্মবিনয়ং, তং এতে পঞ্জহপুচ্ছনওপম্ময়ুত্তিবসেন নিজ্জটং নিগুণ্ডং কহ্মা বিভজ্জিসুসুতীতি' নিদ্দিট্টা।

৯। তেহু সামণেরো জম্বুদীপে সাগলনগরে মিলিন্দো নাম রাজা অহোসি, পণ্ডিতো,

৭। সেই ভিকুও সম্মার্কনীশালায় সম্মার্কনী স্থাপন করিয়া নানার্থ গঙ্গাतीर्थে গমন করিতে করিতে সামণেরের সেই প্রার্থনা শুনিয়া চিন্তা করিল :—‘যদি এ (তাদৃশ সংকর্মে) আমার দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া একরূপ প্রার্থনা করিতে পারে, তবে আমার কি না সমৃদ্ধ হইবে ?’ চিন্তা করিয়া সে এইরূপ প্রার্থনা করিল :—‘যাবং আমি
৮। নির্বাণ প্রাপ্ত না হই, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তিস্থানে, এই গঙ্গার উন্নিবেগের ন্যায়, আমি যেন অক্ষরপ্রতিভাশালী হই ; এবং ইহার পৃষ্ট সমস্ত প্রশ্ন-প্রতিভানের জটিলতা অপনয়ন করিতে, ও তাহাদিগকে অনাবৃত করিতে—অর্থাৎ পরিষ্কৃতভাবে উত্তর প্রদান করিতে—সমর্থ হই।’

৮। তাহার উত্তরেই দেব ও মনুষ্য মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে এক
১০। বুদ্ধশাসন-কাল ক্ষেপণ করিল। অনন্তর আমাদের ভগবান নির্দেশ করিলেন—
‘ইহাদিগকে মোদগলী-পুল তিষ্য-স্থবিরের স্থায় দেখা যাইতেছে। আমার পরিনির্বাণের পঞ্চশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, ইহার (পুনর্বার) উৎপন্ন হইবে। আমি যে ধর্ম ও বিনয় স্বাক্ষর করিয়া উপদেশ দিয়াছি, ইহার প্রণ, জিজ্ঞাসা, উপমা, যুক্তি ও আয়ের দ্বারা তাহাকে জটিলতা ও গ্রন্থি-হীন করিয়া বিভক্ত করিবে—অর্থাৎ নিরতিশয়
১৫। পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিবে।’

৯। তাহাদের মধ্যে সামণের জম্বুদীপে সাগলনগরে মিলিন্দ নামে রাজা হইলেন।

যাত্তো, মেধাবী, পটিলো ; অতীতানাগতপক্ষুপন্নানং সমস্তযোগবিধানিকিরিয়ানং করণ-
কালে নিসম্মকারী হোতি । বহুনি চ'স্ স স্থানি উগ্রগহিতানি হোন্তি ; সেযাখীদং—সুতি,
সম্মতি, সংখ্যা, যোগ, নীতি, বৈশেষিকা, গণিতা, গন্ধৰ্বা, তিকিচ্ছা, চাতুৰ্বেদা, পুরাণা,
ইতিহাসা, জ্যোতিষা, মায়্যা, হেতু, মন্ত্রনা, যুদ্ধা, ছন্দা, সামুদ্রা,—বচনেন একুনবীসতি ; বাদী,
ছরাসদো, ছপ্সসহো, পুথুতিথকরাণং অগ্গমকথায়তি । সকল জম্বুদীপে মিলিন্দেন পঞ্জ্ঞায়
সমো কোচি নাহোসি, যদিদং ঠামেন, জবেন, স্থরিয়েন, পঞ্জ্ঞায় অড্ভো, মহদ্ধনো
মহাভোগো, অনন্তবলবাহনো ।

১০। অথেকদিবসং মিলিন্দো রাজা অনন্তবলবাহনং চতুরঙ্গিনীবলগ্গসেনাবূহং দস্মন-
কম্যাতায় নগরা নিক্খমিহা বহিনগরে সেনাগণনং কারেহা সো রাজা ভস্মপবাদকো
লোকায়তবিত্তওজনসম্পাপপ্ৰবত্তকোতুহলো স্থরিয়ং ওলোকেহা অমচ্ছে আমভেঙ্গি—‘বহু
তাব দিবসাবসেসো, কিং করিস্মাম ইদানে’ব নগরং পবিসিহা ? অথি কোচি পণ্ডিতো,

তিনি পণ্ডিত, বিচক্ষণ, মেধাবী ও সমর্থ । তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান
কালের কার্য্যসমূহকে, চতুর্দিকে যোগরক্ষা করিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক সম্পন্ন
করিতেন ; এবং বহু শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—শ্রুতি, সম্মতি, সাংখ্য,
যোগ, নীতি, বৈশেষিক, গণিত, গান্ধর্ব, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস,
জ্যোতিষ, মায়্যা, হেতু, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, ছন্দঃ, ও সামুদ্র,—এক কথায় একোনবিংশতি ।
তিনি বাদ বা বিচার-শীল (বাদী) ছিলেন, বিচারে তাঁহার নিকটে কষ্টেই উপস্থিত
হওয়া যাইত (ছরাসদ), এবং প্রতিবাদিগণ কষ্টেই তাঁহাকে সহ করিতে পারিতেন
(ছপ্সসহ) । তিনি মহাতীর্থকরণের অগ্রে আখ্যাত হইতেন । তিনি বল,
বেগ, শৌর্য্য ও প্রজ্ঞায় বৈরূপ সমৃদ্ধ, এবং মহাদান, মহাভোগ ও অনন্ত-বলবাহন
১০ ইয়াছিলেন, সমস্ত জম্বুদীপে তৎসমান কেহই হয় নাই ।

১০। অনন্তর একদিন রাজা মিলিন্দ চতুরঙ্গবলবাহিত, অগ্রসৈন্তে বিহস্ত স্বকীয়
অনন্ত বলবাহনের দর্শনেচ্ছায় নগর হইতে নিজ্জান্ত হইয়া নগর-বহির্দেশে সৈন্ত গণনা
করাইলেন । পরে সেই বাচিকতর্ক-শীল রাজা লোকায়তিক ও বৈতণ্ডিক জনের
সহিত আলাপ করিবার জন্ত জাতকুতুহল হইয়া, সূর্য্যাবলোকন পূর্বক অমাত্যাগণকে
১৫ বলিলেন—‘এখনও দিবসের বহু অবশেষ আছে, এখনই নগরে প্রবেশ করিয়া কি
করিব ? এমন কি কোন পণ্ডিত আছেন—শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ, বা সংঘাধিপতি, বা

সমগ্ৰে বা ব্রাহ্মণো বা, সজ্জী, গণী, গণাচরিয়ে অপি, অরহন্তঃ সন্মাসমুজ্জং পটিজানমামো,
যো ময়া সন্ধিং সল্পপি তুং সঙ্কোতি, কঙ্খং পটিবিনেতু'স্তি ?'

১১। এবং বৃত্তে, পঞ্চসভা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুঃ—‘অখি’ মহারাজ,
ছ সখারো, পুরণো কসমপো, মক্খলি গোসালো, নিগঠো নাথপুত্তো, সঞ্জয়ো বেল্পট্ঠিপুত্তো,
অজিতো কেসকম্বলী, ককুধে * কচ্চায়নো। তে সজ্জিনো, গণিনো, গণাচরিয়কা, ঞ্জাতা,
যসসসিনো, তিথকরা, সাধু সন্মতা বহুজনসস। গচ্ছ স্বং মহারাজ, তে পঞ্হং পুচ্ছসুসু,
কঙ্খং পটিবিনয়সুসু'তি।'

১২। অথ খো মিলিন্দো রাজা পঞ্চহি যোনকসতেহি পরিবৃত্তো ভদ্রবাহণং রথবর-
মাক্খহ, যেন পুরণো কসমপো তেভু'পসংকমি। উপসংকমিত্বা পুরণেন কসমপেন সন্ধিং
সম্মোদি; সম্মোদনীয়ং কথং সারাগীয্যং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো
খো মিলিন্দো রাজা পুরণং কসমপং এতদবোচ—‘কো ভন্তে কসমপ, লোকং পালেতীতি ?'

‘পৃথিবী মহারাজ, লোকং পালেতীতি।’

গণাধিপতি, বা গণাচার্য্য, যিনি সমাক্ষসমুজ্জ অর্হৎকে জানেন,—যিনি আমার সহিত
আলাপ করিতে ও সংশয় অপনয়ন করিতে পারেন ?'

১১। এইরূপ উক্ত হইলে পঞ্চ শত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ,
১০। কাশ্যপ পুরণ, গোশাল মক্করী, নাথপুত্র নিগ্রহ, বেল্পট্ঠিপুত্র সঞ্জয়, কেসকম্বলী
অজিত, ও কাত্যায়ন ককুদ—এই ছয়জন শাস্ত্রা আছেন; ইহারা সকলেই
সংঘাতিপতি, গণাধিপতি, গণাচার্য্য, প্রসিদ্ধ, যশস্বী, তীর্থকর, ও বহুজনের সুসম্মত।
মহারাজ, আপনি তাঁহাদের নিকটে গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, এবং আপনার
সংশয় অপনয়ন করুন।’

১২। অনন্তর রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবন দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া উত্তমবাহন-যুক্ত
রথবরে আরোহণ পূর্ব্বক কাশ্যপ পুরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত
হইলেন; এবং পরস্পরে সম্মোদনীয় উচ্চার্য্য অর্থাৎ সম্ভাষণোচিত কথা উচ্চারণ
করিবার পর, তিনি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া
তিনি কাশ্যপ পুরণকে বলিলেন—‘ভদ্রস্ত কাশ্যপ, লোককে পালন করে কে ?’

‘মহারাজ, পৃথিবী লোককে পালন করে।’

‘যদি ভস্তুে কস্মপ, পঠবী লোকং পালেতি, অথ কস্মা অবীচিনিয়মং গচ্ছন্তা সত্তা পঠবিং অতিক্কমিয়া গচ্ছন্তীতি ?’

এবং বৃত্তে, পুরণো কস্মপো নে’ব সন্ধি ওগিলিতুং, নে’ব সন্ধি উগ্গিলিতুং, পত্তক্খন্ধো তুগ্গীভূতো পজ্জায়ন্তো নিসীদি ।

১৩। অথ খো মিলিন্দো রাজা মক্খলি-গোসালং এতদব্রোচ—‘অথি ভস্তুে গোসালং, কুসলাকুসলানি কস্মানি ? অথি স্কটট্ঠকটানং কস্মানং ফলং বিপাকো’তি ?’

‘ন’থি মহারাজ, কুসলাকুসলানি কস্মানি, ন’থি স্কটট্ঠকটানং কস্মানং ফলং বিপাকো ।
যে তে মহারাজ, ইধ লোকে খত্তিয়া, তে পরলোকং গন্তাপি পুন খত্তিয়া’ব ভবিস্সন্তি ;
যে তে ব্রাহ্মণা, বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা, তে পরলোকং গন্তাপি পুন ব্রাহ্মণা,
বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা’ব ভবিস্সন্তি । কিং কুসলাকুসলেহি কস্মেহীতি ?’

‘যদি ভস্তুে গোসাল, ইধ লোকে খত্তিয়া, বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা, তে পরলোকং

‘ভদ্রস্ত কাশ্যপ, যদি পৃথিবী লোককে পালন করে, তবে যে সকল জীব অবীচি-
নামক নিরয়ে গমন করে, তাহারা কি জন্ত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া যায় ?’

এইরূপ উক্ত হইলে, কাশ্যপ পূরণ তাহা নীচে গিলিতে, বা উগ্লাইতে—অর্থাৎ
প্রশ্ন বৃদ্ধিতে, বা তাহার মীমাংসা করিতে, অশক্ত হইয়া হতাশ ও বিষন্নহৃদয়ে মোনা-
৫ বলঘন-পূর্বক বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ।

কস্মফল ।

১৩। পরে মিলিন্দ রাজা গোসাল মস্তুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভদ্রস্ত গোসাল,
কুশল ও অকুশল কস্ম সকল আছে কি ? স্কৃত ও দৃকৃত কস্ম-সমূহের ফল—বিপাক
কি আছে ?’

‘না মহারাজ, কুশল-অকুশল কস্ম সকল নাই, এবং স্কৃত-দৃকৃত কস্মসমূহের ফল—
১০ বিপাক নাই । মহারাজ, যে সকল লোক এই সংসারে ক্ষত্রিয়, পরলোকে গমন করিয়াও
তাহারা পুনর্বার ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে । এখানে যাহারা ব্রাহ্মণ, বা বৈশ্য, বা
শূদ্র, বা চণ্ডাল, অথবা পুকুশ, তাহারা পরলোকে গমন করিয়াও পুনর্বার (যথাক্রমে)
ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুকুশ হইবে । কুশল-অকুশল কস্মসমূহের প্রয়োজন
কি ?’

১৫ ‘ভদ্রস্ত গোসাল, যদি এই লোকে, যাহারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা

গন্ধাপি পুনঃ পুনঃ ত্রাঙ্কণা, বেস্কা, স্কন্দা, চণ্ডালা, পুঙ্কসা'ব ভবিস্‌সত্তি,—ন'খি কুসলা-
কুসলেহি কস্মেহি করণীয়াং, তেন হি ভন্তে গোশাল, যে তে ইধ লোকে হথ্‌চ্ছিন্না, তে
পরলোকং গন্ধাপি পুনঃ হথ্‌চ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি ! যে পাদচ্ছিন্না, তে পাদচ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি !
যে কল্পচ্ছিন্না, তে কল্পচ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি !

এবং বুত্তে, গোশালো তুণ্‌হী'অহোসী ।

১৪। অথ খো মিলিন্দস্‌স রঞ্ঞো এভদহোসি—‘তুচ্ছো বত ভো জম্বুদীপো ! পলাপো
বত ভো জম্বুদীপো ! ন'খি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিং সল্লপিভুং সঙ্কোতি
কচ্ছং পটিবিনেতু'স্তি ।’ অথ খো মিলিন্দো রাজা অমচে আমন্তেসি—‘রমণীয়া বত ভো
দোসিনা রত্তি ! কিম্মু থু'জ্জ সমণং বা ব্রাহ্মণং বা উপসংকমেয়াম পঞ্ছং পুচ্ছিতুং ? কো
ময়া সন্ধিং সল্লপিভুং সঙ্কোতি কচ্ছং পটিবিনেতু'স্তি ?’ এবং বুত্তে, অমচ্ছা তুণ্‌হীভূতা রঞ্ঞো
মুখং ওলোকয়মানা অট্টংস্ব ।

১৫। তেন খো পুনঃ সময়েন সাগলনগরং দ্বাদস বস্‌সানি সূঞ্ঞং অহোসি সমন-ব্রাহ্মণ-
গৃহপতি-পণ্ডিতেহি । যথঃ সমণ-ব্রাহ্মণ-গৃহপতি-পণ্ডিতা পটিবসত্তীতি সূণাতি, তথঃ গন্ধা

পুঙ্কশ, তাহার পরলোকে গমন করিয়াও আবার ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল
ও পুঙ্কশ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে,—কুশল-অকুশল কর্মসমূহের কোন করণীয় নাই,—
তাহা হইলে, ভদন্ত গোশাল, যাহারা এই লোকে ছিন্নহস্ত, তাহার পরলোকে গিয়া
ছিন্নহস্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে ; যাহারা ছিন্নপাদ, তাহার ছিন্নপাদ হইয়াই
৫ জন্ম গ্রহণ করিবে ; যাহারা ছিন্নকর্ণ, তাহার ছিন্নকর্ণ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে !’

ইহা উক্ত হইলে, গোশাল মৌনী হইয়া রহিলেন ।

১৪। অনন্তর রাজা মিলিন্দ ভাবিলেন :—‘অহো জম্বুদীপ তুচ্ছ ! জম্বুদীপ
তুষের ছায় অসার ! এক জনও ব্রাহ্মণ, বা শ্রমণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ
করিতে, ও আমার সন্দেহ অপনয়ন করিতে পারেন !’ তিনি অমাত্যগণকে বলিলেন
১০ —‘এই জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত্রি কি রমণীয় ! এখন কি কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণের নিকট
উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ? কে আমার সহিত আলাপ করিতে, ও আমার
শঙ্কা অপনয়ন করিতে সমর্থ ?’ ইহা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ রাজার মুখাবলোকন
করিতে লাগিলেন ।

১৫। সে সময়ে সাগলনগর দ্বাদশবর্ষ যাবৎ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও পণ্ডিতগণের
১৫ দ্বারা শূন্য হইয়া ছিল । যে স্থানে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও পণ্ডিতগণ বাস করিতেছেন,

রাজা তে পঞ্ছং পুচ্ছতি । তে সর্ববেপি পঞ্ছবিষয়সঙ্কলনে রাজানং আরাধেতুং অসঙ্কোস্তা যেন বা তেন বা পক্কমস্তু । যে অঞ্ছঞ্ছং দিসং ন পক্কমস্তু, তে সর্ববে তুণ্ণীভূতা অচ্ছন্তি ; ভিক্ষু পুন-যেভুয়োন হিমবন্তম্বেব গচ্ছন্তি ।

১৬। তেন থো পুন সময়েন কোটিসতা অরহন্তো হিমবন্তে পব্বেতে রক্ষিতভলে পটিবসন্তি । অথ থো আয়স্মা অসঙ্গত্তো দিব্বায় সোতথাতুরা মিলিন্দসু রঞ্ঞা বচনং সূহা, যুগন্ধরমথকে ভিক্ষুসংঘং সন্নিপাতেহা, ভিক্ষু পুচ্ছি—অথা'বুসো কোচি ভিক্ষু পটিবলো মিলিন্দেন রঞ্ঞা সদ্ধিং সল্লপিতুং কচ্ছং পটিবিনেতু'ন্তি ?' এবং বুত্তে, কোটিসতা অরহন্তো তুণ্ণী অহেস্তং । হুতিয়ম'পি থো, ততিয়ম'পি থো পুট্টা তুণ্ণী অহেস্তং । অথ থো আয়স্মা অসঙ্গত্তো ভিক্ষুসংঘং এতদবোচ—'অথা'বুসো তাবতিংসভবনে বৈজয়ন্তসু পাটীনতো কেতুমতী নাম বিমানং । তথ মহাসেনো নাম দেবপুত্তো পটিবসতি, স পটিবলো তেন মিলিন্দেন রঞ্ঞা সদ্ধিং সল্লপিতুং কচ্ছং পটিবিনেতু'ন্তি ।' অথ থো কোটিসতা অরহন্তো যুগন্ধরমথকে অন্তরহিতা তাবতিংসভবনে পাতুরহেস্তং ।

—গুণিতে পান, রাজা মিলিন্দ সেই স্থানেই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । তাঁহারা সকলেই প্রশ্নোত্তরে রাজার আরাধনা করিতে অশক্ত হইয়া যেখানে-সেখানে প্রস্থান করেন । যাহারা অল্পদিকে গমন না করিতেন, তাঁহারা তৃষ্ণীভূত হইয়া অবস্থান করিতেন । কিন্তু ভিক্ষুরা অধিকাংশ হিমালয়-পর্বতেই গমন করিয়াছিলেন ।

১৬। সেই সময়ে হিমালয় পর্বতের 'রক্ষিততল'-নামক প্রদেশে কোটিশত অর্হং বাস করিতেন । সে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত দিব্য শ্রবণশক্তিতে রাজা মিলিন্দের (ঐ সর্কল) বচন শ্রবণ করিয়া, যুগন্ধর-পর্বত) মন্তকে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিতে, ও তাঁহার শঙ্কা-
১০ অপনয়ন করিতে পারে, এরূপ কোন সমর্থ ভিক্ষু আছে কি ?' ইহা উক্ত হইলে কোটিশত ভিক্ষু চূপ করিয়া রহিলেন । ছইবার, তিনবারও পৃষ্ট হইলে, তাঁহারা চূপ করিয়া থাকিলেন । অনন্তর আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুসংঘকে এই বলিলেন—'ওহে, ত্রয়সিংগদেব-ভবনে 'বৈজয়ন্ত'-প্রাসাদের পূর্বভাগে 'কেতুমতী'-নামে এক দেবগৃহ (বিমান) আছে । সেখানে মহাসেন-নামে দেবপুত্র বাস করেন ।
১৫ তিনি রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিতে, ও তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিতে সমর্থ ।' ইহা শুনিয়া কোটিশত অর্হং যুগন্ধর-পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া ত্রয়সিংগদেব-ভবনে প্রাণভূত হইলেন ।

১৭। অদস্য খো সঙ্কো দেবানমিন্দো তে ভিক্খু দূরতো'ব আগচ্ছন্তে । দিব্যান্ন যেনায়াস্মা অস্সগুত্তো, তেহু'পসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্তা আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং অভিবাদেহা এক-মন্তং অইঠানি । একমন্তং ঠিতো খো সঙ্কো দেবানমিন্দো আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—
'মহা খো ভন্তে, ভিক্খু সঙ্কো অহুপ্পত্তো, অহং সজ্জস্স আরামিকো, কেন'খো, কিং ময়া করণীর'ত্তি ?' অথ খো আয়স্সা অস্সগুত্তো সঙ্কং দেবানামিন্দং এতদবোচ—'অয়ং খো মহারাজ, জম্বুদীপে সাগলনগরে মিলিন্দো নাম রাজা বাদী, ছুরাসদো, ছুপ্পসহো, পুথুতিথকরানং অগ্গম-ক্খায়তি । সো ভিক্খুসজ্জং উপসঙ্কমিত্তা দিট্ঠিবাদেন পঞ'হং পুচ্ছিত্তা ভিক্খুসজ্জং বিহেঠেতীতি ।'

অথ খো সঙ্কো দেবানমিন্দো আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—'অয়ং খো ভন্তে, মিলিন্দো রাজা ইতো চূতো মহুস্সেস্স উপ্পন্নো । এসো খো ভন্তে, কেতুমতীবিমানে মহাসেনো নাম দেবপুত্তো পটিবসতি ; সো তেন মিলিন্দেন রঞ'ঞা সদ্ধিং পটিবলো সল্লপিহুং কজ্জং পটিবিনেতুং । তং দেবপুত্তং যাচিস্সাম মহুস্সলোকু'প্পত্তিয়া'তি ।'

১৮। অথ খো সঙ্কো দেবানমিন্দো ভিক্খুসজ্জং পুরক্খিত্তা কেতুমতীবিমানং পবিসিত্তা,

১৭। দেবেন্দ্র শত্রু দূর হইতেই সেই সকল ভিক্ষুকে আসিতে দেখিয়া, যে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ; এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান-পূর্বক এই বলিলেন—'ভদন্ত, মহান্ ভিক্ষুসজ্জ উপস্থিত হইরাছেন ; আমি ভিক্ষুসজ্জের পরিচারক (আরামিকো) ; আপনাদের প্রয়োজন কি ?

৫ আমাকে কি করিতে হইবে ?'

আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত দেবেন্দ্র শত্রুকে বলিলেন—'মহারাজ, জম্বুদীপে সাগলনগরে এই মিলিন্দনামক রাজা বাদ বা বিচার-শীল, বিচারে ইহার নিকটে কষ্টেই উপস্থিত হওয়া যায়, এবং প্রতিবাদিগণ কষ্টেই ইহাকে সহ্য করিতে পারে ; ইনি মহাতীর্থকর-গণের অগ্রে আখ্যাত হইয়া থাকেন । ইনি ভিক্ষুসজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া দর্শনবাদে

১০ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহাদিগকে বিশেষ পীড়া প্রদান করিতেছেন ।'

দেবেন্দ্র শত্রু আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তকে বলিলেন—'ভদন্ত, এই মিলিন্দ রাজা এস্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হইয়াছে । ভদন্ত, কেতুমতী-বিমানে এই মহাসেন-নামে দেবপুত্র বাস করিতেছেন ; তিনিই মিলিন্দ রাজার সহিত আলাপ করিতে ও তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিতে অধুরূপ । সেই দেবপুত্রকে মনুষ্যালোকে

১০ উৎপন্ন হইবার জন্ম যজ্ঞা করিব ।'

১৮। পরে দেবেন্দ্র শত্রু ভিক্ষুসজ্জকে পুরোভাগে করিয়া কেতুমতী-বিমানে প্রবেশ-

মহাসেনঃ দেবপুত্রং আলিঙ্গিষ্য। এতদবোচ—‘যাচতি তং মারিস, ভিক্খুসজ্জো মহুস্সলোকু-
প্তিস্সা’তি ।’

‘ন মে ভন্তে, মহুস্সলোকেন’খো কস্মবহুলেন, তিব্বো মহুস্সলোকো । ইধে’বাহং ভন্তে,
দেবলোকে উপরু’পরু’প্তিকো হুত্বা পরিনিব্বায়াসসামীতি ।’

ছতিয়ম্পি খো, ততিয়ম্পি খো সকে দেবানমিন্দে যাচন্তে মহাসেনো দেবপুত্রো এবমাহ—
‘ন মে ভন্তে, মহুস্সলোকেন’খো কস্মবহুলেন, তিব্বো মহুস্সলোকো ; ইধে’বাহং ভন্তে, দেব-
লোকে উপরু’পরু’প্তিকো হুত্বা পরিনিব্বায়াসসামীতি ।’ অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো মহাসেনং
দেবপুত্রং এতদবোচ—‘ইধ ময়ং মারিস, সদেবকং লোকং অনুবিলোকয়মানা অঞ্ঞত্র তয়্য
মিল্লিন্দস্স রঞ্ঞো বাদং ভিন্দিয়া সাসনং পগ্গহেতুং সমথং অঞ্ঞত্র কিঞ্চি ন পস্সাম ।
যাচতি তং মারিস, ভিক্খুসজ্জো—‘সাধু, সপ্পুরিস, মহুস্সলোকে নিব্বত্তিয়া দস্সলসুস সাসনং
পগ্গহিষ্য মেহীতি ।’

‘এবং বুত্তে, মহাসেনো দেবপুত্রো ‘অহং কিয় মিলিন্দস্স রঞ্ঞো বাদং ভিন্দিয়া সাসনং
পগ্গহেতুং সমথো ভবিস্সামীতি’ ইট্ঠতুট্ঠো উদগ্গু’দগ্গে। হুত্বা ‘সাধু, ভন্তে, মহুস্সলোকে
উপঞ্জিস্সামীতি’ পটিঞত্র অদাসি ।

পূর্বক দেবপুত্র মহাসেনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—‘মারিস, ভিক্খুসজ্জ আপনাকে
মহুস্সলোকে উৎপন্ন হইবার জন্ত যাচ্চা করিতেছেন ।’

‘ভন্ত, কর্মবহুল মহুস্সলোকের দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ; মহুস্সলোক তীব্র ।
ভন্ত, আমি এই দেবলোকেই উপযু্যপরি উৎপন্ন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিব ।’

- ৫ দেবেগ্র শত্রু বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাচ্চা করিলে দেবপুত্র মহাসেন ইহাই
বলিলেন—‘ভন্ত, মহুস্সলোকের দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ; মহুস্সলোক তীব্র ।
ভন্ত, আমি এই দেবলোকেই উপযু্যপরি উৎপন্ন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিব ।’
অনন্তর আয়ুয়ান্ অশ্বগুপ্ত দেবপুত্র মহাসেনকে এই বলিলেন—‘মারিস, এখানে
আমরা এই সদেব-মহুস্সলোকে অবলোকন করিয়া আপনি-ভিন্ন রূপ কাহাকেও দেখি-
১০ তেছি না, যিনি মিলিন্দ রাজার বাদ অর্থাৎ তর্ক ভেদ করিয়া বুদ্ধ-শাসনকে উদ্ধার
করিতে সমর্থ হন । মারিস, ভিক্খুসজ্জ আপনাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—
‘সাধু, সৎপুরুষ, আপনি মহুস্সলোকে জন্মধারণ করিয়া দশবলের শাসনকে উদ্ধার
করিয়া দিন ।’

- এই প্রকার উক্ত হইলে, দেবপুত্র মহাসেন ‘আমি মিলিন্দ রাজার বাদ খণ্ডন করিয়া
১৫ বুদ্ধশাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব’—এই ভাবিয়া হুট্-তুট্ ও (মনে মনে) স্বীত-স্বীত
হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—‘ভাল, ভন্ত, আমি মহুস্সলোকে উৎপন্ন হইব ।’

১৯। অথ খো ত্রে ভিক্ষু দেবলোকে তং করণীয়াং তীয়েত্বা, দেবোহু ভাবতিংসেহু অন্তর-
হিতা হিমবন্তে পৰ্বতে রক্ষিততলে পাতুরহেহুং । অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো ভিক্ষুসজ্জং
এতদবোচ—‘অথা’বুসো ইমস্মি ভিক্ষুসজ্জে কোচি ভিক্ষু সন্নিপাতং অনাগতো’তি ?’

এবং বুত্তে, অঞ্ঞতরো ভিক্ষু আয়স্মন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—‘অথি ভন্তে, আয়স্মা
রোহণো ইতো সত্তমে দিবসে হিমবন্তং পৰ্বতং পবিসিত্বা নিরোধং সমাপন্নো; তস্স সত্তিকে
দুত্তং পাহেথা’তি ।’ আয়স্মাপি রোহণো তং খণঞ্ঞেব নিরোধা বৃট্ঠায় ‘সজ্জো মং
পট্টমানেতীতি’ হিমবন্তে পৰ্বতে অন্তরহিতো রক্ষিততলে কোটিসতানং অরহন্তানং পুরতো
পাতুরহোসি ।

অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো আয়স্মন্তং রোহণমেতদবোচ—‘কিন্নু খো আবুসো, রোহণ,
বুদ্ধসাসনে পলুজ্জন্তে ন পদসসি সজ্জস্স করণীয়ানীতি ?’

‘অমনসিকারো মে ভন্তে, অহোসীতি ।’

‘তেন হা’বুসো রোহণ, দণ্ডকস্ম্য করোহীতি ।’

‘কিং ভন্তে, করোমীতি ?’

১৯। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ দেবলোকে ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়া ত্রয়স্বিংশং-দেব-
লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া হিমালয় পর্বতের রক্ষিততলে প্রাভূত হইলেন । আয়ু-
স্মান অঞ্চগুপ্ত ভিক্ষুসজ্জকে বলিলেন—‘ওহে, এই ভিক্ষুসংজ্ঞের অন্তর্গত এমন কি কোন
ভিক্ষু আছেন, যিনি এখানে সমুপস্থিত হন নাই ?’

এইরূপ উক্ত হইলে, অপর ভিক্ষু আয়ুস্মান অঞ্চগুপ্তকে বলিলেন—‘ভদন্ত, আয়ুস্মান
রোহণ অদ্য সপ্তম দিবস হইল, হিমালয়-পর্বতে প্রবেশ করিয়া ‘নিরোধ’-ধ্যানসম্পন্ন
হইয়াছেন ; তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন ।’ আয়ুস্মান রোহণও ভিক্ষুসজ্জ তাঁহার
অপেক্ষা করিতেছেন, জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ‘নিরোধ’-ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া
হিমালয় পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইলেন ও রক্ষিততলে কোটিশত অর্হতের পুরোভাগে

১০ প্রাভূত হইলেন ।

আয়ুস্মান অঞ্চগুপ্ত আয়ুস্মান রোহণকে বলিলেন—‘ওহে রোহণ, বুদ্ধসাসন নিত্যন্ত রুগ্ন
হইয়া পড়িতেছে, আপনি এখনও সংঘের কর্তব্য-সমূহ দর্শন করিতেছেন না কেন ?’

‘ভদন্ত, আমার অনন্যযোগিতায় (এরূপ) হইয়াছে ।’

‘তবে রোহণ, আপনি দণ্ডকস্ম্য করুন ।’

১৫ ‘ভদন্ত, কি করিব ?’

‘অথা’বুসো রোহণ, হিমবন্তপর্বতপদস্ ‘কজ্জলং’ নাম ব্রাহ্মণগামো । তথ সোহু’ত্তরো নাম ব্রাহ্মণো পটিবসতি । তস্ পুস্তো উল্লজ্জিস্‌সতি নাগসেনো নাম দারকো । তেন হি তং আবুসো রোহণ, দসমাসাধিকানি সন্ত বদসানি তং কুলং পিণ্ডায় পবিস । পিণ্ডায় পবিসিহা নাগসেনং দারকং নীহরিহা পব্বাজেহি । পব্বজিতে চ তস্মিৎ দণ্ডকস্মতো মুচ্চিস্‌সতীতি’ —আহ ।

আয়স্মাপি থো রোহণো ‘সাধু’তি সম্পটি’চ্ছি ।

২০ । মহাসেনো’পি থো দেবপুত্তো দেবলোকা চষিহা সোহু’ত্তরব্রাহ্মণস্‌স তস্মিয়ায় কুচ্চিস্মিৎ পটিসন্ধিং অগুগহেসি । সহ পটিসন্ধিগহণা তয়ো অচ্ছরিয়া অব্‌ভূতা ধম্মা পাতুরহেসুং—আযুধ-ভাণ্ডানি পজ্জলিংসু, অগুগদস্‌সং অতিনিপ্পফলং, মহামেঘো অভিপ্পবস্‌সি । আয়স্মাপি থো রোহণো তস্‌স পটিসন্ধিগহণতো পট্টায়া দসমাসাধিকানি সন্ত বদসানি তং কুলং পিণ্ডায় পবিসন্তো একদিবসম্‌পি কটচ্ছুমত্তং ভত্তং বা, উল্লুমত্তং যাণ্ডং বা, অভিবাদনং বা, অজ্জলিকস্মং বা, সামীচিকস্মং বা নালথ; অথ থো অক্কোসঞ্ঞেব, পরিহাসঞ্ঞেব পটিলততি । ‘অতি’চ্ছথ ‘ভন্তে’তি’ বচনমত্তম্‌পি বত্তা নাম নাহোসি ।

‘রোহণ, হিমালয়পর্বত-পার্শ্বে ‘কজ্জল’-নামে এক ব্রাহ্মণ-গ্রাম আছে । সেখানে শোণোত্তর (সোহু’ত্তরো) নামে এক ব্রাহ্মণ বসতি করেন । তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে । বালকের নাম হইবে ‘নাগসেন’ । অতএব রোহণ আপনি সাতবৎসর দশমাস তাঁহার গৃহে খাণ্ড-ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ করুন । প্রবেশ করিয়া বালক নাগসেনকে (গৃহ হইতে) অপনীত করিয়া প্রব্রজিত করুন । সে প্রব্রজিত হইলে, আপনি দণ্ডকস্ম হইতে মুক্ত হইবেন ।’

আয়স্মান্ রোহণও ‘সাধু’ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ।

২০ । দেবপুত্র মহাসেনও দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া শোণোত্তর-ব্রাহ্মণের ভাষ্যায় কুক্ষিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । তাঁহার জন্মগ্রহণ-ক্ষণের সঙ্গেই তিনটি আশ্চর্য্য-অদ্ভুত ১০ কর্ম (ধম্ম) প্রাভূত হইয়া ছিল :—আযুধ-ভাণ্ড সকল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, নবীন শস্যসমূহ অতিনিপ্পন্ন অর্থাৎ পরিপক্ব হইয়াছিল, ও মহামেঘ বর্ষণ করিয়াছিল । আয়স্মান্ রোহণও তাঁহার জন্মলাভ-কাল হইতে সপ্তবর্ষ দশমাস যাবৎ পিণ্ড-প্রার্থনায় সেই ভবনে প্রবেশ করিয়া, একদিনও দৰ্‌কীমাত্র অন্ন, কি উদক পরিমিত যোগ্য, কি অভিবাদন, কি অজ্জলিবন্ধন, অথবা অপর কোন সমীচীন কর্ম লাভ করেন নাই ; বরং আক্ৰোশ ও পরিহাসই পাইয়া ছিলেন । সেখানে এমন কোন লোক ছিল না, যে তাঁহাকে এইটুকু বলিত ‘ভেদন্ত, আপনি অগ্রত্ৰ গমন করুন ।’

দসমাসাধিকানং পুন সত্ত্বং বদমানং অচয়েন একদিবসং ‘অতিচ্ছা ভক্তে’তি’ বচনমত্তং
অলখ। তং দিবসমেব ব্রাহ্মণো’পি বহিকল্পতো আগচ্ছন্তো পটিপথে থেরং দিস্বা ‘কিং ভো
পব্ভজিত, অম্বাহকং গেহমগমথা’তি’ আহ।

‘আম ব্রাহ্মণ, অগমম্বাহ’তি ।’

‘অপি কিঞ্চি লভিথা’তি ?’

‘আম ব্রাহ্মণ, লভিম্বাহ’তি ।’

সো অন্তমনো গেহং গত্বা পুচ্ছি ‘তস্ম পব্ভজিতস্ম কিঞ্চি অদথা’তি ?’

‘ন কিঞ্চি অদম্বাহ’তি ।’

২১। ব্রাহ্মণো ছতিয়দিবসে ঘরদ্বারে য়েব নিসীদি—‘অজ্জ পব্ভজিতং মুসাবাদেন
নিষ্গ্গহেস্গামীতি ।’ থেরো ছতিয়দিবসে ব্রাহ্মণস্ম ঘরদ্বারং সম্পত্তো । ব্রাহ্মণো থেরং দিস্বা’ব
এবমাহ—‘তুম্হে হীয়েয়া অম্বাহকং গেহে কিঞ্চি অলভিস্বা য়েব লভিম্বাহ’তি অবোচুথ, বট্ঠতি হু
‘ত্থা তুম্বাহকং মুসাবাদো’তি ?’

থেরো আহ ‘ময়ং ব্রাহ্মণ, তুম্বাহকং গেহে দসমাসাধিকানি সত্ত বদমানি ‘অতিচ্ছা’তি’
বচনমত্তম্’পি অলভিস্বা, হীয়েয়া ‘অতিচ্ছা’তি’ বচনমত্তং লভিম্ব, অথে’তং বচনপটিগ্গহারমত্তং

সাত বৎসর দশমাস অতীত হইলে, একদিন ঐ কথাটুকু লাভ করিলেন ‘ভদন্ত,
আপনি অত্র গমন করুন ।’ সেই দিনই ব্রাহ্মণ (শোনোত্তর) (গ্রামের) বহিঃ-সম্পাত্ত
৫ কর্ণ হইতে আগমন করিতে করিতে পথে স্থবিরকে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন—‘কি
হে প্রব্রজিত, আপনি কি আমাদের গৃহে গমন করিয়াছিলেন ?’

‘হাঁ ব্রাহ্মণ, গিয়াছিলাম ।’

‘আপনি সেখানে কিছু পাইয়াছেন ?’

‘হাঁ ব্রাহ্মণ, পাইয়াছি ।’

তিনি আনন্দিতমনে গৃহে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা সেই ভিক্ষুকে
১০ কিছু দিয়াছ কি ?’

‘না, আমরা কিছুই দিই নাই ।’

২১। দ্বিতীয় দিবসে ব্রাহ্মণ গৃহদ্বারেই নিষদ্ব হইয়া মনে করিলেন—‘আজ মুসাবাদে
জ্ঞাত ভিক্ষুকে নিগৃহীত করিব ।’ স্থবির দ্বিতীয় দিবসে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত
হইলেন । ব্রাহ্মণ স্থবিরকে দেখিয়াই বলিলেন—‘আপনি কাল আমাদের গৃহে
১৫ কিছু না পাইয়াই ‘পাইয়াছি’ বলিয়াছেন, আপনাদের কি মুসাবাদ উচিত ?’

স্থবির বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আমি সাত বৎসর দশমাস যাবৎ আপনাদের গৃহে ‘অন্যত্র
গমন কর’—এই কথাষাত্রও না পাইয়া, কলা ঐ কথাটি লাভ করিয়াছিলাম । এই
বচনসংকার-মাত্র লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলাম ।’

উপাদায় এবমবোচুম্হা'তি ।'

ব্রাহ্মণো চিত্তেসি—‘ইমে বাচাশটিসম্বারমত্তম্’নি লভিত্বা জনমজ্জো লভিম্হা’তি পসংসত্তি, অঞ্জঃ ক্লিষ্ণি খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা লভিত্বা কস্মা নগ্নসংসজ্জীতি’ পসীদিষ্মা অন্তনো অথায় পটিয়াদিতভত্ততো কটচ্ছুভিক্খং তহুপিয়ং চ ব্যঞ্জনং দাপেত্বা, ‘ইমং ভিক্খং সর্বকালং তুম্হে লভিস্থা’তি’ আহ। সো পুনদিবসতোপ্পতুতি উপসম্মত্তসু থেরসু উপসমং দিষ্মা ভীষ্যো সোমত্তায় পসীদিষ্মা থেরং নিচ্চকালং অন্তনো ঘরে ভত্তবিস্পগকরণ’থায় যাচি। থেরো তুণ্হীভাবেন অধিবাসেত্বা দিবসে দিবসে ভত্তকিচ্চং কত্বা গচ্ছন্তো থোকং থোকং বুদ্ধবচনং কথেত্বা গচ্ছতি।

২২। সাপি থো ব্রাহ্মণী দশমাস’চ্চরেন পুত্রং বিজায়ি। নাগসেনা। তস্মৈ নাম’ অহোলি। সো অনুরুমেণ বহুচেত্তো সত্তবসুসিকো জাতো। অথ থো নাগসেনসু দায়কসু পিতা নাগসেনং দায়কং এতদবোচ—‘ইমস্মিং থো তাত নাগসেন, ব্রাহ্মণকুলে সিক্খানি সিক্খেষ্যাসীতি।’

‘কতমানি তাত, ইমস্মিং ব্রাহ্মণকুলে সিক্খানি নামা’তি ?’

‘তয়ো থো তাত নাগসেন, বেদা সিক্খানি নাম, অবসেসানি সিগ্গানি সিগ্গং নামা’তি।’

ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—‘ইহীয়া বচনসংকার-মাত্র লাভ করিয়া জনমধ্যে ‘পাইয়াছ’ বলিয়া প্রশংসা করেন, অন্য যদি ক্লিষ্ণং খাদ্য বা ভোজ্য লাভ করেন, তবে কেননা প্রশংসা করিবেন!’ তিনি প্রসন্ন হইয়া নিজার্থ প্রস্তুত অন্ন হইতে দর্কী-(‘কটচ্ছু’) পরিমিত ভিক্ষা ও তদনুরূপ ব্যঞ্জন প্রদান করাইয়া বলিলেন—‘আপনি সর্বকালেই এইরূপ ভিক্ষা লাভ করিবেন।’ তিনি পরদিবস হইতে আগমনকারী হুবিরের উপশাস্ততা দর্শনে আরও প্রসন্ন হইয়া, স্বগৃহে নিত্য অন্ন বিতরণ করিবার জন্ত তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। হুবিরও তুষীস্তাব-দ্বারা আয়সম্মতি প্রকাশ করিয়া, (সেখানে) দিনে দিনে অন্নগ্রহণ-কৃত্য করিতেন, ও অন্ন অন্ন করিয়া বুদ্ধবচন করিয়া যাইতেন।

১০ ২২। (এদিকে) সেই ব্রাহ্মণপত্নীও দশমাস অতীত হইলে, এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল ‘নাগসেন।’ বালক অনুরুমে বর্দ্ধিত হইয়া সপ্তবর্ষ হইলে, তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন—‘তাত নাগসেন, তোমাকে এই ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষাসমূহ শিখিতে হইবে।’

‘তাত, এই ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষাসমূহ কি কি?’

১৫ ‘তাত নাগসেন, বেদত্রয়ের নাম শিক্ষা, অবশিষ্ট বিদ্যা-সমূহের (সিগ্গানি) নাম শিল্প।’

‘তেন হি তাত, সিক্খিস্সানীতি ।’

অথ খো সোহু’ত্তরো ব্রাহ্মণো আচরিয়স্স ব্রাহ্মণস্স আচরিয়ভাগং সহস্সং দত্ত্বা, অন্তোপাসাদে একস্মিং গব্ভে একতো মঞ্চকং পঞ্ঞাপেহা আচরিয়ব্রাহ্মণং এতম্বোচ—
‘সজ্জায়্যাপেহি খো ঙ্গ ব্রাহ্মণ, ইবং দারকং বত্তানীতি ।’

‘তেন হি তাত দারক, উদ্গব্ভাহি মত্তানীতি’—আচরিয়ো ব্রাহ্মণো সজ্জায়তি । নাগসেন-
দারকস্স একেনে’ষ উক্কেসেন তয়ো বেদা হৃদয়ঙ্গতা, বাহু’গ্গতা, স্থপধারিতা, স্থববখাপিতা,
অমনসিকতা অহেস্সং ; সন্নিমেষ চক্খুং উদগাদি তীস্স বেদেস্স, সন্নিমেষকুট্টেস্স,
সাক্খরপ্পভেদেস্স, ইতিহাসপঞ্চমেস্স ; পদকো, বেদ্যাকরণো, লোকায়তমহাপুরিসলক্খণেস্স
অনবয়ো অহোসি ।

২৩। অথ খো নাগসেনো দারকো পিতরং এতম্বোচ—‘অথি সু খো তাত, ইমস্মিং
ব্রাহ্মণকুলে ইতো উত্তরিম্পি সিক্খিতব্বানি, উদাহ এত্তকানে’বা’তি ?’

‘ন’থি তাত নাগসেন, ইমস্মিং ব্রাহ্মণকুলে ইতো উত্তরিং সিক্খিতব্বানীতি ;
‘এত্তকানে’ব সিক্খিতব্বানীতি ।’

‘তাত, তবে আমি তাহা শিক্ষা করিব ।’

অনন্তর ব্রাহ্মণ শোণেত্তর আচার্য্যকে দেয়-স্বরূপ সহস্র মুদ্রা আচার্য্য-ব্রাহ্মণকে প্রদান
করিলেন ; এবং প্রাসাদান্তর্ভাগে এক গর্ভগৃহের একদিকে মঞ্চক নির্দিষ্ট করাইয়া,
আচার্য্য-ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আপনি এই বালককে মন্ত্রসমূহের স্বাধ্যায়
করাউন ।’

- ৫ ‘তাহা হইলে, তাত নাগসেন, তুমি মন্ত্র সকল গ্রহণ কর’—এই বলিয়া আচার্য্য-
ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় করিতে লাগিলেন । একোচ্চারণেই নাগসেনের বেদত্রয় জ্ঞানত
হইল । তিনি তাহা (স্বর সংযোগে) উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সবিশেষ ধরণ করিতে
পারিয়াছিলেন, অর্থাবধারণ পূর্বক তাহা ব্যবস্থাপিত বা কশ্মে বিনিবৃত্ত করিতে
পারিতেন, এবং তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন । নিষণ্টু বা নিরুক্ত, কল্প, ছন্দ
১০ ও পঞ্চমবেদ-সদৃশ ইতিহাসের সহিত বেদত্রেয় সহসা তাঁহার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল ।
তিনি পদজ্ঞ ও বৈয়াকরণ, এবং লোকায়ত (নাস্তিকদর্শন) ও মহাপুরুষ-লক্ষণজ্ঞানে
নিপুণ হইয়াছিলেন ।

২৩। অনন্তর বালক নাগসেন পিতাকে বলিলেন—‘তাত, ব্রাহ্মণকুলে ইহার
পরেও কি কিছু শিক্ষা আছে, অথবা এই পর্য্যন্তই (আর কিছু নাই) ?’

১৫ ‘তাত নাগসেন, ব্রাহ্মণকুলে ইহার পর আর কিছু শিক্ষা নাই, এই পর্য্যন্তই ।’

অথ খে নাগসেনো দারকো অচরিয়স্ অমৃত্যোগং দহ্মা, পাসাদা ওঙ্কারে পুৰ্ব্ববাসনায় চোদিতুইদয়ো রহোগতো পতিসল্লীনো অন্তনো সিঙ্গস্ আদিমজ্জাপরিয়োসানং ওলোকেত্তেই আদিম্হি বা, মজ্জে বা, পরিয়োসানে বা অগ্নমত্তকম্'পি সারং অদিম্মা 'তুচ্ছা বত্ত ভো ইমে বেদা! পলাপা বত্ত ভো ইমে বেদা অসার নিস্সার'তি!'—বিল্লটিসারী অরত্তমনো অহোসি ।

তেন খে পম সময়েন আয়স্মা রোহণে বত্তনিয়ৈ সেনাসনে নিদিম্মো নাগসেনস্ দারকস্ চেত্তমা চেতোপরিবিতকম্ ওঙ্কার, নিবাসেহ্মা পত্ততীবরমাদায়, বত্তনিয়ৈ সেনাসনে অন্তরহিতো কজ্জল-ব্রাহ্মণগামস্ পুরতো পাতুরহোগি । অদমা খে নাগসেনো দারকো অন্তনো দ্বারকেট্টকে ঠিতো আয়স্মত্তং রোহণং ছরতো'ব; আগচ্ছত্তং দিম্মান অত্তমনো উদগগো পমুদিতো পীতিসোমনসসজ্জাতো 'অপ্পেব নামায়ং পব্বেজিতো কঞ্চি সারং জানেযা'তি' যেনায়স্মা রোহণে, তেহু'পসকমি । উপসকমিহ্মা আয়স্মত্তং রোহণং এতদবোচ— 'কো হু খে স্বং মারিস, এদিম্মো ভজ্জু-কাসাবরসনো'তি ?'

অতঃপর বালক নাগসেন আচার্য্যকে (তাঁহার শেষ) প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন ; এবং পূৰ্ব্বজন্মের সংস্কার-দ্বারা প্রণোদিত-চিত্ত হইয়া নিৰ্জ্জনে চিন্তা-নিমগ্ন হইয়া স্বোপার্জ্জিত বিদ্যার আদি, মধ্য ও অবসান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । তিনি এইরূপ পর্যালোচনা করিতে করিতে আদি, মধ্য ও অব-
৫ সান, কোনও স্থানে অল্পমাত্রাও সার দেখিতে না পাইয়া বলিয়া উঠিলেন 'অহো বেদ সকল তুচ্ছ ! অহো বেদে সকল তুষ্ণের ন্যায়, অসার—নিঃসার !' এই বলিয়া তিনি অমৃত্যুতপ ও অসম্ভব হইলেন ।

সেই সময়ে আয়ুস্মান্ রোহণ 'বত্তনিয়'-আশ্রমে নিবন্ধ হইয়া ছিলেন । তিনি স্বহৃদয়ে বালক নাগসেনের চিন্তোদিত সেই বিতর্ক জানিতে পারিয়া বসন পরিধান করিয়া (ভিক্ষা-) পাত্র ও চীবর গ্রহণপূৰ্ব্বক, 'বত্তনিয়'-আশ্রম হইতে অন্তহিত হইয়া :
১০ 'কজ্জল'-গ্রামের পুরোভাগে প্রাজুভূত হইলেন । নাগসেন স্বকীয় দ্বাররথী অন্তর্গত উপবিষ্ট ছিলেন, আয়ুস্মান্ রোহণকে দেখিতে পাইলেন । তিনি দূর হইতেই তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রমুদিত, আনন্দিত, ও মনে মনে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলেন ; তাঁহার :
: প্রীতি ও সোমনস্ত্র উৎপন্ন হইল । হয় ত এই প্রব্রজিত কিছু সার জানেন—এই মনে করিয়া তিনি আয়ুস্মান্ রোহণের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও বলিলেন—'মারিস,
১৫ সিদ্ধ যুগুত ও কাষায়বসনধারী আপনি কে ?'

‘পৰ্বজিতো নামাহং দারকা’তি ।’

‘কেন হুং মারিস, পৰ্বজিতো নামাসীতি ?’

‘পাপকানং মলানং পৰ্বাজেতুং পৰ্বজিতো, তস্মাহং দারক, পৰ্বজিতো নামা’তি ।’

‘কিং কারণা মারিস, কেনা তে ন, যথা অঞ্ঞেস’স্তি ?’

‘সোলসি’মে দারক, পলিৰোধে দিয়া কেসমসুহুং ওহারেয়া পৰ্বজিতো । কতমে সোলস ? অলঙ্কারপলিৰোধো, মণ্ডপলিৰোধো, তেলমণ্ডপলিৰোধো, ধোবনপলিৰোধো, মালাপলি-বোধো, গন্ধপলিৰোধো, বাদনপলিৰোধো, হরীটকপলিৰোধো, আমলকপলিৰোধো, রংগপলি-বোধো, বন্ধনপলিৰোধো, কোচ্ছপলিৰোধো, কপ্লকপলিৰোধো, বিজটনপলিৰোধো, উকাপলি-বোধো, কেসেসু বিলুনেসু সোচস্তি, কিলমস্তি, পরিদেবস্তি, উরভালিং কন্দস্তি, সম্মোহং আ-পজ্জস্তি;—ইমেসু থো দারক, সোলসসু পলিৰোধেসু পলিগুপ্তিতা মনুসসা সৰ্বানি অজ্জি-সুখুমানি সিদ্ধানি নাসেস্খীতি ।’

‘কিং কারণা মারিস, বথানি’পি তে ন, যথা অঞ্ঞেস’স্তি ?’

‘বংস, আমি প্রব্রজিত ।’

‘কিজ্জা মারিস, আপনি প্রব্রজিত হইয়াছেন ?’

‘বংস, পাপ-মল-সমূহ অতিবাহিত করিবার জন্ত প্রব্রজিত বা সন্ন্যাসী হয় । সেই জন্ত বংস, আমি প্রব্রজিত ।’

৫

শিরোমুণ্ডনের প্রয়োজন ।

‘মারিস, কি কারণে অন্ত-লোকের তায় আপনার কেশ নাই ?’

‘বংস, এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়া দর্শন করিয়া লোক কেশ ও শ্রক্ষ বপন করিয়া প্রব্রজিত হয় । এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়া কি ? কেশ অলঙ্কৃত করা, সজ্জিত করা (মণ্ডন), তেল মাখান, ধৌত করা, মালাধারণ, গন্ধ-সম্পাদন, (ধূপাদি ১০ দ্বারা) সুবাসিত করা, হরীতকী ও আমলকী দ্বারা পরিকার করা, চাক্রতর-বর্ণ-সম্পাদন, ১১ মণ্ডন নাপিত, গ্রহিমোচন, উকুন, এবং কেশ ছিন্ন হইলে তাহার জন্ত ১২ কেশ-বিন্যাস, তাহার তজ্জন্ত শোক করে, পরিদেবনা করে, উরঃস্থল আহত করিয়া ক্রন্দন করে, ও মোহ প্রাপ্ত হয় । বংস, এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়ায় আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ অতিশূন্য বিদ্যা- (শিল্প) সমূহ নষ্ট করে ।’

১৫

কাষায়-বসনের প্রয়োজন ।

‘মারিস, অন্ত লোকের তায় আপনার বস্ত্রও নাই কেন ?’

‘কামনিস্‌সিতানি খো দারক, বথানি কম্নীয়ানি গিহিবাক্কনানি, যানি কানিচি খো তয়ানি
বথতো উপ্পজ্জতি, তানি কাসাববসনস্‌স ন হোত্তি, তন্না বথানি’পি মে ন, বথা অঞ্ঞেস’ত্তি ।’

‘জানাসি খো ঙ্গ মারিস, সিগ্গানি নামা’তি ?’

‘আম দারক ; জানাম’হং সিগ্গানি । ঙ্গ লোকে উত্তম মত্তং, তন্ম’পি জানাৱীতি ।’

‘ময়’হম’পি তং মারিস, দাতুং সঙ্কা’তি ?’

‘আম দারক ; সঙ্কা’তি ।’

‘তেন হি মে দেহীতি ?’

‘অকালো খো দারক ; অন্তরথরং পিণ্ডার পবিট্ঠ’ম্হা’তি ।’

২৪। অথ খো নাঃসেনো দারকো আয়স্মতো রোহণস্‌স হথতো পত্তং গহেহ্‌হা, ঘরং প-
বেসহ্‌হা, পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সন্তপ্পেহ্‌হা, সম্পবারেহ্‌হা, আয়স্মত্তং রোহণং
ভূত্তাবিং ওণীতপত্তপাণিং এতদবোচ —‘দেহি মে’দানি মারিস, মত্ত’ত্তি ।’

‘বংস, যে সকল কম্নীর বস্ত্র গৃহিগণের চিরস্বরূপ,—অর্থাৎ গৃহিগণ ব্যবহার
করিয়া থাকেন, ঐ সমুদয় বস্ত্র কাম বা লালসাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ;—তাহার
দ্বারা যে-কোন ভয়ের উৎপত্তি হয় । কাষায়বসন ধারণ করিলে ঐ সব ভয় হয় না ।
সেই-জন্ত অস্ত্র লোকের হায়ে আমার বস্ত্রও নহে ।’

৫ ‘মারিষ, আপনি বিদ্যা-(শিল্প) সমূহ জানেন ?’

‘হাঁ বংস ; আমি বিদ্যাসমূহ জানি । লোকে যাহাকে উত্তম মত্ত বলে, আমি
তাহাও জানি ।’

‘মারিষ, আমাকেও তাহা প্রদান করিতে পারা যায় ?’

‘হাঁ বংস ; পারা যায় ।’

১০ ‘তবে আমাকে প্রদান করুন ।’

‘বংস, এখন অসময় ; খাদ্য ভিক্ষা করিবার জন্ত এখন অন্তর্গৃহে প্রবেশ
করিয়াছি ।’

২৪। অনন্তর বালক নাগসেন, আয়ুয়ান্ রোহণের হস্ত হইতে (ভিক্ষা-) পাত্র
গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন ; এবং স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
১৫ দ্বারা তাঁহাকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন, যাহাতে ‘আর দিও না’
বলিয়া তিনি নিবেদন করিলেন । আয়ুয়ান্ রোহণ ভোজন শেষ করিয়া পাত্র হইতে হস্ত
অপনীত করিলে, নাগসেন বলিলেন—‘মারিষ, এখন আমাকে মত্ত প্রদান করুন ।’

‘বদা খো স্বং দারক, নিগলি:বোখো হুয়া। মজ্জা পিতরো অহুজানাপেয়া, ময়া গহিতং প-
ব্ৰজিতবেসং গণুহিস্‌সদি, তদা দস্‌সামীতি’—আহ।

২৫। অথ খো নাগসেনো দারকো। মাতাপিতরো উপসক্কমিত্তা আহ—‘অস্ম, তাত, অস্ম
পব্ৰজিতো “যং লোকে উত্তমং মত্তং, তং জানামীতি” বদতি; ন চ অন্তনো সস্তিকে অপ-
ব্ৰজিতস্‌স দেত্তি। অহং এতস্‌স সস্তিকে পব্ৰজিত্তা তং মত্তং উগ্গণ্‌হিস্‌সামীতি।’

অথ’স্‌স মাতা-পিতরো ‘পব্ৰজিত্তাপি নো পুত্তো মত্তং উগ্গণ্‌হাত্তু, গহেত্বা পুনাগচ্ছতীতি’
মজ্জ-এমানা ‘গণ্‌হ পুত্তা’তি অহুজানিঃসু।

অথ খো আয়স্মা রোহণো নাগসেনং দারকং আদায়, যেন বত্তনিয়ং সেনাসনং,—যেন।
‘বিজ্জম্‌বখু,” তেহু’পসক্কমি। উপসক্কমিত্তা বিজ্জম্‌বখুস্মিং সেনাসনে একরত্তিং বসিত্বা,
যেন রকখিততলং, তেহু’পসক্কমি। উপসক্কমিত্তা কোটিসতানং অরহত্ত্বানং মজ্জো নাগসেনং
দারকং পব্ৰাজেসি।

২৬। পব্ৰজিতো চ পনায়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং রোহণং এতদ্ববোচ :—‘গহিতো:ম্হে
জন্তে, তব বেসো, দেথ মে’দানি মত্ত’স্তি।’

‘বৎস, যখন তুমি বাধাশূন্য হইয়া পিতা ও মাতার অহুজায় আমা-দ্বারা গৃহীত এই
প্রব্রজিত-বেশ গ্রহণ করিবে, তখন প্রদান করিব।’

২৫। বালক-নাগসেন পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘মাত, তাত,
লোকে যাহা উত্তম মত্ত, এই প্রব্রজিত তাহা জানেন; কিন্তু তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা;
৫ গ্রহণ না করিলে, তিনি তাহা প্রদান করিবেন না। আমি তাঁহার নিকট প্রব্রজিত
হইয়া সেই মত্ত গ্রহণ করিব।’

তাঁহার পিতা ও মাতা মনে ভাবিলেন—‘প্রব্রজিত হইয়াও আমাদের পুত্র মত্ত গ্রহণ
করুক, পরে আবার আসিবে।’ এইরূপে তাঁহারা পুত্রকে অহুজা প্রদান করিলেন।

আয়ুস্মান্ রোহণ বালক-নাগসেনকে গ্রহণ করিয়া বত্তনিয়-আশ্রমে, ও তথা হইতে,
২০ ‘বিজ্জম্‌বখু’-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; এবং এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া রক্ষিত-
তল-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোটিশত অর্হিতের মধ্যে বালক নাগসেনকে
প্রব্রজিত করিলেন।

২৬। আয়ুস্মান্ নাগসেন প্রব্রজিত হইয়া আয়ুস্মান্ রোহণকে বলিলেন ‘ভজন্ত, আহি।
আপনার বেশ ধারণ করিয়াছি, আমাকে এখন মত্ত দান করুন।’

২৫ আয়ুস্মান্ রোহণ চিন্তা করিলেন—‘কোন বিরয়ে প্রথমে ইহাকে বিনীত অর্থাৎ

অথ খো আয়স্মা রোহণো 'কিম্বহি নু খো'হং নাগসেনং পঠমং বিনেবাং,—ইত্তং বা, অভিধম্মে বা'তি' চিত্তেহা, 'পণ্ডিতো খো অং নাগসেনো, অকৌতি সূত্থেনে'ব অভিধম্মং পরিয়াপুণিবু'ত্তি' পঠমং অভিধম্মে বিনেসি ।

আয়স্মা চ নাগসেনো 'কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকৃত ধম্মা'তি—ভিক্কুপতি-মণ্ডিতং "ধর্মসঙ্গীং," 'স্কন্ধবিভঙ্গাদি'-অষ্টাদশ-বিভঙ্গ-পতিমণ্ডিতং "বিভঙ্গপ্রকরণং," 'সঙ্গহো, অঙ্গহো'তি-আদিদা চুদসবিধেন বিভত্তং "ধাতুকথাপ্রকরণং," 'স্কন্ধপঞ্জ্ঞপ্তি, আয়তনপঞ্জ্ঞপ্তি'তি-আদিদা ছববিধেন বিভত্তং "পুণ্ডল-পঞ্জ্ঞপ্তিং," 'সকবাদে পঞ্চসুত্তসতানি, পরবাদে পঞ্চসুত্তসতানীতি'—সুত্তসহসং সমোধানেহা বিভত্ত—"কথা-বঙ্গপ্রকরণং," 'মূলযমকং, স্কন্ধযমক'ত্তি'-আদিদা দশবিধেন বিভত্তং "যমকং," 'হেতুপচয়ো, আয়স্মাপচয়ো'তি-আদিদা চতুর্বাশতি-বিধেন বিভত্তং "পট্টানপ্রকরণ'ত্তি"—সর্ববত্তং অভি-ধম্মপিটকং একেনে'ব সম্মায়েন পণ্ডং কহা 'তিট্ঠত ভত্তে, ন পুন ওসারেথ, এত্তকেনে'বাহং লস্মায়াস্মানীতি' আহ । ।

২৭। অথায়স্মা নাগসেনো যেন কোটিসতা অরহন্তো, তেহু'পসঙ্ঘমি ; উপসঙ্ঘমিহা কোটি-সতানং অরহন্তানং এতদবোচ—'অহং খো ভত্তে, কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকৃত

শিক্ষিত করিব—হ্রদ্বান্তে অথবা অভিধর্ম? নাগসেন পণ্ডিত, এ সূত্থেই অভিধর্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।' এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে প্রথমে অভি-ধর্মেই শিক্ষিত করিলেন ।

আয়ুস্মান্ নাগসেনও এক স্বাধ্যায়েই নিম্নলিখিত সমস্ত অভিধর্ম পিটক অভ্যাস
৫ করিয়া ফেলিলেন ; যৎ—কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম ও অব্যাকৃতধর্ম—এই অবাস্তর-বি-ত্রি-ভেদমণ্ডিত 'ধর্মসঙ্গী' ; স্কন্ধবিভঙ্গাদি-অষ্টাদশ-বিভঙ্গ-মণ্ডিত 'বিভঙ্গ-প্রকরণ' ; সংগ্রহ ও অসংগ্রহ-প্রভৃতি চতুর্দশভাগ-বিভক্ত 'ধাতুকথা-প্রকরণ' ; স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি, আয়তনপ্রজ্ঞপ্তি-প্রভৃতি ষড়্ভাগ-বিভক্ত 'পুণ্ডলপ্রজ্ঞপ্তি' ; স্বকীয়-বাদে পঞ্চশত হ্রদ্ব, পরবাদে পঞ্চশত হ্রদ্ব—এই সহস্র হ্রদ্বযোগে বিভক্ত 'কথাবঙ্গপ্রকরণ' ;
১০ মূলযমক, স্কন্ধযমক—ইত্যাদি দশবিধ 'যমক' ; এবং হেতু-প্রত্যয় ও আয়ত্ত-প্রত্যয়—ইত্যাদি চতুর্বিংশতিবিধভাগ-বিভক্ত 'প্রস্থানপ্রকরণ' । নাগসেন বলিলেন—'ভদন্ত, আর আপনাকে ঐ সকল বিবৃত করিতে হইবে না, ইহা দ্বারাই আমি স্বাধ্যায় : করিতে পারিব ।'

২৭। অনন্তর আয়ুস্মান্ নাগসেন, যে স্থানে কোটিশত অর্হৎ ছিলেন, সে-স্থানে
১৫ উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভদন্তগণ, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, ও

‘যথা’তি ইমেহু তীহু পদেহু পক্খিপিত্তা সর্বত্তং অভিধম্মপটিকং বিখারেণ ওসারেসাদীতি ।’

‘সাধু নাগসেন, ওসারেহীতি ।’

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো সত্তমাসানি সত্তমকরণে বিখারেণ ওসারেসি । পঠবী উন্নদী, দেবতা সাধুকারমদংসু, ব্রহ্মাণে অশ্লোঠেহুং, দিব্বানি চন্দনচূষানি, দিব্বানি চ মন্দারব-পুপ্ফানি অভিগ্গবদংসিহু । অথ খো কোটিসতা অরহন্তো আয়স্মত্তং নাগসেনং পরিপুগ্গবীসতি-বসং রক্ষিততলে উপসম্পাদেহুং ।

২৮। উপসম্পাদো চ পনায়স্মা নাগসেনো তস্মা রত্তিন্না অচুয়েন পুৰ্ব্বণ্ণহসময়ং নিবাসেহা, পত্ততীবরমাদায়, উপস্মায়েন সন্ধিং গামং পিণ্ডায় পবিসন্তো এবরুপং পরিবিতকং উপ্পাদেসি—তুহো বত মে উপস্মায়ে! বালো বত মে উপস্মায়ে! ঠপেহা অবসেসং বুদ্ধবচনং, পঠসং মং অভিধম্মে বিনেসীতি !’

অথ খো আয়স্মা রোহণো আয়স্মতো নাগসেনদস চেতসা চেতোপরিবিতকমণ্ণোয় আয়স্মত্তং নাগসেনং এতববোচ—অনহুহুবিং খো নাগসেন, পরিবিতকং বিতকেসি ;

অব্যাকৃতধর্ম—এই বিষয়-ত্রিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত অভিধম্মপটিক আমি বিস্তার-পূর্বক বিবৃত করিব ।’

‘সাধু নাগসেন ! বিবৃত করুন—’এই বলিয়া তাঁহা অনুমোদন করিলেন ।

আয়ুস্মান্ নাগসেন সপ্তমাসে সপ্ত প্রকরণ বিস্তারপূর্বক বিবৃত করিলেন । পৃথিবী উচনাদ করিল, দেবতার সাধুবাদ প্রদান করিলেন, ব্রহ্মদেবগণ (ব্রহ্মাণো) করতালিকা প্রদান করিলেন, এবং দিবা চন্দনচূর্ণ সকল নিক্ষিপ্ত হইতে ও মন্দার-কুসুমময় অভিযুগ্ম হইতে লাগিল । এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ বিংশতি বৎসর হইয়াছিল । তখন রক্ষিততলে সেই কোটিশত অর্হৎ তাঁহাকে ‘উপসম্পদা’-নামক দাক্ষা প্রদান করিলেন ।

২৮। আয়ুস্মান্ নাগসেন উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া, সেই রাত্রি অতীত হইলে, পূর্বাহ্ন ১০ সময়ে বসন পরিধান করিয়া, পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক উপাধ্যায়ের সহিত পিণ্ড ভিক্ষা করিবার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক উৎপাদন করিতে লাগিলেন—‘অহো আমার উপাধ্যায় তুচ্ছ ! আমার উপাধ্যায় বালক ! তিনি সমস্ত বুদ্ধবচন পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রথমে অভিধম্মপটিকে বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত করিলেন !’

১৫ অনন্তর আয়ুস্মান্ রোহণ স্বহৃদয়ে আয়ুস্মান্ নাগসেনের চিন্তের বিতর্ক জানিতে পারিয়া এই বলিলেন—‘নাগসেন তুমি অননুরূপ বিতর্ক করিতেছ, ইহা তোমার অনুরূপ নহে ।’

ন খো পনে'তং নাগসেন, তবামুচ্ছবিষ'স্তি।'

অথ খো আয়স্মতো নাগসেনস্ এতদহোসি—‘অচ্ছরিয়ং বত ভো! অৰ্ভুতং বত ভো! যত্র হি নাম মে উপজ্জায়ো চেতনা চেতোপরিবিতকং জানিসসতি! পণ্ডিতো বত মে উপজ্জায়ো! যন্নুনাহং উপজ্জায়ং থমাপেয'স্তি।' অথ খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং রোহণং এতদবোচ—‘থমথ মে ভন্তে, ন পুন এবরুপং বিতকেস্সামীতি।'

অথ খো আয়স্মা রোহণো আয়স্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ন খো ত্যাহং নাগসেন, এক্তাবতা থমামি। অথি খো নাগসেন, সাগলং নাম নগরং। তথ মিলিন্দো নাম রাজা রজ্জং কারেতি। সো দিট্ঠিবাদেন পঞ্ছং পুচ্ছিয়া ভিক্কুসজ্জং বিহেত্ঠেতি। সচে ত্বং ত্বথ গন্তা তং রাজানং দমেক্সা পদাদেস্সসি, এবাহন্তং থমিস্সামীতি।'

‘তিট্ঠিতু ভন্তে, একো মিলিন্দো রাজা, সচে সকলজম্মদাপে সৰ্ব্বে রাজানো আগম্মাং পঞ্ছং পুচ্ছিয়াং, সৰ্ব্বন্তং বিন্দসজ্জেক্সা সম্পদালেস্সামি। থমথ মে ভন্তে'তি' বহা, ‘ন থমামীতি’ বুত্তে, ‘তেন হি ভন্তে, ইমং তেনাসং কস্স সন্তিকে বিন্দসামীতি’—আহ।

পরে আয়স্মান্ নাগসেন ভাবিলেন—‘অহো আশ্চর্য্য! অহো অদ্ভুত! যেহেতু আমার উপাধ্যায় স্বচিন্তে (অন্তরে) চিত্তগত বিতর্ক জানিবেন! অহো আমার উপাধ্যায় পণ্ডিত! আমি নিশ্চয় তাঁহাকে ক্ষমা করাইব।’ এই ভাবিয়া আয়স্মান্ নাগসেন আয়স্মান্ রোহণকে বলিলেন—‘ভদন্ত, আমাকে ক্ষমা করুন, আর কখন একরূপ বিতর্ক করিব না।’

আয়স্মান্ রোহণ আয়স্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘নাগসেন, কেবল ইহাতেই আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। নাগসেন, সাগল-নামে এক নগর আছে। সেখানে মিলিন্দ-নামক রাজা দর্শনবাদ (বা নাস্তিকবাদ) গ্রহণপূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসজ্জকে বাধা প্রদান করিতেছেন। অতএব, তুমি যদি সেই রাজাকে দমন করিয়া প্রশন্ন করিতে পার, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।’

‘ভদন্ত, এক মিলিন্দ রাজা থাকুক, যদি এই সমগ্র জম্বুদ্বীপের নিখিল রাজা আগমন করিয়া আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভদন্ত, আমি উত্তর প্রদান করিয়া তৎসমুদয়কে খণ্ডিত করিব। ভদন্ত, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’

‘(এখন) ক্ষমা করিতেছি না।’

১৫ ‘তাহা হট্টাল ভদন্ত, এই তিন মাস (বর্ষ) কাছার নিকটে বাস করিব?’

২১। ‘অয়ং খো নাগসেন, আয়স্মা অস্সগুত্তো বত্তনিয়ে সেনাসেনে বিহরতি । গচ্ছ ভূং নাগসেন, যেনায়া অস্সগুত্তো, তেহু’পসক্কম । উপসক্কমিহা মম বচনেন আয়স্মতো অস্সগুত্তসু পাদে সিরসা বন্দ ; এবঞ্চ নং বদেহি—‘উপস্খায়ো মে ভন্তে, তুম্হাকং পাদে সিরসা বন্দতি ; অপ্পাৰাধং, অপ্পাতক্কং, লহ’ট্টানং, বলং, ফাসুবিহারং পুচ্ছতি ; ইমং তেমাংসং তুম্হাকং সন্তিকে বসিতুং মং পহিণীতি ।’ “কো নামো তে উপস্খায়ো’তি” চ বৃত্তে, “রোহণথেরো নাম ভন্তে’তি” বদেয্যাসি । “অহং কো নামো’তি” বৃত্তে এবং বদেয্যাসি—“মম উপস্খায়ো ভন্তে, তুম্হাকং নামং জানাতীতি ।”

‘এবং ভন্তেতি’—খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং রোহণং অভিবাদেহা, পদক্খিণং কত্তা, পত্তচীবরমাদায় অন্তপুৰ্ব্বেন চারিকং চরমাণো যেন বত্তনিয়ে সেনাসেনং,—যেনায়স্মা অস্সগুত্তো, তেহু’পসক্কমি ; উপসক্কমিহা আয়স্মন্তং অস্সগুত্তং অভিবাদেহা একমন্তং অট্টাসি ; একমন্তং ঠিতো খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—‘উপস্খায়ো মে ভন্তে, তুম্হাকং পাদে সিরসা বন্দতি ; এবঞ্চ বদেতি ; অপ্পাৰাধং, অপ্পাতক্কং, লহ’ট্টানং, বলং, ফাসুবিহারং পুচ্ছতি । উপস্খায়ো মং ভন্তে, ইমং তেমাংসং তুম্হাকং সন্তিকে বসিতুং পহিণীতি ।’

২২। ‘নাগসেন, এই আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত বত্তনিয়ে-আশ্রমে বিহার করিতেছেন । যাও নাগসেন, যেখানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত আছেন, সেখানে উপস্থিত হও । উপস্থিত হইয়া আমার কথায় মন্তক-দ্বারা তাঁহার পাদবন্দনা কর ; এবং তাঁহাকে এইরূপ বল—“ভদন্ত, আমার উপাধ্যায় মন্তক-দ্বারা আপনার পাদবন্দনা করিয়া, আপনাদের অনাময়, অনাতক্ক, ক্ষিপ্ৰ-উত্তোগ, বল ও মঙ্গল-বিহরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; এবং আমাকে এই তিন মাস আপনার নিকটে বাস করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ।” যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন “তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?” তবে তুমি বলিবে—“ভদন্ত তাঁহার নাম রোহণ-স্থবির ।” আর যদি তিনি নিজেরই নাম বা পরিচয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি এই বলিবে—“ভদন্ত, আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন ।”

- ১০ ‘ভদন্ত, হুইই হউক’—এই বলিয়া আয়ুস্মান্ নাগসেন অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্র ও চীবর-গ্রহণপূর্ব্বক অন্ত্রক্ৰমে ভ্রমণ করিতে করিতে, যে স্থানে বত্তনিয়ে আশ্রম,—যে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ছিলেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ও বলিলেন—‘ভদন্ত আমার উপাধ্যায় মন্তক-দ্বারা আপনার পাদবন্দনা করিয়া, আপনাদের অনাময়, অনাতক্ক, ক্ষিপ্ৰ-উত্তোগ, বল ও মঙ্গল-বিহরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । ভদন্ত, তিনি আমাকে এই তিন মাস আপনার নিকটে বাস করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ।’

অথ খো আয়ুয়ান্ অস্‌সগুত্তো আয়ুয়ন্তং নাগসেনং এতদ্বোচ—‘ত্বং কিংনামো’সীতি ?’

‘অহং ভস্তু, নাগসেনো নামা’তি ।’

‘কো নামো তে উপজ্জায়ো’তি ?’

‘উপজ্জায়ো মে ভস্তু, রোহণথেরো নামা’তি ।’

‘অহং কো নামো’তি ?’

‘উপজ্জায়ো মে ভস্তু, তুম্‌হাকং নামং জানাতীতি ।’

‘সামু, নাগসেন, পত্তচীবরং পটিসামেহীতি ।’

‘সামু ভস্তু’তি—পত্তচীবরং পটিসামেহা। পুনর্দিবসে পরিবেগং সম্মজ্জিত্বা, মুখোদকং দত্তপোণং উপট্ঠাপেসি। থেরো সম্মট্ঠ-ট্ঠানং পটিসম্মজ্জি, তং উদকং ছড্‌ডেত্বা অঞ্ঞং উদকং আহরি, তঞ্চ দত্তকট্ঠং অপনেত্বা অঞ্ঞং দত্তকট্ঠং গণ্‌হি ; ন অল্লাপসল্লাপং অকাসি। এবং সত্ত দিবসানি কত্বা, সত্তমে দিবসে পুন পুচ্ছিত্বা, পুন তেন তথে’ব বুত্তে, বস্‌সাবাসং অনুজানি।

৩০। তেন খো পন সময়ে একা মহা-উপাসিকা আয়ুয়ন্তং অস্‌সগুত্তং তিসমত্তানি

আয়ুয়ান্ অশ্বগুপ্ত আয়ুয়ান্ নাগসেনকে এই বলিলেন—‘তোমার নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আমার নাম নাগসেন ।’

‘তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আমার উপাধ্যায়ের নাম রোহণ-হবির ।’

২. ‘আমার নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আপনার নাম আমার উপাধ্যায় জানেন ।’

‘সামু, নাগসেন, তোমার পাত্র ও চীবর স্থাপন কর ।’

‘সামু ভদন্ত,’—এই বলিয়া নাগসেন পাত্র ও চীবর স্থাপন করিলেন। এবং পরদিবসে আশ্রম সম্মার্জন করিয়া, হবির অশ্বগুপ্তের মুখ ধুইবার জল ও দত্তকাষ্ঠ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হবির (অশ্বগুপ্ত) প্রমুট্‌ স্থান পুনর্ব্বার মার্জনা করিলেন, সেই জল পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি জল আহরণ করিলেন, এবং সেই দত্তকাষ্ঠ অপনীত করিয়া অপর দত্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিলেন। তিনি নাগসেনের সহিত কোন আলাপ-সালাপ করিলেন না। তিনি এইরূপই সপ্ত দিবস করিয়া, সপ্তম দিবসে পুনর্ব্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং নাগসেন তদ্রূপই উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহাকে বর্ষা-বাস করিবার অনুজ্ঞা দান করিলেন।

৩০। সেই সময়ে কোন এক মহোপাসিকা আয়ুয়ান্ অশ্বগুপ্তের ত্রিশংবর্ষ কাল

বাসনি উপট্ঠাসি। অথ খো সা মহা-উপাসিকা তেমা'স'চয়েন যেনায়্যা অদ'স'গুত্তো, তেহু'পস'ক'মি। উপ'স'ক'মি'হা আয়'স'স'ত্তং অদ'স'গুত্তং এতদ'বোচ—‘অথি হু খো তাত, তুম্হাকং সত্তিকে অ'এ'এ'এ' তিক'থু'তি ?’

‘অথি মহা-উপাসিকে, অম্হাকং সত্তিকে নাগসেনো নাম তিক'থু'তি ।’

‘তেন হি তাত অদ'স'গুত্ত, অধিবাসেহি নাগসেনেন সন্ধিং স্নাতনায় ভত'ত্তি ।’

অধিবাসেসি খো আয়'স'স'ত্তো তুণ্হীভাবেন। অথ খো আয়'স'স'ত্তো তস্সা রত্তিয়া অচ'য়েন পু'ব'ব'গ'হ'স'ম'য়ং নিবাসেহা, পত্ত'চী'ব'র'মাদায় আয়'স'স'ত্তা নাগসেনেন সন্ধিং প'চ্ছা-স'ম'নেন, যেন মহা-উপাসিকায় নিবেসনং, তেহু'পস'ক'মি; উপ'স'ক'মি'হা প'এ'এ'ত্তে আসনে, নিসীদী। অথ খো সা মহা-উপাসিকা আয়'স'স'ত্তং অদ'স'গুত্তং আয়'স'স'ত্তং নাগসেনং প'গী'তেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহ'থা সত্ত'প'পে'সি, স'ম্প'বারে'সি। অথ খো আয়'স'স'ত্তো ভুত্তাবিং ওণীত'পত্ত'পাণিং আয়'স'স'ত্তং নাগসেনং এতদ'বোচ—‘সুং নাগসেন, মহা-উপাসিকায় অনুমোদনং ক'রোহীতি ।’ ইদং বহা উট্ঠায়'স'না প'ক'মি।

উপ'স'গ'হ'ন (সেবা-বন্দনা'দি) ক'রিতে'ছিলেন। ব'র্ষার তিন মাস অতীত হইলে, তিনি যেনে আয়'স'স'ত্তান্ অ'ধ'গু'প্ত ছিলেন, সে-স্থানে উপ'স্থিত হইলেন; এবং উপ'স্থিত হইয়া বলিলেন—‘তাত, আপনার নিকট কি অ'থ কোন ভিক্ষু আছেন ?’

‘মহোপাসিকে, আমার নিকট নাগসেন-নামে এক ভিক্ষু আছেন ।’

৫ ‘তাহা হইলে, তাত অ'ধ'গু'প্ত, নাগসেনের সহিত (আগামী ক'ল্য আমার গৃহে) ভোজন স্না'কার করুন ।’

আয়'স'স'ত্তান্ অ'ধ'গু'প্ত মৌন-ব'রা তাহাতে স'ম্মতি প্রকাশ ক'রিলেন। অনস্তর সেই রাত্রি শেষ হইলে আয়'স'স'ত্তান্ অ'ধ'গু'প্ত পূ'র্বা'হ্ন-স'ম'য়ে বসন পরিধানপূ'র্বক পাত্র ও চী'ব'র গ্রহণ ক'রিয়া, ও অ'র'চ'ন-শ'ম'স'ক'রূপে আয়'স'স'ত্তান্ নাগসেনকে সঙ্গে লইয়া মহোপাসিকার নিক'ত'নে উপ'স্থিত হইলেন ও নি'দ'্ধিষ্ট আসনে উপ'বেশন ক'রিলেন। মহোপাসিকা স্বহস্তে উত্তম খা'দ-ভোজ্যে তাঁহাদিগকে এতদূর সন্ত'প'র্ষিত ক'রিলেন, যাহাতে তাঁহারা ‘আর চাই না’ ব'সিয়া নিষেধ ক'রিয়াছিলেন। পাত্র হইতে হস্ত অ'প'নীত ক'রিয়া ভোজন শেষ ক'রিলে, আয়'স'স'ত্তান্ অ'ধ'গু'প্ত আয়'স'স'ত্তান্ নাগসেনকে এই বলিলেন—‘নাগসেন’ তুমি (ধ'র্মোপ'দে'শাদি শুনাইয়া) মহোপাসিকার আনন্দ-উৎপাদন কর ।’ তিনি এই

১০ ব'দিয়া আসন হইতে উ'থিত হইয়া গমন ক'রিলেন।

৩১। অথ খো সা মহা-উপাসিকা আয়স্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘মহল্লিকা খো’হং তাত নাগসেন, গম্ভীর্যং ধর্মকথায় ময়ং অহুমোদনং করোহীতি ।’ অথ খো আয়স্মা নাগসেনো । তস্মা মহা-উপাসিকায় গম্ভীর্যং অভিধর্মকথায় লোকু’ত্তরায় স্নেহ-এতা-পটিসংযুক্তায় অহুমোদনং অকাসি । অথ খো তস্মা মহা-উপাসিকায় তস্মিৎস্নেহ-এব আসনে বিরজং বীতমলং ধর্মচক্খং উদপাদি—‘যং কিঞ্চি সমুদয়ধর্ম’, সর্বস্তুং নিরোধ-ধর্ম’স্তি ।’ আয়স্মাপি খো নাগসেনো তস্মা মহা-উপাসিকায় অহুমোদনং কত্বা, অন্তনা দেসিতং ধর্মং পুরুবেক্খন্তো বিপস্সনং পট্টাপেত্বা, তস্মিৎ য়েব আসনে নিসিল্লো সোতাপত্তি-ফলে পত্তিট্ঠাসি ।।

• ৩২। অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো মণ্ডলমাণে নিসিল্লো দ্বিমম্পি ধর্মচক্খ-পট্টাভংঞত্বা সাধুকারং গবঃভসি—‘সাধু সাধু নাগসেন ! একেন কণ্ঠহারেন বে মহাকায় প-দালিতা’তি ।’ অনেকানি চ দেবতা-সহস্মানি সাধুকারং পবন্তেহুং ।

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো উট্ঠায়াসনা, যেনায়স্মা অস্সগুত্তো, তেনু’পসঙ্কমি ; উপ-সঙ্কমিত্বা আয়স্মন্তং অস্সগুত্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিন্নং খো আয়স্মন্তং

৩১। মহোপাসিকা আয়স্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘তাত নাগসেন আমি বুদ্ধা হইয়াছি, অতএব গম্ভীর ধর্মকথা-দ্বারা আমার আনন্দ-উৎপাদন করুন ।’ আয়স্মান্ নাগসেন লোকোত্তর শূভতাবাদসংযুক্ত গম্ভীর অভিধর্মকথা-দ্বারা সেই মহোপাসিকার আনন্দ-উৎপাদন করিলেন ।

অনন্তর সেই মহোপাসিকার সেই আসনেই বিরজ বীতমল ধর্মচক্খ উৎপন্ন হইল—‘যে কোন কোন পদার্থের উদয় (উৎপত্তি) আছে, তাহার নিরোধ (বিনাশ) আছে ।’ আয়স্মান্ নাগসেনও মহোপাসিকার আনন্দ উৎপাদন করিয়া, স্বয়ং উপদ্বিষ্ট ধর্মকে পর্যালোচনা করিতে করিতে বিশেষজ্ঞান (বিপস্সনা) লাভ করিয়া, সেই আসনেই শোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

৩২। আয়স্মান্ অশ্বগুপ্ত মণ্ডলাকার একশৃঙ্গ গৃহে নিবস্তু হইয়া ছিলেন, তিনি তাঁহাদের উভয়েরই ধর্মচক্খ-লাভ জানিতে পারিয়া সাধুকার উচ্চারণ করিলেন—‘সাধু সাধু নাগসেন ! তুমি এক বাণ-প্রহারে হুই মহাকায় বস্তকে বিদীর্ণ করিয়াছ !’ বহুসহস্র দেবতারাও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন ।

অনন্তর আয়স্মান্ নাগসেন আসন হইতে উত্থিত হইয়া, যে স্থানে আয়স্মান্ অশ্বগুপ্ত ছিলেন, সে স্থানে উপহিত হইলেন । উপহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া

নাগসেনঃ আয়স্মা অস্‌সগুত্তো এত্তবোচ—‘গচ্ছ স্বং নাগসেন, পাটলিপুত্তং। পাটলিপুত্তনগরে অসোকারামে আয়স্মা ধম্মরক্ষিতো পটিবসতি ; তস্‌স সত্ত্বিকে বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণাহীতি।’

‘কীব দূরে ভস্তু, ইতো পাটলিপুত্তনগর’ত্তি ?’

‘যোজ্ঞবসতানি থো নাগসেনা’তি।’

‘দুরো থো ভস্তু মগ্‌গো, অন্তরামগ্‌গে ভিক্ষা ছল্লভা ; কখাহং গমিস্সামীতি ?’

‘গচ্ছ স্বং নাগসেন, অন্তরামগ্‌গে পিণ্ডপাতং লভিস্সসি সালীনং ওদনং বিচিত্তকালক্কং অনেকহপং অনেকব্যঞ্জন’ত্তি।’

‘এবস্তুত্তে’তি—থো আয়স্মা নাগসেনো অয়স্মন্তং অস্‌সগুত্তং অভিবাদেহা, পদক্ষিণং কহা, পত্ততীবরমাদায়, যেন পাটলিপুত্তকং, তেন চারিকং পক্কমি।

৩৩। তেন থো পন সময়েন পাটলিপুত্তকো সেট্ঠী পক্কহি স্কটসতেহি পাটলিপুত্তগামি-মগ্‌গং পটিপন্নো হোতি। অদসা থো পাটলিপুত্তকো সেট্ঠী আয়স্মন্তং নাগসেনং দূরতো’ব আ-গচ্ছন্তং ; দিস্সান পক্ক স্কটসতানি পটিপণ্নামেহা, যেনায়া নাগসেনো, তেহু’পসক্কমি। উপসক্কমিহা আয়স্মন্তং নাগসেনং অভিবাদেহা ‘কুহিং গচ্ছসি তাতা’তি—আহ।

একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। উপবিষ্ট হইলে, আয়স্মান্ অশ্বগুপ্ত তাঁহাকে বলিলেন—
‘নাগসেন, তুমি পাটলিপুত্ত নগরে গমন কর। পাটলিপুত্তনগরে ‘অসোকারামে’ আয়-
স্মান্ ধম্মরক্ষিত বাস করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকটে বিশেষ-রূপে বুদ্ধবচনসমূহ
প্রাপ্ত হও।’

৫ ‘ভদন্ত, এখান হইতে পাটলিপুত্ত নগর কতদূর?’

‘বহু শত যোজন, নাগসেন।’

‘ভদন্ত, পথ দূর, পথি-মধ্যে ভিক্ষা ছল্লভ ; কি প্রকারে গমন করিব?’

‘নাগসেন গমন কর। তুমি পথি-মধ্যে বহু স্থপ ও ব্যঞ্জন-যুক্ত পরিষ্কৃত শালি-তণ্ডুলেরা
ওদন পাইবে।’

২০ ‘ভদন্ত এইরূপই ইউক’—এই বলিয়া আয়স্মান্ নাগসেন আয়স্মান্ অশ্বগুপ্তকে
অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক পাটলিপুত্তাভিমুখে গমন করিতে
আরম্ভ করিলেন।

৩৩। সেই সময়ে পাটলিপুত্তের কোন একজন শ্রেষ্ঠী পক্কশত শকট সহ পাটলিপুত্ত-
গামী মার্গ অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠী দূর হইতেই আয়স্মান্ নাগ-

২০ সেনকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া সেই শকটসমূহ থামাইলেন, ও সমীপে উপ-
স্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাত আপনি কোথায়
যাইতেছেন?’

‘পাটলিপুত্রং গৃহপতিতি ।’

‘সাদু তাত, ময়ম্’পি পাটলিপুত্রং গচ্ছাম, অম্‌হেহি সন্ধিং স্বং প্রচ্ছথা’তি ।’

অথ খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী আরম্ভতো নাগসেনস্ ইরিয়াপথে পসীদিহা, আরম্ভত্তং নাগসেনং পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সন্তপ্পেহা সম্পাবরেহা, আরম্ভত্তং নাগসেনং ভুত্তাবিং ওণীতপত্তপাথিং, অগ্রতরং নীচং আসনং গহেহা একমত্তং নিসীদি । একমত্তং নিসিন্নো খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী আরম্ভত্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘কিং‌নামো’সি স্বং তাতা’তি ?’

‘অহং গৃহপতি, নাগসেনো নামা’তি ।’

‘জানামি স্বং খো তাত, বুদ্ধবচনং নামা’তি ?’

‘জানামি খো’হং গৃহপতি, অভিধম্মপদানীতি ।’

‘লাভা নো তাত ! স্তব্ধং নো তাত ! অহম্’পি খো তাত, অভিধম্মিকো, ইম্’পি অভিধম্মিকো । ভগথ তাত, অভিধম্মপদানীতি ।’

অথ খো আরম্ভা নাগসেনো পাটলিপুত্রকস্ সেট্ঠিস্ অভিধম্মং দেনিসি । দেসেত্তে

‘গৃহপতি, আমি পাটলিপুত্রে যাইতেছি ।’

‘উত্তম ; তাত, আমরাও পাটলিপুত্রে যাইতেছি, আমাদের সহিত আপনি স্বে যাইতে পারিবেন ।’

পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী আয়ুয়ান্ নাগসেনের আচার-পদ্ধতিতে (ইরিয়াপথে) প্রসন্ন হইয়া স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা তাঁহাকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন, যাহাতে তিনি ‘আর আবশ্যক নাই’—বলিয়া নিবেদন করিলেন । তিনি পাত্র হইতে হস্ত অপনীত করিয়া ভোজন শেষ করিলে, শ্রেষ্ঠী একখানি নিম্ন আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার একপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাত আপনার নাম কি ?’

১০ ‘গৃহপতি, আমার নাম নাগসেন ।’

‘তাত, আপনি কি বুদ্ধবচন জানেন ?’

‘গৃহপতি, আমি ‘অভিধম্মপদ’-সমূহ জানি ।’

‘তাত ইহা আমাদের লাভ ! আমরা উত্তম লাভ করিয়াছি ! আমিও অভিধম্মজ্ঞ, আপনিও অভিধম্মজ্ঞ । তাত, অভিধম্মপদ-সমূহ বলুন না ?’

১০ আয়ুয়ান্ নাগসেন পাটলীপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীকে অভিধম্ম উপদেশ করিলেন । তিনি উপ-

দেশেস্তে য়েব পাটলিপুত্রকন্স সেট্ঠিস্ বিরজং বীতমলং ধম্মচক্খং উদপাদি—‘যং কিঞ্চি সন্মদয়ধম্মং, সৰ্ব্বন্তং নিরোধধম্মং’তি ।’

৩৪। অথ খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী পঞ্চমভানি সকটসতানি পুরতো উযোজ্জহা, সয়ং পচ্ছতো পচ্ছন্তো, পাটলিপুত্রকন্স অবিন্দ্রে বেষা-পথে ঠাঙ্গা আয়স্মন্তং নাগসেনং একুদবোচ— ‘অয়ং খো তাত নাগসেন, অসোকারামন্স মগ্গো। ইদং খো তাত মযহং কঞ্চলরতনং সোলস-হংখং আয়ামেন, অট্ঠহংখং বিখায়েণ। পতিগ্গাহি খো তাত, ইমং কঞ্চলরতনং অহুকম্পং উপাদায়া’তি ।’ পটিগ্গহেসি খো আয়স্মা নাগসেনো তং কঞ্চলরতনং অহুকম্পং উপাদায়। অথ খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী অন্তমনো উদগ্গো পমুদিতহদয়ো পীতিসোমনসজাতো আয়স্মন্তং নাগসেনং অভিবাদেহা, পদকথিং কহা পকমি।

৩৫। অথ খো আয়স্মা নাগসেনো যেন অসোকারামো,—যেনায়স্মা ধম্মরক্খিতো, তেহু’প-সজ্জমি। উপসক্কমিহা আয়স্মন্তং ধম্মরক্খিতং অভিবাদেহা, অত্তনো আগতকারং কথেহা আয়স্মতো ধম্মরক্খিতন্স সন্তিকে তেপিটকং বুদ্ধবচনং একে’নেব উদ্দেশম্ তীহি মাসেহি বাজ্জনতো পরিয়াপুগিহা, পুন তীহি মাসেহি অথতো মনণাকাদি।

দেশ করিতে করিতেই সেই পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীর বিরজ-বিমল ধম্মচক্খ উৎপন্ন হইল—
‘যে-কোন পদার্থের উদয় আছে, তাহার নিরোধ আছে।’

৩৪। অনন্তর পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী পঞ্চশত শকট অগ্রে যোজিত করিয়া স্বয়ং পশ্চা-
ভাগে যাইতে যাইতে পাটলিপুত্রের অবিন্দ্রে এক দ্বিধা-বিভক্ত মার্গে উপস্থিত হইলেন,
এবং আয়ুস্মান্ নাগসেনকে বলিলেন:—‘তাত নাগসেন, এই অশোকারামের মার্গ;
আর এই আমার একখানি কঞ্চলরত্ন আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ষোড়শ হস্ত, ও বিস্তারে অষ্ট
হস্ত। তাত, অহুকম্পা করিয়া এই কঞ্চলরত্নখানি আপনি গ্রহণ করুন।’ আয়ুস্মান্
নাগসেন অহুকম্পা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী (তাহাতে) সন্তুষ্ট,
(মনে মনে কিঞ্চিৎ) স্মীত, প্রমুদিত-হৃদয়, প্রীত, ও জাতসোমনস্ত হইলেন; এবং
১০ আয়ুস্মান্ নাগসেনকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন।

৩৫। পরে, যে-স্থানে অশোকারাম,—যে-স্থানে আয়ুস্মান্ ধর্ম্মরক্ষিত ছিলেন, আয়ু-
স্মান্ নাগসেন সে-স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিজের আগমন-
প্রয়োজন বলিলেন; এবং তাঁহার নিকটে তিন মাসের মধ্যে একই পাঠে ত্রিপিটক-
নিহিত বুদ্ধবচন শব্দতঃ আয়ত্ত করিয়া, পূজ্যকার মাসত্রয়ে অর্থোপলব্ধি-দ্বারা মনোপত
১৫ করিলেন।

অথ খো আয়স্মা ধর্মরক্ষিতো আয়স্মন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘সেবাখাপি নাগসেন, গোপালকো গাবো রক্খতি, অঙ্কং গোরসং পরিভুজ্জন্তি, এবমেব খো ত্বং নাগসেন, তেপিটকং বুদ্ধবচনং পরেস্তো’পি ন ভাগী সামঙ্কস্মা’তি ।’

‘হোতু ভস্তু, অলং এত্তকেনা’তি ।’

তেনে’ব দিবসভাগেন, তেন রত্তিভাগেন, সহ পটিসত্তিহাহি অরহত্তং পাপুণী । সহ সচ্চপটিবেধেন আয়স্মতো নাগসেনদস সৰ্বে দেবা সাধুকারমদংসু, পঠবা উন্নদী, ব্রহ্মাণো অশ্লোঠেহুং, দিব্বানি চন্দনচুমানি চে’ব দিব্বানি চ মন্দারবপুপ্ফানি অভিপ্পব্দসিংসু ।

৩৬। তেন খো পন সময়েন কোটিসতা অরহত্তো হিমবন্তে পর্বতে রক্খিততলে সন্ন-পতিস্বা, আয়স্মতো নাগসেনদস সন্তিকে দূতং পাহেহুং—‘আগচ্ছতু নাগসেনো, দস্‌সনকামা ময়ং নাগসেন’স্তি ।’ অথ খো আয়স্মা নাগসেনো দূতস্‌স বচনং সুহা, অসোকারামে অন্তরহিতো হিমবন্তে পর্বতে রক্খিততলে কোটিসতানং অরহত্তানং পুরতো পাতুরহোসি । অথ খো কোটিসতা অরহত্তো আয়স্মন্তঃ নাগসেনং এতদবোচুং—‘এসো খো নাগসেন, মিলিন্দো রাজা ভিক্ষুসম্ভবং বিহেঠেতি বাদ-পটিবাদেন পঙ্কং পুচ্ছায় । সাধু, নাগসেন, গচ্ছ ত্বং, মিলিন্দং রাজানং দমেহীতি ।’

অতঃপর আয়ুস্মান্ ধর্মরক্ষিত তাঁহাকে এই বলিলেন—‘নাগসেন, যেমন গো-পালক গো-সমূহ রক্ষা করে, আর অশ্ব ব্যক্তি গোরস অর্থাৎ ছুধাদি গান করিয়া থাকে, নাগসেন, তুমি এইরূপই ত্রিপিটক-নিহিত বুদ্ধবচন ধারণ করিয়া ও শ্রামাণ্যফলভাগী হইতেছ না ।’

‘হউক ভদন্ত ; এত বলিবার প্রয়োজন নাই ।’

৫ সেই দিবসেই, সেই রাজিভাগেই নাগসেন সমস্ত বিবেক-বিজ্ঞানের সহিত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার সেই সত্যে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই দেবগণ তাঁহার সাধুবাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, পৃথিবী উচ্চনাদ করিয়া উঠিলেন, ব্রহ্ম-দেবগণ করতালিকা প্রদান করিলেন, এবং (আকাশ হইতে) দিব্য চন্দনচূর্ণ ও দিব্য মন্দারপুষ্প সকল অভি-রুট হইতে লাগিল ।

১০ ৩৬। সেই সময়ে কোটিশত অর্হৎ হিমালয় পর্বতের রক্ষিততলে সমবেত হইয়া আয়ু-স্মান্ নাগসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন—‘নাগসেন আগমন করুন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।’ আয়ুস্মান্ নাগসেন দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশোকারাম হইতে অন্তর্দ্বানপূর্বক হিমবৎ-পর্বতের রক্ষিততলে সমবেত কোটিশত অর্হতের পুরোভাগে প্রোভূত হইলেন । কোটিশত অর্হৎ তাঁহাকে বলিলেন—

১৫ ‘নাগসেন, রাজা মিলিন্দ বাদ-প্রতিবাদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসম্ভবে বাবা প্রদান কবিতেছে । ভাল, নাগসেন, গমন কর, রাজা মিলিন্দকে দমন কর ।’

‘তিট্ঠু ভন্তে, একো মিলিন্দো রাজা, সচে ভন্তে, সকল-জঘুদীপে রাজানো আগজা মং পঞ্জং পুচ্ছেয়ং, সৰ্বং তং বিন্ধজেহা সম্পদালেন্দামি । গচ্ছথ বো ভন্তে, অসন্তীতা সাগল-নগর’ত্তি ।’

অথ খো থেরা তিক্খু সাগলনগরং কাষাবপজ্জাতং ইসিবাভ-পটিবাভং অকংসু ।

৩৭ । তেন খো পন সময়েন আরম্মা আয়ুপালো সঙ্ঘেয-পরিবেণে পটিবসতি । অথ খো মিলিন্দো রাজা অমচে এতদবোচ—‘রমণীয়া বত ভো দোসিনা রত্তি ! কল্পু থু’জ্জ সমণং বা, ব্রাহ্মণং বা উপনক্কমেথাম সাকচ্ছায়, পঞ্জং পুচ্ছনায় ? কো ময়া সন্ধিং সল্পপি তুং উস্‌সহতি, কচ্ছং পটিবিনেতু’ত্তি ?’

এবং বৃত্তে, পঞ্চমতা ঘোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুং—‘অথি মহারাজ, আয়ুপালো নাম থেরো তেপিটকো, বহুসুত্তো, আগতাগমো । সো এতরহি সঙ্ঘেয-পরিবেণে পটিবসতি । গচ্ছ ত্বং মহারাজ, আরম্মন্তং আয়ুপালং পঞ্জং পুচ্ছসু’তি ।’

‘তেন হি ভণে, ভদন্তস্‌স আরোচেথা’তি ।’

‘ভদন্তগণ, থাকুক এক মিলিন্দ রাজা, যদি সমগ্র-জঘুদীপের রাজগণ আগমন করিয়া আমাকে প্রশ্ন করেন, ভদন্তগণ, আমি উত্তর প্রদান করিয়া সেই সমস্ত প্রশ্নকে সম্যক-রূপে খণ্ডিত করিব । আপনারা শঙ্কিত না হইয়া সাগল-নগরে গমন করুন ।’

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ সাগল-নগরে আগমন করিলেন । তাঁহাদের কাষায়-বস্ত্রে
৫ সাগল-নগর প্রদ্যোতিত হইয়া উঠিল, এবং সেই ঋষিগণের অঙ্গসংলগ্ন পবন সে-স্থানে ইতস্ততঃ বহিতে লাগিল ।

৩৭ । সেই সময়ে আয়ুত্থান্ আয়ুপাল সংখোয়-আশ্রমে (পরিবেণে) বাস করিতে-
ছেন । রাজা মিলিন্দ অমাত্যগণকে বলিলেন—‘ওহে, এই জ্যোৎস্না রাত্রি কি
রমণীয় ! আজ আমরা কোন্‌ শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণের নিকটে কথাবর্ত্তা করিতে ও প্রশ্ন
১০ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে পারি ? কে আমার সহিত আলাপ করিতে ও আমার সন্দেহ
অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হয় ?’

এই প্রকার উক্ত হইলে, পঞ্চমত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, আয়ু-
পাল নামে এক বহুশ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ ও সম্প্রদায়াগতশিক্ষা-প্রাপ্ত স্থবির আছেন । ইনি
এক্ষণে সংখোয়-আশ্রমে বাস করিতেছেন । মহারাজ, আপনি গমন করুন, তাঁহাকে
১৫ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ।’

‘তবে, আমি বলিতেছি, আপনারা সেই ভদন্তকে তাহা বলুন ।’

অথ খো নৈমিত্তিকো আয়স্মতো আয়ুষ্পালস্ সত্ত্বিকে দূতং পাহেসি—‘রাজা ভন্তে, মিলিন্দো আয়স্মন্তং আয়ুষ্পালং দসসনকামো’তি ।’ আয়স্মাপি খো আয়ুষ্পালো এবমাহ—‘তেন হি আগচ্ছতু’তি ।’

অথ খো মিলিন্দো রাজা পঞ্চমন্তেহি যোনকসতেহি পরিবুতো নথবরমাকুহ, যেন সন্ধ্যা-পরিবেশং,—যেনায়স্মা আয়ুষ্পালো, তেনু’পসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্বা আয়স্মতো আয়ুষ্পালেন সন্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীযং বীতিসারেক্সা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিম্মো খো মিলিন্দো রাজা আয়স্মন্তং আয়ুষ্পালং এতদবোচ :—

৩৮ । ‘কিমথিয়া ভন্তে আয়ুষ্পাল, তুমহাকং পব্ৰজ্জা ? কো চ তুমহাকং পরম’খো’তি ?’

• থেরো আহ—‘ধম্মচারিয়-সমচারিয়’খা খো মহারাজ পব্ৰজ্জা’তি ।’

‘অথি পন ভন্তে, কোচি গিহী’পি ধম্মচারী সমচারীতি ?’

‘আম মহারাজ ; অথি গিহী’পি ধম্মচারী সমচারী । ভগবন্তু^{১২} খো মহারাজ, বারাণসিয়ং ইসিপতনে, মিগদায়ে, ধম্মচক্রং পবন্তেস্তো অট্টারসন্নং ব্রহ্মকোটীনং ধম্মাভিসময়ো অহোসি, দেবতানাং পন ধম্মাভিসময়ো গগনপথং বীতিবন্তো ; সর্ব্বে তে গিহীভূতা, ন পব্ৰজিতা ।

অনন্তর নৈমিত্তিক আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন—‘ভদ্রস্ত, রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালকে (আপনাকে) দেখিতে কামনা করেন ।’ তিনিও বলিলেন—‘তবে তিনি আসিতে পারেন ।’

৫ রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবনে পরিবৃত হইয়া, যে-স্থানে সংখ্যেয়-আশ্রম,—যে-স্থানে আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পাল ছিলেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন, এবং পরস্পরে প্রীতিপদ স্মরণার্থ কথা উচ্চারণ করিবার পর, তিনি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ও আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ও পরমার্থ ।

৩৮ । ‘ভদ্রস্ত, আয়ুষ্পাল আপনাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন কি ? আপনাদের

২০ পরমার্থই বা কি ?’

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ধর্ম্মচর্য্যা ও শমচর্য্যা প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ।’

‘ভদ্রস্ত, কোন গৃহীও কি ধর্ম্ম-ও শম-চর্য্যাকারী নাই ?’

• ‘হী মহারাজ ; গৃহীও ধর্ম্ম-ও শম-চর্য্যাকারী আছে । মহারাজ, বারাণসীর সন্নিহিত ‘ঋষিপতন’-নামক স্থানে, ‘মৃগদাব’-আরামে ভগবান্ যখন ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, তখন

১৫ অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মদেববৃন্দ ও গগনপথাভীত অপরাপর দেবগণ ধর্ম্ম লাভ করিয়া-



পুন চ পরঃ মহারাজ ভগবতা “মহাসময়সুত্ত”স্তে” দেসিয়মানে, “মহামঙ্গলসুত্ত”স্তে” দেসিয়মানে, “সমচিত্তপরিয়ায়সুত্ত”স্তে” দেসিয়মানে, “রাহুলো’বাদসুত্ত”স্তে” দেসিয়মানে, “পর্যভবসুত্ত”স্তে” দেসিয়মানে, গণনপথমতীতানং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি ; সৰ্বে তে গিহীভূতা, ন পৰ্বজিতা’তি ।’

‘তেন হি ভন্তে আয়ুপাল, নিরথিকা তুমহাকং পৰ্বজ্জা। পূৰ্বে কতস্ পাপকম্মস্ নিস্‌সন্দেন সমগা সকাপুত্তিরা পৰ্বজন্তি, ধুত’দ্বানি চ পরিহরন্তি। যে খো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “একাসনিকা,” নুন তে পূৰ্বে পরেসং ভোগহারকা চোরা ; তে পরেসং ভোগে অচ্ছিন্দিয়া, তস্ কম্মস্ নিস্‌সন্দেন এতরহি “একাসনিকা” ভবন্তি ; ন লভন্তি কালেন কালং মেদাসনানি পরিভুজ্জিতুং। ন’থি তেসং সীলং, ন’থি তপো, ন’থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে খো পন তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “অব্‌ভোকাসিকা,” নুন তে পূৰ্বে গামঘাতকা চোরা ; তে পরেসং গেহানি বিনাসেয়া, তস্ কম্মস্ নিস্‌সন্দেন এতরহি “অব্‌ভোকাসিকা” ভবন্তি ;

ছিলেন ; তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন। আরও, মহারাজ, যখন ভগবান্ “মহাসময়সুত্তান্ত,” “মহামঙ্গলসুত্তান্ত,” “সমচিত্তপরিয়ায়সুত্তান্ত,” “রাহুলাববাদসুত্তান্ত,” ও “পর্যভবসুত্তান্ত” উপদেশ করেন, তখন অগণ্য দেবতা ধৰ্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন।’

- ৫ ‘তাহা হইলে ভদন্ত আয়ুপাল, আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক। পূৰ্ব্বকৃত কোন পাপকৰ্ম্মের পরিপাকে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ও ‘ধুতান্’ সকল সৰ্ব্বতোভাবে বহন করেন। ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘একাসনিক,’—অর্থাৎ একাসনেই ভোজন করেন, তাঁহারা পূৰ্বে নিশ্চয় অন্যের ভোগ-হরণকারী চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের ভোগ-সমূহ বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিপাকে
- ১০ এখন ‘একাসনিক’ হইয়াছেন। তাঁহারা উপভোগের জন্য কালে কালে শয়নাসন-স্থান লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্যা নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘অভাবকাশিক’ (অব্‌ভোকাসিকো) অর্থাৎ অবকাশ-অনারুত স্থানে বাস করেন, তাঁহারা পূৰ্বে গ্রামঘাতক চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের গৃহ বিনাশ করিয়া, সেই কৰ্ম্মের পরিপাকে এখন ‘অভাবকাশিক’ হইয়াছেন, এবং
- ১৫ উপভোগের জন্য শয়নাসন-স্থান লাভ করিতেছেন না। তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্যা নাই। ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘নৈষাডিক’ (নৈষাডিকো)

লভন্তি সেনাসনানি পরিভুক্তিং। ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে খো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “নেসজ্জিকা”, নুন তে পুৰ্বে পশ্চদুসকা চোরা ; তে পস্থিকে জনে গহেতা, বন্ধেতা, নিসীদাপেতা তস্ কন্সস্ নিস্ সন্দেন এতরহি “নেসজ্জিকা” ভবন্তি ; ন লভন্তি সেযাং কপ্পেতুং। ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়'ন্তি’—আহ।

৩৯। এবং বৃত্তে, আয়স্মা আয়ুপালো তুংহী অহো সি। ন কিঞ্চি পটিভাসি। অথ খো পঞ্চসতা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুং :—‘পণ্ডিতো মহারাজ, থেরো, অপিচ খো অবিসারদো ন কিঞ্চি পটিভাসতীতি।’ অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়স্মন্তং আয়ুপালং তুংহী-ভূতং দিস্বা অপ্রোঠেতা, উকুটটিং কতা যোনকে এতদবোচ :—‘ভূচ্ছা বত ভো জম্বুদীপো ! পলাপো বত ভো জম্বুদীপো ! ন'থি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিং সল্পপিতুং সন্ধোতি, কঙ্কং পটিবিনেতু'ন্তি।’

অথ খো মিলিন্দস্ রঞ্জেণ সৰ্ব্বন্তং পরিসং অনুবিলোকেত্তস্ অভীতে অমঙ্কভূতে যোনকে দিস্বা এতদহোদি—‘নিদসংসয়ং অথি মঞ্জে, অঞ্জে কোচি সমণো ভিক্ষু, যো ময়া সন্ধিং সল্পপিতুং উদসহতি, যেনি'মে বোনকা ন মঙ্কভূতা'তি।’ অথ খো মিলিন্দো

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবেশন করেন না, তাঁহারা পূর্বে পাঙ্ক-দ্রব্যক চোর ছিলেন ; তাঁহারা পথিক-জনকে গ্রহণ করিয়া, বন্ধন করিয়া, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কর্মের পরিপাকে সম্প্রতি ‘নৈবদ্যিক’ হইয়াছেন ; তাঁহারা শব্দা রচনা করিতে পান না। তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই !’

- ৩৯। এই প্রকার উক্ত হইলে, আয়ুত্থান্ আয়ুপ্পাল নীরব হইয়া রহিলেন, কিছুই প্রতিবাদ করিলেন না। অনন্তর পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, হবির পণ্ডিত, কিন্তু অপ্রতিভাবিত হইয়া কিছু প্রতিবাদ করিতেছেন না।’ রাজা মিলিন্দ আয়ুত্থান্ আয়ুপ্পালকে তৃক্ষীভূত দেখিয়া, করতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—‘অহো জম্বুদীপ তুচ্ছ ! জম্বুদীপ তুয়ের, ১০ ন্যায় অসার ! কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে, ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন !’

অনন্তর রাজা মিলিন্দ সেই সমগ্র পরিঘণ্কে চতুর্দিকে অবলোকন করিতে করিতে যবনগণকে অভীত ও অনুদ্বিগ্ন দেখিয়া ভাবিলেন—‘নিঃসংশয়, মনে করি, অপর কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত

- ১১ হইতে পারেন ; কেননা, এই যবনগণ উদ্বিগ্ন হন নাই। অনন্তর তিনি যবনগণকে



পুনঃ পরঃ মহারাজ ভগবতা “মহাসময়স্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “মহামঙ্গলস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “সমচিত্তপরিয়াস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “রাহুলো’বাদস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “পর্যভবস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, গগনপথমতীতানং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি ; সৰ্বে তে গিহীভূতা, নঃ পৰ্বজিতা’তি ।’

‘তেন হি ভন্তে আয়ুপাল, নিরথিকা তুমহাকং পৰ্বজ্জা । পূৰ্বে কতস্ পাপকন্মস্ নিসন্দেন সম্মা সাক্যপুত্তিয়া পৰ্বজন্তি, ধুত’জানি চ পরিহরন্তি । যে থো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “একাসনিকা,” নুন তে পূৰ্বে পরেসং ভোগহারকা চোরা ; তে পরেসং ভোগে অচ্ছিন্দিয়া, তস্ কন্মস্ নিসন্দেন এতরহি “একাসনিকা” ভবন্তি ; ন লভন্তি কালেন কালং সেনাসানানি পরিভুজ্জিতুং । ন’থি তেসং সীলং, ন’থি তপো, ন’থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে থো পন তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “অভোকাসিকা,” নুন তে পূৰ্বে গামঘাতকা চোরা ; তে পরেসং গেহানি বিনাসেয়া, তস্ কন্মস্ নিসন্দেন এতরহি “অভোকাসিকা” ভবন্তি ;

ছিলেন ; তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন । আরও, মহারাজ, যখন ভগবান্ “মহাসময়স্বত্ত্ব,” “মহামঙ্গলস্বত্ত্ব,” “সমচিত্তপরিয়াস্বত্ত্ব,” “রাহুলাববাদস্বত্ত্ব,” ও “পর্যভবস্বত্ত্ব” উপদেশ করেন, তখন অগণ্য দেবতা ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন ।’

- ৫ ‘তাহা হইলে ভদন্ত আয়ুপাল, আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক । পূর্বকৃত কোন পাপকর্মের পরিপাকে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ও ‘ধুতঙ্গ’ সকল সর্বতোভাবে বহন করেন । ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘একাসনিক,’—অর্থাৎ একাসনেই ভোজন করেন, তাঁহারা পূর্বে নিশ্চয় অন্যের ভোগ-হরণকারী চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের ভোগ-সমূহ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিপাকে
- ১০ এখন ‘একাসনিক’ হইয়াছেন । তাঁহারা উপভোগের জন্য কালে কালে শায়নাসন-স্থান লাভ করিতে পারেন না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘অভ্যবকাশিক’ (অভোকাসিকো) অর্থাৎ অবকাশ-অনাবৃত স্থানে বাস করেন, তাঁহারা পূর্বে গ্রামঘাতক চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের গৃহ বিনাশ করিয়া, সেই কর্মের পরিপাকে এখন ‘অভ্যবকাশিক’ হইয়াছেন, এবং
- ১৫ উপভোগের জন্য শায়নাসন-স্থান লাভ করিতেছেন না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘নৈষদিক’ (নেসজ্জিকো)

ন লভন্তি সেনাসনানি পরিভৃঞ্জিতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে
খো তে তন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “নেসজ্জিকা”, নুন তে পুৰ্বে পশ্চদুসকা চোরা ; তে পশ্বিকে
জনে গহেহা, বন্ধেহা, নিসীদাপেহা তস্ কস্মস্ নিস্ সন্দেন এতরহি “নেসজ্জিকা” ভবন্তি ;
ন লভন্তি মেঘাং কপ্পেতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়'ন্তি'—আহ ।

৩৯। এবং বুত্তে, আয়স্মা আয়ুপালো তুণ্হী অহো সি, ন কিঞ্চি পটিভাসি । অথ খো
পঞ্চসতা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুং :—‘পণ্ডিতো মহারাজ, থেরো, অপিচ খো
অবিদারদো ন কিঞ্চি পটিভাসতীতি ।’ অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়স্মন্তং আয়ুপালং তুণ্হী-
ভূতং দিস্বা অপ্পোঠেহা, উকুট্ঠিৎ কস্সা যোনকে এতদবোচ :—‘তুচ্ছো বত ভো জম্বুদীপো !
পলাপো কত ভো জম্বুদীপো ! ন'থি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিং
সল্লপিতুং সঙ্কোতি, কস্সাং পটিবিনেতু'ন্তি ।’

অথ খো মিলিন্দস্ রঞ্ঞো সৰ্ব্বস্তুং পরিসং অনুবিলোকেত্তস্ অতীয়েত অমঙ্কভূতে
যোনকে দিস্বা এতদহোদি—‘নিদসংসয়ং অথি মঞ্ঞে, অঞ্ঞো কোচি সমণো ভিক্ষু,
যো ময়া সন্ধিং সল্লপিতুং উদসহতি, যেনি'মে যোনকা ন মঙ্কভূতা'তি ।’ অথ খো মিলিন্দো

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবেশন করেন না, তাঁহারা পূর্বে পাশ্চ-দৃষক চোর
ছিলেন ; তাঁহারা পথিক-জনকে গ্রহণ করিয়া, বন্ধন করিয়া, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন,
সেই কর্মের পরিপাকে সম্প্রতি ‘নৈবদিক’ হইয়াছেন ; তাঁহারা শয্যা রচনা করিতে
পান না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই !

- ৫ ৩৯। এই প্রকার উক্ত হইলে, আয়ুস্মান্ আয়ুপাল নীরব হইয়া রহিলেন, কিছুই
প্রতিবাদ করিলেন না । অনন্তর পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহা-
রাজ, হুবির পণ্ডিত, কিন্তু অপ্রতিভান্নিত হইয়া কিছু প্রতিবাদ করিতেছেন না ।’
রাজা মিলিন্দ আয়ুস্মান্ আয়ুপালকে তুষ্টীভূত দেখিয়া, করতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক
চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—‘অহো জম্বুদীপ তুচ্ছ ! জম্বুদীপ তুঘের
১০ ন্যায় অসার ! কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে,
ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন !’

অনন্তর রাজা মিলিন্দ সেই সমগ্র পরিষৎকে চতুর্দিকে অবলোকন করিতে
করিতে যবনগণকে অভীত ও অনুদ্বিগ্ন দেখিয়া ভাবিলেন—‘নিঃসংশয়, মনে করি,
অপর কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত
১৫ হইতে পারেন ; কেননা, এই যবনগণ উদ্বিগ্ন হন নাই । অনন্তর তিনি যবনগণকে

রাজা যোনকে এতদবোচ :—‘অথি তনে, অঞ্ঞো কোচি পণ্ডিতো ভিক্ষু, যো ময়া সন্ধিঃ সল্লপিতুং উদ্‌সহতি কংখং পটিবিনেহুত্তি ?’

৪০। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা নাগসেনো সমণগণপরিষুতো, সজ্জী, গণী, গণা-চরিয়ো, ঞ্জাতো, যসদসী, সাধু সম্মতো বহুজনসস, পণ্ডিতো, ব্যাত্তো, মেধাবী, নিপুণো, বিঞ্ঞ, বিভাবী, বিনীত্তো, বিসারদো, বহুসুত্তো, তেপটকো, বেদগু, পতিসবুদ্ধিম, আগতগমো, পতিসপটিসত্তিদো, নব’ঙ্গসখাসানপরিয়ত্তিথরো, পারম্মিগ্গজো জিনবচনে, ধম্ম’খদেসন্নপটিবেধকুসলো, অকুথয়বিচিত্রপটিভানো, চিত্রকথী, কল্যাণবাকরণো, ছরা-সদো, ছপ্পসহো, ছরুত্তরো, ছরাবরণো, ছন্নিবারয়ো, সাগরো বিয় অকুথোত্তো, গিরিরাজা বিয় নিচ্চলো, রণংজহো, তমোহুদো, পভক্করো, মহাকথী, পরগণিগণমথনো, পরতিথিম্পপ্পমদনো, ভিক্ষুং-ভিক্ষুণীং উপাসকানং-উপাসিকানং রাজুং-রাজমহামত্তানং সত্ততো গরুত্ততো মানিতো পুজিতো অপচিতো, লাভী চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন-গিলানপচ্চয়ভেসজ্জ-পরিচ্ছারাণং,

বলিলেন—‘আমি বলি, অপর কি কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে, ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন ?’

৪০। সেই সময়ে আয়ুয়ান্ নাগসেন শ্রমণগণে পরিবৃত্ত ইইয়া গ্রাম, নিগম ও রাজ-ধানী-সমূহে ভিক্ষার্চ্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে সাগল-নগরে উপস্থিত ইইলেন। তিনি

- ৫ সজ্জ ও গণের অধিপতি ও গণাচার্য ; সর্বত্র বিদিত, যশস্বী, ও বহুলোকের সন্মত ; পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ; মেধাবী ও নিপুণ ; বিজ্ঞ ও ভাবুক ; বিনীত ও বিশারদ ; বহু-শ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ ও বেদজ্ঞ ; বিবেক-বুদ্ধিশালী, আগমবেত্তা ও অল্পশীলিত-প্রতি-সম্মিত ; তিনি নবাব্ধ বুদ্ধশাসনে পরম ব্যুৎপন্ন, ও বুদ্ধবচনের পরমজ্ঞান-লাভী ; ধর্ম্মার্থের উপদেশ ও নিগূঢ়ার্থ-বোধে কুশল, এবং অক্ষয় ও বিচিত্র প্রতিভা-
- ১০ যুক্ত ; বিচিত্রবিচারকারী ও কল্যাণবাদী ; (প্রতিপক্ষগণের) ছরাসদ, ছরভিভবনীয়, ছরুত্তর, ছরাবরণ ও ছন্নিবার ; সাগরের ন্যায় ক্ষোভরহিত, ও গিরিরাজের ন্যায় নিচ্চল ; (পাপ-)রণজয়ী ও (অজ্ঞান-)তিমিরের নাশক ; (জ্ঞান-)প্রভার উৎপাদক, ও মহাবিচারক ; তিনি প্রতিপক্ষভূত গণ ও গণাচার্য-সমূহের মননকারী, ও প্রতি-দ্বন্দ্বী তীর্থিকগণের মর্দনকর্তা ; ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা ও রাজা-রাজ-
- ১৫ মহামাতাগণের দ্বারা সংকৃত, গুরুরূপে গৃহীত, সম্মানিত, স্তুপূজিত ও সেবিত ; তিনি চীবর, পিণ্ড (খাদ্য), শয়নাসনস্থান, রোগাবস্থায় অপেক্ষিত ঔষধ, ও আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ লাভ করিতেন, এবং সকল লাভের অগ্রস্বরূপ পরমকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুয়ান্ নাগসেন সাগল-নগরে আগমন সময়ে (স্থানে স্থানে) সমবেত বুদ্ধিমান ও

লাভ'গ্গ-যস'গ্গ-প্ৰভো, বুদ্ধানং বিঞ্ঞুনং সোতাবধানেন সমাগতানং সন্দস্বেস্তো ।
নব'জং জিনাসনরতনং উপদিম্বস্তো ধম্মমগ্গং, ধারেস্তো ধম্মপজ্জাতং, উস্সাপেস্তো ধম্মযুপং,
যজ্জস্তো ধম্মযাগং, পগ্গগ্গ্হস্তো ধম্মক্কজং, উস্সাপেস্তো ধম্মকেতুং, উপ্পাপেস্তো ধম্মসম্মং,
আহনস্তো ধম্মভরিং, নদস্তো সীহনাদং, গজ্জস্তো ইন্দপিজ্জিতং, মধুরগিরপজ্জিতেন
ঞাণবরবিজ্জুজালপরিবেষ্টিতেন করুণাক্কপভরিতেন মহতা ধম্মামতমেঘেন সকলং লোক-
মভিতপ্পয়স্তো, গ্রামনিগমরাজধানীষু চারিকং চরমাণো অহুপুং বন সাগল-নগরং অমুপ্পত্তো
হোতি ।

৪১। তত্র স্তলং আয়ত্না নাগসেনো অশীতিয়া ভিক্খুসহস্বেহি সঙ্ঘিঃ সংখ্যেয়-পরিবেণে
পাটীবসতি । * তেনাহ :-

“বহুদুস্তুতো চিত্রকথী নিপুণো চ বিসারদো ।
সামায়িকো চ কুসলো পট্টিভানো চ কোবিদো ॥
তে চ ত্রেপিটকা ভিক্খু, পঞ্চনেকায়িকা'পি চ ।
চতুর্নেকায়িকা চে'ব নাগসেনং পুরক্করুং ॥
গম্ভীরপঞ্ঞো মেধাবী মগ্গামগ্গস স কোবিদো ।
উত্তম'থং অমুপ্পত্তো নাগসেনো বিসারদো ॥

বিজ্ঞ শ্রবণাবহিত ব্যক্তিবর্গকে নবাজ বুদ্ধশাসন-রত্ন সন্দর্শন করাইয়া, ধর্মমার্গের উপ-
দেশ করিয়া, ধর্মপ্রদীপ ধারণ করিয়া, ধর্মযুগ উত্থাপিত করিয়া, ধর্মযাগের অনুষ্ঠান
করিয়া, ধর্মধ্বজ গ্রহণ করিয়া, ধর্মকেতু উড্ডীন করিয়া, ধর্মশঙ্খ ধ্বনিত করিয়া, ধর্ম-
ভেরী আহত করিয়া, সিংহনাদ ও ইন্দ্রের (বজ্রের) ত্রায় গর্জন করিতে করিতে,
• মধুরবচনরূপ-গর্জনযুক্ত, উত্তমজ্ঞানরূপ-বিজ্ঞাং-জাল-পরিবেষ্টিত ও করুণারূপ-সলিলপূর্ণ
মহান্ ধর্মামৃতরূপ-মেঘের দ্বারা চতুর্দিকে লোকসমূহকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে গমন
করিতেছিলেন ।

৪১। সেখানে আয়ত্নান্ নাগসেন অশীতিসহস্র ভিক্কুর সহিত সংখ্যেয়-আশ্রমে
বাস করিতে লাগিলেন । সেইজন্ত উক্ত হইয়াছে :-

১০

“বহুশ্রুত, বিশারদ, চিত্রকথালাপী,
নিপুণ, প্রতিভাশিত, কুশল, কোবিদ,
• ধর্মের নিয়ম-জ্ঞাতা, নিখিল-নিকায়-
বিজ্ঞ, ত্রেপিটক, ভিক্কুসত্ত্ব অগ্রে যাকৈ
করে'ছিল, সেই নাগসেন বিশারদ,

তেহি ভিক্খুহি পরিবৃত্তো নিপুণেহি সচ্চবাদিহি ।

চরন্তো গামনিগমং সাগলং উপসঙ্কমি ॥

সঙ্খ্যা-পরিবেগশ্চিং নাগসেনো তদা বদী ।

কথেতি সো মহুসসেহি পৰ্বতে কেসরী যথা'তি ।”

৪২। অথ খো দেবমন্তিয়ো রাজানং মিলিন্দং এতদবোচ :—‘আগমেহি ত্বং মহারাজ ! আগমেহি ত্বং মহারাজ ! অখি মহারাজ, নাগসেনো নাম থেরো পণ্ডিতো, ব্যাতো, মেধাবী, বিনীতো, বিদ্যারদো, বহুস্সত্তো, চিত্তাকথী, কল্যাণপট্টিতানো, অখম্মনিরুত্তিপট্টিতানপট্ট-সম্ভিদাসু পারমিঙ্গত্তো। সো এতরহি সঙ্খ্যা-পরিবেগে পট্টিবসতি। গচ্ছ ত্বং মহারাজ, আরম্মত্তং নাগসেনং পঞ্চং পুচ্ছস্সু। উদ্দসহতি সো তয়া সন্ধিং সল্লপিহুং, কঙ্খং পট্ট-বিনেতু'স্তি ।’

অথ খো মিলিন্দসু রঞ্চো সহসা ‘নাগসেনো’তি সন্দং স্তহা’ব অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতত্তং, অহুদেব লোমহংসো। অথ খো মিলিন্দো রাজা দেবমন্তিয়ং এতদবোচ—‘উদ্দসহতি ভো, নাগসেনো ভিক্খু ময়া সন্ধিং সল্লপিহু'স্তি ?’

মেধাবী, গম্ভীরপ্রজ্ঞ, যুক্তাবুদ্ধ পণ-

বিবেচক, পরমার্থ-অনুগত। তিনি

সেই সত্যবাদী পটু ভিক্ষুসঙ্ঘে বৃত্ত

হইয়া, নিগম-গ্রাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে

৫ হইলেন উপস্থিত সাগল-নগরে।

জনগণ সহ সেথা সঙ্খ্য-আশ্রমে

করিলেন বাস, যথা কেশরী পর্বতে ।”

৪২। অনন্তর দেবমন্তিয় (দেবমন্তির) রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘আম্মন মহারাজ, আম্মন! মহারাজ, নাগসেন নামে এক স্থবির আছেন। ইনি পণ্ডিত, বিচক্ষণ, ১০ মেধাবী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, বিচিত্রবিচারক ও কল্যাণপ্রতিভাযুক্ত। ইনি অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান—এই চতুর্বিধ প্রতিসংভিদায় পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এখন সংখ্য-আশ্রমে বাস করিতেছেন। গমন করুন মহারাজ, আয়ুস্মান্ নাগসেনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার সহিত আলাপ করিতে ও আপনার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহী ।’

১৫ সহসা ‘নাগসেন’—এই শব্দ শুনিয়াই রাজা মিলিন্দের ভয়, স্তম্ভিততা ও লোমহর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি দেবমন্ত্যকে বলিলেন—‘ভিক্ষু নাগসেন কি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহী হইতেছেন ?’

‘উৎসাহিত মহাৰাজ, অপি ইন্দ-যম-বৰুণ-কুবেৰ-প্ৰজাপতি-জ্যাম-সন্তপিত-লোকপালেহি, পিতৃপিতামহে মহাব্ৰহ্মণাপি সন্ধিং সন্নপিতুং, কিমঙ্গ, পন মনুস্‌সভূতেনা’তি ।’

অথ থো মিলিন্দো ৰাজা দেবমন্ত্ৰিয়ং এতদবোচ—‘তেন হি জ্বং দেবমন্ত্ৰিয়, ভদন্তুস্‌ সন্তিকে দূতং পেসেহীতি ।’

‘এবং দেবা’তি—‘থো দেবমন্ত্ৰিয়ো আয়ত্নতো নাগসেনস্‌ সন্তিকে দূতং পাহেসি—‘ৰাজা ভট্টে, মিলিন্দো আয়ত্নন্তুং দন্‌সনকামো’তি ।’ আয়ত্নাপি থো নাগসেনো এবমাহ—‘তেন হি আগচ্ছতু’তি ।’

অথ থো মিলিন্দো ৰাজা পঞ্চমতেহি যোনকসতেহি পৰিবৃত্তো রথবরमारुह महता बलकायेन सङ्क्षि, येन सञ्चय्यारिवेणं,—येनारम्भा नागसेनो, तेनु’पसङ्गमि ।

৪৩। তেন থো পন সময়েন আয়ত্না নাগসেনো অসীতিয়া ভিক্‌খুসহস্‌সেহি সন্ধিং মণ্ডল-মালে নিসিন্নো হোতি । অদ্দসা থো মিলিন্দো ৰাজা আয়ত্নতো নাগসেনস্‌ পৰিসং দূৰতো’ব ; দিস্বান দেবমন্ত্ৰিয়ং এতদবোচ—‘কন্‌সে’সা দেবমন্ত্ৰিয়, মহতী পৰিসা’তি ?’

‘আয়ত্নতো থো মহাৰাজ, নাগসেনস্‌ পৰিসা’তি ।’

‘মহাৰাজ, উৎসাহী হইতেছেন । তিনি ইন্দ্র, যম, বৰুণ, কুবেৰ, প্ৰজাপতি, জ্যাম ও সন্তপিত—এই সকল লোকপালের সহিত, পিতৃপিতামহ মহাব্ৰহ্মণও সহিত আলাপ করিতে উৎসাহী, মনুষ্যালোকের সহিত আর কথা কি ।’

অনন্তর ৰাজা মিলিন্দ দেবমন্ত্ৰ্যকে বলিলেন—‘তবে দেবমন্ত্ৰ্য, তুমি ভদন্তের (নাগ-সেনের) নিকটে দূত প্ৰেৰণ কর ।’

‘দেব, এইরূপ করিতেছি’—এই বলিয়া দেবমন্ত্ৰ্য আয়ুত্থান্ নাগসেনের নিকট (এই সংবাদে) দূত প্ৰেৰণ করিলেন—‘ভদন্ত, ৰাজা মিলিন্দ আয়ুত্থান্‌কে (আপনাকে) দৰ্শন করিতে কামনা করেন ।’ আয়ুত্থান্ নাগসেনও বলিলেন—‘তবে তিনি আগমন করুন ।’ অনন্তর নরপতি মিলিন্দ পঞ্চশত যবনে পৰিবৃত্ত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ-পূৰ্ব্বক, যে-স্থানে সংখ্যায় আশ্রম,—যে-স্থানে আয়ুত্থান্ নাগসেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন ।

৪৩। সেই সময়ে আয়ুত্থান্ নাগসেন অনীতিসহস্ৰ ভিক্ষুর সহিত মণ্ডলাকার এক-শৃঙ্গ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন । ৰাজা মিলিন্দ দূর হইতেই নাগসেনের সেই পৰিষৎকে দেখিয়া দেবমন্ত্ৰ্যকে বলিলেন—‘দেবমন্ত্ৰ্য, এই মহতী পৰিষৎ কাহার ?’

১৪ ‘মহাৰাজ, আয়ুত্থান্ নাগসেনের ।’

অথ খো মিলিন্দস্য রঞ্জে আয়স্মতো নাগসেনস্য পরিসং দূরতো'ব দিস্থা অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতত্তং, অহুদেব লোমহংসো । অথ খো মিলিন্দো রাজা খগ্গপরিবারিতো বিয় গজো, গরুল-পরিবারিতো বিয় নাগো, অজগর-পরিবারিতো বিয় কোট্টীকো, মহিস-পরিবারিতো বিয় অচ্ছো, নাগাল্লবন্ধো বিয় মণ্ডুকো, সন্দুলাল্লবন্ধো বিয় মিগো, অহিগুণ্ঠিক-সমাগতো বিয় পন্নগো, মজ্জারেসমাগতো বিয় উন্দুরো, ভূতবেজ্জসমাগতো বিয় পিশাচো, রাহুমুখগতো বিয় চন্দো, পন্নগো বিয় পেল'স্তরগতো, সকুনো বিয় পঞ্জর'স্তরগতো, মচ্ছো বিয় জাল'স্তরগতো, বালবনমল্লপ্পবিট্টো বিয় পুরিসো, বেস্‌সবণাপরাধিকো বিয় যক্খো, পরিকীণায়ুকো বিয় দেবপুত্তো, ভীতো, উব্বিগ্গো, উত্তস্তো, সংবিগ্গো, লোমহট্টজাতো, বিমনো, ছন্নো, ভন্তুত্তিত্তো, বিপরিতমানসো, 'মা মং অয়ং জনো পরাভবীতি' ধিত্তি' উপট্টপেত্তা দেবমন্তিয়ং এতদবোচ—'মা খো ত্বং দেবমন্তিয়, আয়স্মন্তং নাগসেনং ময়্য' আচিক্খেয্যাসি, অনক্খাতঞ্জেবাহং নাগসেনং জানিস্সামীতি ।'

‘সাপু, মহারাজ, ত্বঞ্জেব জানাহীতি ।’

৪৪ । তেন খো পন সময়েন আয়স্মা নাগসেনো তস্যং ভিক্খুপরিসায়ং পুরতো চত্বালীসায় ভিক্খুসহস্মানং নবকতরো হোতি, পচ্ছতো চত্বালীসায় ভিক্খুসহস্মানং বুদ্ধতরো । অথ

দূর হইতেই আয়স্মান্ নাগসেনের পরিষংকে দেখিয়া রাজা মিলিন্দের ভয়, স্তম্ভিততা ও লোমহর্ষ উপস্থিত হইল । তিনি তখন গণ্ডার-পরিবেষ্টিত গজের ভ্রায়, গরুড়-পরিবেষ্টিত নাগের ভ্রায়, অজাগর-পরিবেষ্টিত শৃগালের ভ্রায়, মহিষ-পরিবেষ্টিত ভল্লকের ভ্রায়, ভুজঙ্গাল্লব্ধত ভেকের ভ্রায়, শার্দূলাল্লব্ধত মৃগের ভ্রায়, অহিতুণ্ডিক-সমাগত
৫ পরগের ভ্রায়, মজ্জার-সমাগত ইন্দুরের ভ্রায়, ভূতবৈদ্য-সমাগত পিশাচের ভ্রায়, রাহু-মুখগত চন্দ্রের ভ্রায়, পেটিকাস্তর্গত ভুজঙ্গের ভ্রায়, পঞ্জরাস্তর্গত বিহঙ্গের ভ্রায়, জালাস্ত-গত মংস্তের ভ্রায়, গহনবন-প্রবিষ্ট মনুষ্যের ভ্রায়, বৈশ্বনাথ- (কুবের) সমীপে কৃতাপরাধ যক্ষের ভ্রায়, ও পরিকীণায়ু দেবপুত্রের ভ্রায়, ভীত, উব্বিগ, উত্তস্ত, সংবিগ, রোমাঞ্চিত, বিমনাঃ, ছন্ননাঃ, ভ্রান্তচিত্ত ও বিপর্যাস্ত-মানস হইলেও, ‘এ আমাকে পরাভব করিতে
১০ পারিবে না’—এই আশ্বাসে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেবমন্ত্যকে বলিলেন—
‘দেবমন্ত্য, (এই পরিষদের মধ্যে) আয়স্মান্ নাগসেন কে, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দিবে না, বলিয়া না দিলেও আমি তাঁহাকে জানিয়া লইব ।’

‘ভাল, মহারাজ, আপনিই তাঁহাকে জানিয়া লউন ।’

৪৪ । সেই সময়ে সেই ভিক্খু-পরিষদের পুরোভাগে উপবিষ্ট চত্বারিংশং সহস্র ভিক্খু
১৫ অ.পক্ষা । আয়স্মান্ নাগসেন নবীনতর, —অর্থাৎ ছোট, এবং পশ্চাচ্চাগে উপবিষ্ট

খো মিলিন্দো রাজা সৰ্বত্ত্বং তিক্খুসজ্জং পুরতো চ, পচ্ছতো চ, মজ্জতো চ অহুবিলোকেষ্টো
অদসা খো আয়স্সত্ত্বং নাগসেনং দূরতো'ব তিক্খুদজ্জন্স মজ্জো নিসিন্নং কেসরসীহং বিয় বিগত-
ভয়-ভেরবং, বিগতলোমহংসং, বিগতভয়সারজ্জং । দিস্বান আকারেন'ব অঞ্ঞাসি—
'এসো খো এথ নাগসেনো'তি ।' অথ খো মিলিন্দো রাজা দেবমস্ত্রিয়ং এতদবোচ—'এসো
খে দেবমস্ত্রিয়, আয়স্সা নাগসেনো'তি ?'

‘আম মহারাজ ; এসো খো নাগসেনো । সূট্টু খো ত্বং মহারাজ, নাগসেনং অঞ্ঞাসীতি ।’

ততো রাজা তুট্টো অহোসি—‘অনক্খাতো’ব ময়া নাগসেনো অঞ্ঞাতো'তি ।’ অথ
খো মিলিন্দস রঞ্ঞো আয়স্সত্ত্বং নাগসেনং দিস্বা'ব অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতত্ত্বং অহু-
দেব লোমহংসো'তি । তেনাহ—

‘চরণেন চে'ব সম্প্পন্নং সূদত্ত্বং উত্তমে দমে ।

দিস্বা রাজা নাগসেনং ইদং বচনমব্রবী ॥

কথিকা ময়া বহু দিট্টা, সাকচ্ছা ওসটা বহু ।

চত্বারিংশং সহস্র তিক্খু অপেক্ষায় বৃদ্ধতর,—অর্থাৎ বড় ছিলেন । রাজা মিলিন্দ আগমন-
পূর্বক তিক্খুসজ্জের পুরোভাগ, পশ্চাভাগ ও মধ্যভাগ অল্পক্ৰমে অবলোকন করিয়া দূর-
হইতেই মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আয়ুস্মান্ নাগসেনকে দেখিলেন যে, তিনি কেশর-সিংহের
ভ্রায় নির্ভয় ও ভৈরব ; তাঁহার লোমহর্ষ বা ভয়জনিত সঙ্কোচভাব উৎপন্ন হয় নাই ।

৫ তিনি দেখিয়া আকারেই তাঁহাকে ‘এই এখানে নাগসেন’—বলিয়া জানিলেন, এবং
দেবমস্ত্রাকে দেখাইয়া বলিলেন—‘দেবমস্ত্রা, এই আয়ুস্মান্ নাগসেন ।’

দেবমস্ত্রা বলিলেন—‘হাঁ মহারাজ ; ইনিই নাগসেন । মহারাজ, আপনি স্মন্দরূপে
নাগসেনকে চিনিয়াছেন ।’

কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নাগসেনকে চিনিয়া লইয়াছি,—এই মনে করিয়া রাজা
১০ আনন্দিত হইলেন । কিন্তু আয়ুস্মান্ নাগসেনকে দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিলই,
স্তম্ভিততা হইয়াছিলই ও লোমহর্ষ হইয়াছিলই । তজ্জন্ত উক্ত হইয়াছে :—

‘উত্তম দমের গুণে অতিজিতেন্দ্রিয়

সদাচারী নাগসেনে দর্শন করিয়া

বলিলা নুপতি—‘দেখিয়াছি বহু বাদী,

করিয়াছি বহু কণা; কিন্তু কভু তেন।

ন তাদিসং ভয়ং আসী, অজ্ঞ তাসো যথা মম ॥
 নিসংসয়ং পরাজয়ো মম অজ্ঞ ভবিস্সতি ।
 অয়ো'ব নাগসেনস্, যথা চিত্তং ন সঙ্কিত'স্তি ॥”

বাহিরকথা নিষ্কৃতিতা ।

হয় নাই ভয় মম, আজি যথা ত্রাস ;
 হৃদয় চঞ্চল যথা হইয়াছে মম,
 তাহে বৃদ্ধি নিঃসংশয় মম পরাজয়,
 জয়ী হবে নাগসেন আজিকার দিনে ।”

বাহ্যকথা সম্পূর্ণ ।

১। অথ খো মিলিন্দো রাজা যেনায়ুস্তা নাগসেনো, তেহু'পসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা
আয়ুস্ততা নাগসেনেন সঙ্কিং সম্মোদি, সম্মোদনীয়ং কথং সারাগীয়ং বীতিসারো?
একমন্তং নিসীদি। অয়ুস্তাপি খো নাগসেনো পটিসম্মোদি, তেনে'ব রঞ্জ্জো মিলিন্দসু
চিত্তং আরাধেসি।

৫ অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়ুস্তো নাগসেনং এতদ্বোচ—‘কথং ভদন্তো ঞ্জায়তি?
—কিন্নামো'সি ভন্তে'তি?’

‘নাগসেনো’তি খো অহং মহারাজ, ঞ্জায়ামি; নাগসেনো’স্তি মং মহারাজ, সত্রঙ্গ-
চরী সমুদাচরন্তি। অপিচ, মাতাপিতরো নামং করোন্তি নাগসেনো’তি বা, শুর-
সেনো’তি বা, বীরসেনো’তি বা, সীহসেনো’তি বা। অপিচ খো মহারাজ সজ্জা,

১০ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সংক্ষেপ প্রশ্ন ।

প্রথম বর্গ ।

শুদ্ধগল বা ব্যক্তি কি ।

১। অনন্তর রাজা মিলিন্দ যে-স্থানে আয়ুস্তান্ নাগসেন ছিলেন, সেই-স্থানে উপস্থিত
১৫ হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন; এক পরস্পরে স্বরগীয় ক্রীতিপ্রদ সম্ভাষণ
করিলে, এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আয়ুস্তান্ নাগসেনও আনন্দিত হইয়া,
তাহা দ্বারা রাজা মিলিন্দের চিত্তরঞ্জন করিলেন।

রাজা মিলিন্দ আয়ুস্তান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘ভদন্ত কিরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন?
—ভদন্ত, আপনার নাম কি?’

২০ ‘মহারাজ, ‘নাগসেন’ বলিয়া আমি জ্ঞাত হইয়া থাকি; আমার সত্রঙ্গচারিগণ
আমাকে ‘নাগসেন’ বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। পিতা-মাতা নাম করিয়া
থাকেন—নাগসেন, বা শুরসেন, বা বীরসেন, বা সিংহসেন; কিন্তু মহারাজ, ‘নাগসেন’

সম-গ্রা, পঞ্জোহা, বোহারা, নামমন্তং যদিদং নাগসেনো'তি । নহে'থ পুগ্গলো উপলব্ধতীতি ।'

‘অথ খো মিলিন্দো রাজা এবমাহ—‘সুগন্ত মে ভোন্তো পঞ্চসতা যোনকা, অদীজি-সহনসা চ তিক্খু, অরং নাগসেনো এবমাহ—“ন হে'থ পুগ্গলো উপলব্ধতীতি ।”

- ৬ কল্পমুখো তদভিনন্দিতু'স্তি ? অথ খো মিলিন্দো রাজা আরম্ভং নাগসেনং এতদবোচ - ‘সচে ভন্তে নাগসেন, পুগ্গলো ন'পলব্ধতি, কো-এ'তরহি তুম্বাহকং চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন-গিলানপচ্চমভেসজ্জ-পরিক্খারং দেতি ? কো তং পরিভুঞ্জতি ? কো সীলং রক্খতি ? কো ভাবনমহুযুঞ্জতি ? কো মগ্গ-ফল-নির্বাণানি সচ্ছিকরোতি ? কো পাণং হস্তি ? কো অদিগ্গং আদিয়তি ? কো
- ১০ কামেসু মিচ্ছা চরতি ? কো মুসা ভগতি ? কো মজ্জং পিবতি ? কো পঞ্চানন্তরিয়ং কল্পং করোতি ? তস্মা ন'থি কুশলং, ন'থি অকুশলং, ন'থি কুশলাকুশলানং কস্মানং কত্তা বা, কারেতা বা ; ন'থি স্ককত-দুস্কটানং কস্মানং ফলং বিপাকো । সচে ভন্তে নাগসেন, বো তুম্হে মারেতি, ন'থি তস্মাপি পাণাতিপাতো । তুম্বাহকম'পি

—ইহা একটা বুদ্ধি, সংজ্ঞা, প্রকাশ, ব্যবহার, নামমাত্র ; কেননা, এখানে পুদ্গলের—

- ১৫ (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, বা অবয়ব-স্বরূপ লোকের) উপলব্ধি হয় না ।'

অনন্তর রাজা মিলিন্দ বলিলেন—‘আপনারা এই পঞ্চ-শত যবন, ও অদীজি-সহস্রা তিক্খু, শ্রবণ করুন—এই নাগসেন বলিতেছেন, “পুদ্গলের (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, বা অবয়ব-স্বরূপ লোকের) উপলব্ধি হয় না ।” ইহা কি অভিনন্দনের উপযুক্ত ?’ অনন্তর তিনি আয়ুস্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘যদি ভদন্ত নাগসেন, পুদ্গল না থাকে, তবে

- ২০ কে আপনাদিগকে চীবর, পিণ্ডপাত (পাত্রে খাত প্রদান), শয়নাসন-স্থান, বাধি-সময়ে অপেক্ষিত ঔষধ, ও আবগ্ৰক দ্রব্যসমূহ প্রদান করে ? কে তাহা উপভোগ করে ? কে শীল রক্ষা করে ? কে ভাবনা অভ্যাস করে ? কে (প্রোতাপত্তি-প্রভৃতি) মার্গ, তৎফল-সমূহ ও নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করে ? কে প্রাণিহত্যা করে ? কে অদন্ত বস্তু গ্রহণ করে ? কে ব্যভিচার করে ? কে মিথ্যা বলে ? কে মদ-পান করে ? কে ইহজন্মেই বিরদ-
- ২৫ ফলোৎপাদক পঞ্চবিধ কর্ম করিয়া থাকে ? অতএব কুশল নাই, অকুশল নাই ; কুশল ও অকুশল কর্মের কর্তাও কেহ নাই, তাহার কারয়িতাও কেহ নাই ; স্ককত-দুস্কৃত কর্মের ফল—বিপাকও কিছু নাই । ভদন্ত নাগসেন, যদি আপনাদিগকে কেহ বধ করে, তাহারও প্রাণাতিপাত করা হইবে না । ভদন্ত নাগসেন, আপনাদের তবে

ভস্তে নাগসেন, ন'খি আচরিয়ে, ন'খি উপজ্ঞায়ো, নখি উপসম্পন্ন! "নাগ-সেনো"তি মং মহারাজ, সত্রক্ষচারী সমুদ্রাচরন্তীতি" যং বদেসি, কতমো এখ

• নাগসেনো ? কিন্মু খো ভস্তে কেসা নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজা'তি ।

• 'লোমা নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজা'তি ।

'নখা—পে—দস্তা, তচো, মংসং, নহাকু, অট্ঠি, অট্ঠিমিজ্জা, বক্কং, হদয়ং, যক্কং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরিয়ং, করীসং, পিত্তং, সেম্হং,

পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অসহ্, বসা, থোলা, সিংঘাণিকা, লসিকা, মুত্তং,

• ১০ মথকে মথবুদ্ধং নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজা'তি ।

'কিন্মু খো ভস্তে রূপং নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজা'তি ।

'বেদনা নাগসেনো'তি ?

১৫ কেহ আচার্য্য নাই, উপাধ্যায় নাই, উপসম্পত্তি নাই । আপনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "মহারাজ, আমার সত্রক্ষচারিগণ আমাকে 'নাগসেন' বলিয়া আহ্বান করেন," এখানে নাগসেন কে ? ভদন্ত, কেশ-গুলি কি নাগসেন ?

'না মহারাজ ।'

'লোমসমূহ নাগসেন ?'

২০ 'না মহারাজ ।'

'তবে কি নখ, দস্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদয়, যক্কং, ক্রোমা, প্লীহা, ফুস্ফুস, অস্থ, অস্থগুণ, উদর, শ্লেষ্মা, পুষ, শোণিত, বেদ, মেদ, অণু, বসা, কফ, সিংঘাণ, লাল, মূত্র, অথবা মস্তিষ্ক নাগসেন ?'

'না মহারাজ ।'

২৫ 'রূপ নাগসেন ?'

'না মহারাজ ।'

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বা বিজ্ঞান নাগসেন ?'

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘সঞ্ঞা নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘সজ্জা নাগসেনো’তি ?’

৫ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন ভন্তে, রূপ-বেদনা-সঞ্ঞা-সজ্জা-বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

১০ ‘কিম্পন ভন্তে, অঞ্ঞত্র রূপ-বেদনা-সঞ্ঞা-সজ্জা-বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘তমহং ভন্তে, পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো ন পস্‌সামি নাগসেনং ! সন্‌দো য়েব হু থো ভন্তে নাগসেনো ? কো পনে’থ নাগসেনো ? অলিকং ত্বং ভন্তে, ভাসসি মুসাবাদং—
“ন’থি নাগসেনো’তি ।”’

১৫ অথ থো আয়স্মা নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং এতদ্বোচ—‘ত্বং থো’সি মহারাজ, খণ্ডিতস্কুমালো অচ্যুতস্কুমালো । তস্‌স তে মহারাজ, মজ্জান্তিকসময়ং তত্তায়

নাগসেন সর্বত্রই ‘না’ উত্তর করিলেন ।

‘তবে কি ভদন্ত, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ (সমষ্টিরূপে)
নাগসেন ?’

২০ ‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, তবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান হইতে অত্ৰ কিছু
নাগসেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া নাগসেনকে ত দেখিতে পাইতেছি না !

২৫ ভদন্ত, ‘নাগসেন’—ইহা কি কেবল শব্দই ? তবে এখানে বিদ্যমান নাগসেন কে ?
ভদন্ত, বার্থ আপনি মিথ্যা বলিতেছেন “নাগসেন নাই” !’

আয়স্মান্ নাগসেন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে
স্কুমার, অত্যন্ত স্কুমার । মধ্যাহ্ন সময় হইয়াছে, ইহাতে তপ্ত ভূমি ও উষ্ণবালুকায়

ভূমিগা, উণ্‌হায় বালিকায় খরা স্‌ক্‌থর-কঠল-বালিকা মদ্দিহা পাদেনাগচ্ছন্তস্‌
পাদা কজন্তি, ক'য়ো কিলমতি, চিত্তং উপহৃৎতি, হৃৎসহগতং কায়বিৎপ্রাণং
উপ্লজ্জতি । কিম্ম থো স্বং পাদেনাগতোসি, উদাহ বাহনেনা'তি ?'

‘নাহং ভন্তে পাদেনাগচ্ছামি, রথেনাহং আগতো'স্মীতি ।’

৫ ‘সচে স্বং মহারাজ, রথেনাগতো'সি, রথং মে আরোচেহি ; কিম্ম থো মহারাজ, ঈসা
রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘অক্‌থো রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

১০ ‘চক্কানি রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘রথপঞ্জরং রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘বগদণ্ডকো রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ?’

‘যগং রথো'তি ?’

১৫ উপর তীক্ষ্ণ শরীরা (বাকর), ভগ্ন মৃৎপাত্র খণ্ড, ও বাণকা সকল মর্দন করিয়া পদব্রজে
আগমন করায় (সম্ভবতঃ) আপনার চরণ উপহৃত হইতেছে, এবং শরীর-বুদ্ধি হৃৎসহগত
বোধ হইতেছে। মহারাজ, আপনি কি পদব্রজে, অথবা কোন বাহনে অগমন করিয়াছেন ?

‘ভদন্ত, আমি পদব্রজে আসি না, রথে আসিয়াছি ।’

‘আপনি যদি মহারাজ, রথে আগমন করিয়া থাকেন, তবে রথ কি আমাকে বলুন ।

২০ ঈষা (রথের অক্ষ ও যুগ সংযোজক দণ্ড) কি রথ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘অক্ষ রথ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে কি চক্র, না রথপঞ্জর, না রথদণ্ড, না যুগ, না রজ্জু, না রথচালন-যষ্টি রথ ?’

২৫ ‘রাজা সৰ্ব্বত্রই অস্বীকার করিলেন ।

‘মহারাজ, তবে কি ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, বগদণ্ড, যুগরজ্জু ও রথচালন-যষ্টি

(সমষ্টি করিয়া রথ)

‘নহি ভন্তে’তি ।

‘রথরশ্মিয়ো রথো’তি ?’

৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘পতোদ-লট্ঠি রথো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিন্মু খো মহাবাজ, ঈদা-অক্খ-চক্ক-রথপঞ্জর-রথদণ্ড-যুগ-রশ্মি-পতোদলট্ঠি রথো’তি ?’

১০ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিম্পন মহারাজ, অত্র-ঈদা-অক্খ-চক্ক-রথপঞ্জর-রথদণ্ড-যুগ-রশ্মি-পতোদ-রথো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘তমহং মহারাজ, পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো ন পস্সামি রথং ! সদ্দো য়েব হু খো মহারাজ, ১৫ রথো ? কো পনে’থ রথো ? অনিকং ত্বং মহারাজ, ভাসসি মুদাবাদং—“ন’থি রথো ।” ত্বং’সি মহারাজ, সকলজন্মদীপে অগ্গরাজা, কস্স পন ত্বং ভাষিত্বা মুদা ভাসসি ? স্ত্বংস্ত মে ভোন্তো পঞ্চসতা যোনকা, অসীতিসহস্সা চ ভিক্খু, অয়ং মিলিন্দো রাজা এবমাহ—“রথেনাহং আগতো’স্মীতি” । “সচে ত্বং মহারাজ, রথেনাগতো’সি, রথং মে আরোচেহীতি”—বুত্তো সমানো রথং ন সম্পাদেতি । কল্পন্মু খো ২০ তদভিনন্দিতু’স্তি ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে কি মহারাজ, ঈদা, অক্ষ প্রভৃতি হইতে অন্যত্র কোন বস্তু রথ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ, রথ দেখিতে পাইতেছি না । ২৫ মহারাজ, ‘রথ’—ইহা কি কেবল শব্দই ? তবে এখানে বিদ্যমান রথ কি ? ব্যর্থ আপনি মহারাজ, বলিতেছেন “রথ নাই” । মহারাজ, আপনি জন্মদীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূপতি, কাহাকে ভয় করিয়া আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন ? পঞ্চ-শত যবন ও অশীতি-সহস্র ভিক্ষু, আপনারা শ্রবণ করুন, এই মিলিন্দ নরপতি বলিতেছেন—“আমি রথে আগমন করিয়াছি,” কিন্তু যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—“মহারাজ আপনি যদি রথে আসিয়া ৩০ থাকেন, তবে রথ কি আমাকে বলুন,” তখন তিনি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারিতে-ছেন না । ইহা কি অভিনন্দনের যোগ্য ?’

এবং বুঝে পক্ষসত্য বোনকা আয়ত্ততো নাগসেনস সাধুকারং দত্তা মিলিন্দ রাজানং
এতদবোচুং—“ইদানি খো হং মহারাজ, সন্ধস্তো ভাসসু’তি ।”

• অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়ত্তন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘নাহং ভন্তে নাগসেন,
মুসা ভণামি । ঈসঞ্চ পট্টিচ্চ, অকথঞ্চ পট্টিচ্চ, চক্কানি চ পট্টিচ্চ, রথপঞ্জরঞ্চ পট্টিচ্চ,
২ রথদণ্ডকঞ্চ পট্টিচ্চ, রথো’তি সজ্জা, সমঞ্ঞা, পঞ্ঞত্তি, বোহারো, নামং পবত্তীতি ।’

‘সাধু খো হং মহারাজ, রথং জানানি । এবমেব খো মহারাজ, ময়’হম্’পি কেসে চ
পট্টিচ্চ, লোমে চ পট্টিচ্চ—পে—মথসুজ্জঞ্চ পট্টিচ্চ, রূপঞ্চ পট্টিচ্চ, বেদনঞ্চ পট্টিচ্চ,
সঞ্ঞঞ্চ পট্টিচ্চ, সজ্জারে চ পট্টিচ্চ, বিঞ্ঞাণঞ্চ পট্টিচ্চ, নাগসেনো’তি সজ্জা, সমঞ্ঞা,
পঞ্ঞত্তি, বোহারো, নামমত্তং পবত্তি । পরম’থতো পনে’থ পুগ্গলো ন’পলব্ভতি ।

• ভাসিতম’পে’ত্তং মহারাজ, বজ্জিরায় ভিক্ষুনিয়া ভগবতো সম্মুখা —

“যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সন্দো রণো ইতি ।

এবং থক্কেন্ন সন্তেহু হোতি সন্তো’তি সম্মুত্তীতি ॥”

‘অচ্ছরিয়ং ভন্তে নাগসেন ! অব্ভুতং ভন্তে নাগসেন ! অতিচিত্রানি পঞ্ঞপটি-

এই গুনিয়া পক্ষ-শত যবন আয়ুগ্মান্ নাগসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া রাজা
১১ মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, এখন যদি আপনি সমর্থ হন, আলাপ করুন ।

অনন্তর রাজা মিলিন্দ আয়ুগ্মান্ নাগসেনকে বলিলেন— ‘ভদ্রস্ত, আমি মিথ্যা বলি-
তেছি না । ঈশ্বা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর ও রথদণ্ড-হেতুই “ব” —এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা,
প্রকাশ, ব্যবহার ও নাম প্রবৃত্ত হয় ।’

সাধু, মহারাজ ; রথ কি, আপনি তাহা জানেন । আমাদেরও মহারাজ, এইরূপ
২০ কেশ-লোমাদি ও রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ-হেতুই “নাগসেন” —এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা, প্রকাশ,
ব্যবহার ও নামমাত্র প্রবৃত্ত হইতেছে । পরমার্থতঃ এখানে পুদগলের (অর্থাৎ পৃথক কোন
ব্যক্তি, বা অব্যবহিক-স্বরূপ লোকের) উপেক্ষা হয় না । মহারাজ, ‘বজ্জা’-(বজ্জিরা)
নামক ভিক্ষুগী ভগবানের (বুদ্ধের) সম্মুখে ইহা বলিয়াছেনও—

“অঙ্গ সমুহের গোণে ‘রথ’-সংজ্ঞা যথা ।

২৫ স্কন্ধচয়-হেতু ‘লোক’-ব্যবহার তথা ॥”

‘অশ্রুণ্য ভদ্রস্ত নাগসেন ! অদুত ভদ্রস্ত নাগসেন ! অতি বিচিত্র রূপে প্রকাশিত

ভানানি বিস্মজ্জিতানি ! যদি বুদ্ধো তিট্ঠেযা, সাধুকারং দদেযা । সাধু সাধু নাগসেন,
অতিচিহ্নাণি পঞ্জোহপটিভানানি বিস্মজ্জিতানি !’

২। ‘কতিবস্মো’সি স্বং ভন্তে, নাগসেনো’তি ?’

‘সত্তবস্মো’হং মহারাজা’তি ।’

৫ ‘কে তে ভন্তে, সত্ত,—স্বং বা সত্ত, গণনা বা সত্তা’তি ?’

তেন খো পন সময়েন মিলিন্দস্স রঞ্জোঞা সত্ত্বাত্তরপতিমণ্ডিতস্স অলঙ্কতপটি-
যত্তস্স পঠবিয়ং ছায়া দিস্সতি, উদকমণিকে’পি ছায়া দিস্সতি । অথ খো আয়স্সা
নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং এতদবোচ—‘অয়ং তে মহারাজ, ছায়া পঠবিয়ং উদকমণিকে
চ দিস্সতি । কিম্পন মহারাজ, স্বং বা রাজা, ছায়া বা রাজা’তি ?’

১০ ‘অহং ভন্তে নাগসেন, রাজা, নারং ছায়া রাজা ; মং পন নিস্সায় ছায়া পবত্ততীতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, বস্সানং গণনা সত্তা’তি, ন পনা’হং সত্ত ; মং পন নিস্সায়
সত্ত পবত্ততি, ছায়া’পমং মহারাজা’তি ।’

উত্তর করা হইয়াছে । যদি বুদ্ধ উপস্থিত থাকিতেন, তিনি আপনাকে সাধুবাদ প্রদান
করিতেন । সাধু সাধু নাগসেন ! অতি বিচিত্ররূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে ।

১৫

সপ্ত কে,—লোক না সংখ্যা ?

২। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনার (প্রব্রজ্যা গৃহণের) কত বর্ষ হইয়াছে ?’

‘সপ্ত বর্ষ মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, সপ্ত কে,—আপনি সপ্ত, না সংখ্যা সপ্ত ?’

১০ এই সময়ে সর্কাভয়ন-প্রতিমণ্ডিত, অলঙ্কত-ভূষিত রাজা মিলিন্দের ছায়া পৃথিবীতে
উদকপাত্রে দেখা যাইতেছিল । আয়ুস্মান্ নাগসেন, তাঁহাকে বলিলেন—মহারাজ,
আপনার ছায়া পৃথিবীতে ও উদকপাত্রে দেখা যাইতেছে । আপনি রাজা, না এই
ছায়া রাজা মহারাজ ?’

‘আমিই রাজা ভদন্ত নাগসেন, ছায়া রাজা নহে । তবে আমাকে আশ্রয় করিয়া
ছায়া প্রবৃত্ত হইতেছে ।’

২৫ ‘এই প্রকারই মহারাজ, বর্ষের সংখ্যা সপ্ত, আমি সপ্ত নহি । তবে আমাকে আশ্রয়
করিয়া এই প্রবৃত্ত হইতেছে,—ঠিক ছায়ার স্থান মহারাজ ।’

‘অচ্ছরিয়ং ভস্তে নাগসেন ! অব্ভূতং ভস্তে নাগসেন ! অতিচিত্রাণি পঞ্চ-
পট্টিভানানি বিস্মজ্জিতানি !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সল্লপিস্‌সসি ময়া সন্ধিস্তি ?’

‘সচে ত্বং মহারাজ, পণ্ডিতবাদা সল্লপিস্‌দসি, সল্লপিস্‌সামি ; সচে পন রাজবাদা
সল্লপিস্‌দসি, ন সল্লপিস্‌সামীতি ।’

৪ ‘কথং ভস্তে নাগসেন, পণ্ডিতা সল্লপস্তুীতি ?’

‘পণ্ডিতানং থো মহারাজ, সল্লাপে আব্বেঠনম্’পি কয়িরতি, নিব্বেঠনম্’পি কয়িরতি ;
নিগ্গহা’পি কয়িরতি, পটিকম্ম’পি কয়িরতি ; বিসেসো’পি কয়িরতি, পট্টি-
বিসেসো’পি কয়িরতি ; ন চ তেন পণ্ডিতা কুপ্পস্টি । এবং থো মহারাজ, পণ্ডিতা
সল্লপস্তুীতি ।’

৫ ‘কথম্পন ভস্তে, রাজানো সল্লপস্তুীতি ?’

‘রাজানো থো মহারাজ, সল্লাপে একং বথুং পট্টিজানন্তি, যো তং বথুং বিলোমেতি,

‘আশ্চর্য্য-অদ্ভুত ভদন্ত নাগসেন ! অতি বিচিত্র রূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে ?

পণ্ডিতের বিচার ও রাজার বিচার ।

৩। রাজা বলিলেন ‘ভদন্ত নাগসেন, আমার সহিত আপনি আলাপ করিবেন কি ?’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, আমি
আলাপ করিব ; আর যদি রাজগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, মহারাজ,
তবে আমি আলাপ করিব না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, পণ্ডিতগণ কি-প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?’

২০ ‘মহারাজ, পণ্ডিতগণের বিচারে (বাদী ও প্রতিবাদীর ছরবগাহ প্রশ্ন-রূপ) আ-
বেষ্টনও করা হয়, এবং (তাহার যথোচিত উত্তর-রূপ) নিরাবরণও করা হয় ; নিগ্ৰহও
(পরাজয়) করা হয় ; এবং তাহার প্রতীকারও করা হয় ; কোন বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত
হয়, এবং তদ্বিরুদ্ধ বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত হয় । তজ্জন্ত পণ্ডিতেরা কোপ করেন না ।
মহারাজ, পণ্ডিতেরা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ।’

‘আর রাজার কি-প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?’

২৫ ‘মহারাজ, রাজারা আলাপে কোন একটা বস্তুই প্রতিজ্ঞা করিয়া লন । যদি কেহ ঐ

তস্ দণ্ডং অণাপেত্তি—“ইমস্ দণ্ডং পণ্থাতি ।” এবং খো মহারাজ, রাজানো সন্নপত্তীতি ।’

‘পণ্ডিতবাধাহং ভন্তে সন্নপিস্সামি, নো রাজবাদা । বিস্সথো ভদন্তো সন্নপতু ২
যথা ভিক্ষুনা বা সামণেৱেন বা, উপাসকেন বা, অন্নমিকেন বা সঙ্ঘিঃ সন্নপত্তি, এবং
৫ বিস্সথো ভদন্তো সন্নপতু, মা ভায়তু’তি ।’

‘সুট্টু মহারাজা’তি’ থেরো অবভুমোদি ।

রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন পুচ্ছিস্সামীতি ?’

‘পুচ্ছ মহারাজা’তি ।’

‘পুচ্ছিতো’সি মে ভন্তে’তি ।’

১০ ‘বিস্সজ্জিতং মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন ভন্তে তয়া বিস্সজ্জিত’স্তি ?’

‘কিম্পন মহারাজ, তয়া পুচ্ছিত’স্তি ?’

অথ খো মিলিন্দস্ রঞ্জে এতদহোসি—পণ্ডিতো খো অয়ং ভিক্ষু, পটিলো

বস্তকে প্রতিকূল-ভাবে প্রতিপাদন করে, তবে তাঁহার “ইহাকে দণ্ড দাও” বলিয়া:

১৫ তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন । মহারাজ, রাজারা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আমি পণ্ডিত-বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করিব, রাজ-বিচার অবলম্বন করিব না । ভদন্ত, আপনি বিধস্ত হইয়া আমার সহিত আলাপ করুন ।

আপনি যেমন ভিক্ষু, সামণের (নব শিষ্য), উপাসক (গৃহস্থ বৌদ্ধ) বা পরিচারকের

২০ সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ বিধস্ত হইয়া আলাপ করুন, আপনি ভয় করিবেন না ।’

স্থবির “ভাগ, মহারাজ” বলিয়া তাহা অনুবাদন করিলে, রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত, নাগসেন, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব ।’

‘করুন মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, আপনাকে (পূর্বে) জিজ্ঞাসা করিয়াছি ।’

২৫ ‘তাহার উত্তর ত মহারাজ, প্রদান করিয়াছি ।’

‘ভদন্ত, আপনি কি উত্তর করিয়াছেন ?’

‘আপনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মহারাজ ?’

রাজা মিলিন্দ মনে মনে ভাবিলেন—‘এই ভিক্ষু পণ্ডিত, এবং আমার সহিত আলাপ:

ময়া সন্ধিং সল্লপিভুং । বহুকানি চ মে ঠানানি পুচ্ছিতব্বানি ভবিস্সন্তি । যায
অপুচ্ছিতানি যেষ তানি ঠানানি ভবিস্সন্তি, অথ সুরিয়ো অখং গমিস্সন্তি । যন্নুনাহং
স্বৈ অস্তেপুৱে সল্লপেয্য’স্তি । অথ খো রাজা দেবমন্তিয়ং এতদবোচ—‘তেন হি ভুং
দেবমন্তিয়, ভদন্তস্স আরোচেয্যাসি—‘স্বৈ অস্তেপুৱে রঞ্ঞা লঙ্কিং লল্লাপো
৫ ভবিস্সন্তীতি ।’ ইদং বজ্জা মিলিন্দো রাজা উট্ঠায়াসনা থেরং নাগসেনং আপুচ্ছিত্বা,
অস্মং অভিরুহিত্বা “নাগসেনো নাগসেনো’তি”—সঙ্ঘায়ং কয়্যোস্তো পক্কমি ।

অথ খো দেবমন্তিয়ো আয়স্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘রাজা ভন্তে, মিলিন্দো
এবমাহ—‘স্বৈ অস্তেপুৱে সল্লপো ভবিস্সন্তীতি ।’ ”

‘স্বট্ট’তি’ থেরো অব্ভবুমোদি ।

১০ অথ খো তস্মা রত্তিয়া অচয়েন দেবমন্তিয়ো চ, অনন্তকাযো চ, মক্কুরো চ, সৰ্ব্বদিন্নো
চ যেন মিলিন্দো রাজা, তেহু’পসক্কমিংসু । উপসক্কমিত্বা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচং
—‘আগচ্ছতি মহারাজ, ভদন্তো নাগসেনো’তি ?’

করিতে সমর্থ । আমাকে বহু বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । কিন্তু সে সমুদয়
জিজ্ঞাসা করা না হইতেই সূর্য্য অন্তগমন করিবেন । অতএব আগামী কল্য অন্তঃপুরে
১৫ অর্থাৎ প্রাসাদেই ইহাঁর সহিত আলাপ করিব ।’ অনন্তর তিনি দেবমন্ত্যাকে বলিলেন—
‘তবে দেবমন্ত্য আপনি ভদন্তকে (নাগসেনকে) নিবেদন করিবেন, আগামী কল্য
অন্তঃপুরে রাজার সহিত (আপনার) আলাপ হইবে ।’ এই বলিয়া রাজা মিলিন্দ
আসন হইতে উত্থান কল্পিলেন, এবং স্থবির নাগসেনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,
অখো আরোহণপূর্ব্বক ‘নাগসেন ! নাগসেন !’—উচ্চারণ করিতে করিতে গমন
২০ করিলেন ।

অনন্তর দেবমন্ত্য ভদন্ত নাগসেনকে বলিলেন, ‘ভদন্ত, রাজা মিলিন্দ বলিতেছেন—
“আগামী কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে ।”

স্থবির ‘ভাল’ বলিয়া তাহা অমুমোদন করিলেন ।

মিলিন্দ ও সর্বদত্ত ।

২৫ অনন্তর সেই রাত্রি অতীত হইলে দেবমন্ত্য, অনন্তকায, মক্কুর ও সর্বদত্ত রাজা
মিলিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘মহারাজ, ভদন্ত নাগসেন (অদ্য) আগমন
করিতেছেন ?’

‘আব, আগচ্ছতু’তি’

‘কিত্তকেহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি আগচ্ছতু’তি’

‘যত্কে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্কেহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি আগচ্ছতু’তি’

অথ খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি’ত্তি।’

- ৫ হুতিয়ম্’পি খো রাজা আহ—‘যত্কে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্কেহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি আগচ্ছতু’তি।’

হুতিয়ম্’পি খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি’ত্তি।’

ততিয়ম্’পি খো রাজা আহ—‘যত্কে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্কেহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি আগচ্ছতু’তি।’

- ১০ ততিয়ম্’পি খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি’ত্তি।’

‘সৰ্ব্বো পন অয়ং সঙ্কারো পট্টাদিতো। অহং ভগামি যত্কে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্কেহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি আগচ্ছতু’তি। অয়ং ভণে, সৰ্ব্বদিম্মো অণ্ণুণ্ণা ভগতি, কিম্ম ময়ং ন পট্টবলা ভিক্খুং ভোজনং দা’তুত্তি।’

- ১৫ ঙ্গএবং বুজ্জৈ সৰ্ব্বদিম্মো মক্কু অহোদি।

‘হাঁ; আসুন।’

‘তিনি কত জন ভিক্ষুর সহিত আগমন করিতেছেন?’

‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

সৰ্ব্বদত্ত বলিলেন—‘মহারাজ, তিনি দশ জন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

- ২০ রাজা দ্বিতীয়বারও বলিলেন—‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

সৰ্ব্বদত্ত দ্বিতীয়বারও বলিলেন—‘মহারাজ, দশ জন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

রাজা তৃতীয়বারও বলিলেন—‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

- ২৫ সৰ্ব্বদত্ত তৃতীয়বারও বলিলেন—‘মহারাজ, দশজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

‘এই সমস্ত সংকার পরিকল্পিত হইয়াছে। আমি বলিতেছি, তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন। আমি বলি, এই সৰ্ব্বদত্ত অত্র প্রকার বলিতেছেন, আমরা কি ভিক্ষুগণকে ভোজন দিতে সমর্থ নহি?’

এইরূপ উক্ত হইলে সৰ্ব্বদত্ত লজ্জিত (‘মক্কু’) হইলেন।

৪। অথ খো দেবমন্ত্রা চ, অনন্তকাযো চ, অমুরো চ কোদয়া নাগসেনো, তেহু'প
সকমিংহু; উপসকমিহা আরম্ভন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘ভদ্র, রাজা মিলিন্দ
এবমাহ—‘মন্তকে তিক্খু ইচ্ছতি, ততকেহি তিক্খুহি সন্ধিঃ আগমহু'তি ।’

অথ খো আয়ত্মা নাগসেনো পূর্ব্বেহুসময়ং নিবাসেত্বা, পজ্জটীবরমাদিহ অসীতিহা
৫ তিক্খুসহসসেহি সন্ধিঃ সাগলং পাবিসি।

অথ খো অনন্তকাযো আরম্ভন্তঃ নাগসেনং নিস্কার্য গচ্ছন্তো আরম্ভন্তঃ নাগসেনং
এতদবোচ—‘ভদ্রে নাগসেন, যম্পনে'তং ক্রামি “নাগসেনো'তি” কতমে'থ
“নাগসেনো'তি” ।’

ধৈর্যো অহ—‘কো পনে'থ “নাগসেনো'তি” মঞ্ঞসীতি ?’

১০ ‘যো সো ভদ্রে,অ'ভন্তরে বায়ো জীবো পবিসতি, নিক্খমতি চ, সো “নাগসেনো'তি”
মঞ্ঞসীতি ।’

‘যদি পনে'সো বাতো নিক্খমিহা ন পবিসেযা, পবিসিহা বা ন নিক্খমেযা, জীবেযা
হু খো সো পুরিসো'তি ?’

‘নহি ভদ্রেতি ।’

আত্মস-প্রশ্নাস জীব নহে, শরীরের ধর্ম ।

১৫ ৪। অনন্তর দেবমন্ত্রা, অনন্তকায ও মন্তুর যে-স্থানে আয়ুত্মান্ নাগসেন ছিলেন,
সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভদ্র, রাজা মিলিন্দ
বলিতেছেন, আপনি যত জুন তিক্খু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আগমম করুন ।’

আয়ুত্মান্ নাগসেন পূর্ব্বাহ্ন সময়ে বসন পরিধান করিয়া, (ভিক্ষা-) পাত্র ও চীবর
গ্রহণ-পূর্ব্বক অশীতি-সহস্র তিক্কুর সহিত সাগল-মগরে প্রবেশ করিলেন ।

২০ অনন্তকায আয়ুত্মান্ নাগসেনের অনুগমন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন—
‘ভদ্র নাগসেন, এই ধাঁহাকে আমি “নাগসেন” বলিতেছি, সেই “নাগসেন” এখানে
কে ?’

হুবির কহিলেন—‘আপনি কাহাঁকে “নাগসেন” মনে করেন ?’

‘আমি মনে করি, যে-সেই অভ্যন্তরে বায়ু-জীব প্রবেশ করিতেছে ও নিজ্রাস্ত

২৫ হইতেছে, সেই “নাগসেন” ।’

‘যদি এই বায়ু নিজ্রাস্ত হইয়া আর প্রবেশ না করে, অথবা প্রকৃষ্ট হইয়া আর
নিজ্রাস্ত না হয়, তবে কি সেই পুরুষ জীবিত থাকিবে ?’

‘না ভদ্র ।’

‘যে পনি’বে সঙ্ঘ-ধমকা সঙ্ঘং ধমেন্তি, তেসং বাভো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যে পনি’মে রংস-ধমকা বংসং ধমেন্তি, তেসং বাভো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যে পনি’মে সিজ্জ-ধমকা সিজ্জং ধমেন্তি, তেসং বাভো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘অথ কিস্স পন তে ন মরন্তি ?’

‘নাহং পট্টিবলো তয়া বাদিনা সঙ্ঘিঃ সন্নপিতুং, সাধু ভন্তে, অথং জপ্পেহীতি ।’

‘নে’সো জীবো, অস্সাস-পস্সাসা নামে’তে কারয়স্সারাত্তি’—থেম্মোঃ অভিধম্মকথং

১০ অকাসি ।

অথ অনন্তকারো উপাসকত্তং পট্টিবেদেসি ।

‘এই যে শঙ্খ-বাদকেরা (যখন) শঙ্খ বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনর্বার প্রবেশ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

১৫ ‘এই যে বেণু-বাদকেরা (যখন) বেণু বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনর্বার প্রবেশ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই যে শৃঙ্গ- (শিঙা) বাদকেরা (যখন) শৃঙ্গ বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে ?’

২০ ‘না ভদন্ত ।’

‘তবে কি জন্য তাহারা মরে না ?’

‘আপনি বাদী অর্থাৎ বিচারশীল, আপনার সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি ।
ভাল, ভদন্ত, তব্ব (‘অর্থ’) কি আমাকে বলুন ।’

‘এই (বায়ু) জীব নহে, ইহার নাম আশ্বাস-প্রশ্বাস ; ইহার শরীরের ধর্ম ।’

২৫ এই বলিয়া স্ববির অভিধর্ম কথা কহিলেন, এবং অনন্তকার নিজে উপাসক হইলেন বলিয়া নিবেদন করিলেন ।

৫। অথ খো আরম্মা নাগসেনো বেন মিলিন্দসু বহুংকো নিকেসসু, তেহু'প-সহবি ; উপসকমিহা পঞ্জেত্তে আসনে নিসীদি ।

অথ খো মিলিন্দো রাজা আরম্মন্তং নাগসেনং সপরিং পণীভেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েম সহসা সন্তপ্তো সম্পবাবেহা, একমেকং ভিক্ষুং একমেকেন কুসলবুগেন
৫ অচ্ছাদেহা, আরম্মন্তং নাগসেনং তিচীবরেণ অচ্ছাদেহা, আরম্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ভন্তে নাগসেন, দসহি ভিক্ষুহি সদ্ধিঃ ইধ নিসীদথ, অবসেসা গচ্ছন্তু’তি ।’

অথ খো মিলিন্দো রাজা আরম্মন্তং নাগসেনং ভুত্তাবিং ওণীতপত্তপাণিং বিদিত্বা অঞ্জেত্তরং নীচং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি ।

একমন্তং নিসিল্লো খো মিলিন্দো রাজা আরম্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ভন্তে নাগ-
১০ সেন, কিম্‌হি হোতি কথাসম্মাপো’তি ?’

‘অথেন ময়ং মহারাজ, অথিকা ; অথেন তাব হোতু কথাসম্মাপো’তি ।’

সন্ন্যাসের প্রয়োজন, এবং পরমার্থ ।

৫। অনন্তর আয়ুস্থান্ নাগসেন যে-স্থানে রাজা মিলিন্দের নিকেতন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন ; এবং উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ।

১৫ রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু-পরিষদের সহিত আয়ুস্থান্ নাগসেনকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য-দ্বারা এতদূর সন্তপ্ত করিয়া ভোজন করাইলেন যে, ‘আর আবশ্যক নাই’ বলিয়া তাঁহার নিবারণ করিলেন । পরে তিনি এক-এক ভিক্ষুকে এক-এক বসন-বুগল, ও আয়ুস্থান্ নাগসেনকে ত্রি-চীবর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, ইহাঁকে বলিলেন—
‘আয়ুস্থান্ নাগসেন, আপনি দশ জন ভিক্ষুর সহিত এখানে উপবেশন করুন, এবং
২০ অবশিষ্ট অপর ভিক্ষুগণ গমন করুন ।’

পরে রাজা মিলিন্দ আয়ুস্থান্ নাগসেন ভোজন সম্পন্ন করিয়া ত্রিকাপাত্র হইতে হস্ত অগনীত করিয়াছেন জানিয়া, অপর একখানি (নাগসেনের আসন অপেক্ষায়) নীচ আসন গ্রহণ করিয়া এক-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ।

সেইরূপে উপবেশন করিয়া তিনি আয়ুস্থান্ নাগসেনকে বলিলেন,—‘ভদ্রস্ত নাগসেন,
২৫ কোন্‌ বিষয়ে আমাদের কথালপ হইবে ?’

‘মহারাজ, আমরা অর্থের (তত্ত্ব বা প্রয়োজনের) প্রার্থী, অতএব তদ্বিষয়েই কথালপ হউক ।’

রাজা আহ—‘কিসখিয়া ভস্তে নাগসেন, তুম্বহাকং পব্জজা ?’ কোঃ তুম্বহাকং পরম’খোতি ?’

খোমো আহ—‘কিস্তি মহারাজ ? ইহং হৃৎখং নিরুজ্জোখা, অহং হৃৎখং ন উন্নজ্জোখা’তি—এতদখা মহারাজ, অম্বহাকং পব্জজা । অম্বপাদা পরিনির্কাণং খো

৫ পন অম্বহাকং পরম’খো’তি ।’

‘কিস্পন ভস্তে নাগসেন, সবে এতদখায় পব্জজীতি ?’

‘মহি মহারাজ ; কেচি এতদখায় পব্জজস্তি, কেচি রাজভীতিতো পব্জজস্তি, কেচি চোরভীতিতো পব্জজস্তি, কেচি ইগট্টা পব্জজস্তি, কেচি আল্লীবিগট্টায় পব্জজস্তি । যে পন সম্মা পব্জজস্তি, তে এতদখায় পব্জজীতি ।’

১০ ‘জং পন ভস্তে, এতদখায় পব্জজিতো’সীতি ?’

‘অহং খো মহারাজ, দহরকো সন্তো পব্জজিতো ; ন জানামি—ইমং নাম’খায় পব্জজামীতি । অপিচ খো মে এবং অহোসি—পণ্ডিতা ইমে সমণা সকাপুত্তিয়া,

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন কি ? এবং আপনাদের পরমার্থই বা কি ?

১৫ স্ববির কহিলেন—‘কেন মহারাজ ? এই (অহভুয়মান) হৃৎখ নিরুদ্ধ হইবে, এবং অন্য হৃৎখ উৎপন্ন হইবে না,—ইহাই আমাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ; এবং সংসার-অনাসক্তিতে পরিনির্কাণই আমাদের পরমার্থ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, সকলেই কি এই প্রয়োজনে প্রব্রজিত হয় ?’

২০ ‘না মহারাজ, কেহ-কেহ এই প্রয়োজনে প্রব্রজিত হয়, কেহ-কেহ রাজ-ভয়ে, কেহ-কেহ চোর-ভয়ে, কেহ-কেহ ঋণের জন্য, কেহ-কেহ বা জীবিকার জন্য প্রব্রজিত হয় । কিন্তু যাহারা সম্যগ্-ভাবে প্রব্রজিত হয়, তাহারা এই (পুরুষোক্ত) প্রয়োজনের জন্য হয় ।

‘আপনি তবে ভদন্ত, এই প্রয়োজনের জন্য প্রব্রজিত হইয়াছেন ?’

২৫ ‘মহারাজ, আমি যখন বালক (‘দহর’), তখন প্রব্রজিত হইয়াছি । আমি তখন জানিতাম না যে, এই-জন্য প্রব্রজিত হইতেছি । আমি চিন্তা করিয়াছিলাম—‘এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডিত, তাহারা আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন । সেই-

কে না সিদ্ধাপনসমীতি। আর তেহি সিদ্ধাপিত্তে জনাষি কপম্ভাবি চ—ইমন্স
নাম'থার পব্বজ্জ'তি ?

‘কল্লো’সি ভত্তে, নাগসেনা’তি !’

৬। রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, অথি কোচি মতো ন পটিসন্দহতীতি ?’

খেয়ো আহ—‘কোচি পটিসন্দহতি, কোচি ন পটিসন্দহতীতি ।’

‘কো পটিসন্দহতি, কো ন পটিসন্দহতীতি ?’

‘সক্কিলেসো মহারাজ, পটিসন্দহতি ; নিক্কিলেসো ন পটিসন্দহতীতি ।’

‘তং পন ভত্তে, পটিসন্দহিসসমীতি ?’

‘স চে মহারাজ, স-উপাদানো ভবিস্সামি, পটিসন্দহিস্সামি ; স চে অনুপাদানো

ভবিস্সামি, ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘কল্লো’সি ভত্তে, নাগসেনা’তি !’

আমি তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া জানিতেছি ও দেখিতেছি যে, প্রত্ৰজ্যার
প্রয়োজন এই ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫ কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন মৃত-ব্যক্তি আছে, যে আর
জন্ম গ্রহণ করে না ?’

হবির কহিলেন—‘কেহ জন্ম গ্রহণ করে, কেহ করে না ।’

‘কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ?’

২০ ‘বাহার ক্লেণ (অর্থাৎ তৃষ্ণা, বা কামাদি) থাকে, সে জন্ম গ্রহণ করে, এবং বাহার না
থাকে মহারাজ, সে জন্ম গ্রহণ করে না ।’

‘আপনি কি আবার জন্ম গ্রহণ করিবেন ?’

‘মহারাজ, আমি যদি আসক্তি যুক্ত (‘স-উপাদান’) হই, জন্ম গ্রহণ করিব ; আর
যদি আসক্তি-শূন্য হই, জন্ম গ্রহণ করিব না ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যো ন পট্টিসন্দহতি, নহু সো যোনিসো-মনসিকারেন
ন পট্টিসন্দহতীতি ?’

‘যোনিসো চ মহারাজ, মনসিকারেন; পঞ্ঞার চ, অঞ্ঞেহি চ কুসলেহি
ধম্মেহীতি ।’

৪. ‘নহু ভস্তু, যোনিসো-মনসিকারো য়েব পঞ্ঞা’তি ?’

‘নহি মহারাজ; অঞ্ঞো মনসিকারো, অঞ্ঞা পঞ্ঞা’তি । ইমেসং থো
মহারাজ, অজে’লক-গো-মহিস-ওট্ট-গদ্তানম্’পি মনসিকারো অখি, পঞ্ঞা পন তেসং
ন’খীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু, নাগসেনা’তি ।’

১০. ৮। রাজা আহ—‘কিংলক্খণো ভস্তু, মনসিকারো ? কিংলক্খণা পঞ্ঞা’তি ?’

‘উহনলক্খণো থো মহারাজ, মনসিকারো ; ছেদনলক্খণা পঞ্ঞা’তি ।’

‘কথং উহনলক্খণো মনসিকারো ? কথং ছেদনলক্খণা পঞ্ঞা ? ওপম্ভ
করোহীতি ।’

জন্মগ্রহণ না করিবার হেতু ।

১৫. ৭। রাজা বসিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে কি “যোনিসো-
মনসিকার”-(তর্ক) হেতু তাহা করে না ?’

‘মহারাজ “যোনিসো-মনসিকার” (তর্ক), প্রজ্ঞা, ও অত্ৰ কতকগুলি কুশল্যর্থ
হেতু (তাহা করে না) ।’

‘ভদন্ত “যোনিসো-মনসিকার”ই ত প্রজ্ঞা ?’

২০. ‘না মহারাজ; “মনসিকার” অত্ৰ, এবং প্রজ্ঞা অত্ৰ । মহারাজ, এই অজ-মেব-
গো-মহিস-উট্ট ও গদ্তভেরও “মনসিকার” আছে, কিন্তু তাহাদের প্রজ্ঞা নাই ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

মনসিকার ও প্রজ্ঞার লক্ষণ ।

৮। রাজা কহিলেন—‘ভদন্ত, মনসিকার ও প্রজ্ঞার লক্ষণ কি ?’

২৫. ‘মহারাজ, মনসিকারের লক্ষণ “উহন” (তর্ক), এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন” ।’

‘কি প্রকারে মনসিকারের লক্ষণ “উহন”, এবং কি প্রকারে প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন” ?’

‘মহারাজ, আপনি যবচ্ছেদনক্মরি-গণকে জানেন ?’

‘জাননি স্বঃ মহারাজ, যবলাবকে’তি ?’

‘আমি ভুলে ; জানাশীতি ।’

‘কক্ষ মহারাজ, যবলাবকা যব লুনতীতি ?’

‘বামেন ভুলে, হখেন যবকলাপঃ গহেদা, দক্ষিণেন হখেন দাতঃ গহেদা,
৫ দাতেন ছিন্তীতি ।’

‘যথা মহারাজ, যবলাবকো বামেন হখেন যবকলাপঃ গহেদা, দক্ষিণেন হখেন দাতঃ গহেদা, দাতেন ছিন্তি, এবমেব ধো মহারাজ, যোগাবচরো মনসিকারেন মানসঃ গহেদা, পঞ্ঞায় কিলেসে ছিন্তি । এবং ধো মহারাজ উহনলক্খণো মনসিকারো, এবং উহনলক্খণা পঞ্ঞা’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভুলে, নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভুলে নাগসেন, য্পানে’তং ক্রসি—‘অঞ্ঞেহি চ কুসলেহি ধম্মেহীতি,’ কতমে তে কুসলা ধম্মা’তি ।’

‘শীলং মহারাজ, সদ্ধা, বিরিয়ং, সতি, সমাধি,—ইমে তে কুসলা ধম্মা’তি ।’

‘হী ভদন্ত ; জানি ।’

১৫ ‘মহারাজ, যবচ্ছেদনকারীরা কিরূপে যব ছেদন করে ?’

‘ভদন্ত, তাহারা বামহস্তে যবকলাপ ও দক্ষিণ-হস্তে দাত্ৰ গ্রহণ করিয়া, দাত্ৰ-দ্বারা তাহা ছেদন করে ।’

‘যেমন যবচ্ছেদনকারি-গণ মহারাজ, বামহস্তে যবকলাপ ও দক্ষিণহস্তে দাত্ৰ ধারণ করিয়া, দাত্ৰ-দ্বারা তাহা ছেদন করে, এই-প্রকারেই মহারাজ, যোগী মনসিকারের

২০ দ্বারা মন গ্রহণ করিয়া, প্রজ্ঞা-দ্বারা ক্লেশসমূহ ছেদন করে । মহারাজ, এইরূপে মনসিকারের লক্ষণ “উহন,” এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন” ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

কুশলধর্ম-সমূহ ।

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি বলিতেছেন (২.১.৫৭)—

২৫ “এবং অন্ত কতকগুলি কুশলধর্ম হেতু,” সেই কুশলধর্ম-সমূহ কি ?’

‘মহারাজ, শীল, শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি ও সমাধি,—ইহায়াই সেই কুশল ধর্ম ।’

‘কিংলক্ষণং ভবে, শীল’স্তি।’

‘পতিষ্ঠালক্ষণং মহারাজ, শীলং। সৰ্ব্বেসং কুশলস্য ইন্দ্রিয়বল-বোধক-মগ্গ-সতিপট্টান-সম্মদধান-ইন্দিপাদ-সম্মদ-সমাধি-সমাপত্তীকর শীলং পতিষ্ঠা। শীলে পতিষ্ঠিতস্য যো মহারাজ, সৰ্ব্বে কুশলং যস্যাজ পরিত্যজ্যতি।’

৫ ‘ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, যে-কেটি বীজগাম-ভূতগামা বুদ্ধি বিকল্পহিং বেষ্পন্নং আপজ্জতি, সৰ্ব্বে তে পঠবিং নিদ্দায়, পঠবিয়ং পতিষ্ঠায়; এবমেতে বীজগাম-ভূতগামা বুদ্ধি বিকল্পহিং বেষ্পন্নং আপজ্জতি। এবমেব, যো মহারাজ, যোগাবচরো যীলং নিদ্দায়, শীলে পতিষ্ঠায়, পক্ষি’জ্জিয়ানি ভাবেতি—সন্ধি’জ্জিয়ং, বিরিধি’জ্জিয়ং, সন্ধি’জ্জিয়ং’,

১০ সমাধি’জ্জিয়ং, পঞ্জি’জ্জিয়’স্তি।’

‘ভিয্যো ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, যে-কেটি বলকরগীয়া কন্মত্তা করীয়ত্তি, সৰ্ব্বে তে পঠবিং নিদ্দায়, পঠবিয়ং পতিষ্ঠায়; এবমেতে বলকরগীয়া কন্মত্তা করীয়ত্তি। এবমেব

শীলের লক্ষণ।

১৫ ‘ভদন্ত, শীলের লক্ষণ কি?’

‘মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কুশল ধর্ম, (পঞ্চবিধ) ইন্দ্রিয় বল, (সপ্তবিধ) বোধি অর্থাৎ জ্ঞানের অঙ্গ, চতুর্বিধ (নির্মাণ-)মার্গ, (চতুর্বিধ) স্বভূাপস্থান, (চতুর্বিধ) সম্যক প্রধান (চেট্টা), (চতুর্বিধ) ঋদ্ধিপাদ, (চতুর্বিধ) ধ্যান, (অষ্টবিধ) বিমোক্ষ, (চতুর্বিধ) সমাধি, ও (অষ্টবিধ) সমাপত্তি—এই সকলের প্রতিষ্ঠা শীল। মহারাজ, নিখিল কুশল-

২০ ধর্ম শীলকে অবলম্বন করিয়া পরিক্ষীণ হয় না।’

‘উপমা (প্রদান) করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যে-কোন বীজ ও জীব-সমূহ বৃদ্ধি, বিকৃতি ও বিপুলতা লাভ করে, তৎ-সমুদয় পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; এবং এই প্রকারে বীজ ও জীব-সমূহ বৃদ্ধি, বিকৃতি ও বিপুলতা লাভ করে। এইরূপ মহারাজ, যোগী ২৫ শীল আশ্রয় করিয়া, শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বলের ভাবনা করিয়া থাকেন।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

যেমন, মহারাজ, যে-কোন বলসাধ্য কর্মসমূহ অহুষ্ঠিত হয়, তৎ-সমুদয়কে পৃথিবী আশ্রয় করিয়া,—পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া করিতে হয়; এবং এই প্রকারে এই বল-সাধ্য ৩০ কর্মসমূহ করা হইয়া থাকে। এইরূপ মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে

খো মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিন্সায়, সীলে পতিট্টায় পঙ্কি'জিয়ানি ভাবেতি—
সন্ধি'জিয়ং, বিরিরি'জিয়ং, সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্ক্রি'জিয়'স্তি।'

‘ভিষ্যো ওপমং করোহীতি।’

- ৫ ‘যথা, মহারাজ, নগরং মাগেতুকামো পঠমং নগরট্টানং সোধাপেহা,
খাগুকটকং অপকড্ঢাপেহা, সমং কারাপেহা, ততো অপরভাগে বীথি-চতুষ্ক-
সিংঘাটকাদি-পরিচ্ছেদেন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি; এবমেব খো মহারাজ, যোগাবচরো
সীলং নিন্সায়, সীলে পতিট্টায় পঙ্কি'জিয়ানি ভাবেতি—সন্ধি'জিয়ং, বিরিরি'জিয়ং,
সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্ক্রি'জিয়'স্তি।

‘ভিষ্যো ওপমং করোহীতি।’

- ১০ ‘যথা, মহারাজ, লজ্জকো সিপ্পং দস্‌সেতুকামো পঠবিং থণাপেহা, সন্ধুথর-কঠলকং
অপকড্ঢাপেহা, ভূমিং সমং কারাপেহা, মুহুং ভূমিয়া সিপ্পং দস্‌সেতি; এবমেব খো
মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিন্সায়, সীলে পতিট্টায়, পঙ্কি'জিয়ানি ভাবেতি—

প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-
বলের ভাবনা করিয়া থাকেন।’

- ১৫ আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

‘মহারাজ, যেমন কোন নগর-নির্মাণেছু নগর-বর্জকি (ছুতার) প্রথমে নগর-স্থানকে
শোধন করাইয়া, স্থাপু ও কটক অপনীত করাইয়া তাহা সমান করায়, এবং পরে
অপর-ভাগে বীথি, চতুষ্ক ও শৃঙ্গাটক-প্রভৃতি সীমানির্ধারণপূর্বক বিভক্ত করিয়া
নগর নির্মাণ করে, এইরূপই মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে প্রতিষ্ঠিত
২০ হইয়া, শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বলের
ভাবনা (উৎপাদন) করে।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

- ‘মহারাজ, যেমন কোন লজ্জক (বাজিকর) (স্বকীয়) শিল্প দেখাইবার জন্য
প্রথমে পৃথিবী খনন করাইয়া, ও তাহা হইতে ছোট ছোট পাথর ও খোলাকুটি
২৫ সকল অপনীত করাইয়া ভূমিকে সমান করায়, এবং মুহু ভূমির উপর শিল্প দেখায়,
এইরূপ মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-

সন্ধি'জিয়ং, বিরिन्नि'জিয়ং, सति'जियं, समाधि'जियं, पञ्च'जियं । तस्मिन्'पेतं
महाराज, भगवता—

“সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্জেঞা চিত্তং পঞ্জেঞা ভাবয়ং ।

আতাপী নিপকো ভিক্ষু সো ইমং বিজটয়ে জট'ত্তি ।”

“অয়ং পতিট্ঠা ধরণীব পাণিনং,

ইদঞ্চ মূলং কুসলাতিবুদ্ধিয়া ।

মুখঞ্চিদং সব্বজিনান্নসাসনে,

যো সীলকথকো বরপাতিমোক্খিয়ো 'তি ।”

‘কল্লো'সি ভস্তু, নাগসেনা'তি !’

১০। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কিংলক্খণা সদ্ধা'তি !’

‘সম্পাদন-লক্খণা চ মহারাজ, সদ্ধা সম্পক্খরুদ-লক্খণা চা'তি ।’

বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্రిয়ের অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়বলের ভাবনা করে।
মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—

১৫ “সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু জীব শীল-প্রতিষ্ঠায়
সমাধি ও ‘বিপস্সনা’ করিয়া ভাবনা,
হ’য়ে বীৰ্য্যযুক্ত, আর প্রজ্ঞা লাভ করি,
করে এই (তৃষ্ণা-জাল-) জট্টার ছেদন ।”

২০ “এই শীল ভূমি-সম জীবের প্রতিষ্ঠা,
কুশল বুদ্ধির মূল—কারণ ইহাই,
সর্ব জিন-উপদেশে ইহাই প্রধান,
‘প্রাতিমোক্খ’-নিয়মেতে ইহা শ্রেষ্ঠ হয় ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

শ্রদ্ধার লক্ষণ ।

১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, শ্রদ্ধার লক্ষণ কি !’

২৫ ‘শ্রদ্ধার লক্ষণ মহারাজ, “সম্প্রসাদন” (প্রসন্নতা-উৎপাদন), ও “সম্প্রসন্নন” (উৎ-
পন্নন—উল্লক্ষন—একবারে মহাকাঙ্ক্ষা) ।

‘কথং ভক্তে, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা’তি ?’

‘সদ্ধা খো মহারাজ উৎপত্তমানা নীবরগে বিক্খভেতি, বিনীবরগং চিত্তং হোতি অচ্ছং,
বিপ্লসন্নং, অনাবিলং । এবং খো মহারাজ, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা’তি ।’

‘উপম্ব্ব করোহীতি ।’

- ৫ ‘যথা মহারাজ, রাজা চক্রবর্তী চতুরঙ্গিনিয়া সেনায় সন্ধিং অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নো
পরিভ্রং উদকং তরেষ্য ; তং উদকং হত্থীহি চ, অস্বেহি চ, পত্থীহি চ খুত্তিতং ভবেষ্য
আবিলং, নুলিতং, কললীভূতং ; উত্তিন্নো চ রাজা চক্রবর্তী মম্বসুসে আগাপেষ্য—“পাণীয়ং
ভনে, অহিরথ পিবিদসামীতি ;” রঞ্ঞো চ উদকপ্পসাদকো মণি ভবেষ্য ; “এবং
দেব’তি—খো তে মম্বসুস রঞ্ঞো চক্রবত্তিসু পটিসুহুতা তং উদকপ্পসাদকং মণিং
১০ উদকে পক্খিপেষুয়ং ; তস্মিং উদকে পক্খিত্তমত্তে সচ্ছ-সেবাল-পণকং বিগচ্ছেষ্য, কদম্বো
চ সরিসীদেষ্য, অচ্ছং ভবেষ্য উদকং বিপ্লসন্নং অনাবিলং । ততো রঞ্ঞো চক্রবত্তিসু
পাণীয় উপনামেষুয়ং—“পিবতু দেবো পাণীয়’ত্তি ।” যথা মহারাজ উদকং, এবং চিত্তং
দট্টব্বং ; যথা তে মম্বসুস, এবং যোগাবচরো দট্টব্বো ; যথা সচ্ছ-সেবাল-পনকং,

‘কি প্রকারে ভদন্ত, শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ?’

- ১৫ ‘মহারাজ, উৎপত্তমান শ্রদ্ধা (কাম, ধেষ, তন্না, গর্ষ ও মোহ এই পঞ্চবিধ মানসিক)
প্রতিবন্ধককে প্রতিবন্ধ করে । অতএব চিত্ত প্রতিবন্ধকহীন হইয়া নির্মল, সুপ্রসন্ন ও
অনাবিল হয় । মহারাজ, এইরূপেই শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত পথের অগ্রে
২০ গমন করিতে করিতে কোন অন্ন জল পার হন, আর সেই জল হত্থী, অশ্ব, রথ ও
পদাতি-সমূহের দ্বারা ক্ষুত্তিত হইয়া আবিল আন্দোলিত ও পত্থীভূত হয়, এবং সেই
সময়ে সেই জলোত্তীর্ণ চক্রবর্তী রাজা তাঁহার মম্বগগণকে আজ্ঞা করেন—“বলি, তোমরা
জল আহরণ কর, আমি পান করিব”, আর সেই রাজার যদি উদক-প্রসাদক অর্থাৎ
জলপরিষ্কারক মণি থাকে, তবে মম্বগগণ “ঈ দেব”—বলিয়া আদেশ স্বীকারপূর্বক
২৫ সেই মণি জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিবে, এবং তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেই শচ্ছ, শৈবাল ও
পনক (পানা) বিগত হইবে, কদম্ব নীচে পড়িবে, এবং উদক নির্মল
সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হইবে । অনন্তর মম্বগগণ “দেব, জল পান করুন”—
এই বলিয়া চক্রবর্তী রাজার নিকট জল উপস্থিত করিবে । মহারাজ, যেমন এই
জল, চিত্তও এইরূপ দ্রষ্টব্য । যোগীকে ঐ জলপরিষ্কার-কারী মম্বগগণের
৩০ ত্রায় দেখিতে হইবে । যেমন, শচ্ছ, শৈবাল, পনক (পানা) ও কদম্ব

এবং কিলেসা দট্টব্বা; যথা উদকপ্পসাদকো মণি, এবং সদ্ধা দট্টব্বা; যথা উদকপ্পসদকে মণিম্হি উদকে পক্খিত্তমত্তে সদ্ধা-সেবাল-পণকং বিগচ্ছেয্য, কদ্দমো চ সন্নিসীদেয্য, অচ্ছং ভবেয্য উদকং বিপস্সনং অনাবিলং, এবমেব থো মহারাজ, সদ্ধা উপ্পজ্জমানা নীবরণে বিক্খন্তেতি, বিনীবরণং চিত্তং হোতি অচ্ছং বিপ্সসন্নং অনাবিলং । এবং থো

৫ মহারাজ, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ।'

‘কথং তত্তে, সম্প্রক্খন্দন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ?’

‘যথা, মহারাজ, যোগাবচরো অঞ্ঞেসং চিত্তং বিমুত্তং পস্সিস্বা সোতাপত্তিকলে বা, সন্ধাগামিকলে বা, অনাগামিকলে বা, অরহত্তে বা সম্প্রক্খত্তি, যোগং করোতি — অল্পত্তস পত্তিয়া, অনধিগতস অধিগমায়, অসচ্ছিকতত্ত সচ্ছিকিরিয়য়; এবং থো

১০ মহারাজ, সম্প্রক্খন্দন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ।'

‘ওপস্সং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, উপরিপৰ্বতে মহামেষো অভিপ্পবস্সেয্য; তং উদকং যথানিয়ং পবত্তমানং পৰ্বতকন্দরপদরসাথা পরিপূরেত্তা নদিং পপূরেয্য; সা উত্ততো কুলানি

(জলের মালিত্ত-হেতু), ক্লেসকে এইরূপ (চিত্তমালিত্ত-হেতু) দেখিতে হইবে। যেমন

১৫ উদক-প্রসাদক মণি, এইরূপ শ্রদ্ধাকে দেখিতে হইবে। যেমন উদক-প্রসাদক মণি উদকে প্রক্ষিপ্ত হইলে শব্দ, শৈবাল, ও পনক (পানা) বিগত হয়, কদ্দম নীচে পড়িয়া যায়, এবং উদক নির্মল সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়, এই প্রকারই মহারাজ, উৎপাদ্যমান শ্রদ্ধা (পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ) প্রতিবন্ধকে প্রতিবন্ধ করে। অতএব প্রতিবন্ধকহীন চিত্ত নির্মল সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়। মহারাজ, এইরূপে শ্রদ্ধার

২০ লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘ভদন্ত, “সম্প্রসাদন” কি প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ ?’

‘যেমন, মহারাজ যোগী অথ লোকের চিত্তকে (তৃষ্ণা-) বিমুক্ত দেখিয়া শ্রোতা-পত্তি-ফলে, বা সন্ধাগামি-ফলে, বা অনাগামি-ফলে, বা অর্হত্তে “সম্প্রসাদন” (উৎপন্ন — উল্লসন — একবারে মহাকাঙ্ক্ষা) করে, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্ত, অজ্ঞাত

২৫ বস্তুর জ্ঞানের জন্ত, ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উপায় করে। এইরূপ মহারাজ, শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি পর্বতের উপর মহামেষ বর্ষণ করে, তবে সেই জল নিম্নভাগ-দ্বারা প্রবর্তমান হইয়া পর্বতের কন্দর ও প্রদর- (গভীর বিবর) শাখা-সমূহ পরিপূর্ণ

সংবিন্দনস্তী গচ্ছেব্য ; অথ মহাজনকারো আগস্থা তস্মা নদীয়া উত্তানতং বা, গভীরতং বা অজ্ঞানস্তো ভীতো বিখতো ভীরে: ভিট্টেয্য ; অথ অঞ্জনতরো পুরিসো আগস্থা অন্তনো ঠামঞ্চ বলঞ্চ সম্পদস্তুতো গাল্হং কচ্ছং বক্রিত্বা, পঞ্চানিত্বা তরেষ্য ; তং তিগ্নং পদসিদ্ধা মহাজনকারো'পি তরেষ্য । এবমেব থো মহারাজ, যোগাবচরো অঞ্জেসং
৫ চিত্তং বিমূক্তং পদসিদ্ধা সোতাপত্তিকলে বা, সন্ধাগামিকলে বা, অনাগামিকলে বা, অরহন্তে বা সম্পদ্বন্ধতি, যোগং কারাতি—অপ্তস্তস পত্তিয়া, অনাগিতস্ত অনাগিমায়, অসচ্ছিক্তস্ত সচ্ছিকিরিয়ায় । এবমেব থো মহারাজ, সম্পদ্বন্ধন-লক্ষণা সদ্ধা'তি । ভাসিতম্'প'তং মহারাজ, ভগবতা "সংযুক্তনিকায়বরে"—

"সদ্ধায় তরতী ওষং, অপ্তমাদেন অবং ।

১০ বিরিয়েন দুক্খং অচেতি, পঞ্চার্য পরিব্রজ্যতীতি ॥"

'কল্লো'সি ভন্তে, নাগসেনা'তি ।'

করিয়া, (অবশেষে) নদীকে পরিপূর্ণ করে ; এবং সেই নদী উভয় কূলে প্রবাহিত হইয়া গমন করে । (মনে করুন এই সময়ে) বহু লোক আগমন করিয়া সেই নদীর ক্ষীততা ও গভীরতা না জানিয়া ভীত ও বিস্তৃত হইয়া তীরে অবস্থান করিতেছে ।
১৫ এখন যদি অপর কোন পুরুষ নিজের সামর্থ্য ও বল বিচারপূর্বক দৃঢ়ভাবে কাছা বাধিয়া 'সম্প্রস্কন্দন'—উল্লংঘন করিয়া তাহা উত্তীর্ণ হয়, তবে তাহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া সেই লোকসমূহও উত্তীর্ণ হয় । "এইরূপ মহারাজ, অতের চিত্তকে (ভূষণ-) বিমুক্ত দেখিয়া যোগী শ্রোতাপত্তি-ফলে, বা সন্ধাগামি-ফলে, বা অনাগামি-ফলে, বা অর্হন্তে 'সম্প্রস্কন্দন' করে, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্ম, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের জন্ম, ও অপ্রত্যক্ষীকৃত
২০ বস্তুর প্রত্যক্ষ করার জন্ম উপায় করে । মহারাজ, এই প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ "সম্প্রস্কন্দন" । মহারাজ ভগবান্ শ্রেষ্ঠ "সংযুক্তনিকারে" ইহা বলিয়াছেনও—

"শ্রদ্ধা-বলে তরে লোক (কামাদি-) প্রবাহ,

অপ্রমাদে তরে এই (জীবন-) অর্ণব,

হুঃখের অত্যয় বীৰ্য্যে করিবারে পারে,

২৫ করে পরিশুদ্ধি লাভ প্রজ্ঞার প্রভাবে ।"

'ভদ্রস্ত নাগসেন, আগনি দক্ষ ।'

୧୧ । ରାଜା ଆହ—‘ଭକ୍ତ ନାଗସେନ, କିଂଲକ୍ଷଣଂ ବିରିୟ’ନ୍ତି ?’

‘ଉପସ୍ତମ୍ଭନ-ଲକ୍ଷଣଂ ମହାରାଜ, ବିରିୟଂ ; ବିରିୟୁ’ପସ୍ତମ୍ଭିତା ସର୍ବେ କୁଶଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରିହାୟନ୍ତୀତି ।’

‘ଓପନ୍ୟା କରୋହିତି ।’

୧୨ ‘ସର୍ବ, ମହାରାଜ, ପୁରୀସୋ ଗେହେ ପତନ୍ତେ ଅଞ୍ଜଞ୍ଜନ ନାକ୍ଷଣା ଉପସ୍ତମ୍ଭେୟା, ଉପସ୍ତମ୍ଭିତଂ ସନ୍ତଃ ଏବଂ ତଂ ଗେହଂ ନ ପତେୟା । ଏବମେବ ଧୋ ମହାରାଜ, ଉପସ୍ତମ୍ଭନ-ଲକ୍ଷଣଂ ବିରିୟଂ, ବିରିୟୁ’ପସ୍ତମ୍ଭିତା ସର୍ବେ କୁଶଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରିହାୟନ୍ତୀତି ।’

‘ତିସ୍ୟୋ ଓପନ୍ୟା କରୋହିତି ।’

୧୩ ‘ସର୍ବ ମହାରାଜ, ପରିବ୍ରଜକଂ ସେନଂ ମହତୀ ସେନା ଭଜେୟା ; ତତୋ ରାଜା ଅଞ୍ଜଞ୍ଜମଞ୍ଜଞ୍ଜଂ
୧୪ ଅଭ୍ୟାସେୟା, ଅହମ୍ପେସେୟା ; ତସ୍ୟା ସଞ୍ଜିଃ ପରିବ୍ରଜକା ସେନା ମହତିଃ ସେନଂ ଭଜେୟା । ଏବମେବ ଧୋ ମହାରାଜ, ଉପସ୍ତମ୍ଭନ-ଲକ୍ଷଣଂ ବିରିୟଂ ; ବିରିୟୁ’ପସ୍ତମ୍ଭିତା ସର୍ବେ କୁଶଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରିହାୟନ୍ତୀତି ।’ ଭାସିତମ୍ପେ’ତଂ ମହାରାଜ, ତଗବତା—‘ବିରିୟବା ଧୋ ଭିକ୍ଷୁବେ, ଅରିୟସାବକୋ

ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ।

୧୧ । ରାଜା ବଲିଲେନ—‘ଭକ୍ତ ନାଗସେନ, ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣଂ କି ?’

୧୨ ‘ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣଂ ମହାରାଜ, ‘ଉପସ୍ତମ୍ଭନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ) ; ସମସ୍ତ କୁଶଳ-ଧର୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ତକ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେୟା ପରିହୀଂ ଅର୍ଥାଂ ବିନଟ୍ ହୟ ନା ।

‘ଉପମା (ପ୍ରଦାନ) କରନ ।’

୧୩ ‘ସେନ, ଗୃହ ପତନୋନ୍ମୁଖ ହେଲେ, ମହାରାଜ, ଲୋକେ ଅଗ୍ର କାର୍ତ୍ତ-ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଉପସ୍ତମ୍ଭନ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ) କରେ, ଏବଂ ଏହିରୂପେ ଉପସ୍ତକ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେୟା ସେହି ଗୃହ ଆର
୧୪ ପତିତ ହୟ ନା । ମହାରାଜ, ଏହିରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ‘ଉପସ୍ତମ୍ଭନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ) ; ହେୟା ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ତକ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେୟା କୁଶଳଧର୍ମ-ସମୂହ ପରିହୀଂ ଅର୍ଥାଂ ବିନଟ୍ ହୟ ନା ।’

‘ଆରଓ ଉପମା (ପ୍ରଦାନ) କରନ ।’

୧୫ ‘ସେନ, ମହାରାଜ, କୋନ ମହତୀ ସେନା ଯଦି ଏକ ଅଗ୍ର ସେନାକେ ଭୟ କରେ ତାହା ହେଲେ (ସେହି ଅଗ୍ରସେନାଧିକାରୀ) ରାଜା ଅଗ୍ର-ଅଗ୍ର ସେନାକେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କରନ,—ପଞ୍ଚାତେ
୧୬ ପ୍ରେରଣ କରେନ, ଏବଂ ସେହି (ନବ ପ୍ରେରିତ) ସେନାର ସହିତ (ପୁରୋକ୍ତ) ଅଗ୍ର ସେନା (ମିଳିତ ହେୟା) ମହତୀ ସେନାକେ ଭୟ କରେ । ମହାରାଜ, ଏହିରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ‘ଉପସ୍ତମ୍ଭନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ), ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ତକ ହେୟା କୁଶଳଧର୍ମ-ସମୂହ ବିନଟ୍ ହୟ ନା । ମହାରାଜ ଭଗବାନ୍ ହିତା ବଲିୟାଛେନଓ—

‘ଭିକ୍ଷୁଗମ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରାବକ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍, ସେ ଅକୁଶଳ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଓ କୁଶଳକେ ଭାବନା

অকুশল পত্রহতি, কুশল ভাবেতি ;—সাবজ্ঞ পত্রহতি, অনবজ্ঞ ভাবেতি ;—সুচ-
মতানং পরিহরতীতি ।”

‘কল্পো’সি ভন্তে, নাগসেনা’তি ।’

১২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা সতীতি ।’

‘অপিলাপন-লক্খণা মহারাজ, সতি উৎপগ্গহনলক্খণা চা’তি ।’

‘কথং ভুত্ত, অভিলাপন-লক্খণা সতীতি ।’

সতি মহারাজ, উৎপজ্জমানা কুশলাকুশল-সাবজ্ঞানবজ্ঞ-হীনপ্ৰগীত-কণ্ঠহৃৎ-সঙ্গতিভাগ-
ধ্মে অপিলাপেতি—ইমে চত্তারো সতিপট্টানা, ইমে চত্তারো সম্মগ্গধানা, ইমে চত্তারো
ইন্ধিপানা, ইমানি পক্কি’জ্জিয়ানি, ইমানি পঞ্চবলানি, ইমে সত্ত বোধিঅঙ্গ, অয়ং অয়িরো
১০. অট্টাঙ্গিকো অগ্গো, অয়ং সমথো, অয়ং বিপস্সনা, অয়ং বিজ্জা, ইয়ং বিষুত্তীতি । ততো ১১
যোগাষচরো সেবিতব্বে ধ্মে সেবতি, অসেবিতব্বে ধ্মে ন সেবতি ; ভজিতব্বে ধ্মে

করে ; বাহা সপাপ (‘সাবদ্য’), তাহা ত্যাগ করে, ও বাহা নিম্পাপ (‘নির-
বদ্য’) তাহাকে ভাবনা করে ; এবং আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ রাখে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

১৫

স্মৃতির লক্ষণ ।

১২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, স্মৃতির লক্ষণ কি ?’

‘মহারাজ, স্মৃতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ (অভিলাপন, চিন্তিত বিষয়কে বলান, পর্যালোচনা
করান) ও ‘উৎপগ্গহণ’ (ধারণ) ।

‘ভদন্ত, কি প্রকারে স্মৃতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ ?’

২০. ‘মহারাজ, উৎপদ্যমান স্মৃতি (ইহা বাহ্যর অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয় তাহাকে)
কুশল-অকুশল, সপাপ-নিম্পাপ (সাবদ্য-নিরবদ্য), হীন-উত্তম, বিশদ-অবিশদ
ও এতাদৃশ অপর ধর্ম সকলকে (এইরূপে) বলায় অর্থাৎ পর্যালোচনা করায়
(‘অভিলাপেতি’)—“এই চারি স্মৃত্যুপস্থান, এই চারি সম্যক্ প্রস্থান (চেষ্টা), এই
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চ বল, এই সপ্ত বোধিঅঙ্গ, এই আর্ধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই
২৫ শান্তি, এই বিদর্শন (‘বিপস্সনা’), এই বিদ্যা, এবং এই বিষুত্তি । অনন্তর যোগী
সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, এবং অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না ; আরাধ্য ধর্ম সকলের

ভজতি, অভজিতব্বে ধম্মে ন ভজতি । এবং খো মহারাজ, অপিলাপন-লক্ষণা সতীতি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

- ‘সুখা, মহারাজ, রঞ্জে চক্রবত্তিন্স ভাণ্ডাগারিকো রাজানং চক্রবত্তিং সাযং পাভং
৫ যসং সরাপেতি—“এতকা দেব, তে হত্থী, এতকা অন্সা, এতকা রথা, এতকা পত্তী, এতকং হিরঞ্জে, এতকং সুবর্ণং, এতকং সাপতেয্যং,—তং দেবো সরহু’তি” রঞ্জে সাপতেয্যং অপিলাপেতি ; এবমেব খো মহারাজ, সতি উপপঞ্জমানা কুসলাকুসল-সাবজ্জা-বজ্জা-হীনপ্পগীত-কহুহস্ক-সম্পট্টিভাগ-ধম্মে অপিলাপেতি—ইমে চত্তারো ইন্ধিপাদা, ইমানি পঙ্কি’জ্জিয়ানি, ইমানি পঙ্ক বলানি, ইমে সত্ত বোজ্জাঙ্গা, অয়ং অরিয়ো অট্টাঙ্গিকো মগ্গো,
১০ অয়ং সমখো, অয়ং বিপন্সনা, অয়ং বিজ্জা, অয়ং বিমুক্তীতি । ততো যোগাবচরো সেবিতব্বে ধম্মে সেবতি, অসোবিতব্বে ধম্মে ন সেবতি ; ভজিতব্বে ধম্মে ভজতি, ন-ভজিতব্বে ধম্মে ন ভজতি । এবং খো মহারাজ, অপিলাপন-লক্ষণা সতীতি ।’
- ‘কথং ভন্তে উপগগ্গহনলক্ষণা সতীতি ?’

আরাধনা করে, এবং অনারাধ্য ধর্মসকলের আরাধনা করে না । মহারাজ, এইরূপে
১৫ স্থতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘যেমন, মহারাজ, কোন চক্রবর্তী রাজার ভাণ্ডাগারিক সাযং ও প্রাতঃ-সময়ে তাঁহাকে
তাঁহার (সমৃদ্ধিরূপ) যশ স্মরণ করাইয়া দেয়—“দেব, আপনার এতগুলি হস্তী, এত-
গুলি অশ্ব, এতগুলি রথ, এতগুলি পদাতি, এত হিরণ্য, এত সুবর্ণ, ও এত ধন
২০ আছে ; দেব, ইহা আপনি স্মরণ করুন ।” এবং এইরূপে সে রাজাকে তাঁহার ধন বলায় অর্থাৎ পর্যালোচনা করাইয়া দেয় (‘অভিলাপেতি’) । এইরূপই মহারাজ, উপপাদ্যমান স্থতি কুশল-অকুশল, সপাপ-নিপ্পাপ, হীন-উত্তন, কৃষ্ণ-শুক্র ও এতাদৃশ ধর্ম সকলকে বলায়, অর্থাৎ পর্যালোচনা করাইয়া দেয় (‘অভিলাপেতি’)—এই চারি স্থতাপস্থান, এই চারি সম্যক প্রদান (চেষ্টা), এই চারি ঋদ্ধিপাদ, এই পঙ্ক
২৫ ইন্ধিয়, এই পঙ্ক বল, এই সপ্ত বোধি-অঙ্গ, এই আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই শান্তি, এই বিদর্শন (‘বিপন্সনা’), এই বিদ্যা, এবং এই বিমুক্তি ।” অনন্তর যোগী সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, এবং অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না ; আরাধ্য ধর্ম সকলের আরাধনা করে, এবং অনারাধ্য ধর্ম সকলের আরাধনা করে না । মহারাজ, এইরূপে স্থতির লক্ষণ ‘অভিলাপন’ ।’

৩০ ‘ভদন্ত, কি প্রকারে স্থতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ (ধারণ) ?’

‘সতি মহারাজ, উন্নতমানা হিতাহিতানং ধর্মানং গতিয়ো সময়েনসতি—ইমে ধন্না হিতা, ইমে ধন্না অহিতা; ইমে ধন্না উপকারা, ইমে ধন্না অহুপকারা’তি । ততো বোগাবচরো অহিতে ধন্মে অপহুদেতি, হিতে ধন্মে উপগগ্হাতি; অহুপকারে ধন্মে অপহুদেতি, উপকারে ধন্মে উপগগ্হাতি । এবং খো মহারাজ, উপগগ্হন-লক্ষণা

৫ সতীতি ।’

‘উপদ্যং করোহীতি ।’

‘ধন্না, মহারাজ, রঞ্ঞো চক্রবত্তিসু পরিণায়করতনং রঞ্ঞো হিতাহিতে জানাতি—ইমে রঞ্ঞো হিতা, ইমে অহিতা; ইমে উপকারা, ইমে অহুপকারা’তি ।

- ততো স্নহিতে অপহুদেতি, হিতে উপগগ্হাতি; অহুপকারে অপহুদেতি, উপকারে
- ১০ উপগগ্হাতি । এবং খো মহারাজ, সতি উন্নতমানা হিতাহিতানং ধর্মানং গতিয়ো সময়েনসতি—ইমে ধন্না হিতা, ইমে ধন্না অহিতা; ইমে ধন্না উপকারা, ইমে ধন্না অহুপকারা’তি । ততো বোগাবচরো অহিতে ধন্মে অপহুদেতি, হিতে ধন্মে

‘উপদ্যমান স্বতি মহারাজ, হিতাহিত ধর্মের গতি অব্বেষণ করে—“এই সকল ধর্ম হিতকর, এই সকল ধর্ম অহিতকর; এবং এই সকল ধর্ম উপকারক, এই সকল ধর্ম অহুপকারক ।” অনন্তর যোগী অহিতকর ধর্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও হিতকর ধর্ম সকল গ্রহণ করে (‘উপগগ্হাতি’); এবং অহুপকারক ধর্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও উপকারক ধর্ম সকল গ্রহণ করে । এইরূপে মহারাজ, স্বতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ (ধারণ) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ২০ ‘মহারাজ, যেমন কোন চক্রবর্তী রাজার শ্রেষ্ঠ-অধিনায়ক (‘পরিণায়করতনং’) রাজার হিতকর ও অহিতকর লোকগণকে জানেন—“ইহারা হিতকর, ও ইহারা অহিতকর; এবং ইহারা উপকারক, ও ইহারা অহুপকারক ।” এইরূপ জানিয়া তিনি অহিতকরগণকে পরিত্যাগ করেন, ও হিতকরগণকে গ্রহণ করেন; এবং অহুপকারকগণকে পরিত্যাগ করেন, ও উপকারকগণকে গ্রহণ করেন । এইরূপই
- ২৫ মহারাজ, উপদ্যমান স্বতি হিতাহিত ধর্মের গতি অব্বেষণ করে—“এই সকল ধর্ম হিতকর, ও এইসকল ধর্ম অহিতকর; এবং এই সকল ধর্ম উপকারক, ও এই সকল ধর্ম অহুপকারক ।” অনন্তর যোগী অহিতকর ধর্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও হিতকর

উপগৃহীতি ; অনুরূপকারে - ধর্ম্মে অপনুদেতি, উপকারে ধর্ম্মে উপগৃহীতি । এবং ধো মহারাজ, উপগৃহনলক্খণা সতি । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, ভগবতা—“সতিং চ খুপাং ভিক্খবে, সর্ব'থিকং বদামীতি ।”

‘কল্লোসি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৫ ১৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণো সমাধীতি ?’

‘পমুখলক্খণো মহারাজ, সমাধি ; যেকেচি কুসলা ধম্মা, সর্ব'বে তে সমাধিপমুখা হোন্তি, সমাধিনিম্না, সমাধিপোণা, সমাধিপভার'তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুটাগারস্স যা কাচি গোপানসিয়ো, সর্ব'বা তা কুটজমা হোন্তি, ১০ কুটনিম্না, কুটসমোসরণা ; কুটং তাং অগগমক্খায়তি । এবমেব ধো মহারাজ, যেকেচি কুসলা ধম্মা, সর্ব'বে তে সমাধিপমুখা হোন্তি, সমাধিনিম্না, সমাধিপোণা, সমাধিপভার'তি ।’

ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে ; এবং অনুরূপকারক ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও উপকারক ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে । মহারাজ, এই প্রকারে স্মৃতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ । ভগবান্

১৫ ইহা বলিয়াছেন ও মহারাজ,—“ভিক্ষুগণ, স্মৃতিকে আমি সর্কার্থ-সাধন বলি ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সমাধির লক্ষণ ।

১৩। ‘ভদন্ত নাগসেন, সমাধির লক্ষণ কি ?’

‘মহারাজ, সমাধির লক্ষণ এই যে ইহা (সকলের) ‘প্রমুখ’ (শ্রেষ্ঠ) ; কেননা, যে- ২০ কোন কুশল ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন (অর্থাৎ সমাধির দিকে নত), সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত (সমাধি-প্রাগ্ভার) ।

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুটাগারের যে-সকল ছাদের নিম্নস্থ কাঠ (‘গোপানসী’) থাকে, ২৫ তৎসমুদয় কুট বা শৃঙ্গে গমন করে, এবং তাহাতে নিম্ন ও সঙ্গত হইয়া থাকে ; এবং সেই কুট তাহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় । এইরূপই মহারাজ, যে-কোন কুশল ধর্ম্ম আছে, তাহার সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন (অর্থাৎ সমাধির দিকে নত), সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত ।’

‘ভিয়ো ওপশ্বং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি রাজা চতুরঙ্গিনিয়া সেনার সন্ধিঃ সন্ধাঃ ওতঃস্বাঃ ; সৰ্ব্বা চ সেনা—হস্তী চ, অন্ধা চ, রথ চ, পত্তী চ তপ্পমুখা ভবেয়ুঃ, তল্লিমা, তল্লোণা, তপ্পব্ভারা, তঃ য়েব অহুপরিয়ায়েয়ুঃ । এবমেব থো মহারাজ, যে কেচি কুসলা ধম্মা, সৰ্ব্বে তে সমাধিপমুখা, সমাধিনিম্মা, সমাধিপোণা, সমাধিপব্ভারা । এবং থো মহারাজ, পমুখলক্খণো সমাধি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—“সমাধিঃ ভিক্খবে, ভ্যাবেধ ; সমাহিতো যথাভূতং পজ্জানীতীতি ।”

‘কল্লো’মি ভন্তে নাগসেনো’তি ।’

১৪। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা পঞ্ঞা’তি ?’

১০ ‘পূৰ্বে থো মহারাজ, ময়া বৃত্তং—ছেদন-লক্খণা পঞ্ঞাতি ; অপিচ ওভাসন-লক্খণা’পি পঞ্ঞা’তি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন রাজা চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এবং সমস্ত সেনার—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির তিনি শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহাতে তাহার
২০ নত থাকে, ও তৎ-প্রবণ হয়, এবং তাঁহাতে তাহাদের প্রধান ভার থাকে, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পর্যায় ক্রমে অবস্থিত হইবে। এইরূপই মহারাজ, যে-কোন কুশল ধর্ম আছে, তাহারা সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন (অর্থাৎ সমাধির দিকে নত), সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত। মহারাজ, এইরূপে সমাধির লক্ষণ এই যে, ইহা ‘প্রমুখ’ (শ্রেষ্ঠ)। ভগবান্ ইহা
২৫ বলিয়াছেনও মহারাজ,—“হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাষনা কর ; সমাহিত ব্যক্তি যথাভূত (বস্তুতঃ) জানিতে পারে ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

প্রজ্ঞার লক্ষণ ।

১৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, প্রজ্ঞার লক্ষণ কি ?’

৩০ ‘মহারাজ, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার লক্ষণ ‘ছেদন’ (২১১৬); আবার ‘অবভাসনও’ (প্রকাশনও) প্রজ্ঞার লক্ষণ হয় ।’

‘কথং ভক্তে, ওভাসন-লক্ষণা পত্রোহা’তি ।’

‘পত্রোহা মহারাজ, উল্লঙ্ঘ্যমানা অবিজ্ঞান্ধকারং বিধমেতি, বিজ্ঞো’ভাসং জনেতি, ঞ্জাণালোকং বিদংসেতি, অরিয়সচ্চানি পাকটানি করোতি । ততো যোগাবচরো অনিচ্ছ’স্তি বা, হৃৎ’স্তি বা, অনন্তা’তি বা সম্মপ্পত্রোহা পদ্মসতীতি ।’

৪ ‘ওপম্ম করোহীতি ।’

‘বখা, মহারাজ, পুরিসো অন্ধকারে গেহে পদীপং পবেসেব্য, পবিট্টো পদীপো অন্ধকারং বিধমেতি, ওভাসং জনেতি, আলোকং বিদংসেতি, রূপানি পাকটানি করোতি । এবমেব থো মহারাজ, পত্রোহা উল্লঙ্ঘ্যমানা অবিজ্ঞান্ধকারং বিধমেতি, বিজ্ঞো’ভাসং জনেতি, ঞ্জাণালোকং বিদংসেতি, অরিয়সচ্চানি পাকটানি করোতি ।

১০ ততো যোগাবচরো অনিচ্ছ’স্তি বা, হৃৎ’স্তি বা, অনন্তা’তি বা সম্মপ্পত্রোহা পদ্মসতি । এবং থো মহারাজ, ওভাসন-লক্ষণা পত্রোহা’তি ।’

‘কল্লো’সি ভক্তে নাগসেনা’তি ।’

‘কিরূপে ভদন্ত, ‘অবভাসন’ প্রজ্ঞার লক্ষণ ।’

১৫ ‘উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা মহারাজ, অবিদ্যা-অন্ধকার অপনীত করে, বিদ্যা-অবভাস উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোক প্রদর্শন করে, ও আৰ্য্য সত্য-সমূহ প্রকটিত করে । অনন্তর যোগী অনিত্য (সংসার), বা হৃৎ, বা আত্মাভাবকে সম্যক্ জ্ঞান-পূর্বক দেখিতে পারে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘বেমম’ মহারাজ, কোন লোক যদি অন্ধকার-গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায়, সেই প্রবিষ্ট প্রদীপ অন্ধকার অপনীত করে, অবভাস উৎপন্ন করে, আলোক প্রদর্শন করে, ও রূপ সকল প্রকটিত করে, এইরূপই মহারাজ, উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা অবিদ্যা-অন্ধকার অপনীত করে, বিদ্যা-অবভাস উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোকে প্রদর্শন করে, ও আৰ্য্য-সত্য-সমূহকে প্রকটিত করে । অনন্তর যোগী অনিত্য (সংসার), বা হৃৎ, বা আত্মা-ভাবকে সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক দেখিতে পারে । মহারাজ, এই প্রকারে প্রজ্ঞার লক্ষণ

২৫ ‘অবভাস’ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫। রাজা আহ—‘ভদ্রে নাগসেন, ইহাে ধন্বা নানা সত্তা একং অখং অভিনিপ্কাদেস্তীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ইহাে ধন্বা নানা সত্তা একং অখং অভিনিপ্কাদেস্তি,—কিলেসে হনস্তীতি ।’

৫ ‘কখং ভদ্রে, ইহাে ধন্বা নানা সত্তা একং অখং অভিনিপ্কাদেস্তি,—কিলেসে হনস্তি ? ওপশ্বং করোহীতি ।’

‘বখা, মহারাজ, সেনা নানা সত্তা—হখী চ, অস্বা চ, রখা চ পস্তী চ একং অখং অভিনিপ্কাদেস্তি,—সংগ্রামে পরসেনং অভিবিজিনস্তি, এবমেব খো মহারাজ, ইহাে ধন্বা নানা সত্তা একং অখং অভিনিপ্কাদেস্তি,—কিলেসে হনস্তীতি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভদ্রে নাগসেনা’তি !’

পঠমো বগগো ।

নানাদর্শের এক প্রয়োজন ।

১৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই সকল ধর্ম নানা হইয়া কি এক অর্থ (প্রয়োজন) নিশ্চয় করে ?’

১৫ ‘হী মহারাজ ; এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক অর্থ নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে নষ্ট করে ।’

‘ভদন্ত কি প্রকারে এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে বিনষ্ট করে ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘যেমন, মহারাজ, সেনা হস্তী-অশ্ব-রথ-ও পদাতি-রূপে নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—সংগ্রামে শত্রুসেনাকে পরাজিত করে ; এইরূপই মহারাজ, এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে বিনষ্ট করে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ইতি প্রথম বর্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্বে নাগসেন, যো উগ্গজ্জতি, সো এব সো, উদাহ
অঞ্ঞো’তি ?’

ধেরো আহ—‘ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো’তি ।’

‘ওপমং করোহীতি ।’

৬ ‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—যদা ঙ্গং দহরো, তরুণো, মল্লো, উত্তানসেয্যকো
অহোসি, সো য়েব ঙ্গং এতরহি মহন্তো’তি ?’

‘নহি ভস্বে ; অঞ্ঞো সো দহরো তরুণো, মল্লো, উত্তানসেয্যকো অহোসি,
অঞ্ঞো অহং এতরহি মহন্তো’তি ।’

‘এবং সন্তে খো মহারাজ, মাতা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, পিতা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি,

১০ আচরিয়ে’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, শিল্পবা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, শীলবা’তি’পি ন
ভবিস্‌সতি, পঞ্ঞাবা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি । কিমু খো মহরোজ, অঞ্ঞা এব
কলসদ্‌স মাতা, অঞ্ঞা অব্‌বুদ্‌স মাতা, অঞ্ঞা পেসিয়া মাতা, অঞ্ঞা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় বর্গ ।

১৫ যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ?

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ?’

হাবির বলিলেন—‘সেও নহে, অন্যও নহে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, তাহা আপনি কি মনে করেন ?—যখন আপনি শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও

২০ উত্তানশারী ছিলেন, (ভখনকার) সেই আপনিই কি এখন বৃহৎ ?’

‘না ভদন্ত ; সেই শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশারী অন্য, আর এখন বৃহৎ আমি
অন্য ।’

‘মহারাজ, ইহাই যদি হয়, তবে, মাতাও কেহ হইবে না, পিতাও কেহ হইবে না,
আচার্য্যও কেহ হইবে না, শিল্পবান্‌ও কেহ হইবে না, শীলবান্‌ও কেহ হইবে না,

২০ এবং প্রজ্ঞাবান্‌ও কেহ হইবে না । তবে কি মহারাজ, জ্ঞানের প্রথমাবস্থার (‘কলনের’)
মাতা অন্য, দ্বিতীয়াবস্থার (‘অবুদের’) মাতা অন্য, তৃতীয়াবস্থার (‘পেশীর’) মাতা

ঘনসূস মাতা ? অঞ্ঞা খুদকসূস মাতা, অঞ্ঞা মহন্তসূস মাতা ? অঞ্ঞা সিগ্নং সিক্খতি, অঞ্ঞা সিক্খিতো ভবতি ? অঞ্ঞা পাপকৰ্ম্মং কৰোতি, অঞ্ঞসূস হৰ্ষপাদা ছিহ্মন্তীতি ?

‘নহি ভন্তে । স্বং পন ভন্তে, এবং বৃন্তে কিং বদেয্যাসীতি ?’

- ৫ খেরো আহ—‘অহঞ্ঞেব খো মহারাজ, দহরো অহোসিং তরুণো মনো উত্তান-সেয্যকো, অহঞ্ঞেব এতন্নহি মহন্তো ; ইমঞ্ঞেব কাং নিস্সার সব্বে তে এক-সঙ্গহীতা’তি ।’

‘ওপন্নং কৰোহীতি ।’

- ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো পদীপং পদীপেয্য, কিং সো সব্বরত্তিং
১০ পদীপেয্যা’তি ?’

‘আম ভন্তে ; সব্বরত্তিং পদীপেয্যা’তি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, যা পুরিমে যামে অচ্চি, সা মজ্জিমে যামে অচ্চীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যা মজ্জিমে যামে অচ্চি, সা পচ্ছিমে যামে অচ্চীতি ?’

- ১৫ অন্য, ও চতুর্থাবস্থার (‘ঘনের’) মাতা অন্য ? ক্ষুদ্রের মাতা অন্য, ও বৃহতের মাতা অন্য ? অন্য ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করে, আর অন্য ব্যক্তি শিক্ষিত হয় ? অন্য ব্যক্তি পাপ কৰ্ম্ম করে, আর অন্য ব্যক্তির হস্ত-পদ ছিন্ন হয় ?’

‘না ভদন্ত । কিন্তু আপনাকে ইহা বলিলে, আপনি কি বলিবেন ?’

স্ববির কহিলেন—‘(আমি বলিব—) আমিই শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশারী ছিলাম,

- ২০ এবং আমিই এখন বৃহৎ । এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াই সেই সকল (অবস্থা) একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক প্রদীপ জ্বালে, তবে কি তাহা সমস্ত রাত্রি দীপ্ত থাকিবে ?’

- ২৫ ‘ইহা ভদন্ত ; সমস্ত রাত্রি দীপ্ত থাকিবে ।’

‘মহারাজ, (ঐ প্রদীপের) প্রথম প্রহরে যে শিখা, মধ্যম প্রহরে কি সেই শিখা ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মধ্যম প্রহরে যে শিখা, পশ্চিম অর্থাৎ শেষ প্রহরে কি সেই শিখা ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিরু খো মহারাজ, অঞ্ঞো সো অহোসি পুরিমে বামে পদীপো, অঞ্ঞো মজ্জিমে বামে পদীপো, অঞ্ঞো পচ্ছিমে বামে পদীপো’তি ?’

‘নহি ভন্তে ; তং য়েব নিসুদায় সব্বরত্তিং পদীপিতো’তি ।’

৫ ‘এবমেব খো মহারাজ, ধম্মসত্ততি সন্নহতি ; অঞ্ঞো উত্তরজ্জতি, অঞ্ঞো নিরুজ্জতি ; অপুৰ্বং অচরিমং বিয় সন্নহতি । তেন ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিম-বিঞ্ঞাণসঙ্গং গচ্ছতীতি ।’

‘ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা, মহারাজ, ধীরঃ হুহমানঃ কাল’ন্তরেন দধি পরিবস্তেয্য, দধিতো নবনীতং, নবনীততো ঘটং পরিবস্তেয্য । যো হু খো মহারাজ, এবং বদেয্য—“যং য়েব দধি, তং য়েব নবনীতং, তং য়েব ঘট’ত্তি,” সন্না হু খো নো মহারাজ, বদমানো বদেয্যা’তি ?’

‘নহি ভন্তে ; তং য়েব নিসুদায় সত্তুত’ত্তি ।’

‘না ভদন্ত ।’

১৫ ‘তবে কি মহারাজ, প্রথম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল, মধ্যম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল, এবং পশ্চিম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল ?’

‘না ভদন্ত ; কেননা তাহাকেই (দেই এক প্রদীপকেই) আশ্রয় করিয়া (প্রদীপ) সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত থাকে ।’

২০ ‘এই-প্রকারই মহারাজ, ধর্ম্মসত্ততি অর্থাৎ বস্ত্রধর্ম্ম-প্রবাহ (বস্ত্রতে) সম্মিলিত হয় । অস্ত্র উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । (যাহা নিরুদ্ধ হয়, ঠিক তাহাই উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু নিরুধ্যমান বস্ত্রের ধর্ম্মপ্রবাহ উৎপাদ্যমান বস্ত্রতে) অপূর্ণাপয়ের ন্যায় (যেন এক সঙ্গে) সম্মিলিত হয় । তজ্জন্য চরম-বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, (যে উৎপন্ন হয়), সে নষ্টও নহে, অন্যও নহে ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, হুহমান হুহ কালান্তরে দধিরূপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, আবার দধি হইতে নবনীত, ও নবনীত হইতে দ্ব্যভূতরূপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় । এখন যদি মহারাজ, কোন ব্যক্তি এই রূপ বলে যে, যাহা হুহ, তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, ও তাহাই দ্ব্যভূত, তবে কি মহারাজ, সে ঠিক বলে ?’

‘না ভদন্ত ; কেননা তাহাকে (হুহকে) আশ্রয় করিয়া তৎসমুদায় সত্তুত হইয়াছে ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, ধর্মসম্বন্ধি সন্দহতি ; অঞ্ঞো উগ্গজ্জতি, অঞ্ঞো নি-
রুজ্জতি ; অপুৰং অচরিসং বিয় সন্দহতি । তেন ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিম-
বিঞ্ঞাণসঙ্কহং গচ্ছতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো ন পটিসন্দহতি, জানাতি সো—ন পটি-
সন্দহিস্সামীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যো ন পটি সন্দহতি, জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘কথং ভন্তে, জানাতীতি ?’

‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো পটিসন্দহনায়, তস্ হেতুস্, তস্ পচ্চয়স্ উপরমা

১০ জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘ওপমং করোহীতি ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, ধর্মসম্বন্ধি অর্থাৎ বস্তুধর্ম-প্রবাহ (বস্তুতে) সম্মিলিত
হয়। অন্য উপর হয়, অন্য নিরুদ্ধ হয়। (যাহা নিরুদ্ধ হয়, ঠিক তাহাই উপর
হয় না ; কিন্তু নিরুদ্ধমান বস্তুর ধর্মপ্রবাহ, উপদ্যমান বস্তুতে) অপূর্ক্যাপরের
১৫ ন্যায় (যেন এক সঙ্গে) সম্মিলিত হয়। তজ্জাত চরম-বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয়
যে, (যে উপর হয়,) সে সেও নহে, অন্যও নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ক ।’

লোকে নিজের পুনর্জন্ম জানিতে পারে কি না ?

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে কি জানে

২০ —আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না ?’

‘হাঁ মহারাজ ; যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে জানে—আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ
করিব না ।’

‘ভদন্ত, কি প্রকারে জানে ?’

‘পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরম হইলেই জানিতে পারে—

২৫ আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যথা, মহারাজ, কন্সকো গহপতিকো কসিহা চ, বসিহা চ ধঞ্ঞাগারং পরিপূরেষ্য;
সো অপরেণ সময়েন মে’ব কসেযা, ন বপেযা’; যথাসম্ভবঞ্চ ধঞ্ঞং পরিভুজেষ্য বা,
বিস্ফজ্জেষ্য বা, যথাপচ্চয়ং বা কসেযা; জানেযা সো মহারাজ, কন্সকো গহপতিকো—
ন মে ধঞ্ঞাগারং পরিপূরিসসতীতি ।’

৫ ‘আম ভস্তে; জানেযাতি ।’

‘কথং জানেযা’তি ।’

‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো ধঞ্ঞাগারস্ পরিপূরণায়, তস্ হেতুস্, তস্ পচ্চয়স্
উপরমা জানেযা—ন মে ধঞ্ঞাগারং পরিপূরিসসতীতি ।’

১০ ‘এবমেব থো মহারাজ, যো হেতু, যো পচ্চয়ো পটিসন্দহনার, তস্ হেতুস্, তস্
পচ্চয়স্ উপরমা জানাতি সো—ন পটিসন্দহিসসামীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে, নাগসেনা’তি !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, যস্ ঞ্ণং উপ্পন্নং, তস্ পঞ্ঞা উপ্পন্ন’তি ?’

‘আম মহারাজ; যস্ ঞ্ণং উপ্পন্নং, তস্ পঞ্ঞা উপ্পন্ন’তি ।’

১৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন ক্লয়ক-গৃহস্থ (ক্ষেত্র) কর্ষণ ও বপন করিয়া ধান্যা-
গার পরিপূর্ণ করে, আর অপর সময়ে কর্ষণ-বপন না করে, যথা-সংগৃহীত ধান্যই
উপভোগ করে, বা বিতরণ করে, বা কারাণাহুসারে যাহা হয় করে, তবে মহারাজ,
ক্লয়ক-গৃহস্থ কি জানিতে পারে যে, আমার ধান্যাগার আর পরিপূর্ণ থাকিবে না ?’

‘হাঁ ভদন্ত; সে জানিতে পারে ।’

‘কি প্রকারে জানিতে পারে ?’

২০ ‘ধান্যাগারের পরিপূরণের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরম-দ্বারাই জানিতে
পারে যে, আমার ধান্যাগার আর পরিপূর্ণ থাকিবে না ।’

‘মহারাজ, এই প্রকারই পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরমের
দ্বারাই জানিতে পারে যে, আমি আর জন্মগ্রহণ করিব না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা
উৎপন্ন হইয়াছে ?’

‘কিং ভন্তে, যঞ্জেব এণং, সা য়েব পঞ্ঞা’তি ?’

‘আমঃমহারাজ, যঞ্জেব এণং, সা য়েব পঞ্ঞা’তি ।’

‘যস পন ভন্তে, তঞ্জেব এণং—সা য়েব পঞ্ঞা উল্লা, কিং সন্মুহেযা সো, উল্লা ন সন্মুহেযা’তি ?’

• ‘কথচি মহারাজ, সন্মুহেযা, কথচি ন সন্মুহেযা’তি ।’

‘কুহিং ভন্তে, সন্মুহেযা, কুহিং ন সন্মুহেযা’তি ?’

‘অঞ্ঞাতপূর্ব্ব বা মহারাজ, সিগ্গট্টানেসু, অগতপূর্ব্ব বা দিসায়, অসুত-পূর্ব্ব বা নামপঞ্ঞত্তিমা সন্মুহেযা’তি ।’

‘কুহিং ন সন্মুহেযাতি ?’

• ১০ ‘যং খো পন মহারাজ, তমা পঞ্ঞা কতং,—অনিচ্’ন্তি বা, হুচ্’ন্তি বা, অনজ্জ’ন্তি বা,—তহিং ন সন্মুহেযাতি ।’

‘মোহো পন’স ভন্তে, কুহিং গচ্ছতীতি ?’

‘হী মহারাজ ; যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে ।’

‘তবে কি ভদন্ত, যেই জ্ঞান, সেই প্রজ্ঞা ?’

১৫ ‘হী মহারাজ ; যেই জ্ঞান, সেই প্রজ্ঞা ।’

জ্ঞান-বা প্রজ্ঞা-বান্ সন্মোহ-প্রাপ্ত হয় কি না ?

• ‘ভদন্ত, যাহার সেই জ্ঞান—সেই প্রজ্ঞা উৎপন্ন, সে কি সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে, অথবা হইবে না ?’

‘কোন স্থানে মহারাজ, সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে, কোন স্থানে হইবে না ।’

২০ ‘কোন স্থানে হইবে, কোন্ স্থানে হইবে না ?’

‘মহারাজ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিদ্যাশান, অগতপূর্ব্ব দিক, ও অশ্রুতপূর্ব্ব নাম বা সংজ্ঞা-ব্যবহার—এই সকল স্থানে সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে ।’

‘কোথায় হইবে না ?’

• ‘মহারাজ, সেই প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে, (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য,

২৫ বাচ্ছঃখ, বা আত্মভাব,—তাহাতে সে সন্মোহ প্রাপ্ত হইবে না ।’

• ‘তবে ভদন্ত, ইহার মোহ কোথায় গমন করে ?’

‘মোহো খো মহারাজ, এণে উৎপন্নমত্তে তথে’ব নিরুজ্জাতিতি।’

‘ওপন্নং করোহীতি।’

- ৫ ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো অন্ধকারে গেহে পদীপং আরোপেযা, ততো
৫ অন্ধকারো নিরুজ্জোযা, আলোকো পাটুভবেযা; এবমেব খো মহারাজ, এণে
উৎপন্নমত্তে মোহো তথে’ব নিরুজ্জাতিতি।’

‘পঞ্ঞা পন ভন্তে, কুহিং গচ্ছতীতি।’

‘পঞ্ঞাপি খো মহারাজ, সকিচ্চয়ং কহা তথে’ব নিরুজ্জাতি, যংপন তায়
পঞ্ঞায় কতং—অনিচ্ছ’স্তি বা, হুচ্ছ’স্তি বা, অনভা’তি বা,—তং ন নিরুজ্জাতিতি।’

- ১০ ‘ভন্তে নাগসেন, যং পনে’তং ত্রুদি—“পঞ্ঞা সকিচ্চয়ং কহা তথে’ব নিরুজ্জাতি,
১০ যংপন তায় পঞ্ঞায় কতং—অনিচ্ছ’স্তি বা, হুচ্ছ’স্তি বা অনভা’তি বা, তং ন
নিরুজ্জাতিতি,” তদস ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি মহাপুরিসো রত্তিং লেখং পেসেতুকামো লেখকং পকোসাপেযা,
পদীপং আরোপেযা, লেখং লিখাপেযা; লিখিতে পন লেখে পদীপং বিজ্জাপেযা;

‘জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্রই মহারাজ, মোহ সেখানে নিরুদ্ধ বা নষ্ট হইয়া যায়।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অন্ধকার গৃহে প্রদীপ স্থাপন করে, তবে
সেখানে অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়, ও আলোক প্রাভূত হয়; এইরূপই মহারাজ জ্ঞান
উৎপন্ন হইতেই মোহ সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।’

‘আর ভদন্ত, প্রজ্ঞা কোথায় যায়?’

- ২০ ‘প্রজ্ঞাও মহারাজ, স্বকৃত্য করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করি-
২০ রাচ্ছে, (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হৃৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা
নিরুদ্ধ হয় না।

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি যে আবার বলিতেছেন—“প্রজ্ঞা স্বকৃত্য করিয়া সেই
স্থানেই নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)

- ২৫ —অনিত্য, বা হৃৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না”, ইহার উপমা (প্রদান)
২৫ করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন মহাপুরুষ রাত্রিতে পত্র-প্রেরণেচ্ছু হন, তবে, লেখককে
আহ্বান করান, ও প্রদীপ স্থাপন করাইয়া পত্র লেখান, এবং পত্র লিখিত হইলে

বিজ্ঞাপিতে'পি পদীপে লেখং ন বিনস্বেদ্য; এবমেব খো মহারাজ, পঞ্ঞা সাক্ষরং কচ্ছা তথেষ্ব নিরুজ্জতি; যং পন তায় পঞ্ঞার কত্ত—অনিচ্ছন্তি বা, হুচ্ছন্তি বা, অনতা'তি বা,—তং ন নিরুজ্জতীতি ।'

‘ভিষ্যো ওপস্মং করোহীতি ।’

- ৫ ‘যথা, মহারাজ, পুরথিমেষু জনপদেষু মহুসসা অহুঘরং পঞ্চ পঞ্চ উদকঘটকানি ঠপেস্তি আলিঙ্গনং বিজ্ঞাপেতুং, ঘরে পদিস্তে তানি পঞ্চ উদকঘটকানি ঘরসু'পরি থিপস্তি, ততো অগ্গি বিজ্ঞায়তি । কিমু খো মহারাজ, তেসং মহুস্সানং এবং হোতি—পুন তেহি ঘটেহি ঘটকিচ্ছং করিস্সামীতি ?’

‘নহি ভস্তু; অলং তেহি ঘটেহি, কিং তেহি ঘটেহীতি ?’

- ১০ ‘যথা মহারাজ, পঞ্চ উদকঘটকানি, এবং পঞ্চি'জ্জিয়ানি দট্ঠব'বানি—সচ্ছি'জ্জিয়ং, বিরিয়ি'জ্জিয়ং, সতি'জ্জিয়ং, সমাধি'জ্জিয়ং, পঞ্ঞি'জ্জিয়ং; যথা তে মহুস্সা, এবং যোগাবচরো দট্ঠব'বো; যথা অগ্গি, এবং কিলেসা দট্ঠব'বা, যথা পঞ্চহি ঘটেহি

প্রদীপ নির্ধাপিত করিয়া দেন, কিন্তু প্রদীপ নির্ধাপিত হইলেও পাত্র বিনষ্ট হয় না; এই প্রকারই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ করিয়া সে-স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা

- ১৫ যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হুচ্ছং, বা আত্মা-ভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যেমন, প্রাচ্য জনপদ-সমূহে অগ্নিসংযোগ (‘আলিঙ্গন’) নির্ধাপিত করিবার জন্য প্রতিগৃহে পাঁচ-পাঁচটি উদক-ঘট স্থাপন করে, ও গৃহ অগ্নিপ্রদীপ্ত

- ২০ হইলে গৃহের উপরে সেই সকল উদক-ঘট নিক্ষেপ করে, এবং তাহাতে অগ্নি নির্ধাপিত হয় । মহারাজ, সেই সকল মহুঘোর মনে কি এইরূপ হয় যে, আবার আমরা ঐ সমস্ত ঘটের দ্বারা ঘটের কাজ করিব ?’

‘না ভদ্রস্ত; সে সকল ঘটের আর প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা আর কি হইবে ?’

- ২৫ ‘মহারাজ, যেমন এই পঞ্চ উদক-ঘট, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে এইরূপ দেখিতে হইবে—শ্রদ্ধেজ্জিয়, বীৰ্য্যেজ্জিয়, স্বতীজ্জিয়, সমাধীজ্জিয়, ও প্রাজ্ঞেজ্জিয়; যোগী সেই মহুঘা-গণের ন্যায়, ও ক্লেশ অগ্নির ন্যায় দ্রষ্টব্য । যেমন পঞ্চ উদক-ঘটের দ্বারা অগ্নি নির্ধাপিত

অগ্নি বিদ্যাপীড়তি, এবং পক্ষি'জিরেহি কিলেসা বিদ্যাপীড়তি; বিদ্যাপিতা'পি কিলেসা ন পুন সন্তবতি । এবমেব খো মহারাজ, পঞ্জিকা সাক্ষরং কৰ্মা, তথৈ'ব নিরুজ্জ্বতি, যং পন তায় পঞ্জিকায় কতং—অনিচ্ছ'তি বা, হৃৎ'তি বা, অসন্তা'তি বা,—তং ন নিরুজ্জ্বতীতি ।'

৫ 'ভিষ্যো ওপন্নং কল্পোহীতি ।'

'যথা, মহারাজ, বেজ্জো পঞ্চ মূলভেসজ্জানি গহেজ্জা গিলানকং উপসত্তমিত্বা তানি পঞ্চ মূলভেসজ্জানি পিন্দিজ্জা গিলানকং পায়েষ্যা, তেহি চ দোষা নিদ্ধমেয়্যা । কিমু খো মহারাজ, তস্ম বেজ্জস্স এবং হোতি—পুন তেহি মূলভেসজ্জেহি ভেসজ্জকিচ্চং করিস্সামীতি ?'

১০ 'নহি ভন্তে; অসন্তেহি মূলভেসজ্জেহি, কিস্তেহি মূলভেসজ্জেহীতি ?'

'যথা মহারাজ, পঞ্চ-মূলভেসজ্জানি, এবং পক্ষি'জিয়ানি দট্টব'বানি—সন্ধি'জিয়ং বিরিগি'জিয়ং, সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্জিক'জিয়ং; যথা বেজ্জো, এবং যোগাব-চরো দট্টব'বো; যথা ব্যাধি, এবং কিলেসা দট্টব'বা; যথা ব্যাধিতো পুরিসো, এবং পুথুজ্জনো দট্টব'বো; যথা পঞ্চমূলভেসজ্জেহি গিলানস্স দোসা নিদ্ধন্তা, দোসে নিদ্ধন্তে

১৫ হয়, এইরূপ পঞ্চোজ্জির দ্বারা ক্লেশ-সমূহ নির্কপিত হয়, এবং ক্লেশ নির্কপিত হইলে আর উৎপন্ন হয় না । এই প্রকারই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বকৃত্য করিয়া সেই-স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হৃৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২০ 'যেমন, মহারাজ, যদি কোন বৈদ্য পাঁচটি মূল (শিকড়) ঔষধ গ্রহণ-পূর্বক রোগীর নিকট উপস্থিত হয়, ও তৎসমুদয় পেষণ করিয়া তাহাকে পান করায়, এবং তাহাতে দোষ অর্থাৎ পীড়া সমূহ নষ্ট হইয়া যায়, তবে মহারাজ, সেই বৈদ্যের কি এইরূপ মনে হয় যে, আবার সেই মূল-ঔষধের দ্বারা ঔষধের কাজ করিব ?'

'না ভদ্র, সেই মূল-ঔষধের প্রয়োজন নাই, তাহার দ্বারা কি হইবে ?'

২৫ 'মহারাজ, যেমন এই পঞ্চ মূল-ঔষধ, পঞ্চ ইঞ্জিয়কেও এইরূপ দেখিতে হইবে — শ্রোত্রোজ্জির, বীৰ্যোজ্জির, স্মৃতীজ্জির, সমাধীজ্জির, ও প্রজ্ঞোজ্জির; যোগী বৈদ্যের জ্ঞান, ও ক্লেশ ব্যাধির জ্ঞান দ্রষ্টব্য; সাধারণ বা প্রাকৃত লোক ব্যাধিত-ব্যক্তির জ্ঞান দ্রষ্টব্য; যেমন পঞ্চ মূল-ঔষধের দ্বারা রোগীর দোষ অর্থাৎ পীড়া নষ্ট হয়, এবং দোষ নষ্ট হইলে,

মিলানো আরোগ্যে হোতি, এবং পক্ষি'জিয়েহি কিলেসা নিরুদী'রতি ; নিরুদী'রতি চ কিলেসা ন পুন লভবতি । এবমেব খো মহারাজ, পঞ্চএক সাক্ষরং কখা তথে'ব নিরুদী'রতি, যং পন তায় পঞ্চএক কতং—অনিচ'তি বা, হুখ'তি বা, অনতা'তি বা,—তং ন নিরুদী'রতি ।'

৫ 'ভিয়ো ওপন্নং করোহীতি ।'

'যথা, মহারাজ, সন্ধ্যাবচরো যোথো পঞ্চ কণ্ঠানি গহেহা সন্ধ্যাং ওতরেয়া পর-সেনং বিজেতুং ; সো সন্ধ্যাগতো তানি পঞ্চ কণ্ঠানি থিপেয্য, তেহি চ পরসেনা ভিজ্জেয্য । কিমু খো মহারাজ, তস্ সন্ধ্যাবচরস্ যোধস্ এবং হোতি—পুন তেহি কণ্ঠেহি কণ্ঠকিচ্চং করিসন্ধ্যা'রতি ?'

১০ 'নহি ভন্তে ; অলন্তেহি কণ্ঠেহি, কিলন্তেহি কণ্ঠেহীতি ?'

'যথা মহারাজ, পঞ্চ কণ্ঠানি, এবং পক্ষি'জিয়ানি দট্ঠব'বানি—সন্ধি'জিয়ং, বিরিরি'-জিয়ং, সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্চএক'জিয়ং ; যথা সন্ধ্যাবচরো যোথো, এবং যোগাবচরো দট্ঠব'বো ; যথা পরসেনা, এবং কিলেসা দট্ঠব'বা ; যথা পঞ্চহি কণ্ঠেহি পরসেনা ভিজ্জতি, এবং পক্ষি'জিয়েহি কিলেসা ভিজ্জতি ; ভগ্গো চ কিলেসা ন পুন

১৫ সে আরোগ্য হয়, এইরূপ মহারাজ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দ্বারা ক্রেশসমূহ বিনাশিত হয়, ক্রেশ বিনাশিত হইলে, আর উৎপন্ন হয় না । এই প্রকারেই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা দুঃখ, বা আত্মাতাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।'

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২০ 'যেমন, মহারাজ, যদি কোন সংগ্রামকারী যোদ্ধা পাঁচটি বাণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অস্ত্র-তরণ করে, এবং পরপক্ষের সেনা ভেদ করিবার জন্য সে সংগ্রামে ঐ বাণপঞ্চক কেন্দ্রণ করে, ও তাহাতে পরপক্ষের সেনা ভেদ করে, তবে মহারাজ, সংগ্রামকারী যোদ্ধার মনে কি এইরূপ হয় যে, আমি আবার সেই সমস্ত বাণের দ্বারা বাণের কাজ করিব ?'

'না ভদন্ত ; সেই সমস্ত বাণের আর প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা কি হইবে ?'

২৫ 'মহারাজ, যেমন এই বাণ-পঞ্চক, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেও এইরূপ দেখিতে হইবে—শ্রদ্ধে-জিয়, বীৰ্য্যেজিয়, স্মৃতীজিয়, সমাধীজিয়, ও প্রজ্ঞেজিয় ; যোগী সংগ্রামকারী যোদ্ধার দ্বারা, ও ক্রেশ পরপক্ষের সেনার দ্বারা দট্ঠব্য ; যেমন বাণ-পঞ্চক দ্বারা পরপক্ষের সেনা ভিন্ন হয়, এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রেশসমূহ ভিন্ন হয়, এবং ক্রেশ ভিন্ন হইলে আর

সম্ভবন্তি । এষমেব যো মহারাজ, পঞ্চাঙ্গা সাক্ষ্যং কৰা তথৈব নিরুদ্ভাতি, যং পন
তায় পঞ্চাঙ্গায় কতং—অনিচ্ছতি বা, হৃৎখতি বা, অনভ্যতি বা,—তং ন
নিরুদ্ভাতি ।’

‘কল্লো’মি ভাস্তে নাগসেনা’তি !

৫ ৪। যো ন পটিসন্দহতি, বেদেতি সো কঞ্চি হৃৎখবেদন’তি ?’

ধেরো আহ—‘কঞ্চি বেদেতি, কঞ্চি ন বেদেতীতি ।’

‘কং বেদেতি, কং ন বেদেতীতি ।’

‘কারিকং মহারাজ, বেদনং বেদেতি, চেতসিকং বেদনং ন বেদেতীতি ।’

‘কথং ভাস্তে, কারিকং বেদনং বেদেতি, কথং চেতসিকং বেদনং ন বেদেতীতি ?’

১০ ‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো কারিকায় হৃৎখবেদনায় উল্লভিয়া, তস্ হেতুস্, তস্
পচ্চয়স্ অহুপরমা কারিকং হৃৎখবেদনং বেদেতি ; যো হেতু, যো পচ্চয়ো
চেতসিকায় হৃৎখবেদনায় উল্লভিয়া, তস্ হেতুস্, তস্ পচ্চয়স্ উপরমা

তাহা উৎপন্ন হয় না । এইরূপই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ্য করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ
হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হৃৎখ,

১৫ বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

অপুনর্জন্মগ্রহণকারীর হৃৎখ-বেদনা আছে কি না ?

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে কি কোন
হৃৎখ-বেদনার অহুভব করে ?’

২০ স্ববির কহিলেন—‘কোনটা অহুভব করে, কোনটা অহুভব করে না ।’

‘কোনটা অহুভব করে, কোনটা বা অহুভব করে না ?’

‘মহারাজ, কারিক (হৃৎখ-) বেদনাকে অহুভব করে, মানসিক বেদনাকে অহুভব
করে না ।’

২৫ ‘কি প্রকারে ভদন্ত, কারিক বেদনাকে অহুভব করে, মানসিক বেদনাকে অহুভব
করে না ?’

‘কারিক হৃৎখ-বেদনা উৎপত্তির বাহ্য হেতু, বাহ্য কারণ, তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ
না হওয়ার কারিক হৃৎখ-বেদনা অহুভব করে ; আর মানসিক হৃৎখ-বেদনার বাহ্য হেতু,
বাহ্য কারণ, তাহার উপরম হওয়ার মানসিক হৃৎখ-বেদনাকে অহুভব করে না । মহা- •

চেতসিকং দুঃখবেদনং ন বেদেতি । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, ভগবতা—“সো একং বেদনং বেদেতি,—কারিকং, ন চেতসিক'স্তি ।”

“ভস্তে নাগসেন, যো সো দুঃখবেদনং বেদেতি, কস্মা সো ন পরিনিব্ৰাহ্মতীতি ?”

৫ ‘ন’খি মহারাজ, অরহতো অমুময়ো বা, পটিষো বা, ন চ অরহন্তো অপকং পাতেস্তি ;
পরিপাকং আগমোস্তি পণ্ডিতা । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, তেহেন সারিপুত্তেন
ধম্মসেনাপতিনা—

“নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্ ।

কালঞ্চ পতিকাম্মামি, নিব্বিসং ভতকো যথা ॥

নাভিনন্দামি মরণং, নাভিনন্দামি জীবিতং ।

১০ কালঞ্চ পতিকাম্মামি সম্পজানো পটিসুতো'তি ॥”

‘কল্লো’সি ভস্তে, নাগসেনা’তি !’

রাজ, ভগবান্‌ও ইহা বলিয়াছেন—“সে এক বেদনা অমুভব করে,—কারিক, মানসিক
নহে ।”

দুঃখবেদনা অমুভবকারীর পরিনির্বাণ হয় না কেন ?

১৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, যে দুঃখবেদনা অমুভব করে, সে পরিনির্বাণ লাভ করে না
কেন ?’

‘মহারাজ, অর্হতের অন্তর বা বেদ নাই ; তাঁহারা অপক (ফলকে) পাতিত করেন
না, কেন না পণ্ডিতগণ পরিপাককে প্রতীক্ষা করেন । মহারাজ ধম্মসেনাপতি হাবির
সারিপুত্র ইহা বলিয়াছেনও—

২০ “না অভিনন্দন করি মরণের আমি,
না অভিনন্দন করি জীবনের আমি ;
ভূত্যের প্রতীক্ষা যথা বেতনের তরে,
কেবল প্রতীক্ষা করি আমি সময়ের ।

২৫ না অভিনন্দন করি মরণের আমি,
না অভিনন্দন করি জীবনের আমি ;
জানিয়া বিশেষরূপে করিয়া চিন্তন,
কেবল প্রতীক্ষা করি আমি সময়ের ।”

৫। রাজা আহ—ভস্মে নাগসেন, অথবা বেদনা কুশলা বা, অকুশলা বা, অব্যাকতা বা'তি ?'

‘সিরা মহারাজ, কুশলা, সিরা অকুশলা, সিরা অব্যাকতা’তি ।’

‘যদি ভস্মে কুশলা, ন হুখা ; যদি হুখা, ন কুশলা ; কুশলা হুখা’স্তি ন
৫ উল্লঙ্ঘ্যতীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুসিংহ মহারাজ ?—ইধ পুরিসসং হখে তত্তং অরোণ্ডং নিক্খিপেয়া, দুতিয়ে হখে সীতং হিমপিণ্ডং নিক্খিপেয়া, কিম্মু খো মহারাজ, উভো’পি তে দহেয়্য’স্তি ?’

‘আম ভস্মে ; উভো’পি তে দহেয়্য’স্তি ।’

১০ ‘কিম্মু খো তে মহারাজ, উভো’পি উণ্হা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

‘কিম্পন তে মহারাজ, উভো’পি সীতলা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

স্থানান্তর কুশল, বা অকুশল, বা অব্যাক্ত ?

১৫ ৫। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, স্থানবেদনা কুশল, বা অকুশল, বা অব্যাক্ত (অব্যাক্ত, কুশল-অকুশলের অণুভর) ?’

‘মহারাজ, কুশলও হইতে পারে, অকুশলও হইতে পারে, অব্যাক্তও হইতে পারে ।’

‘যদি ভদ্রস্ত, তাহা কুশল, তবে হুখ নহে ; আর যদি হুখ, তবে কুশল নহে ;

২০ কুশল অথচ হুখ,—ইহা উৎপন্ন হয় না ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—এখানে যদি কোন লোকের এক হস্তে তণ্ডুলোহ-গুটিকা, ও দ্বিতীয় হস্তে শীতল হিমপিণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, তবে কি মহারাজ, তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে ?’

‘হাঁ ভদ্রস্ত ; তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে ।’

২৫ ‘মহারাজ, তাহারা কি উভয়েই উষ্ণ ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

‘তবে মহারাজ, তাহারা উভয়েই শীতল ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

‘আমি; জানাহি নিগ্গহং—যদি তত্তং দহতি, ন চ তে উভো’পি উগ্ৰহা, তেন ন উগ্ৰজ্জতি। যদি শীতলং দহতি, ন চ তে উভো’পি শীতলা, তেন ন উগ্ৰজ্জতি। কিসং পন তে মহারাজ, উভো’পি দহন্তি ? ন চ তে উভো’পি উগ্ৰহা, ন চ তে উভো’পি শীতলা ; একং উগ্ৰহং, একং শীতলং ; উভো’পি তে দহন্তীতি তেন ন উগ্ৰজ্জতীতি।’

‘নাহং পটিবলো তয়া বাদিনা সন্ধিং সল্পপিভূং। সাধু, অথং জল্পেহীতি।’

- ৫ ততো ধেহো অভিশম্মংযুত্তার কথায় রাজানং মিলিন্দং সঞ্জ্ঞাপেদি—‘হ ইমানি মহারাজ, গেহনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি, ছ নেক্‌খম্ম নিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি ; ছ গেহনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি, ছ নেক্‌খম্মনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি ; ছ গেহনিস্‌সিতা উপেখা, ছ নেক্‌খম্মনিস্‌সিতা উপেখা’তি ;—ইমানি ছ চুক্কানি। অতীতা’পি ছত্তিংসবিধা বেদনা, অনাগতা’পি ছত্তিংসবিধা বেদনা, পচুপ্পন্নাস্মি
- ১০ ছত্তিংসবিধা বেদনা ; তদেকক্‌খাং অভিসংগ্ৰহীত্বা অভিসংখিপিত্বা অট্টসত্তং বেদনা হোন্তীতি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

- ‘হাঁ ; তবে আপনি নিগ্রহ, অর্থাৎ নিজের পরাভব স্থান জাহ্নন—যদি (বলা যায়) তপ্ত দগ্ধ করে, ও তাহারা উভয়ে উষ্ণ নহে, তবে (ইহা) উৎপন্ন হয় না (যে, তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে)। যদি (আবার বলা যায়) শীতল দগ্ধ করে, ও তাহারা উভয়ে শীতল নহে, তবে (ইহা) উৎপন্ন হয় না (যে, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করিবে)। কি হেতু মহারাজ, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করে ? তাহারা উভয়ে উষ্ণও নহে, শীতলও নহে ; একটি উষ্ণ, একটি শীতল ; অতএব, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করে—ইহা উৎপন্ন হয় না।’
- ২০ ‘ভদ্রস্ত, আপনি বাদী (বিচার-শীল)। আপনার সহিত আমি আলাপ করিতে সমর্থ নহি। ভাল, যাহা তব (‘অর্থ’), বলুন।

- তারপর স্থবির অভিশম্মংযুক্ত কথা-দ্বারা রাজা মিলিন্দকে জাহ্নাইলেন :—‘মহারাজ, এই ছয় গৃহাশ্রিত সৌম’স্য (চিত্তের প্রশমতা, আনন্দ), ও ছয় সম্মাসাশ্রিত সৌম’নস্য ; ছয় গৃহাশ্রিত দৌর্ম’নস্য (চিত্তের বিবগ্নতা, দুঃখ), ও ছয় সম্মাসাশ্রিত দৌর্ম’নস্য ;
- ২৫ ছয় গৃহাশ্রিত উপেক্কা (মধ্যাহ্নতা, না-সুখ না-দুঃখ), ও ছয় সম্মাসাশ্রিত উপেক্কা ;—ইহারা ছয় চক্র। (এই জন্য) অতীত-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ, অনাগত-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ, ও বর্তমান-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ। অতএব একত্র সমষ্টি ও সংক্ষেপ করিলে একশত আট প্রকার বেদনা হয়।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৬। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কো পটিসন্দহতীতি ?’

থেরো আহ—‘নাম-রূপং খো মহারাজ, পটিসন্দহতীতি ।’

‘কিং ইমং য়েব নাম-রূপং পটিসন্দহতীতি ?’

৫ ‘ন খো মহারাজ, ইমং য়েব নাম-রূপং পটিসন্দহতি ; ইমিনা গন মহারাজ, নাম-রূপেন কস্মং করোতি মোভনং বা পাপকং বা, তেন কস্মনা অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্দহতীতি ।’

‘যদি ভস্তু, ন ইমং য়েব নাম-রূপং পটিসন্দহতি, নহু সো মুত্তো ভবিসসতি পাপকেহি কস্মেহীতি ?’

থেরো আহ—‘যদি ন পটিসন্দহেযা, মুত্তো ভবেযা পাপকেহি কস্মেহি ; যস্মা চ খো মহারাজ, পটিসন্দহতি, তস্মা ন মুত্তো পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

৭০ ‘উপস্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো অঞ্ঞত্তরসস পুরিসসস অস্বং অবহস্সেযা ; তমেণং অস্বসামিকো গহেযা রঞ্ঞো দস্সেযা—‘ইমিনা দেব, পুরিসেন বসুহং অস্বা

জন্ম গ্রহণ করে কে ?

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, জন্ম গ্রহণ করে কে ?’

১৫ ‘নাম ও রূপ জন্ম গ্রহণ করে মহারাজ ।’

‘এই (বর্তমান) নাম-রূপই কি জন্ম গ্রহণ করে ?’

‘না মহারাজ ; এই নাম-রূপই জন্ম গ্রহণ করে না , কিন্তু এই নাম-রূপ দ্বারা লোক শুভ বা পাপ কর্ষ করে, সেই কর্ষ দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘ভদন্ত, যদি এই নাম-রূপই জন্ম গ্রহণ না করে, তবে সে (যাহার এই নাম-রূপ)

২০ পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হইবে ?’

স্থবির কহিলেন—‘যদি (নাম-রূপ) জন্ম গ্রহণ না করিত, পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হইত ; কিন্তু যেহেতু মহারাজ, জন্মগ্রহণ করে, তজ্জন্য পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হয় না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অপর লোকের আত্ম অপহরণ করে, তবে আত্মস্বামী ইহাকে গ্রহণ করিয়া ‘রাজাকে দেখাইবে—‘দেব, এই ব্যক্তি আমার

অবহটা'তি ;" সো এবং বদেয়া—"নাহং দেব, ইমংস অবে অবহরামি ; অঞ্ঞে তে অথা বে ইমিনা রোপিতা, অঞ্ঞে তে অথা বে মরা অবহটা ; নাহং দণ্ডমত্তো'তি ।" কিরু খো সো মহারাজ, পুরিসো দণ্ডমত্তো ভবেয়া'তি ?

‘আম ভন্তে ; দণ্ডমত্তো ভবেয়া’তি ।

৫ ‘কেন কারণেনা’তি ?

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেয়া, পুরিবং ভন্তে, অহং অপচক্খার পচ্ছিমেন অথেন সো পুরিসো দণ্ডমত্তো ভবেয়া’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কন্মং করোতি সোভনং বা পাপকং বা, তেন কন্মেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্দহতি, তন্মা ন মূত্তো পাপকেহি কন্মেহীতি ।’

‘ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি পুরিসো অঞ্ঞতরস্স পুরিসস্স শালিং অবহরেষা,—পে—, উচ্ছং অবহরেষা,—পে—, যথা মহারাজ, কোচি পুরিসো হেমন্তিকে কালে অঙ্গুগিং

আত্ম অপহরণ করিয়াছে ।” (এখন) যদি সেই লোকটি বলে—“দেব, আমি ইহার আত্ম অপহরণ করি নাই । এ যে-সকল আত্ম রোপণ করিয়াছিল, তাহা
১৫ অন্য ; আর আমি যে-সকল আত্ম অপহরণ করিয়াছি, তাহারা অন্য ; অতএব আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হইব না ;” তবে মহারাজ, এই লোকটি কি দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?

‘হাঁ ভদন্ত ; দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘কি কারণে ?’

‘সে এইপ্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু পূৰ্ণ আত্মকে (যাহাকে আত্ম-
২০ স্বামী রোপণ করিয়াছিল) প্রত্যাখ্যান না করিয়া (অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া) পরবর্তী আত্ম হইয়াছে । এই জন্য সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, লোক এই নাম-রূপ দ্বারা সোভন বা পাপ কর্ত্ত্ব করে, এবং তাহা দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে । সেই জন্য (সে) পাপ কর্ত্ত্ব হইতে মুক্ত হইবে না ।’

২৫ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অপর লোকের শালি-ধান্য অপহরণ করে,..... ইত্যাদি আত্ম দৃষ্টান্তের ন্যায় । যেমন, কোন লোক অপর লোকের ইক্ষু অপহরণ

জালছো বিনীবেছা অবিছাপেছা পক্কেম্য; অব খো সো অগ্গি অঞ্ঞত্তরস্
 পুরিদস্ খেত্তং ডহেব্বা; তমেনং খেত্তসাম্বিকা গহেছা ব্ৰহ্মেণা দসসেব্বা—“ইমিনা
 দেব, পুরিসেন মরুং খেত্তং দড়ত্তি;” সো এবং বদেব্বা—“নাহং দেব, ইমস্ খেত্তং
 বাপেমি; অঞ্ঞো সো অগ্গি বো ময়া অবিছাপিতো, অঞ্ঞো সো অগ্গি
 ৫ বেনি’মস্ খেত্তং দড়ত্তং; নাহং দণ্ডপ্তো’তি।” ‘কিন্ন খো সো মহারাজ, দণ্ডপ্তো
 ভবেয়া’তি ?’

‘আম ভন্তে; দণ্ডপ্তো ভবেয়া’তি।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেব্বা, পুরিসং ভন্তে, অগ্গিং অল্পচ্চুখার পচ্ছিমেন অগ্গিনি।

১০ সো পুরিসো দণ্ডপ্তো ভবেয়া’তি।’

‘এবম্বেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কস্মং কয়োতি সোভনং বা পাপকং
 বা, তেন কস্মেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসক্কেহি, তস্মান যুত্তো পাপকেহি
 কস্মেহীতি।’

করে, ... ইত্যাদি আত্ম দৃষ্টান্তের ন্যায়। (অথবা) মহারাজ, যেমন, যদি কোন

১৫ লোক হেমন্ত কালে অগ্নি জালিয়া ও তাহা সেবন করিয়া, নির্দোষিত না করিয়াই
 গমন করে, এবং সেই অগ্নি অপর লোকের ক্ষেত্র দগ্ধ করে, আর ক্ষেত্রস্বামী
 এই লোককে গ্রহণ করিয়া রাজাকে দেখায়—“দেব, এই লোক আমার ক্ষেত্র দগ্ধ
 করিয়াছে,” তখন সেই ব্যক্তি যদি এইরূপ বলে—“দেব, আমি ইহার ক্ষেত্র জালাই
 নি, আমি যে-অগ্নি নির্দোষিত করি নাই, তাহা অন্য; এবং যে অগ্নি ইহার ক্ষেত্র

২০ দগ্ধ করিয়াছে, তাহা অন্য; অতএব আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে পারি না;” তবে কি
 সেই লোক মহারাজ, দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?’

‘হাঁ ভদ্র; সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।’

‘কি কারণে ?’

‘সে এইপ্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু পূর্ক্স অগ্নিকে (যাহাকে সে
 ২৫ নির্দোষিত করে নাই) প্রত্যাখ্যান না করিয়াই (অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই)
 পরবর্তী অগ্নি হইয়াছে। এই জন্য সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই নাম-রূপ দ্বারা লোক সোভন বা পাপ কর্মসমূহ করিয়া
 থাকে, এবং তাহার দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্ম গ্রহণ করে। সেই জন্য (সে) পাপ
 কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।’

‘তিথ্যো ওপন্নং করোহীতি।’

“যথা, মহারাজ, কোচিন্বেব পুরিসো পদীপং আদায় মানং অভিক্রহিত্বা ভুজেয্য ; পদীপো ঝায়মানো তিণং ঝাপেয্য, তিণং ঝায়মানং ঘরং ঝাপেয্য, ঘরং ঝায়মানং গ্রামং ঝাপেয্য ; গ্রামজনো তং পুরিসং গহেত্বা এবং বদেয্য—“কিস্স ত্বং ভো পুরিস, ৫ গ্রামং ঝাপেহীতি।” সো এবং বদেয্য—“নাহং ভো গ্রামং ঝাপেমি ; অঞ্ঞো সো পদীপ’গ্গি, যস্সাহং আলোকেন ভুজ্জি ; অঞ্ঞো সো অগ্গি, যেন গামো ঝাপিজে’তি।” তে বিবদমানা তব সত্ত্বিকে আশ্ছেয্যুং ; কস্স ত্বং মহারাজ, অখং ধারেয্যাসীতি।’

‘গামজনস্স ভন্তে’তি।’

১০. ‘কিংকারণা’তি।’

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেয্য, অপিচ ততো এব সো অগ্গি নিব্ববুত্তো’তি।’

‘এবমেব খো মহারাজ ; কিঞ্চাপি অঞ্ঞং মারণ’ত্ত্বিকং নাম-রূপং, অঞ্ঞং

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

১৫. ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক প্রদীপ গ্রহণ পূর্বক কোন এক-চূড়াবিশিষ্ট গৃহে আরোহণ করিয়া সেখানে ভোজন করে, আর ঐ প্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে যদি কোন তৃণকে জ্বালায়, তৃণ জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহ জ্বালায়, এবং গৃহ জ্বলিতে জ্বলিতে গ্রাম জ্বালায়, তবে গ্রামের লোক তাহাকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলে—“ওহে, তুমি গ্রাম জ্বালাইতেছ কেন?” (এখন) যদি সেই লোকটি বলে—“না ; আমি ত গ্রাম জ্বালায় নি ; যাহার আলোকে আমি ভোজন করিয়াছি, সে প্রদীপাগ্নি অন্য ; ২০ আর যাহার দ্বারা গ্রাম জ্বলিত হইয়াছে, সে অগ্নি অন্য,” তাহার যদি মহারাজ, এই রূপ পরস্পরে বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট আগমন করে, তবে (এই বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে) কাহার অর্থ আপনি নির্ধারণ করিয়া দিবেন (অর্থাৎ কাহার অন্নকূলে আপনি বিচার করিয়া দিবেন)।’

‘ভদন্ত, গ্রাম-জনের।’

২৫. ‘কি কারণে?’

‘সে এই প্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতেই সেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে।’

‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্যন্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য

পট্টদ্বিরিং নাম-রূপং, অপিচ ততো যেষ তং নিব্বুতং, তস্মা ন যুক্তো পাপকেহি
কম্বহীতি।’

‘ভিষ্যো ওপমং কন্বোহীতি।’

- ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো দহরিং দারিকং বারেষা স্ত্বকং দদ্বা পকমেষ্য ; সা
৫ অপরা সন্ময়েন মহতী অব্ভব বরগ্গতা ; ততো অঞ্ঞা পুরিসো স্ত্বকং দদ্বা বিবাহং
করেষ্য ; ইতরো আগম্বা এবং বদেষ্য—“কিস্স পন মে ত্বং অস্তো পুরিস, ভরিয়ং
নেনীতি ?” সো এবং বদেষ্য—“নাহং তব ভরিয়ং নেমি ; অঞ্ঞা সা দারিকা দহরী,
স তয়া বারিতা চ দিন্নস্ত্বকা চ ; অঞ্ঞাং দারিকা মহতী বরগ্গতা ময়া বারিতা চ
দিন্নস্ত্বকা চা’তি।” তে বিবদমানা তব সত্তিকং আগচ্ছেষুং ; কস্স ত্বং মহারাজ,
১০ অথং ধরেষ্যাসীতি ?’
‘পুরিগঙ্গ ভত্তে’তি।’
‘কিংকারণা’তি ?’

নাম-রূপ। তথাপি তাহা পূৰ্ণ নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব সে পাপ-
কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না।’

- ১৫ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক শিশু কুমারীকে (পানি-গ্রহণের জন্য) বরণ
করিয়া, ও শুষ্ক প্রদান করিয়া (স্থানান্তরে) চলিয়া যায়, ও পরে অপর সময়ে সেই
কুমারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বড় হইয়া উঠে, এবং অনন্তর যদি অপর লোক আবার শুষ্ক
প্রদান করিয়া তাহাকে বিবাহ করে, তবে, যদি ঐ পূৰ্ণ ব্যক্তি ইহাকে আসিয়া
২০ এই রূপ বলে—“ওহে তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছ কেন ?” আর যদি দ্বিতীয়
ব্যক্তি এইরূপ বলে—“আমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছি না, তুমি যাহাকে
শুষ্ক প্রদান করিয়া বরণ করিয়াছিলে, সেই নবীন শিশু কন্যা অন্ত ; এবং আমি
যাহাকে শুষ্ক প্রদান করিয়া বরণ : করিয়াছি, সেই বয়ঃপ্রাপ্তা বড় কন্যা অন্ত ;”
ইহারা যদি পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট আগমন করে, তবে,
২৫ মহারাজ, আপনি কাহার অর্থ নির্ধারণ করিয়া দিবেন (অর্থাৎ কাহার অহুকুলে
আপনি বিচার করিয়া দিবেন) ?’

‘পূৰ্ণ ব্যক্তির।’

‘কি কারণে ?’

‘কিঞ্চিৎ নো এবং বদেয়া, অপিচ ততো য়েব সা মহতী নিব্বুত্তা’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, কিঞ্চিৎ অঞ্ঞং মারগ’ত্তিকং নাম-রূপং, অঞ্ঞং পটি-
সন্ধিম্ভিঃ নাম-রূপং, অপিচ ততো য়েব তং নিব্বুত্তং । তস্মা ন পরিবুত্তো পাণকেহি
কম্মেহীতি ।’

৫ ‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো গোপালকস্ হথতো খীরঘটং কিঞ্চিৎ
তস্মে’ব হথে নিক্খিপিত্বা পক্কমেয্য—“সে গাহেহা গমিস্সামীতি ;” তং অপরেজ্জু দধি
সম্পজ্জেষ্যা ; সো আগম্মা এবং বদেয্য—“দেহি মে খীরঘট’ত্তি ;” সো দধিঃ দস্মেয্য ;
ইতরো এবং বদেয্য—“নাহং তব হথতো দধিঃ কিণামি, দেহি মে খীরঘট’ত্তি ;” সো

১০ এবং বদেয্য—“অজ্ঞানতো তে খীরং দধি ভূত’ত্তি ;” তে বিবদমানা তব সত্তিকং
আগচ্ছেষ্যাং ; কস্স ভং মহারাজ, অথং ধারেয্যামীতি ?’

‘গোপালকস্ তত্তে’তি ।’

‘সে (বিত্তীয় ব্যক্তি) এইরূপ যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা (ঐ শিশু)
হইতেই সেই কন্যা বড় হইয়াছে ।’

১৫ ‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্যান্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য
নাম-রূপ । তথাপি তাহা পূর্ক্স নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয় । তজ্জন্য (সে) পাপ
কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক গোপালকের হস্ত হইতে দুগ্ধ-ঘট ক্রয় করিয়া
আবার তাহারই হস্তে ঐ দুগ্ধ-ঘট এই বলিয়া নিক্ষেপ করে—“আগামি কল্যা
আসিয়া গ্রহণ করিব,” এবং চলিয়া যায়, আর ঐ দুগ্ধ অপর দিবসে দধি হইয়া
যায়, তখন সে আসিয়া যদি এইরূপ বলে—“আমাকে দুগ্ধ-ঘট প্রদান কর,” আর
সেই গোপালক তাহাকে দধি দেখায়, এবং তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি এইরূপ বলে—
“আমি ত তোমার হস্ত হইতে দধি ক্রয় করিতেছি না, আমাকে দুগ্ধ-ঘট দাও,” তবে
২৫ যদি গোপালক বলে—“আমি কিছুই জানি না, তোমার দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে,”
এবং তাহার পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে যদি আপনার নিকট আগমন করে,
তবে, মহারাজ, আপনি কাহার অর্থ নির্ধারণ করিবেন ?’

‘ভদন্ত, গোপালকের ।’

‘কিষ্কারিণা’তি ?’

‘কিষ্কারিণি সো এবং বদেয়া, অপিচ ততো যেষ তং নিব্ৰুত’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, কিষ্কারিণি অঞ্ঞং মারণ’ত্তিকং নাম-রূপং, অঞ্ঞং পটিনন্ধিহিং নাম-রূপং, অপিচ ততো যেষ তং নিব্ৰুতং। তন্না ন পরিমুত্তো
৫ পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

‘কল্লো’সি ভত্তে নাগসেনা’তি ।’

৭। রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, ত্বং পন পটিনন্ধিস্সামীতি ?’

‘অলং মহারাজ, কিস্তেন পুচ্ছিতেন ? নহু ময়া পটিগচ্চে’ব অকথাং—‘সচে মহারাজ, স-উপাদানো ভবিস্সামি, পটিনন্ধিস্সামি ; সচে অহুপাদানো ভবিস্সামি,
১০ ন পটিনন্ধিস্সামীতি ।” ’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো রঞ্ঞো অধিকারং কয়েয়া, রাজা তুট্টো

‘কি কারণে ?’

‘সে এই প্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা (দ্রষ্ট) হইতেই তাহা (দধি)
১৫ উৎপন্ন হইয়াছে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্য্যন্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য নাম-রূপ। তথাপি, তাহা (পরবর্তী নাম-রূপ) তাহা (পূর্ব নাম-রূপ) হইতেই হইয়া থাকে। তজ্জন্য (সে) পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে না।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

২০ নাগসেন আবার জন্মগ্রহণ করিবেন কি না।

৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি আবার জন্মগ্রহণ করিবেন ?’

‘মহারাজ, আবার তাহা প্রশ্ন করিতেছেন কেন ? আমি ত পূর্বেই (২.১.৪৬) বলিয়াছি মহারাজ, যদি আসক্তি-বৃত্ত হই, তবে আবার জন্ম গ্রহণ করিব, আর যদি না হই, তবে করিব না।’

২৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, (মনে করুন) কোন লোক রাজার কার্য্য (‘অধিকার’)

অধিকার হইবে ; সে তেন অধিকারেণ পঞ্চাশি কাশ্যপুণেহি সমপ্নিতো সমদ্বিত্তো
পরিচর্যেযা ; সে চে জনস্ স জারোচেযা—“ন মে রাজা কিঞ্চি পটিকরোতীতি,” কিম্
খো সে মহারাজ, পুরিসো যুক্তকারী ভবেযা’তি ?

‘নহি ভস্তে’তি ।’

- ৫ ‘এবমেব ধো মহারাজ, কিস্তে এতেন পুহিতেন ? নহু ময়া পটিগজে’ব অকুখাতঃ—
“সচে স-টপাদানো ভবিস্‌সামি, পটিসন্দহিস্‌সামি ; সচে অহুপাদানো ভবিস্‌সামি
ন পটিসন্দহিস্‌সামীতি ।” ’

‘কনো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

- ৮। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি নাম-রূপ’স্তি, তথ কতমং নামং,
১০ কতমং রূপ’স্তি ?
‘যং তথ মহারাজ, ওলারিকং, এতং রূপং ; যে তথ সূখমা চিত্তচেতসিকা ধম্মা,
এতং নাম’স্তি ।’

- করিবে ; রাজা তুষ্টি হইয়া তাহাকে কার্য্য প্রদান করিবেন, এবং সেই কার্য্য দ্বারা
তাহাকে পঞ্চবিধ বিষয় সূত্র সমর্পিত হওয়ার, সে তৎসম্পন্ন হইয়া (রাজার) পরিচর্যা
১৫ করিবে । এখন যদি মহারাজ, সে লোককে বলে—“রাজা আমার কিছু প্রতীকার
(উপায়) করিতেছেন না,” তবে কি সেই লোক যুক্তকারী হইবে ?

‘না ভদন্ত ।’

‘এই রূপই মহারাজ, আপনার তাহা প্রশ্ন করিয়া কি হইবে ? আমি ত পূর্বেই
বলিয়াছি, যদি আসক্তি-যুক্ত হই, তবে জন্ম গ্রহণ করিব ; আর না হই, করিব না ।’

- ২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

নাম ও রূপ কি ?

- ৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি নাম-রূপ বলিতেছেন,
সেখানে ‘নাম’ কি, এবং ‘রূপই’ বা কি ?’
‘সেখানে মহারাজ, বাহা বুল (‘ওদারিক’), তাহা ‘রূপ’ ; এবং বাহা সূক্ষ্ম চিত্ত-
২৫ চৈতসিক ধর্ম্ম, তাহা ‘নাম’ ।’

‘ভস্তু নাগসেন, কেন কারণে নামঃ য়েব ন পটিনন্দহতি, রূপং য়েব বা’তি ?

‘অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদসিতা মহারাজ, এতে ধম্মা, একতো’ব উল্পজ্জহীতি।’

ওপমং করেহীতি।’

৫ ‘যথা, মহারাজ, কুক্কটীরা কলস’ ন ভবেযা, অণ্ডম্’পি ন ভবেযা ; যঞ্চ তথ কলসং, যঞ্চ
অণ্ডং, উভো’পে’তে অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদসিতা, একতো’ব নেসং উল্পত্তি হোতি ; এবমেব
খো মহারাজ, যদি তথ নামঃ ন ভবেযা, রূপম্’পি ন ভবেযা ; যঞ্চ’ব তথ নামং
যঞ্চ’ব রূপং, উভো’পে’তে অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদসিতা, একতো’ব নেসং উল্পত্তি হোতি।
এবমেতং দীঘমদ্ধানং সম্ভাবিত’ত্তি।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি।’

১০ ৯। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যম্পনে’তং ত্রাসি—দীঘমদ্ধান’ত্তি, কিমেতং
অদ্ধানং নায়া’তি ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, ইহার কারণ কি যে, কেবল নামই জন্ম গ্রহণ করে না, বা কেবল
রূপই জন্মগ্রহণ করে না ?’

‘মহারাজ, এই নাম-রূপ ধর্ম্মদ্বয় অন্যান্যাপ্রিত ; ইহার একত্রই উৎপন্ন হয়।’

১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন।’

‘যেমন, মহারাজ কুক্কুটীর (পৃথক্) কলল ও (প্রথমাবস্থার জগ) হয় না, (পৃথক্)
অণ্ডও হয় না ; কিন্তু সেখানে যে কলল ও অণ্ড, ইহার উভয়েই অন্যান্যাপ্রিত,
এবং একসঙ্গেই তাহাদের উৎপত্তি হয় ; এইরূপই মহারাজ, সেখানে যদি নাম না
হয়, রূপও হইবে না ; সেখানে যে নাম ও রূপ, ইহার অন্যান্যাপ্রিত ; এক সঙ্গেই

২০ ইহাদের উৎপত্তি হয় ;—এই প্রকারই ইহা দীর্ঘ কাল হইতে সম্ভাবিত হইতেছে।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

কাল।

২১ রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি দীর্ঘ কালের কথা বলিতে
ছেন এই, কাল কি ?’

‘অতীতো মহারাজ, অতীত, অনাগতো অতীত, পক্ষগুণো অতীত।’

‘কিম্বদন্তে অতীত অতীত ?’

‘কোচি মহারাজ, অতীত অতীত, কোচি ন’অতীত।’

‘কতমো পন ভন্তে, অতীত, কতমো ন’অতীত ?’

- ১৫ ‘যে তে মহারাজ, সম্ভাৱা অতীত বিগত নিরুদ্ধ বিপরিগত, সো অতীত ন’অতীত ; যে ধম্মা বিপাক, যে চ বিপাকধম্মা, যে চ অঞ্ঞতর-পটিসন্ধি দেত্তি, সো অতীত অতীত ; যে সত্তা কালকতা অঞ্ঞতর উত্তর, সো চ অতীত অতীত ; যে সত্তা কালকতা অঞ্ঞতর অতীত, সো অতীত ন’অতীত ; যে চ সত্তা পরিনিব্বুতা, সো চ অতীত ন’অতীত পরিনিব্বুতা’তি।’

- ১০ ‘কম্মো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

ছুতিয়ো বগ্গো ।

‘মহারাজ, অতীত, অনাগত ও বর্তমান কাল।’

‘ভদন্ত, কাল কি আছে ?’

‘মহারাজ, কোন কাল আছে, কোন কাল নাই।’

- ১৫ ‘কোন্ কাল আছে, আর কোন্ কাল নাই ?’

‘মহারাজ, যে সকল সংস্কার অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ ও বিপরিগত (অর্থাৎ পরিণাম ফল প্রসব করিয়াছে), তাহাদের আর কাল নাই। যে-সকল ধর্মের বিপাক আছে (কিন্তু শেষ হইয়া যায় নাই), যে-সকল ধর্ম অপর কোন ধর্মের বিপাকে উৎপন্ন, ও যে-সকল ধর্ম অপর জন্ম প্রদান করে, তাহাদের কাল আছে। যে-সকল জীব মৃত

- ২০ হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরও কাল আছে, কিন্তু যে-সকল জীব মৃত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের কাল নাই। যে-সকল জীব পরিণির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও কাল নাই, কেন না তাহারা “পরিণির্বাণ” প্রাপ্ত হইয়াছে।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দাঁক !’

ইতি দ্বিতীয় বগ্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, অতীতস্ অকানস্ কিং মূলং, অনাগতস্ অকানস্ কিং মূলং, পক্ষুন্নস্ অকানস্ কিং মূল’তি ?’

‘অতীতস্ চ মহারাজ, অকানস্, অনাগতস্ চ অকানস্, প্রক্ষুন্নস্ চ অকানস্ অবিজ্ঞা মূলং,—অবিজ্ঞাপক্ষ্য সজ্জায়া, সজ্জাপক্ষ্য বিঞ্ঞাং, বিঞ্ঞাপক্ষ্য নামরূপং, নামরূপপক্ষ্য সলায়তনং, সলায়তনপক্ষ্য ফন্সো, ফন্সপক্ষ্য বেদনা বেদনাপক্ষ্য তপ্হা, তপ্হাপক্ষ্য উপাদানং, উপাদানপক্ষ্য ভবো, ভবপক্ষ্য জাতি, জাতিপক্ষ্য জরা-মরণং শোক-পরিদেব-হৃৎখ-দোষনস্-উপায়াসা সম্ভবন্তি । এবমেতস্ কেবলস্ হৃৎখক্ষ্ণস্ অকানস্ পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !

১০ ২। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, য্প্পনে’তং ত্রুদি—‘পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,’ তস্ ওপম্মং করোহীতি ।’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

তৃতীয় বর্গ ।

কালত্রয়ের মূল ।

১০ ১। রাজা বহিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, অতীত কালের মূল কি, অনাগত কালের মূল কি, ও বর্তমান কালের মূল কি ?’

‘মহারাজ, অতীত কালের, অনাগত কালের ও বর্তমান কালের মূল অবিদ্যা । অবিদ্যা-কারণ হইতে সংস্কার, সংস্কার-কারণ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-কারণ হইতে নাম-রূপ, নাম-রূপ-কারণ হইতে যড়ায়তন, যড়ায়তন-কারণ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-

২০ কারণ হইতে বেদনা, বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-কারণ হইতে উপাদান, উপাদান-কারণ হইতে ভব, ভব-কারণ হইতে জাতি, এবং জাতি-কারণ হইতে জরা-মরণ শোক-পরিদেবনা হৃৎখ-দোষনস্যা ও উপায়াস উৎপন্ন হয় । এইরূপে এই সমগ্র হৃৎখ-রাশি-রূপ কালের পূর্ব কোটি (অর্থাৎ প্রথম অগ্র,—মূল) জানা যায় না ।

‘ভদন্ত নাগসেন, ‘আপনি দক্ষ !’

২৫

কালের পূর্বকোটি জানা যায় না ।

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—‘পূর্ব কোটি কি, জানা যায় না (২.৩.৫১),’ অত্হার উপমা (প্রদান) করুন ।

‘যথা, মহারাজ, পুরিসো পরিভ্রং বীজং পঠবিয়ং নিক্ষিপেয্য; ততো অকুরো উট্ঠহিহা অমুপব্বেন বুদ্ধিং বিরুলহিং বেপুলং আপজ্জিহা ফলং দদেয্য; ততো’পি বীজং গহেহা পুন রোপেয্য, ততো’পি অকুরো উট্ঠহিহা অমুপব্বেন বুদ্ধিং বিরুলহিং বেপুলং আপজ্জিহা ফলং দদেয্য;—এবং এতিস্সা সত্ততিয়া অথি অস্তো’তি ?’

৫ ‘ন’থি ভত্তে’তি।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অন্ধানস্সাপি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং কৰোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুকুটিয়া অণ্ডং, অণ্ডতো কুকুটী, কুকুটিয়া অণ্ড’তি,—এবং এতিস্সা সত্ততিয়া অথি অস্তো’তি ?’

১০ ‘ন’থি ভত্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অন্ধানস্সাপি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং কৰোহীতি ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন পুরুষ ক্ষুদ্র বীজ পৃথিবীতে নিক্ষেপ অর্থাৎ রোপণ করে, তবে তাহা হইতে অকুর উখিত হইয়া অমুক্রমে বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বৈপুল্য
১৫ প্রাপ্ত হইবে, এবং ফল দান করিবে। তাহা হইতে বীজ গ্রহণ করিয়া যদি পুনর্বার রোপণ করে, তবে তাহা হইতেও অকুর উখিত হইয়া অমুক্রমে বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হইবে, এবং ফল দান করিবে। এইরূপে এই প্রবাহের অন্ত আছে কি ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘এইরূপই মহারাজ কালেরও পূর্ব কোটি কি, জানা যায় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুকুটী হইতে অণ্ড হয়, অণ্ড হইতে কুকুটী, কুকুটী হইতে অণ্ড,—
এইরূপ এই যে প্রবাহ, ইহার কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘এইরূপই মহারাজ, কালেরও পূর্ব কোটি জানা যায় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

থেরো পঠবিয়া চক্কং আলিখিহা মিলিন্দং রাজানং এতদবোচ—‘অখি মহারাজ, ইমদস চক্কদস অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ইমানি চক্কানি বৃত্তানি ভগবতা—চক্কখু পট্টচ্চ রূপে চ
৫ উল্লজ্জতি চক্কখুবিঞঞাণং, তিথং সঙ্গতি ফদসো, ফদসপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তগ্হা, তগ্হাপচ্চয়া কস্মং, কস্মতো পুন চক্কং জায়তি ;—এবমেতিদস্মা সত্ততিয়া অখি অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘সোতক্ক পট্টচ্চ সন্দে চ—পে—,মনক্ক পট্টচ্চ ধম্মে চ উল্লজ্জতি মনোবিঞঞাণং,
১০ তিথং সঙ্গতি ফদসো, ফদসপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তগ্হা, তগ্হাপচ্চয়া কস্মং, কস্মতো পুন মনো জায়তি ;—এবমেতিদস্মা সত্ততিয়া অখি অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অক্কানদস্মাপি পুরিমা কোটি ন পঞঞায়তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১৫ স্ববির পৃথিবীতে একটি চক্র (বৃত্ত) লিখিয়া রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, এই চক্রের অন্ত আছে কি ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ এই সমস্ত চক্র বলিয়াছেন—চক্ক ও রূপ-কারণ
হইতে চক্কুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; (চক্ক, রূপ ও চক্কুবিজ্ঞান, এই) তিনের সম্মিলনে স্পর্শ ;
২০ স্পর্শ-কারণ হইতে বেদনা ; বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা ; তৃষ্ণা-কারণ হইতে কৰ্ম্ম ,
এবং কৰ্ম্ম হইতে আবার চক্ক উৎপন্ন হয় । এই প্রকার এই প্রবাহের কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘শ্রোত্র ও শব্দ-হেতুক শ্রোত্রবিজ্ঞান, ... ইত্যাদি পূর্ববৎ ; মন ও (মানসিক)
ধৰ্ম্ম-কারণ হইতে মনোবিজ্ঞান ; (মন, ধৰ্ম্ম ও মনোবিজ্ঞান, এই) তিনের সম্মিলনে স্পর্শ ;
২৫ স্পর্শ-কারণ হইতে বেদনা ; বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা ; তৃষ্ণা-কারণ হইতে কৰ্ম্ম ; এবং
কৰ্ম্ম হইতে আবার মন জাত হয় । এইরূপ এই প্রবাহের কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কালেরও পূর্ব কোটি জানা যায় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি—‘পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,’ কতমা চ সা পুরিমা কোটিতি ?’

‘যো খো মহারাজ, অতীতো অন্ধা, এয়া পুরিমা কোটিতি ।’

‘ভস্মে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি—‘পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,’ কিম্পন
৫ ভস্মে, সৰ্ব্বা’পি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কাচি মহারাজ, পঞ্ঞায়তি, কাচি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কতমা ভস্মে, পঞ্ঞায়তি, কতমা ন পঞ্ঞায়তীতি ?’

‘ইত্তে পুৰ্বে মহারাজ, সৰ্ব্বেন সৰ্বং সৰ্বথা সৰ্বং অবিজ্জা নাহোপীতি—এসা
পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তি । যং অহুত্বা সম্ভোতি, হুত্বা পটিগচ্ছতি,—এসা পুরিমা

১০ কোটি পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভস্মে নাগসেন, যং অহুত্বা সম্ভোতি, হুত্বা পটিগচ্ছতি, নহু তং উত্ততো ছিন্নং অথং
গচ্ছতীতি ?’

‘যদি মহারাজ, উত্ততো ছিন্না অথং গচ্ছতি, উত্ততো ছিন্না সন্ধা বড্ঢ়েতু’ত্তি ?’

কালের পূর্বকোটি কি ?

১৫ ৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—
‘পূর্বকোটি জানা যায় না,’ এই ‘পূর্বকোটি’ কি ?’

‘যাহা অতীত কাল, ইহাই ‘পূর্বকোটি’ মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—‘পূর্বকোটি জানা যায়
না,’ তাহা কি সমস্ত পূর্বকোটিই জানা যায় না ?’

২০ ‘কোনটি যায়, কোনটি জানা যায় না ।’

‘কোনটি জানা যায়, আর কোনটি জানা যায় না ?’

‘ইহার পূর্বে মহারাজ, সৰ্ব্বাকারে সৰ্ববস্তুই সৰ্বপ্রকারে অবিদ্যা-রূপে ছিল ;
ইহার পূর্বকোটি জানা যায় না । যে বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে হইয়া আবার
বিলীন হয়, ইহার পূর্বকোটি জানা যায় ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, যে বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে হইয়া আবার বিলীন হইয়া থাকে,
তাহা ত উভয় দিকে ছিন্ন হইয়া অন্তগত হয় ?’

‘মহারাজ, যদি উভয় দিকে ছিন্ন হইয়া অন্তগত হয়, তবুও কি তাহাকে বর্ধিত করা
যাইতে পারে ?’

‘আম ; সাগি সকা বড়চেতু’তি । নাহ ; ভন্তে, এক পুছানি—কোটিতো সকা বড়চেতু’তি ।’

‘আম ; সকা বড়চেতু’তি ।’

‘উপন্ন করোহীতি ।’

- ৫ খেরো তন্স কক্খুপমং অবাসি,—‘ধক্কা চ কেবলস্ হক্খ-ক্খক্খস্ বীঝানীতি ।’
‘কন্নো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৪। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অখি কেচি সন্নারা, যে জায়ন্তীতি ।’

‘আম মহারাজ ; অখি সন্নারা, যে জায়ন্তীতি ।’

‘কতমে তে ভন্তে’তি ?’

- ১০ ‘চক্খুস্মিঞ্চ খো মহারাজ, সতি রূপেহু চ, চক্খুবিঞ্ঞাণং হোতি ; চক্খুবিঞ্ঞাণে
সতি চক্খুসন্ফন্সো হোতি ; চক্খুসন্ফন্সে সতি বেদনা হোতি ; বেদনায় সতিতগ্হা

‘হী ; তাহা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে । (যাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ইহাকে যে সেই)
কোটি হইতে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ।’

‘হী ; তাহাকে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে ।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) ককন ।’

হুবির তাঁহাকে ব্রহ্মোপমা প্রদর্শন করিলেন, (ও বলিলেন রূপ-বেদনা-প্রভৃতি)
ককসমূহই সমগ্র দুঃখরাশির বীজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্খ !’

সংস্কার ।

- ২০ ৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এরূপ কোন সংস্কার-সমূহ কি আছে, যাহারা
উৎপন্ন হয় ?’

‘হী মহারাজ ; উৎপন্ন হয়, এরূপ সংস্কার-সমূহ আছে ।’

‘ভদন্ত তাহারা কি ?’

- ‘চক্খু ও রূপ থাকিলে মহারাজ, চক্খুবিজ্ঞান হয়, চক্খুবিজ্ঞান থাকিলে চক্খু-সংস্পর্শ
২৫ হয়, চক্খু-সংস্পর্শ থাকিলে বেদনা, বেদনা থাকিলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থাকিলে উপাদান, উপাদান

হোতি ; তৎসংস্কার সতি উপাদানং হোতি ; উপাদানে সতি ভবে হোতি ; ভবে সতি জাতি হোতি ; জাতিয়া সতি জরা-মরণং শোক-পরিদেব-হৃৎ-দোমনস-উপায়াস সম্ভবতি ।—এবমেতন্স কেবলসংস্কার-হৃৎ-কৃৎসংস্কার সমুদয়ো হোতি । চক্ষুঃসংস্কারেণ মহারাজ, অসতি, রূপেহ চ অসতি, চক্ষুঃসংস্কারেণ ন হোতি ; চক্ষুঃসংস্কারেণ অসতি চক্ষুঃসংস্কারো ন হোতি ; চক্ষুঃসংস্কারে অসতি বেদনা ন হোতি ; বেদনায় অসতি তৎসংস্কার ন হোতি ; তৎসংস্কার অসতি উপাদানং ন হোতি ; উপাদানে অসতি ভবে ন হোতি ; ভবে অসতি জাতি ন হোতি ; জাতিয়া অসতি জরা-মরণং শোক-পরিদেব-হৃৎ-দোমনস-উপায়াস ন হোতি ।—এবমেতন্স কেবলসংস্কার-হৃৎ-কৃৎসংস্কার নিরোধো হোতীতি ।’

১০. ‘কল্লো’সি ভত্তে নাগসেনা’তি !’

৫। রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, অথি কেচি সন্নারা, যে অভবন্তা জায়ন্তীতি ?’
‘ন’থি মহারাজ, কেচি সন্নারা, যে অভবন্তা জায়ন্তীতি ; ভবন্তা য়েব থো মহারাজ, সন্নারা জায়ন্তীতি ।’

থাকিলে ভব, ভব থাকিলে জাতি, এবং জাতি থাকিলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা,
১৫ হৃৎ, দোমনস্ত ও উপায়াস হয় । এইরূপে এই সমগ্র হৃৎখরাশির উদয় হয় । আবার চক্ষু ও রূপ না থাকিলে মহারাজ, চক্ষুঃসংস্কার হয় না, চক্ষুঃসংস্কার না থাকিলে চক্ষুঃ-সংস্পর্শ হয় না, চক্ষুঃ-সংস্পর্শ না থাকিলে বেদনা হয় না, বেদনা না থাকিলে তৃষ্ণা হয় না, তৃষ্ণা না থাকিলে উপাদান হয় না, উপাদান না থাকিলে ভব হয় না, ভব না থাকিলে জাতি হয় না, এবং জাতি না থাকিলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, হৃৎ, দোমনস্ত ও উপায়াস হয় না ; এইপ্রকার এই সমগ্র হৃৎখরাশির নিরোধ হয় ।’
‘ভদন্ত নাগসেনে আপনি দক্ষ !’

সংস্কার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না ।

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন সংস্কার-সমূহ আছে, বাহারা (কারণ-সম্বন্ধ) না হইয়া জাত হয় ?’
‘না মহারাজ, এমন কোন সংস্কার-সমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয় ; মহারাজ, সংস্কার সমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘ওপন্নং করোহীতি।’

‘তং কিং মন্ত্রোঃ মহারাজ ?—ইদং গেহং অভবন্ত জাতং, যথ তং নিসিদ্ধো’সীতি ?’

‘ন’থি কিকি জন্তে, ইদং অভবন্ত জাতং, ভবন্তং যেষ জাতং ; ইমানি যো ভন্তে, দারুণি বনে অহেন্তং, অরঞ্চ মন্তিকা পঠবিয়ং অহোদি, ইথীনঞ্চ পুরিসানঞ্চ তজ্জন নাম্মমেন এবমিদং গেহং নিব্বত্ত’স্তি।’

‘এবমেব যো মহারাজ, ন’থি কেচি সন্নারা, যে অভবন্তা জায়ন্তি ; তবন্তা যেষ সন্নারা জায়ন্তীতি।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং করোহীতি।’

১০ ‘যথা, মহারাজ, যে কেচি বীজগাম-ভূতগামা পঠবিয়ং নিকথিতা অল্পপূরবেন বুদ্ধিঃ বিরুল্লং বেপুল্লং আপজ্জমানা পুপ্পানি চ ফলানি চ দদেয়াং, ন তে রুক্থা অভবন্তা জাতা, ভবন্তা যেষ তে রুক্থা জাতা। এবমেব যো মহারাজ, ন’থি কেচি সন্নারা যে অভবন্তা জায়ন্তি, ভবন্তা যেষ তে সন্নারা জায়ন্তীতি।’

‘উপমা (প্রদান) করুন।’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—এই যে গৃহ, যাহাতে আপনি উপবেশন করিয়া আছেন, তাহা কি না হইয়া জাত হইয়াছে ?’

‘না ভদন্ত, এখানে এমন কিছু নাই, যাহা না হইয়া জাত হইয়াছে, কিন্তু হইয়াই জাত হইয়াছে। ভদন্ত, এই সকল কাষ্ঠ বনে ছিল, এই মৃত্তিকা পৃথিবীতে ছিল, (পরে) স্ত্রী ও পুরুষগণের পরিশ্রমে এই প্রকার এই গৃহ হই-

২০ য়াছে।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার সমূহ নাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয়।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, যে-কোন বীজ ও তৃণশুল্কাদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ রোপিত হয়, তাহারা অনুরূপে বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়া পুষ্প-ফল প্রদান করিবে ; সেই সকল বৃক্ষ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই তাহারা জাত হইয়াছে। এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কারসমূহ নাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয়।’

‘ভিষ্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুন্তকারো পৃথিবী পৃথিবী উদ্ধৃতি নানাবিধ করোতি ; ন তানি ভাষ্যানি ভাষ্যানি ভাষ্যানি, ভাষ্যানি যেন ভাষ্যানি । এবমেব খো মহারাজ, ন’খি কেচি সঙ্খারা, যে অভবন্তা জায়ন্তি ; ভবন্তা যেন সঙ্খারা জায়ন্তীতি ।’

৫ ‘ভিষ্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, বীণার পত্রং ন সিয়া, চন্দ্রং ন সিয়া, দ্রোণী ন সিয়া, দণ্ডো ন সিয়া, উপবীণো ন সিয়া, তস্ত্রিয়ো ন সিয়া, কোণো ন সিয়া, পুরিসস্ চ তজ্জো বায়ামো ন সিয়া, জায়ন্ত্য সন্দো’তি ।’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

১০ ‘যতো চ খো মহারাজ, বীণার পত্রং সিয়া, চন্দ্রং সিয়া, দ্রোণী সিয়া, দণ্ডো সিয়া, উপবীণো সিয়া, তস্ত্রিয়ো সিয়া, কোণো সিয়া, পুরিসস্ চ তজ্জো বায়ামো সিয়া, জায়ন্ত্য সন্দো’তি ।’

‘আম ভন্তে ; জায়ন্ত্য’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি কেচি সঙ্খারা, যে অভবন্তা জায়ন্তি ; ভবন্তা যেন খো

১৫ সঙ্খারা জায়ন্তীতি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুন্তকার পৃথিবী হইতে পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়া নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে ; সেই সমস্ত পাত্র না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হয় । এইরূপই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার সমূহ নাই, যাহার না হইয়া জাত হয় ;

২০ সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, বীণার যদি পত্র, চন্দ্র, দ্রোণী, দণ্ড, উপবীণ, তস্ত্রী ও কোণ (মেজরাক) না থাকে, এবং পুরুষের যন্ত্র না হয়, তবে কি তাহার শব্দ জাত হইবে ?’

‘না ভবন্ত ।’

২৫ ‘যদি মহারাজ, বীণার পত্র, চন্দ্র, দ্রোণী, দণ্ড, উপবীণ, তস্ত্রী ও কোণ থাকে, এবং পুরুষের যন্ত্র হয়, তবে কি তাহার শব্দ জাত হইবে ?’

‘হাঁ ভবন্ত ; জাত হইবে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কারসমূহ নাই, যাহার না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘তিথ্যো ওপহং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, অরুণি ন সিয়া, অরুণিপোতকো ন সিয়া, অরুণিবোতকং ন সিয়া, উত্তরারুণি ন সিয়া, চোলকং ন সিয়া, পুরিসঙ্গ চ তজ্জো বায়ামো ন সিয়া, জায়েয়া অগুণীতি ?’

৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যতো চ খো মহারাজ, অরুণি সিয়া, অরুণিপোতকো সিয়া, অরুণিবোতকং সিয়া, উত্তরারুণি সিয়া, চোলকং সিয়া, পুরিসঙ্গ চ তজ্জো বায়ামো সিয়া, জায়েয়া সো অগুণীতি ?’

‘আম ভন্তে ; জায়েয়া’তি ।’

১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি সম্ভায়া, যে অবস্তা জারিত্তি ; তবস্তা যেব খো সম্ভায়া জারিত্তি ।’

‘তিথ্যো ওপহং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, মণি ন সিয়া, আতাপো ন সিয়া, গোময়ং ন সিয়া, জায়েয়া সো অগুণীতি ?’

১৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি (অগ্নিমহনের) অরুণি (মহন কাঠ), অরুণি-পোতক (ঐ ক্ষুদ্রকাঠ) অরুণি-বোতক (বন্ধনরজ্জু), উত্তরারুণি (ঐ কাঠ বিশেষ), ও বস্ত্র না থাকে, এবং পুরুষের যজ্ঞ না হয়, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

২০ ‘না ভদ্রস্ত ।’

‘আর যদি মহারাজ, অরুণি, অরুণিপোতক, অরুণি-বোতক, উত্তরারুণি ও বস্ত্র থাকে, এবং পুরুষের যজ্ঞ হয়, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

‘ইহা ভদ্রস্ত ; জাত হইবে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কার সমূহ নাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ;

২৫ সংস্কার সমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি মণি (অরুণাক্ত) না থাকে, রৌদ্র না থাকে, ও গোময় না থাকে, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

- ‘যতো চ খো মহারাজ, মণি সিন্না, আতপো সিন্না, গোময় সিন্না, জায়েব্যা অঙ্গীতি ?’
 ‘আম ভন্তে ; জায়েব্যা’তি ।’
 ‘এষমেব খো মহারাজ, ন’খি কেচি সন্খারা, যে অভবত্তা জায়ন্তি ; ভবত্তা য়েব খো সন্খারা জায়ন্তীতি ।’
- ৫ ‘ভিয়ো ওপস্ম করোহীতি ।’
 ‘যথা, মহারাজ, আদাসো ম সিন্না, আভা ন সিন্না, মুখং ন সিন্না, জায়েব্যা অত্তা’তি ।’
 ‘নহি ভন্তে’তি ।’
 ‘যতো চ খো মহারাজ, আদাসো সিন্না, আভা সিন্না, মুখং সিন্না, জায়েব্যা অত্তা’তি ।’
 ‘আম ভন্তে ; জায়েব্যা’তি ।’
- ১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি সন্খারা যে অভবত্তা জায়ন্তি ; ভবত্তা য়েব খো সন্খারা জায়ন্তীতি ।
 ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

- ‘আর যদি মহারাজ, মণি থাকে, রৌদ্র থাকে, ও গোময় থাকে, তবে আমি জাত হইবে ?’
- ১৫ ‘হাঁ ; উৎপন্ন হইবে ।’
 ‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কার সমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয়, সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয়’
 ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’
 ‘মহারাজ, যদি আদর্শ না থাকে, আভা না থাকে, এবং মুখ না থাকে, তবে কি
- ২০ তাহাতে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জাত হইবে ?’
 ‘না ভদ্র ।’
 ‘আর যদি মহারাজ, আদর্শ থাকে, আভা থাকে, ও মুখও থাকে, তবে কি তাহাতে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জাত হইবে ?’
 ‘হাঁ হইবে ?’
- ২৫ ‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কারসমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয়, কিন্তু সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’
 ‘ভদ্র নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

৩০। রাজা আহ—‘তবে নাগসেন, যেদু উপলব্ধীতি?’

‘কো পনে’সো মহারাজ, বেদগু নাবা’তি?’

‘সো’ তব্বে, অস্তিত্বের জীবো চক্খুনা রূপং পদসতি, সোতেন মলং সুগাতি
বাণেন গরুং যারতি, জিব্হার রসং সারতি, কারেন কোট্টব্বং কুসতি,

৫ মননা ধম্মং বিজ্ঞানাতি। যথা ময়ং ইধ পাসাদে মিসিরা যেন যেন বাতপানেন
ইচ্ছেয়াম পদসিতুং, তেন তেন বাতপানেন পদসেয়াম;—পুথিমেন’পি বাতপানেন
পদসেয়াম, পচ্ছিমেন’পি বাতপানেন পদসেয়াম, উত্তরেন’পি বাতপানেন পদসেয়াম,
দক্ষিমেন’পি বাতপানেন পদসেয়াম; এবমেব খো ভব্বে, অয়ং অব্ভত্তরে জীবো
যেন যেন দ্বারেন ইচ্ছতি পদসিতুং, তেন তেন দ্বারেন পদসত্তীতি।’

১০ খেরো আহ—‘পঞ্চদ্বারং মহারাজ, ভগিস্‌সামি, তং সুগাহি, সাধুকং মনসি
করোহি—যদি অব্ভত্তরে জীবো চক্খুনা রূপং পদসতি, যথা ময়ং ইধ পাসাদে
মিসিরা যেন যেন বাতপানেন ইচ্ছেয়াম পদসিতুং, তেন তেন বাতপানেন রূপংযেব
পদসেয়াম, পুথিমেন’পি বাতপানেন রূপং, য়েব পদসেয়াম, পচ্ছিমেন’পি

বেতার (অর্থাৎ আত্মার) উপলব্ধি হয় কি না ?

১৫ ৬। রাজা বলিলেন—‘তদন্ত নাগসেন, বেতার (জাতার অর্থাৎ আত্মার) কি
উপলব্ধি হয়?’

‘মহারাজ, এ বেতা আবার কে ?

‘এই যে অভ্যন্তরে জীব, যে চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র-দ্বারা শব্দ শ্রবণ
করে, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা-দ্বারা রস আশ্বাদ করে, শরীরের (ছকের)

২০ দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, ও মনের দ্বারা (সুখাদি) ধর্মকে জানে। যেমন,
আমরা এই প্রাসাদে উপবেশন করিয়া যে-যে বাতায়নের দ্বারা ইচ্ছা করি, তাহা দ্বারাই
দর্শন করিতে পারি,—পূর্বদিকের বাতায়নের দ্বারাও দর্শন করি, পশ্চিমদিকের বাতা-
য়নের দ্বারাও দর্শন করি, উত্তরদিকের বাতায়নের দ্বারাও দর্শন করি, ও দক্ষিণদিকের
বাতায়ন দ্বারাও দর্শন করি, এইরূপই এই অভ্যন্তরে জীব যে-যে দ্বারের দ্বারা দেখিতে
২৫ ইচ্ছা করে, তাহা দ্বারাই দর্শন করে।’

‘স্বমিহ কহিলেন—‘মহারাজ, আমি পঞ্চদ্বার অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিষয়ে আপনাকে
বলিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন, ও ভাল করিয়া তাহা মনে করুন:—

‘যদি অভ্যন্তরে জীব চক্ষু-দ্বারা রূপ দর্শন করে, তবে, যেমন আমরা এই প্রাসাদে
উপবিষ্ট হইয়া যে-যে বাতায়নের দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি, সেই-সেই বাতায়নের দ্বারা

- বাতপানেন রূপংযেব পদসেয্যাম, দক্খিনেন'পি বাতপানেন রূপংযেব পদসেয্যাম, এবমেতেন অবতন্তরে জীবেন চক্খুনাপি রূপংযেব পদসিতব্ং, সোতেন'পি রূপংযেব পদসিতব্ং, ঘাণেন'পি রূপংযেব পদসিব্ং, জিব্হায়'পি রূপংযেব পদসিতব্ং, কায়েন'পি রূপংযেব পদসিতব্ং, মনসাপি রূপংযেব পদসিতব্ং ; চক্খুনাপি
- ৫ সন্দোযেব সোতব্ং, ঘাণেন'পি সন্দোযেব সোতব্ং, জিব্হায়'পি সন্দোযেব সোতব্ং, কায়েন'পি সন্দোযেব সোতব্ং, মনসাপি সন্দোযেব সোতব্ং ; চক্খুনাপি গন্ধোযেব ঘায়িতব্ং, সোতেন'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্ং, জিব্হায়'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্ং, কায়েন'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্ং, মনসাপি গন্ধোযেব ঘায়িতব্ং ; চক্খুনাপি রসোযেব সায়িতব্ং, সোতেন'পি রসোযেব সায়িতব্ং, ঘাণেন'পি
- ১০ রসোযেব সায়িতব্ং, কায়েন'পি রসোযেব সায়িতব্ং, মনসাপি রসোযেব সায়িতব্ং ; চক্খুনাপি ফোট্ঠব্ংযেব ফুসিতব্ং, সোতেন'পি ফোট্ঠব্ংযেব ফুসিতব্ং, ঘাণেন'পি ফোট্ঠব্ংযেব ফুসিতব্ং, জিব্হায়'পি ফোট্ঠব্ংযেব ফুসিতব্ং, মনসাপি ফোট্ঠব্ংযেব ফুসিতব্ং ; চক্খুনাপি ধম্মংযেব বিজানিতব্ং, সোতেনাপি ধম্মংযেব বিজানিতব্ং, ঘাণেন'পি ধম্মংযেব বিজানিতব্ং, জিব্হায়'পি
- ১৫ ধম্মংযেব বিজানিতব্ং, কায়েন'পি ধম্মংযেব বিজানিতব্ং'স্তি ?
- ‘নহি ভত্তে'তি ।’

- কেবল রূপই দর্শন করিয়া থাকি, — পূর্বাধিকারও বাতায়ন-দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, পশ্চিমাধিকারও বাতায়ন দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, উত্তরাধিকারও বাতায়ন-দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, এবং দক্ষিণাধিকারও বাতায়ন দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া
- ২০ থাকি, সেইরূপ অন্তঃসত্ত্বা জীব কি চক্ষু-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, শ্রোত্র-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, ঘ্রাণ-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, জিহ্বা-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, শরীরের দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, এবং মন-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে ? এইরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, শরীর ও মন—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি শব্দকেই শ্রবণ করিবে, বা গন্ধকেই ঘ্রাণ করিবে, বা রসকেই আশ্বাদ করিবে, বা স্পর্শনী
- ২৫ য়কেই স্পর্শ করিবে, বা (সুখাদি) ধর্মকেই জানিবে ?
- ‘না ভদন্ত ।’

‘ন খো তে মহারাজ, বুদ্ধতি পুরিয়েন বা পচ্ছিমং, পচ্ছিয়েন বা পুরিয়েন ।

- ‘যথা বা পন মহারাজ, ময়ং ইথ পাসাদে নিসিন্না ইমেসু জালবাত্তপানেসু উগ্গাটিতেসু মহন্তেন আকাশেন বহিমুখা সূট্ঠুতরং রূপং পস্শাম, এবমেতেন অভ্যন্তরেন জীবেনাপি চক্ষুধারেসু উগ্গাটিতেসু মহন্তেন অকাশেন সূট্ঠুতরং রূপং পস্শিতব্বং, সোতেসু
৫ উগ্গাটিতেসু, য়াণে উগ্গাটিতে, জিব্হায় উগ্গাটিতায়, কারে উগ্গাটিতে মহন্তেন আকাশেন সূট্ঠুতরং সন্দো সোতব্বো, গন্ধো ঘায়িতব্বো, রসো সায়িতব্বো, কোট্টিব্বো কুসিতব্বো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

ন খো তে মহারাজ, বুদ্ধতি পুরিয়েন বা পচ্ছিমং, পচ্ছিয়েন বা পুরিয়েন ।

- ১০ ‘যথা বা পন মহারাজ, অয়ং দিন্নো নিক্খমিহা বহিদ্ধারকোট্ঠকে তিট্ঠেয়া, জানাসি ত্বং মহারাজ, অয়ং দিন্নো নিক্খমিহা বহিদ্ধারকোট্ঠকে তিট্ঠো’তি ?’
‘আম ভন্তে ; জানামীতি ।’

‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, এবং পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হই-
তেছে না ।’

- ১৫ ‘অথবা যেমন মহারাজ, জাল-বাতায়নগুলি উদ্ঘাটিত হইলে, এই প্রাসাদে উপবিষ্ট আমরা বিপুল আকাশের (ফাঁকের) দ্বারা বহিমুখ হইয়া সুন্দরতর-ভাবে রূপ দর্শন করিয়া থাকি, সেইরূপ অভ্যন্তরবর্তী জীবও কি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও স্বক্
✓ (‘কায়’,—এই ইঞ্জিয়-দ্বারা) সমুহ উদ্ঘাটিত হইলে বিপুল আকাশে (ফাঁকে) সুন্দর-
তর-ভাবে রূপ দর্শন করিবে, শব্দ শ্রবণ করিবে, গন্ধ ভ্রাণ করিবে, রস আন্বাদ
২০ করিবে, ও স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করিবে ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হই-
তেছে না ।

- ‘অথবা যেমন মহারাজ, এই ‘দত্ত’ (তন্মায়ক কোন ব্যক্তি) এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত
২৫ হইয়া যদি বহিঃস্থিত তোরণে থাকে, তবে কি মহারাজ, আপনি জানিবেন যে, দত্ত
বহিঃস্থিত তোরণে আছে ?’

‘হাঁ ; জানিব ।’

‘যথা বা পন মহারাজ, অয়ং দিন্নো অস্তো পবিসিত্বা তব পুরতো তিট্ঠেয্য, জানাদি
জং মহারাজ, অয়ং দিন্নো অস্তো পবিসিত্বা মম পুরতো ঠিতো’তি ?’

‘আম ভক্তে ; জানামীতি ।’

‘এবমেষ খো মহারাজ, অব্ভন্তরে যো জীবো, জিব্হায় রসে নিক্খিত্তে জানেযা
৫ অঘিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা, কটুকত্তং বা, কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং বা’তি ?’

‘আম ভক্তে ; জানেযা’তি ।’

‘তে রসে অস্তো পবিট্ঠে জানেযা অঘিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা,
কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং বা’তি ?’

‘নহি ভক্তে’তি ।’

১০ ‘ন খো তে মহারাজ, যুজ্জতি পুরিমেণ বা পচ্ছিমং, পচ্ছিমেণ বা পুরিমং ।

‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো মধুঘটসত্তং আহরুপেয্য মধুদোণিৎ পুরাপেয্য
পুরিসসং মুখং পিদহিত্বা মধুদোণিয়া নিক্খিপেয্য, জানেযা সো মহারাজ, পুরিসো মধু
সম্পল্লং বা, ন সম্পল্লং বা’তি ?’

‘নহি ভক্তে’তি ?’

১৫ ‘আম যদি দত্ত মহারাজ, ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনার সম্মুখে থাকে, তবে কি
মহারাজ, আপনি জানিবেন—“দত্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে আছে” ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; জানিব ।’

‘এইরূপই মহারাজ, অভ্যন্তরবর্তী যে জীব আছে, তাহা, তাহার জিহ্বায় কোন রস
নিক্খিপ্ত হইলে, তাহার অন্নত্ব, বা লবণত্ব, বা তিত্তত্ব, বা কটুত্ব, বা কসায়ত্ব, বা মধুরত্ব

২০ কি জ্ঞামিতে পারিবে ?’

‘হাঁ ; জ্ঞামিতে পারিবে ।’

‘ঐ রস যদি ভিতরে (উদর মধ্যে) প্রবেশ করে, তবে কি তাহার অন্নত্ব, বা
লবণত্ব, বা তিত্তত্ব, বা কটুত্ব, বা কসায়ত্ব, বা মধুরত্ব জানিতে পারিবে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হইতেছে
না ।

‘মহারাজ, যেমন কোন ব্যক্তি একশত মধুঘট আনাইয়া, ও তাহার দ্বারা মধুদ্রোণী
(বড় পাত্র) পূর্ণ করাইয়া যদি কোন লোকের মুখ বন্ধনপূর্বক তাহাকে ঐ মধুদ্রোণীতে
নিক্ষেপ করে, তবে কি সেই ব্যক্তি জানিতে পারিবে যে, মধু মিষ্ট, কি মিষ্ট নয় ?’

৩০ ‘না ।’

‘কেন কারণে’তি ?’

‘নহি তস্ ভস্তু, মুখে মধু পবিট্ঠ’ত্তি ।’

‘ন খো তে মহারাজ, যুজ্জতি পুরিমেণ বা পচ্ছিমেণ, পচ্ছিমেণ বা পুরিম’ত্তি ।’

‘নাং পট্ঠবলো তয়া বাদিনা সন্ধিং সল্লপিভুং । সাধু, অথং জপ্পেহীতি ।’

- ৫ থেরো অভিধম্মসংযুতার কথায় রাজানং মিলিন্দং সঞ্ঞাপেসি—‘ইধ মহারাজ, চক্খুঞ্চ পট্ঠচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্খুবিঞ্ঞাণং, তং সহজাতা ফস্‌সো, বেদনা, সঞ্ঞা, চেতনা, একগ্গতা, জীবিতি’দ্দিয়ং, মনসিকারো’তি ;—এবমেতে ধম্মা পচয়তো জায়ত্তি । নহে’থ বেদগু উপলব্ধতি । মোতঞ্চ পট্ঠচ্চ সদ্দে চ—পে—মনঞ্চ পট্ঠচ্চ ধম্মে চ উপ্পজ্জতি মনোবিঞ্ঞাণং, তং সহজাতা ফস্‌সো, বেদনা, সঞ্ঞা, চেতনা, একগ্গতা, জীবিতি’দ্দিয়ং, মনসিকারো’তি ;—এবমেতে ধম্মা পচয়তো জায়ত্তি । নহে’থ বেদগু উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

‘কারণ কি ?’

‘যেহেতু, তাহার মুখে মধু প্রবিষ্ট হয় নাই ।’

- ১৫ ‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হইতেছে না ।’

‘ভদন্ত, আপনি বাদী ; আপনার সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি । ভাল, যাহা তব্ব (‘অর্থ’), তাহা বলুন ।’

- ২০ চক্ষু ও রূপ-হেতু চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিতই স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনসিকার জাত হয় । এইপ্রকারে এই সকল ধর্ম কারণ-সমবাসে জাত হইয়া থাকে । এখানে বেত্তার (অর্থাৎ জ্ঞাতা বা আত্মার) উপলব্ধি হইতেছে না । এইরূপে শ্রোত্রাদি ও শব্দাদি-কারণে শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয়, মন ও মানসিক ধর্ম-কারণে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিত স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনসিকার জাত হয় । এই প্রকারে এই সকল ধর্ম কারণ-সমবাসে জাত হইয়া থাকে, এখানে বেত্তার কোন উপলব্ধি হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভস্বে নাগসেন, যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনো-
বিজ্ঞানম্’পি উল্লঙ্ঘতি?’

‘আম মহারাজ ; যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিজ্ঞানম্’পি
উল্লঙ্ঘতি।’

৫ ‘কিন্মু খো ভস্বে নাগসেন, পঠমং চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি পচ্ছা মনোবিজ্ঞানং,
উদাহ মনোবিজ্ঞানং পঠমং উল্লঙ্ঘতি পচ্ছা চক্ষুর্বিজ্ঞানং’স্তীতি?’

‘পঠমং মহারাজ, চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, পচ্ছা মনোবিজ্ঞানং’স্তীতি।’

‘কিন্মু খো ভস্বে নাগসেন, চক্ষুর্বিজ্ঞানং মনোবিজ্ঞানং আগাপেতি—“যথাহং
উল্লঙ্ঘামি, অম্’পি তথ উল্লঙ্ঘাহীতি”, উদাহ মনোবিজ্ঞানং চক্ষুর্বিজ্ঞানং আ-

১০ গাপেতি—“যথ ইং উল্লঙ্ঘিস্মসি, অহম্’পি তথ উল্লঙ্ঘিস্মাহীতি?”’

‘নহি মহারাজ ; অনল্লাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞহীতি।’

‘কথং ভস্বে নাগসেন, যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিজ্ঞানম্’পি
উল্লঙ্ঘতি?’

চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির সহিত মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে উৎপত্তি ।

১৫ ৭। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও কি সেখানে উৎপন্ন হয়?’

‘ইঁ মহারাজ ; চক্ষুর্বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয়।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, প্রথমেন্—কি চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান? অথবা
প্রথমে মনোবিজ্ঞান, পশ্চাৎ চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?’

২০ ‘প্রথমে মহারাজ, চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, চক্ষুর্বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে—“যেখানে আমি উৎ-
পন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হও?” অথবা মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানকে আজ্ঞা
করে—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব?”’

‘মহারাজ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না।’

২৫ ‘ভদ্রস্ত নাগসেন, তবে কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয়?’

‘নিম্নস্তা চ মহারাজ, দ্বারস্তা চ চিরস্তা চ সমুদাচরিতস্তা চা’তি ।’

‘কথন্তস্তে নাগসেন, নিম্নস্তা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উল্লঙ্ঘতি ? ওপন্নং কন্নোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—দেবে বদ্সন্তে কতমেন উদকং গচ্ছেয্যা’তি ।’

৫ ‘যেন ভন্তে নিম্নং, তেন গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘অথাপয়েণ সময়েন দেবো বদ্সেয্য; কতমেন ভং উদকং গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘যেন ভন্তে পুন্নিমং উদকং গতং, তম্’পি তেন গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘কিন্নু ধো মহারাজ, পুরিমং উদকং পচ্ছিমং উদকং আণাপেতি—“যেনাহং গচ্ছামি, ত্বম্’পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমং বা উদকং পুরিমং উদকং আণাপেতি—“যেন ত্বং

১০ গচ্ছিন্দসি, অহম্’পি তেন গচ্ছিন্দসামীতি ?” ’

‘নহি ভন্তে ; অনালাপো তেঙ্গং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; নিম্নস্তা গচ্ছন্তীতি ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, নিম্নস্তা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উল্লঙ্ঘতি ; ন চক্খুবিঞ্ঞাণং মনোবিঞ্ঞাণং আণাপেতি—“যথাহং উল্লঙ্ঘামি,

‘মহারাজ, নিম্নত্ব, দ্বারত্ব, চীর্ণত্ব (চরিতত্ব) ও সমুদাচরিতত্ব-হেতু (অর্থাৎ যেহেতু

১৫ মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানের দিকে নিম্ন—অবনত, যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের দ্বার, যেহেতু মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানকে অন্তর্গত করে, এবং যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহচর্যরূপ ব্যবহার আছে) ।

‘ভদন্ত নাগসেন, নিম্নত্ব-হেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘আপনি কি মনে করেন মহারাজ ?—দেব বর্ষণ করিলে কোন্ স্থান দিয়া জল বাইবে ?’

‘যে স্থান নিম্ন, তাহা দিয়া বাইবে ।’

‘আবার যদি অন্য সময়ে দেব বর্ষণ করে, তবে কোন্ স্থান দিয়া জল বাইবে ?’

‘পূর্ব জল যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সে জলও সেই স্থান দিয়া বাইবে ।’

২৫ ‘মহারাজ, পূর্ব জল কি পরবর্তী জলকে আক্রমণ করে—“আমি যে স্থান দিয়া যাই, তুমিও সে স্থান দিয়া যাও ?” অথবা পরবর্তী জল পূর্ব জলকে আক্রমণ করে—“তুমি যে স্থান দিয়া যাও, আমিও সে স্থান দিয়া বাইব ?” ’

‘না ভদন্ত ; তাহাদেয় পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না। নিম্নত্ব-হেতু (ঐক্যে) গমন করে ।’

৩০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, নিম্নত্ব-হেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আক্রমণ করে না—“যেখানে আমি

তুমি'পি তথ উল্লঙ্ঘ্যাহীতি" ; অপি মনোবিজ্ঞানশঃ চক্ষুবিজ্ঞানশঃ আশ্রয়শেতি—“যথ স্বঃ উল্লঙ্ঘ্যস্বসি, অহম্'পি তথ উল্লঙ্ঘ্যস্বসীতি ;” অনান্যাপো ভেসং অঞ্ঞ-মঞ্ঞেহি ; নিরত্তা উল্লঙ্ঘ্যতীতি ।’

‘কথন্তন্তে নাগসেন, দারত্তা যথ চক্ষুবিজ্ঞানশঃ উল্লঙ্ঘ্যতীতি, তথ মনোবিজ্ঞানশঃ'পি
৫ উল্লঙ্ঘ্যতীতি ? ওপন্নং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—রঞ্ঞো পচ্চত্তিমং নগরং দল্লপাকারতোরণং একদ্বারং, ততো পুরিসো নিক্খমিতুকামো ভবেযা, কতমেন নিক্খমেয্যা'তি ?’

‘দ্বারেন ভন্তে, নিক্খমেয্যা'তি ।’

‘অথাপরো পুরিসো নিক্খমিতুকামো ভবেযা, কতমেন সো নিক্খমেয্যা'তি ?’

১০ ‘যেন ভন্তে, পুরিসো পুরিসো নিক্খন্তো, সো'পি তেন নিক্খমেয্যা'তি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, পুরিসো পুরিসো পচ্ছিমং পুরিসং আগাপেতি—“যেনাহং গচ্ছামি, তুমি'পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমো বা পুরিসো পুরিসং পুরিসং আগাপেতি—
“যেন স্বং গচ্ছিস্বসি, অহম্'পি তেন গচ্ছিস্বসামীতি ?” ’

উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হও ;” আর মনোবিজ্ঞানও চক্ষুবিজ্ঞানকে আজ্ঞা
১৫ করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; নিরত্ত-হেতুই (ঐরূপে তাহার) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, দারত্ত-হেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ? উপমা প্রদান) করুন ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—কোন রাজার এক সীমান্ত নগর আছে ; তাহার প্রাকার ও তোরণ দৃঢ়, এবং একটিমাত্র দ্বার । তাহা হইতে যদি কোন লোক নিজ্জান্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে কোন্ স্থান দিয়া নিজ্জান্ত হইবে ?’

‘সেই দ্বার দিয়াই নিজ্জান্ত হইবে ।’

‘আবার যদি অপর কোন লোক নিজ্জান্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে কোন্ স্থান
২৫ দিয়া নিজ্জান্ত হইবে ?’

‘ভদন্ত, পূর্ব পুরুষ যে স্থান দিয়া নিজ্জান্ত হইয়াছিল, পর পুরুষও সে স্থান দিয়া
নিজ্জান্ত হইবে ।’

‘মহারাজ, পূর্ব পুরুষ কি পর পুরুষকে আজ্ঞা করে—“আমি যে স্থান দিয়া যাই, তুমিও সে স্থান দিয়া যাও ?” অথবা পর পুরুষ পূর্ব পুরুষকে আজ্ঞা করে—“তুমি
৩০ যে স্থান দিয়া যাও, আমিও সে স্থান দিয়া যাইব ?” ’

‘নহি ভস্তে ; অনালাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; দ্বারত্ভা গচ্ছতীতি ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, দ্বারত্ভা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্ভজ্জতি, তথ মনো-
বিঞ্ঞাণম্’পি উপ্ভজ্জতি । ন চ চক্খুবিঞ্ঞাণং মনোবিঞ্ঞাণং আগাপেতি—“যথাহং
উপ্ভজ্জামি, ত্বম্’পি তথ উপ্ভজ্জাহীতি;” নাপি মনোবিঞ্ঞাণং চক্খুবিঞ্ঞাণং
৫ আগাপেতি—“যথ ত্বং উপ্ভজ্জি ন্দসি, অহম্’পি তথ উপ্ভজ্জি ন্দামীতি ;” অনালাপো
তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; দ্বারত্ভা উপ্ভজ্জতীতি ।’

‘কথন্তস্তে নাগসেন, চিপ্পতা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্ভজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণ-
ম্’পি উপ্ভজ্জতি ? ওপমং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—পঠমং একং সকটং গচ্ছেয্য, অথ দ্বিতীয়ং সকটং
১০ কতমেন গচ্ছেয্য’তি ?’

‘যেন ভস্তে, পুরিমং সকটং গতং, তম্’পি তেন গচ্ছেয্য’তি ?’

‘কিন্নু ধো মহারাজ, পুরিমং সকটং পচ্ছিমং সকটং আগাপেতি—“যেনাহং গচ্ছামি,
ত্বম্’পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমং বা সকটং পুরিমং সকটং আগাপেতি—“যেন ত্বং
গচ্ছি ন্দসি, অহম্’পি তেন গচ্ছি ন্দামীতি ?” ’

১৫ ‘না ভবন্ত ; তাহাদেব পরপ্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না । দ্বারত্ভ-হেতুই তাহারা
(ঐক্যপে) গমন করে ।’

‘এই প্রকারেই মহারাজ, দ্বারত্ভ-হেতু চক্খুবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্খুবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—“যেখানে আমি
উৎপন্ন হইব, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইবে ;” আর মনোবিজ্ঞানও চক্খুবিজ্ঞানকে

২০ আজ্ঞা করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহা-
দেব পরপ্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; দ্বারত্ভ-হেতুই তাহারা (ঐক্যপে) গমন
করে ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, চীর্ণত্ব-হেতু কি প্রকারে যেখানে চক্খুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে
মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যদি প্রথমে একখানি, ও তাহার পরে আর
একখানি শকটকে যাইতে হয়, তবে দ্বিতীয় শকট কোন্ স্থান দিয়া যাইবে ?’

‘প্রথম শকট যে স্থান দিয়া যায়, দ্বিতীয় শকটও সে স্থান দিয়া যাইবে ।’

‘মহারাজ, পূর্ব শকট কি পর শকটকে আজ্ঞা করে—“আমি যে স্থান দিয়া যাই,
তুমিও সে স্থান দিয়া যাইবে ?” অথবা পর শকট পূর্ব শকটকে আজ্ঞা করে—“তুমি

৩০ যে স্থান দিয়া যাইবে, আমিও সে স্থান দিয়া যাইব ?”

‘মহি ভক্তে ; অনান্যাপো তেনঃ অঞ্ঞাঞ্ঞেহি ; চিগ্গতা উগ্গজ্জতীতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, চিগ্গতা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, তথ মনো-
বিজ্ঞাণম্’পি উগ্গজ্জতি । ন চ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং মনোবিজ্ঞাণং আগাপেতি—
‘যথাহং উগ্গজ্জামি, ত্বম্’পি তথ উগ্গজ্জাহীতি’ ; নাপি মনোবিজ্ঞাণং চক্ষুর্বিজ্ঞাণং
৫ আগাপেতি—‘যথ হং উগ্গজ্জিন্দসি, অহম্’পি তথ উগ্গজ্জিন্দামীতি’ ; অনান্যাপো
তেনঃ অঞ্ঞাঞ্ঞেহি ; চিগ্গতা উগ্গজ্জতীতি ।’

‘কথন্তস্তে নাগসেন, সমুদাচরিততা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, মনো-
বিজ্ঞাণম্’পি তথ উগ্গজ্জতি ? ওপমং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, মুক্কা-গণনা-সঙ্খ্য-লেক্ষ্য-নিপ্পট্টানেসু আদিকস্মিকসু সঙ্খ্যায়না ভবতি,
১০ অখাপম্বেণ সময়েন নিসম্মকিরিয়ায় সমুদাচরিততা অবদায়না ভবতি, একমেব খো মহা-
রাজ, সমুদাচরিততা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, তথ মনোবিজ্ঞাণম্’পি
উগ্গজ্জতি ; ন চ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং মনোবিজ্ঞাণং আগাপেতি—‘যথাহং উগ্গজ্জামি,
ত্বম্’পি তথ উগ্গজ্জাহীতি’ ; নাপি মনোবিজ্ঞাণং চক্ষুর্বিজ্ঞাণং আগাপেতি—

‘আ ভদন্ত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ হয় না । চীর্ণত্ব-হেতু তাহারা (ঐক্যে)

১৫ গমন করে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, চীর্ণত্ব-হেতু যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয় । চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—‘আমি যেখানে
উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইবে ;’ অথবা মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে
আজ্ঞা করে না,—‘তুমি যেখানে উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;’

২০ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; চীর্ণত্ব-হেতুই তাহারা (ঐক্যে)
উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, সমুদাচরিতত্ব-হেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়,
সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যেমন অঙ্গুলি পর্ক-গ্রহণে গণনা করায়, সংখ্যা করার ও লেক্ষ্যার কৌশলে
২৫ প্রথম আরম্ভকারীর ধাঁধা উপস্থিত হয়, কিন্তু অপর সময়ে বুঝিয়া কার্য-ব্যবহার করার
আর ধাঁধা থাকে না, এই প্রকারই মহারাজ, যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—‘যেখানে
আমি উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে হও ;’ অথবা মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে আজ্ঞা

“যথ স্বঃ উন্নতিস্বসি, স্বহৃৎপি তথ উন্নতিস্বসীতি ;” অনাগ্রাপো তেসং অঞ্ঞ-
মঞ্ঞেহি ; সমুদাচরিতত্তা উন্নজ্জতীতি ।’

ভস্তুে নাগসেন, যথ সোতবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উন্নজ্জতি
—পে—যথ ঘানবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, যথ জিব্হাবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, যথ

৫ কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উন্নজ্জতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যথ কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি
উন্নজ্জতীতি ।’

‘কিন্নু খো ভস্তুে নাগসেন, পঠমং কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, পচ্ছা মনোবিঞ্ঞাণং ?
উদাহ মনোবিঞ্ঞাণং পঠমং উন্নজ্জতি, পচ্ছা কারবিঞ্ঞাণ’স্তি ?’

১০ ‘কারবিঞ্ঞাণং মহারাজ, পঠমং উন্নজ্জতি, পচ্ছা মনোবিঞ্ঞাণ’স্তি ।’

‘কিন্নু খো ভস্তুে নাগসেন,—পে—অনাগাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি, সমুদা-
চরিতত্তা উন্নজ্জতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তুে নাগসেনা’তি ।’

করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহাদের

১৫ পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না। সমুদাচরিতত্ত্ব-হেতু তাহারা (ঐরূপে)
উৎপন্ন হয়।

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, শ্রোত্রবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও কি সেখানে
উৎপন্ন হয় ? এইরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কার- (হৃৎ) বিজ্ঞান
যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও কি সেখানে উৎপন্ন হয় ?’

২০ ‘হাঁ মহারাজ ; যেখানে কারবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে
উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, প্রথমে কি কারবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান ?
অথবা প্রথমে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ কারবিজ্ঞান ?’

‘কারবিজ্ঞান মহারাজ, প্রথমে উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান ।’

২৫ অনন্তর চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ন্যায় সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তর হইলে নাগসেন
রাজাকে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন—“তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন
আলাপ হয় না। সমুদাচরিতত্ত্ব-হেতু তাহারা (ঐরূপে) উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৮। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, যথ মনোবিজ্ঞাণং উল্লঙ্ঘতি, বেদনাপি তথ উল্লঙ্ঘ্যতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যথ মনোবিজ্ঞাণং উল্লঙ্ঘতি, ফন্সো’পি তথ উল্লঙ্ঘতি, বেদনাপি তথ উল্লঙ্ঘতি, সংজ্ঞাপি তথ উল্লঙ্ঘতি, চেতনাপি তথ উল্লঙ্ঘতি, বিতর্কো’পি তথ উল্লঙ্ঘতি, বিচারো’পি তথ উল্লঙ্ঘতি ; সববে’পি ফন্সগমুখা ধর্মা তথ উল্লঙ্ঘ্যতীতি ।’

৯। ‘ভস্মে নাগসেন, কিংলক্ষণে ফন্সো’তি ?’

‘ফন্সনলক্ষণে মহারাজ, ফন্সো’তি ?’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা মহারাজ, বে মেণ্ডা যুজ্জোয়ুং ; তেন্ন যথা একো মেণ্ডো, এবং চক্খু দট্ঠব্বং ;

মনোবিজ্ঞান ও বেদনা ।

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদনাও কি সেখানে উৎপন্ন হয় ?’

‘ই মহারাজ ; মনোবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, স্পর্শও সেখানে উৎপন্ন হয়, বেদনাও সেখানে উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞাও সেখানে উৎপন্ন হয়, চেতনাও সেখানে উৎপন্ন হয়, বিতর্কও সেখানে উৎপন্ন হয়, এবং বিচারও সেখানে উৎপন্ন হয় ; স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থাই সেখানে উৎপন্ন হয় ।’

স্পর্শের লক্ষণ ।

৯। ‘ভদন্ত নাগসেন, স্পর্শের (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের) লক্ষণ কি ?’

১০ ‘মহারাজ, স্পর্শের লক্ষণ ‘স্পর্শন’ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে স্পর্শ করা) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন মহারাজ, যদি ছইটি মেঘ যুক্ত করে, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন একটি মেঘ, চক্ষুকে সেই প্রকার মনে করিতে হইবে ; যেমন দ্বিতীয় মেঘ, রূপকে সেই

যথা হুতিয়ো মেণ্ডো, এবং রূপং দট্টব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্টব্বো'তি ।'

‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

৫ যথা মহারাজ, যে পানী বজ্জিয়া ; তেন্ন যথা একো পানি, এবং চক্খু দট্টব্বং ; যথা হুতিয়ো পানি, এবং রূপং দট্টব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্টব্বো'তি ।'

‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

১০ যথা মহারাজ, যে সন্মা বজ্জিয়া ; তেন্ন যথা একো সন্মা, এবং চক্খু দট্টব্বং ; যথা হুতিয়ো সন্মা, এবং রূপং দট্টব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্টব্বো'তি ।'

‘কন্সো'সি ভন্তে নাগসেনা'তি !’

১০। ‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা বেদনা'তি ?’

প্রকার মনে করিতে হইবে; আর যেমন তাহাদের সংযোগ (‘সন্নিপাত’), স্পর্শও সেই রূপ দ্রষ্টব্য ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘যেমন মহারাজ, যদি হুই হাতে তালি বাজান যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন এক থানি হাত, চক্ষুকে সেই প্রকার দেখিতে হইবে; যেমন দ্বিতীয় হাত, রূপকে সেই প্রকার দেখিতে হইবে; আর তাহাদের যেমন সংযোগ, স্পর্শও সেইরূপ দ্রষ্টব্য ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন মহারাজ, যদি হুই থানি করতাল বাজান যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন একথানি করতাল, চক্ষুকে এই প্রকার দেখিতে হইবে; যেমন দ্বিতীয় করতাল, রূপকে এইপ্রকার দেখিতে হইবে; আর যেমন তাহাদের সংযোগ, স্পর্শও এইরূপ দ্রষ্টব্য ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বেদনার লক্ষণ ।

১০। ‘ভদন্ত নাগসেন, বেদনার লক্ষণ কি ?’

‘বেদান্তলক্ষণা মহারাজ, বেদনা, অমুভবলক্ষণা চা’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

- ‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো রঞ্জেণা অধিকারং করেয্য ; তস্ম রাজা তুট্টো অধিকারং দদেয্য ; সো তেন অধিকারেন পঞ্চহি কামশুণেহি সমপ্নিতো সমন্ধিত্তো পরিচরেয্য ; তস্ম এবমস্ম—“ময়া ধো পূর্বে রঞ্জেণা অধিকারো কজে, তস্ম মে রাজা তুট্টো অধিকারং অদাসি, স্বাহ ততোনিদানং ইমং এবরূপং বেদনং বেদিন্নামীতি ।” যথা বা পন মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো কুসলং কন্মং কন্ম কামস্স ভেদা পরম্মরগা স্মগতিং সগগং লোকং উপ্পজ্জেয্য ; সো তথ দিববেহি পঞ্চহি কামশুণেহি সমপ্নিতো সমন্ধিত্তো পরিচরেয্য ; তস্ম এবমস্ম—“অহং হি পূর্বে কুসলং কন্মং অকাসিং, সো’হং ততোনিদানং ইমং এবরূপং বেদনং বেদিন্নামীতি ।”—এবমেব ধো মহারাজ, বেদান্তলক্ষণা চে’ব বেদনা, অমুভবলক্ষণা চা’তি ।’
- ‘কল্লো’সি ভঞ্চে নাগসেনো’তি ।’

‘মহারাজ, বেদনার লক্ষণ জ্ঞান ‘বেদান্ত’ ও অমুভব ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।

- ১৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক রাজার কোন কার্য করে, তবে রাজা তুষ্ট হইয়া তাহাকে (অপর) অধিকার প্রদান করেন, এবং সেই কার্য দ্বারা তাহাকে পঞ্চবিধ বিষয়-সুখ সমর্পিত হওয়ার সে তৎসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করে, এবং তাহার মনে হয়—“পূর্বে আমি রাজার কার্য করিয়াছিলাম, রাজা তুষ্ট হইয়া আমাকে এই অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; এবং তন্নিমিত্ত সেই-আমি, এই এতাদৃশ (আনন্দ) বেদনা অমুভব করিতেছি ।” অথবা মহারাজ, যেমন কোন লোক কুশল-কর্ম করিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের পর স্মৃতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ও সেখানে দ্বিবা পঞ্চবিধ বিষয়-সুখ সমর্পিত হওয়ার, তৎসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করে, এবং তাহার মনে হয়—“আমি পূর্বে কুশল কর্ম করিয়াছিলাম, এবং তন্নিমিত্ত সেই-আমি এই এতাদৃশ (আনন্দ) বেদনা অমুভব করিতেছি ।” এই প্রকারই মহারাজ, বেদনার লক্ষণ
- ২৫ ‘বেদান্ত’ ও অমুভব ।’
- ‘ভদন্ত নীগসেন, আপনি দক্ষ !’

১১। 'ভদ্রে নাগসেন, কিংলক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ?'

'সজ্ঞানলক্ষণা মহারাজ সঙ্ক্ৰা । কি সজ্ঞানাতি ? নীলম্'পি সজ্ঞানাতি, পীত-
ম্'পি সজ্ঞানাতি, লোহিতম্'পি সজ্ঞানাতি, ওদাতম্'পি সজ্ঞানাতি, মল্লৈট্টম্'পি
সজ্ঞানাতি । এবং খো মহারাজ, সজ্ঞানলক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ।'

৫ 'উপস্থ করোহীতি ।'

'কখা মহারাজ, রঞ্ঞা তণ্ডাগারিকো তণ্ডাগারঃ পবিসিদ্ধা নীল-পীত-লোহিত-ওদাত-
মল্লৈট্টানি রাজভোগানি রূপাণি পদ্বিসিদ্ধা সজ্ঞানাতি, এবমেব খো মহারাজ, সজ্ঞানল-
ক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ।'

'কল্লো'সি ভদ্রে নাগসেনা'তি !'

১০ ১২। 'ভদ্রে নাগসেন, কিংলক্ষণা চেতনা'তি ?'

'চেতয়িতলক্ষণা মহারাজ, চেতনা, অভিসম্মরণলক্ষণা চা'তি ।'

সংজ্ঞার লক্ষণ ।

১১। 'ভদ্রে নাগসেন, সংজ্ঞার লক্ষণ কি ?'

১৫ 'মহারাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা জানা যায় ('সংজ্ঞান') । লোকে
ইহার দ্বারা কি জানে ? নীলও জানে, পীতও জানে, লোহিতও জানে, ধবলও জানে
এবং মল্লিষ্ঠাবর্ণও জানে । এই প্রকারেই মহারাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা
জানা যায় ।'

'উপমা প্রদান করুন ।'

২৫ 'যেমন মহারাজ, রাজ্যের ভাণ্ডাগারিক ভাণ্ডাগারে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্য নীল-
পীত-লোহিত-ধবল ও মল্লিষ্ঠাবর্ণ রূপ-সকল দর্শন করিয়া জানিতে পারে, এইরূপই মহা-
রাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা জানা যায় ।'

'ভদ্রে নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

চেতনার লক্ষণ ।

১২। 'ভদ্রে নাগসেন, চেতনার লক্ষণ কি ?'

৩০ 'মহারাজ, চেতনার লক্ষণ 'চেতয়িত' ও 'অভিসম্মরণ' ।'

‘ওপন্নং করোহীতি।’

- যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো বিসং অভিসংস্কৃত্য অন্তর্য চ পিবেয্য পরে চ পায়েয্য, সো অন্তর্যাপি হৃৎখিতো ভবেয্য পরে’পি হৃৎখিতা ভবেয্য; এবমেব খো মহারাজ, ইধে’কচ্চো পুণ্ণলো অকুশলং কস্মং চেতনার চেতয়িত্বা কায়স্স ভেদা পরম্মরণা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উল্লঙ্ঘেয্য; যে’পি তস্স অহুসিক্খন্তি, তে’পি কায়স্স ভেদা পরম্মরণা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উল্লঙ্ঘন্তি। যথা বা পন মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো সন্নি-নবনীত-তৈল-মধু-কাণিতং একস্মাং অভিসংস্কৃত্য অন্তর্য চ পিবেয্য পরে চ পায়েয্য, সো অন্তর্যাপি হৃৎখিতো ভবেয্য, পরে’পি হৃৎখিতা ভবেয্য; এবমেব খো মহারাজ, ইধে’কচ্চো পুণ্ণলো কুশলং কস্মং চেতনার চেতয়িত্বা কায়স্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উল্লঙ্ঘন্তি, যে’পি তস্স অহুসিক্খন্তি, তে’পি কায়স্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উল্লঙ্ঘন্তি। এবমেব খো মহারাজ, চেতয়িত-লক্ষণা চেতনা, অভিসংস্করণলক্ষণা চা’তি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক বিষ অভিসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া নিজে পান করে ও অপর লোকসমূহকে পান করায়, তবে সে ইহাতে নিজে হৃৎখিত হয়, এবং অপর লোকগণও হৃৎখিত হয়; এইরূপই মহারাজ, এই সংসারে কোন পুরুষ চেতনা-দ্বারা অকুশল কৰ্ম্ম জানিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের পর দুঃখ-দুর্গতি ও বিনিপাত-২০ যুক্ত নিরয়ে উৎপন্ন হয়; এবং যে তাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেও সেইপ্রকার নিরয়ে উৎপন্ন হয়; অথবা যেমন মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি স্তব-নবনীত-তৈল-মধু ও শুভ্র একত্র অভিসংস্কৃত করিয়া নিজে পান করে, ও অপর লোকগণকে পান করায়, তবে নিজেও সুখী হয়, এবং অপর লোকেরাও সুখী হয়, এইরূপ মহারাজ এই সংসারে কোন ব্যক্তি চেতনা-দ্বারা কুশল কৰ্ম্ম জানিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের ২৫ পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, এবং যে তাহার নিকটে শিক্ষা করে, সেও সেই প্রকার সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এইরূপ মহারাজ, চেতনার লক্ষণ ‘চেতয়িত’ ও অভিসংস্করণ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ।’

১৩। 'ভস্তু নাগসেন, কিংলক্ষণং বিজ্ঞাপ'ন্তি ।'

'বিজ্ঞান-লক্ষণং মহারাজ, বিজ্ঞাপ'ন্তি ।'

'উপমাং করোহীতি ।'

- 'বখা, মহারাজ, নগরশক্তিকো মন্ডো নগরে সিংহাটকে নিসিন্তো পদ্মেবা
৫ পুরখিমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ, পদ্মেবা দক্ষিণদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ,
পদ্মেবা পচ্ছিমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ, পদ্মেবা উত্তরদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ,
এবমেব খো মহারাজ, বঞ্চ পুরিসো চক্খুনা রূপং পদ্মতি, তং বিজ্ঞাপ্ণেন
বিজ্ঞানাতি ; বঞ্চ গোতেন সচ্চং সুপাতি, তং বিজ্ঞাপ্ণেন বিজ্ঞানাতি ; বঞ্চ ঘানেন
গচ্চং সারতি, তং বিজ্ঞাপ্ণেন বিজ্ঞানাতি ; বঞ্চ জিব্হাং রসং সারতি, তং
১০ বিজ্ঞাপ্ণেন বিজ্ঞানাতি ; বঞ্চ কায়েন কোট্টিব্বং কুসতি, তং বিজ্ঞাপ্ণেন
বিজ্ঞানাতি ; বঞ্চ মনসা ধম্মং বিজ্ঞানাতি, তং বিজ্ঞাপ্ণেন বিজ্ঞানাতি ; 'এবমেব খো
মহারাজ, বিজ্ঞান-লক্ষণং বিজ্ঞাপ'ন্তি ।'
'কল্লো'সি ভস্তু নাগসেনো'তি ।

বিজ্ঞানের লক্ষণ ।

১৫ ১৩। 'ভগন্ত নাগসেন, বিজ্ঞানের লক্ষণ কি ?'

মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ এই যে, যাহার দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায় ('বিজ্ঞান') ।'

'উপমা (প্রদান) করুন ।'

- 'মহারাজ, যেমন নগরক্ষক নগরমধ্যে চতুশ্চথে উপবিষ্ট হইয়া পূর্কদিচ্ হইতে,
দক্ষিাদিচ্ হইতে, পশ্চিমদিচ্ হইতে, এবং উত্তরদিচ্ হইতে আগমনকারী পুরুষকে
২০ দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ মহারাজ, লোক চক্ষু-দ্বারা যে-রূপ দর্শন করে, বিজ্ঞানের
দ্বারা তাহা বিশেষ জানিতে পারে ; এইরূপ শ্রোত্র-দ্বারা যে-শব্দ শ্রবণ করে, জ্ঞানের
দ্বারা যে-গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা-দ্বারা যে-রসাস্বাদ করে এবং শরীর-(স্পর্শ) দ্বারা
যে-স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, এবং মনের দ্বারা যে-(মানসিক সূখাদি) ধর্ম অনুভব
করে, বিজ্ঞানের দ্বারা তাহা বিশেষ জানিতে পারে । এইরূপই মহারাজ, বিজ্ঞানের
২৫ লক্ষণ এই যে, যাহার দ্বারা বিশেষ জানিতে পারা যায় ।'

'ভগন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

১৪। 'ভক্ত নাগসেন, কিংলক্ষণে বিতর্কো'তি ?'

'অঙ্গলক্ষণে মহারাজ, বিতর্কো'তি ।'

'উপস্থাপন করোহীতি ।'

১৫। 'যথা মহারাজ, বড়টুকি সুপরিষ্কৃতং দাক্ষ্যং সন্ধিঃ অগ্নেতি, এবমেব যো মহা-
রাজ, অঙ্গলক্ষণে বিতর্কো'তি ।'

'কলো'সি ভক্ত নাগসেনা'তি'তি ।'

১৬। 'ভক্ত নাগসেন, কিংলক্ষণে বিচারো'তি ?'

'অমুসন্ধনলক্ষণে মহারাজ, বিচারো'তি ।'

'উপস্থাপন করোহীতি ।'

১৭। 'যথা মহারাজ, কংসখালং আকোটিং পছা অমুসন্ধনহতি ; যথা মহা-

বিতর্কের লক্ষণ ।

১৪। 'ভক্ত নাগসেন, বিতর্কের লক্ষণ কি ?'

'মহারাজ, বিতর্কের লক্ষণ অর্পণা (অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিচার্য সত্য অর্পিত হয়) ।'

উপমা (প্রদান) করুন ।'

১৫। 'মহারাজ, যেমন কোন স্ত্রধার কাঠ সুপরিষ্কৃত করিয়া কোন সন্ধিহানে অর্পণ করে, (বিতর্কও সেইরূপ কোন বিষয় সুপরিষ্কৃত করিয়া বিচার্য সত্য অর্পণ করে) ; এইরূপ মহারাজ, বিতর্কের লক্ষণ 'অর্পণা' ।'

'ভক্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।'

বিচারের লক্ষণ ।

১৬। 'ভক্ত নাগসেন, বিচারের লক্ষণ কি ?'

'মহারাজ, বিচারের লক্ষণ 'অমুসন্ধন' (অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিচার্য বিষয়টিকে সুপরিষ্কৃত করা যায়) ।'

'উপমা (প্রদান) করুন ।'

'যেমন, মহারাজ, কাঁসার খাল আহত হইলে, (আঘাতানুসারে) তাহা পচাৎ

১৭। 'সন্ধিত হয়, ও শব্দ আঘাতকে অনুসরণ করে ; এখানে যেমন আঘাত, বিতর্ককে সেই-

রাজ, আকোটনা, এবং বিতকো দট্টব্বো; যথা অমুসবনা, এবং বিচারো দট্টব্বো'তি ।'

'কল্লো'সি ভন্তে নাগসেনা'তি ।'

ততিয়ো বগ্গো ।

- ১৬। রাজা আহ—'ভন্তে নাগসেন, সন্ধা ইমেসং ধম্মানং একতো ভাবজতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং কঙ্গসো, অয়ং বেদনা, অয়ং সঞ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতকো, অয়ং বিচারো'তি ।'

'ন সন্ধা মহারাজ, ইমেসং ধম্মানং একতো ভাবজতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং কঙ্গসো, অয়ং বেদনা, অয়ং সঞ্ঞা, অয়ং চেতনা,

- ১০। ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতকো, অয়ং বিচারো'তি ।'

'ওপম্মং করোহীতি ।'

'যথা, মহারাজ, রঞ্ঞো স্বেদো যুসং বা রসং বা করেষ্য ; সো তথ দম্ম'পি

রূপ দেখিতে হইবে, এবং যেমন (আঘাতানুসারে) তাহার শব্দ হয়, বিচারকে সেই-রূপ দেখিতে হইবে ।'

- ১৫। 'ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।'

ইতি তৃতীয় বর্গ ।

ঐক্যভাব-প্রাপ্ত ধর্মসমূহকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না ।

১৬। রাজা বলিলেন—'ভদন্ত নাগসেন, এই সকল ধর্ম (যাহাদের লক্ষণ পূর্ণে বলা হইল) ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায়

- ২০। কি যে, ইহা স্পর্শ, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ?'

'না মহারাজ ; এই সকল ধর্ম ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায় না যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ।'

- ২৫। 'উপমা (প্রদান) করুন ।'

'যেমন, মহারাজ, যদি কোন রাজার পাচক ঘৃষ, বা রস পাক করে, তবে সে তাহাকে

- পক্খিপেযা, লোণম্'পি পক্খিপেযা, সিদ্ধিবেরসম্'পি পক্খিপেযা, জীরকম্'পি পক্খিপেযা, মরিচম্'পি পক্খিপেযা, অঞ্ঞানি'পি পকারানি পক্খিপেযা; তমেতং রাজা এবং ব্রহ্মণ্য—“দধিস্ মে রসং আহর, লোণস্ মে রসং আহর, সিদ্ধিবেরস্ মে রসং আহর, জীরকস্ মে রসং আহর, মরিচস্ মে রসং আহর, সর্ব্বেসং মে পক্খিত্তানং
৫ রসং আহরা'তি ;” সন্ধা হু থো মহারাজ, তেঙ্গং রসানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা রসং আহরিতুং—অধিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা, কটুকত্তং বা, কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং বা'তি ?

‘নহি তস্কে, সন্ধা তেঙ্গং রসানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা রসং আহরিতুং—অধিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা, কটুকত্তং বা, কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং
১০ বা ; অপি চ থো পন সকেন সকেন লক্খণেন উপট্টহস্তীতি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ন সন্ধা ইমেসং ধম্মানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং ফস্সা, অয়ং বেদনা, অয়ং সংজ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতক্কো অয়ং বিচারো'তি ; অপি চ থো পন সকেন সকেন লক্খণেন উপট্টহস্তীতি ।’

- ১৫ দধিও প্রক্ষেপ করে, লবণও প্রক্ষেপ করে, আদাও প্রক্ষেপ করে, জীরকও প্রক্ষেপ করে, মরিচও প্রক্ষেপ করে, এবং অত্যাচ্ছ প্রকারও (উপকরণ) প্রক্ষেপ করে। (এখন) রাজা যদি তাহাকে এইরূপ বলেন—“আমার নিকটে দধির রস আনয়ন কর, লবণের রস আনয়ন কর, আদার রস আনয়ন কর, জীরকের রস আনয়ন কর, মরিচের রস আনয়ন কর, এবং অন্যান্য (উপকরণ) সকলের রস আনয়ন কর,”
২০ তবে, মহারাজ, সেই ঐক্য-প্রাপ্ত রসসমূহকে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে আনয়ন করিতে পারা যায় কি যে, (ইহাতে) অন্নত্ব, বা (ইহাতে) লবণত্ব, বা (ইহাতে) তিত্তত্ব, বা (ইহাতে) কটুত্ব, বা (ইহাতে) কষায়ত্ব, বা (ইহাতে) মধুরত্ব আছে ?”

‘না ভদন্ত ; সেই ঐক্য-প্রাপ্ত রসসমূহকে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে আনয়ন করিতে পারা যায় না যে, (ইহাতে) অন্নত্ব, বা (ইহাতে) লবণত্ব, বা (ইহাতে) তিত্তত্ব, বা (ইহাতে) কটুত্ব, বা (ইহাতে) কষায়ত্ব, বা (ইহাতে) মধুরত্ব আছে ;
২৫ কিন্তু তাহা হইলেও তাহার নিজ-নিজ লক্ষণে উপস্থিত থাকে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এই সকল ধর্ম ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায় না যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার
৩০ নিজ-নিজ লক্ষণে উপস্থিত থাকে ।’

‘কলো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১৭। থুরো আহ—‘লোণং মহারাজ, চক্ষুবিঞ্ঞেয়া’ত্তি ?’

‘আম ভন্তে, চক্ষুবিঞ্ঞেয়া’ত্তি ।’

‘জুট্টু থো মহারাজ, জানাহীতি ।’

৫ ‘কিন পন ভন্তে, জিব্হাবিঞ্ঞেয়া’ত্তি ?’

‘আম মহারাজ ; জিব্হাবিঞ্ঞেয়া’ত্তি ।’

‘কিন পন ভন্তে, সৰ্বং লোণং জিব্হায় বিজানাতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; সৰ্বং লোণং জিব্হায় বিজানাতীতি ।’

‘যদি ভন্তে, সৰ্বং লোণং জিব্হায় বিজানাতি, কিস্স পন তং সকেটেহি বসিকদা

১০ আহরত্তি ? নহু লোণমেব আহরিতব্ব’ত্তি ?’

‘ন সকা মহারাজ, লোণমেব আহরিতুং ; একতোভাবজতা এতে ধম্মা গোচর-নানাত্তং
গতা—লোণং গরুভাবো চা’তি । সকা পন মহারাজ, লোণং তুলায় তুলয়িত্তু’ত্তি ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

লবণ চক্ষু বা জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।

১৪ ১৭। হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, লবণ কি চক্ষুর দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা ভদন্ত ; চক্ষুর দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

‘মহারাজ, ভাল করিয়া জাহ্নন ।’

‘তবে কি ভদন্ত, ইহা জিহ্বা দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা মহারাজ ; ইহা জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

২০ ‘ভদন্ত, সমস্ত লবণই কি জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা মহারাজ ; সমস্ত লবণই জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

‘ভদন্ত, যদি সমস্ত লবণই জিহ্বা-দ্বারা জানা যায়, তবে বলীবর্দগণ শকটসমূহের
দ্বারা তাহাকে আনয়ন করে কেন ? লবণই ত তাহাদিগকে আনয়ন করিতে হইবে ?’

‘না মহারাজ ; লবণকেই আনিতে পারা যায় না । এই সকল ধর্ম্ম (লবণত্ব, গুরুত্ব

২৫ প্রভৃতি) ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; (যথা) লবণ ও
(তাহার) গুরুত্ব । ‘আচ্ছা মহারাজ, লবণকে কি তুলাদণ্ডে ওজন করা যায় ?’

‘আমি ভুলে, সকা’তি ।’

‘ন সকা মহারাজ, লোণং তুল্যং তুলসিত্বং, গরুড়ানো তুল্যং তুলসীমতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভুলে নাগসেনা’তি ।’

নাগসেন-মিলিন্দরাজ-পঞ্চাশা নিট্ঠিতা ।

৫ ‘ইহা ; যায় ।’

‘না মহারাজ, লবণকে তুল্যদণ্ডে ওজন করা যায় না, গুরুত্বকে ওজন করা যায় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি বন্ধ !’

নাগসেনের নিকট মিলিন্দরাজ-কৃত মহাপ্রশ্ন-সমূহ সমাপ্ত ।

(ইতি তৃতীয় বর্গ ।)

১। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, যানি’মানি পঞ্চায়তনানি, কিন্তু তানি নানা-
কন্মোহি নিব্বত্তানি, উদাহ একেন কন্মোহি’তি ?’

‘নানাকন্মোহি মহারাজ, নিব্বত্তানি, ন একেন কন্মোহি’তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

৫ ‘তঃ কিম্বঙ্কসি মহারাজ ?—একস্মিং খেত্তে পঞ্চ বীজানি বপেয়্যং, তেষং নানা-
বীজানাং নানাফলানি নিব্বত্তেয়্যু’ত্তি ?’

‘আম ভস্মে ; নিব্বত্তেয়্যু’ত্তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যানি’মানি পঞ্চায়তনানি, তানি নানাকন্মোহি নিব্বত্তানি, ন
একেন কন্মোহি’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভস্মে নাগসেনা’তি ।’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন ।

চতুর্থ বর্গ ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় এক বা অনেক কন্মো উৎপন্ন ।

১৫ ১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে পঞ্চ আয়তন (ইন্দ্রিয়), ইহাঙ্গ
কি নানা কন্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা এক কন্মের দ্বারা ?’

‘মহারাজ, নানা কন্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, এক কন্মের দ্বারা নহে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যদি এক ক্ষেত্রে পাঁচটি বীজ বপন করা যায়,

২০ তাহা হইলে, ঐ নানা বীজ হইতে কি নানা ফল উৎপন্ন হইবে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই যে পঞ্চ আয়তন, ইহাঙ্গ নানা কন্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে,
এক কন্মের দ্বারা নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

- ২। রাজা আহ—‘ভদ্রে নাগসেন, কেন করণেন মহুসান সর্ব্বে সমকা ?—
অঞ্ঞে অগ্নাযুকা অঞ্ঞে দীঘাযুকা, অঞ্ঞে বব্হাবাধা অঞ্ঞে অগ্নাবাধা, অঞ্ঞে
হব্হা অঞ্ঞে বহ্হবত্তো, অঞ্ঞে অগ্নেসক্খা অঞ্ঞে মহেসক্খা, অঞ্ঞে অগ্ন-
ভোগা অঞ্ঞে মহাভোগা, অঞ্ঞে নীচকুলীনা অঞ্ঞে মহাকুলীনা, অঞ্ঞে
৫ ছগ্না অঞ্ঞে পঞ্ঞাবত্তো’তি ?’

থেরো আহ—‘কিস পন মহারাজ, ক্খখা ন সর্ব্বে সমকা ?—অঞ্ঞে অঘিলা,
অঞ্ঞে লবণা, অঞ্ঞে তিত্তকা, অঞ্ঞে কট্টকা, অঞ্ঞে কসাবা, অঞ্ঞে
বধুরা’তি ?’

‘মঞ্ঞামি ভদ্রে, বীজানং নানাকরণেনা’তি ।’

১০. ‘এবমেব থো মহারাজ, কাম্মানং নানাকরণেন মহুসান সর্ব্বে সমকা,—অঞ্ঞে
অগ্নাযুকা অঞ্ঞে দীঘাযুকা, অঞ্ঞে বব্হাবাধা অঞ্ঞে অগ্নাবাধা, অঞ্ঞে হব্হা
অঞ্ঞে বহ্হবত্তো, অঞ্ঞে অগ্নেসক্খা অঞ্ঞে মহেসক্খা, অঞ্ঞে অগ্নভোগা

সকল লোক সমান হয় না কেন ?

- ২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, কি কারণে সমস্ত মহুযা সমান হয় না,
১৫ কেহ-কেহ অন্নায়ুঃ এবং কেহ-কেহ দীর্ঘায়ুঃ, কেহ-কেহ রোগী এবং কেহ-কেহ সুস্থ,
কেহ-কেহ কুরূপ এবং কেহ-কেহ সুরূপ, কেহ-কেহ প্রভাবহীন এবং কেহ-কেহ মহা-
প্রভাব, কেহ-কেহ অন্নভোগী এবং কেহ-কেহ মহাভোগী, কেহ-কেহ নীচকুলজাত এবং
কেহ-কেহ মহাকুলজাত, কেহ-কেহ ছন্দ্রজ এবং কেহ-কেহ প্রজ্ঞাবান ?’

- স্ববির কহিলেন—‘মহারাজ, সকল বৃক্ষ সমান হয় না কেন, কোন-কোনটি অন্ন,
২০ কোন-কোনটি লবণ, কোন-কোনটি তিত্ত, কোন-কোনটি কট্ট, কোন-কোনটি কষায়,
এবং কোন-কোনটি বা মধুর ?’

‘ভদন্ত, মনে করি, তাহাদের বীজ নানাবিধ বলিয়া ।’

- ‘এইরূপই মহারাজ, কর্ম নানাবিধ বলিয়া সমস্ত মহুযা সমান হয় না ; কেহ কেহ
অন্নায়ুঃ এবং কেহ-কেহ দীর্ঘায়ুঃ, কেহ-কেহ রোগী এবং কেহ-কেহ সুস্থ, কেহ-কেহ
২৫ কুরূপ এবং কেহ-কেহ সুরূপ, কেহ-কেহ প্রভাবহীন এবং কেহ-কেহ মহাপ্রভাব,
কেহ-কেহ অন্নভোগী এবং কেহ মহাভোগী, কেহ-কেহ নীচকুলজাত এবং কেহ-কেহ
মহাকুলজাত, কেহ-কেহ ছন্দ্রজ এবং কেহ-কেহ প্রজ্ঞাবান । মহারাজ, ভগবান্ ইহা

অঙ্কে মহাতোগা, অঙ্কে নীচকুলীনা অঙ্কে মহাকুলীনা, অঙ্কে হুম্বঙ্কা
অঙ্কে পঙ্কাবস্তো । তাসিতম্পে'তং মহারাজ, তগবতা—“কম্বসকা মাগব,
সতা, কম্বারাদা কম্বোনী কম্ববহু কম্বপটিনয়া ; কম্ব সন্তে বিতজ্জতি বসিদং
হীনঙ্গীততারা'তি ।”

৫. ‘কম্বো’সি তন্তে নাগসেনা’তি !’

৩। রাজা আহ—‘তন্তে নাগসেন, তুম্হে তথ—’
‘কি’স্তি ?’

‘ইদং হুখং নিরুজ্জেষ্যা, অঙ্কং হুখং ন উল্লঙ্ঘ্যা’তি ।”

‘এতদথা মহারাজ, অম্বাহকং পব্বজ্জা’তি ।’

১০. ‘কিং পটিগছে’ব বায়মিতেন, নহু সম্পত্তে কালে বায়মিতব্ব’স্তি ?’

থেরো আহ—‘সম্পত্তে কালে মহারাজ, বায়ামো অকিককরো ভবতি, পটিগছে’ব
বায়ামো কিককরো ভবতীতি ।’

বলিয়াছেনও—“হে মানব, জীবগণের কর্মই নিজেদের, তাহারা কর্মের দ্বারা (অর্থাৎ
কর্মফল ভোগের অধিকারী), কর্ম তাহাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম তাহাদের বহু,
১৫ কর্ম তাহাদের শরণ, এবং এই যে হীন ও উত্তম ভাব, তাহা দ্বারা জীবগণকে কর্মই
বিভাগ করে ।”

‘ভদত্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

অতীত ও বর্তমান শ্রম ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদত্ত নাগসেন, আপনারা বলেন’—

২০. ‘কি ?’

‘বর্তমান হুখ নষ্ট হইবে, ও অন্ত হুখ আর উৎপন্ন হইবে না (২. ১. ৫) ।”

‘মহারাজ, এইকন্ত আমাদের প্রেক্ষা ।’

‘ইহা কি পূর্ক শ্রমের ফল, অথবা উপস্থিত সময়ে (তাহার অন্ত) শ্রম করিতে
হইবে ?’

৫. ‘হরির কহিলেন—‘মহারাজ, উপস্থিত সময়ের শ্রম কার্য্যকর হয় না, পূর্ক শ্রমই
কার্য্যকর হয় ।’

‘ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা স্বং পিপাসিতো ভবেয্যসি, তদা স্বং উদপানং খণাপেয্যসি, তদাং খণাপেয্যসি,—পানীরং পিবিম্ভাসীতি ?’

‘নহি ভক্তে’তি ।’

৬ ‘এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বারামো অকিচ্চকরো ভবতীতি ।’

‘তিষ্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা স্বং বুভুক্ষিতো ভবেয্যসি, তদা স্বং খেত্তং কনাপেয্যসি, সালিং রোপাপেয্যসি, ধঞ্জুঃ অতিহরাপেয্যসি,—ভক্তং ভুক্তিস্লামীতি ?’

‘নহি ভক্তে’তি ।’

১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বারামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চে’ব বারামে’ কিচ্চকরো ভবতীতি ।’

‘তিষ্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা তে সংগামো পচ্চপট্ঠিতো ভবেয্য, তদা স্বং পরিখং খণাপেয্যসি, পাকারং কারাপেয্যসি, গোপুরং কারাপেয্যসি, অট্টালকং

১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি “উদপান করিব” মনে করিয়া আপনি কূপ, বা তড়াগ খনন করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব উত্তম কার্য্যকর হয় ।’

২০ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন বুভুক্ষিত হইবেন, তখন কি “ভাত খাইব” মনে করিয়া আপনি ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন, ন শালি (ধান্য) রোপণ করাইবেন, ও ধাত্ত সংগ্রহ করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব উত্তমই কার্য্যকর ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যখন আপনার সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তখন কি আপনি পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার নির্মাণ করাইবেন, অট্টালিকা

কারাপেয়াসি, ধঞ্জ্ঞঃ অতিহরাপোয়াসি ?—তদা ত্বং হৃথিম্বিং সিক্বেয়াসি, অস্‌সম্বিং সিক্বেয়াসি, রথম্বিং সিক্বেয়াসি, ধম্মম্বিং সিক্বেয়াসি, থ রুম্বিং সিক্বেয়াসীতি ?

‘নহি ভত্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বারামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্ছে’ব
১. বারামো কিচ্চকরো ভবতি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—

“পটিগচ্ছে’ব তং করিরা যং জঞ্জ্ঞা হিতমত্তনো ।

ন সাকটিকচিহ্নায় মস্তাদীরো পরকমে ॥

যথা সাকটিকো নাম সমং হিতা মহাপথং ।

বিসমং মগ্গমাঙ্কয়্হ অক্খচ্ছিন্নো’ব ধায়তি ॥

১০. এবং ধম্মা অপক্কম্ম অধম্মমম্মবত্তির ।

মনো মচ্চুমুথং পত্তো অক্খচ্ছিন্নো’ব সোচতীতি ॥”

‘কল্লো’সি ভত্তে নাগসেনা’তি ।’

প্রস্তুত করাইবেন ও ধাত্ত সংগ্রহ করাইবেন ?—তখন কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধম্ম ও থত্তা-মুত্তির (ব্যবহার) বিষয়ে শিক্ষা করিবেন ?

১৫. ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্বে উদ্যম কার্য্যকর ।
মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—

“পূর্বেই করিবে তাহা যাহা হিত জানিবে নিজের,

না ভাবি’ শকটী সম, ধীরবুদ্ধি উদ্যম করিবে ;

২০. শকট-চালক যথা পরিহরি’ সম মহাপথ

বিষম পথেতে পড়ি’ হতবুদ্ধি হ’য়ে ধ্যান করে,

ধর্ম্ম হ’তে সেইরূপ চলি’ মন অধর্ম্মে আসিয়া

পড়িয়া মৃত্যুর মুখে হতবুদ্ধি হ’য়ে শোক করে ॥”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপমি দক্ষ ।’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, তুম্হে ভগথ—“পাকতিক-অগ্নিগিতো নৈরয়িকো অগ্নি মহতিতাপতরো হোতি ; খুক্কো’পি পাসাণো পাকতিকে অগ্নিগিম্হি পক্খিত্তো নিবসম্’পি ধমমানো ন বিলয়ং গচ্ছত্তি, কুটাগারমত্তো’পি পাসাণো নৈরয়িক’গ্নিম্হি পক্খিত্তো ধণেন বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ;’—এতং বচনং ন সদহামি । এবঞ্চ পুন বদেথ—

৫ “যে চ তথ উল্লগ্না সত্তা, তে অনকানি’পি বদসসহসানি নিয়য়ে পচ্ছহান্না ন বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ;’—তম্’পি বচনং ন সদহামীতি ।’

খেরো আহ—‘তং কিং মঞ্জেসি মহারাজ ?—যা তা সত্তি মক্কিনিয়ো’পি, স্ত্হং-মারিনিয়ো’পি, কচ্ছপিনিয়ো’পি, মোরিনিয়ো’পি, কপোতিনিয়ো’পি, কিম্ম তা কক্কলানি পাসাণানি সক্খরাযো চ খাদন্তীতি ?’

১০ ‘আম ভস্তু খাদন্তীতি ।’

‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ঠ’ব্ভত্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ?’

‘আম ভস্তু ; বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ।’

নৈরয়িক অগ্নির প্রভাব ।

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলেন—“স্বাভাবিক অগ্নি অপেক্ষা

১৫ নৈরয়িক (নরকস্থিত) অগ্নি অধিকতর সন্তাপকর ; স্বাভাবিক অগ্নিতে কোন ক্ষুদ্রও পাষণ প্রক্ষিপ্ত করিলে, এবং সমস্ত দিন ব্যাপিয়াও তাহাতে অগ্নিসংযোগ থাকিলে, তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু কুটাগারের সমানও (উচ্চ) পাষণ নৈরয়িক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে একক্ষণেই বিলীন হইয়া যায় ;”—এ কথা আমি শ্রদ্ধা করি না ।

আপনারা আরও এইরূপ বলিয়া থাকেন—“যে সকল জন্তু সেখানে (নিয়য়ে) উৎপন্ন হয়, তাহারা অনেক সহস্র বর্ষ ধরিয়া নিয়য়ে পচ্যমান হইলেও বিলীন হয় না ;”—সে কথাকেও আমি শ্রদ্ধা করি না ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে মকর, শিঙমার, কচ্ছপ, ময়ূর ও কপোত-সমূহের স্ত্রী রহিয়াছে, তাহারা কি কঠোর প্রস্তর (-খণ্ড) ও কাঁকর সমূহ ভক্ষণ করে ?’

২৫ ‘হাঁ ভদন্ত ; ভক্ষণ করে ।’

‘তাহাদের কৃষ্ণিতে কোঠাভ্যন্তরস্থিত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলীন হয় ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; বিলীন হয় ।’

‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

‘মঞ্জেমি ভন্তে, কন্নাধিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

৫. ‘এবমেব ধো মহারাজ, কন্নাধিকতেন নৈরয়িকা সত্তা অমেকানি’পি বসসসহসানি নিরয়ে পচমানা ন বিলয়ং গচ্ছন্তি ; তথেষ্ব জায়ন্তি, তথেষ্ব বড়্ঢন্তি তথেষ্ব মরন্তি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—“সো ন তাব কালং করোতি, যাব ন তং পাপং কন্মং ব্যস্তিহোতীতি ।” ’

‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

১০. ‘তং কিং মঞ্জেসি মহারাজ ?—যা তা সন্তি সীহিনিয়ো’পি, ব্যাঘ্ঘিনিয়ো’পি, দীপিনিয়ো’পি, কক্কুরিনিয়ো’পি, কিন্নু তা কক্কুলানি’পি অট্টিকানি- মংসানি খাদতীতি ?’

‘আম ভন্তে ; খাদতীতি ।’

‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ট’বভস্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘আর তাহাদের কুক্কিতে যে গর্ভ থাকে, তাহাও বিলীন হয় ?’

১৫. ‘না ভদন্ত ।’

‘কি কারণে ?’

‘মনে করি কর্ণের প্রভাব-হেতু বিলীন হয় না ।’

- ‘এই প্রকারই মহারাজ, কর্ণপ্রভাবে নৈরয়িক জন্তুসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নিরয়ে পচ্যমান হইলেও বিলয় প্রাপ্ত হয় না ; তাহারা সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়, সেই স্থানেই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানেই মৃত হয় । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—“সে সে-পর্য্যন্ত মরে না, যে-পর্য্যন্ত সেই পাপকর্ম্ম শেষ না হয় ।” ’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে সিংহ, ব্যাঘ্র, বীণী (চিত্রক-চিতাবাব) ও কুক্কুর-সমূহের স্ত্রী রহিয়াছে, তাহারা কি কঠোর অস্থি ও মাংস ভক্ষণ করে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; ভক্ষণ করে ।’

‘তাহাদের কুক্কিতে কোষ্ঠাত্মক রহিত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

‘আম ভস্তে ; বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘নহি ভস্তে’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

৫ ‘মঞ্ঞামি ভস্তে, কস্মাধিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, কস্মাধিকতেন নৈরয়িকা সত্তা আনেকানি’পি বস্‌সহস্‌সানি
নিরয়ে পচমানা ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

‘তিয্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞেসি মহারাজ ?—যা তা সত্তি যোনক-সুখ্মালিনিয়ো’পি, খত্তির-

১০ সুখ্মালিনিয়ো’পি, ব্রাহ্মণ-সুখ্মালিনিয়ো’পি, গৃহপতি-সুখ্মালিনিয়ো’পি, কিম্বু ত্‌
কক্‌খলানি থ্‌জ্জানি মংসানি খাদতীতি ?’

‘আম ভস্তে ; খাদতীতি ।’

‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ট’বৃত্তন্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘আম ভস্তে ; বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

১৫ ‘ই’ ভদন্ত ; বিলয়প্রাপ্ত হয় ।’

‘আর তাহাদের কুক্ষিতে যে গুর্ভ থাকে, তাহাও বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘কি কারণে ?’

‘মনে করি কর্ম-প্রভাব-হেতু বিলয় প্রাপ্ত হয় না ।’

২০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, কর্ম-প্রভাবে নৈরয়িক জীবসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নিরয়ে পচ্য-
মান হইলেও বিলয়প্রাপ্ত হয় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে যবন, কস্তির, ব্রাহ্মণ ও গৃহ-
পতি-গণের সুকুমারী স্ত্রী আছেন, তাঁহারা কি কঠিন খাদ্য ও মাংস ভোজন করেন ?’

২৫ ‘ই’ ভদন্ত ; ভোজন করেন ।’

‘তাঁহাদের কুক্ষিতে কোষ্ঠাত্তরগত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

‘ই’ ভদন্ত ; বিলয়প্রাপ্ত হয় ।’

‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

‘মঞ্জেমি ভন্তে, কন্মাদিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

৫. ‘এবমেব খো মহারাজ, কন্মাদিকতেন নৈরয়িক। সত্তা অনেকানি’পি বস্‌সহস্‌সানি নিরয়ে পচমানা ন বিলয়ং গচ্ছন্তি ; তথেষ্ব জায়ন্তি, তথেষ্ব বড়্‌তন্তি, তথেষ্ব মরন্তি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—‘সো ন তাব কালাং কক্কোতি, যাব ন তং পাপং কন্ম ব্যত্তিহোতীতি ।’”

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১০. ৫। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভগথ—“অয়ং মহাপঠরী উদকে পতিট্ঠিতা, উদকং বাতে পতিট্ঠিতং, বাতো অকাসে পতিট্ঠিতো’তি ;”—এতম্’পি বচনং ন সদ্ধামীতি ।’

‘তৌহাদেয় কুচ্ছিতে যে গৰ্ভ থাকে, তাহাও বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

‘না ভদন্ত ।’

১৫. ‘কি কারণে ?’

‘মনে করি কৰ্ম-প্রভাবে বিলয়প্রাপ্ত হয় না ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কৰ্ম-প্রভাবে নৈরয়িক জীবসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নরকে পচামান হইলেও বিলয়প্রাপ্ত হয় না ; সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়, সেই স্থানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানেই মৃত হয় । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—“সে

২০. সে-পর্যন্ত মরে না, যে-পর্যন্ত সেই পাপকৰ্ম শেষ না হয় ।”’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত । .

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনান্না বলিয়া থাকেন—“এই সম্ভা-
পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত ;”—

২৫. একথাও আমি শ্রদ্ধা করি না ।’

থেরো ধম্মকরকেন উদকং গহেহা রাজানং মিলিন্দং বজ্জ্ঞাপেসি—“বধা মহারাজ,
ইমং উদকং বাভেন আধারিতং, এবং তদ্‌পি উদকং বাভেন আধারিতংতি ।”

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ?’

৫ ‘আম মহারাজ ; নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ?’

‘সব্বে বালপুখ্জনা থো মহারাজ, অজ্জান্তিক-বাহিরে আয়তনে অভিনন্দত্তি,
অভিবদত্তি, অজ্জোসায় তিট্ঠত্তি ; তে ভেন সোভেন বৃহত্তি, ন পবিমুচ্চত্তি জাতিয়া
জরা-মরণেন সোকেন পরিদেবেন হুৎথেহি দোমনসেসেহি উপায়াসেসেহি, ন পরিমুচ্চত্তি
১০ হুৎথ’য়া’তি বদাম্মি । সূতবা চ থো মহারাজ, অরিয়সাবকো অজ্জান্তিক-বাহিরে
আয়তনে নাভিনন্দত্তি, নাভিবদত্তি, নাজ্জোসায় তিট্ঠত্তি ; তস্স তং অমভিনন্দতো

হবির ধর্ম্মার্থ-গৃহীত কমণ্ডলু দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া রাজাকে বুঝাইলেন—‘মহারাজ,
যেমন এই জল বায়ু দ্বারা ধৃত হইয়াছে, ঐ জলও সেইরূপ বায়ু দ্বারা ধৃত হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

১৫

নিরোধই নির্বাণ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, নিরোধ (লয়) কি নির্বাণ ?’

‘হঁা মহারাজ ; নিরোধ নির্বাণ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে নিরোধ নির্বাণ ?’

‘মহারাজ, মূঢ় প্রাকৃত লোকগণ আধ্যাত্মিক ও বাহ্য আয়তনে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও
২০ তত্ত্বের সমূহে) অভিনন্দিত হয়, তত্ত্বেরে সম্ভাষণ করে, এবং (স্তব্ধহেতু) নিশ্চয় করিয়া
তাহাতে অবস্থান করে । তাহারাই সেই শ্রোতে বাহিত হয়, এবং জরা-জরা-মরণ-
শোক-পরিদেবনা-দুঃখ-দোর্ম্মনস্য ও উপায়াস হইতে পরিমুক্ত হয় না ; আমি
বলিতেছি তাহাদের দুঃখ হইতে পরিমুক্তি নাই । কিন্তু মহারাজ, প্রত্যবান্ আক্ট-
প্রাবক (শ্রোতাগতি প্রভৃতি মার্গে বিচরণকারী বুদ্ধ-লিখ্য) আধ্যাত্মিক ও বাহ্য
২৫ আয়তনে অভিনন্দিত হয় না, তত্ত্বেরে সম্ভাষণ করে না, এবং নিশ্চয় করিয়া তাহাতে

অনভিবদন্তো অনঙ্কোস্যার তিষ্ঠতো তণ্হা নিরুজ্জতি, তণ্হানিরোধো উপাদান-
নিরোধো, উপাদাননিরোধো ভবনিরোধো, ভবনিরোধো জাতিনিরোধো, জাতিনিরোধো
জরা-মরণং শোক-পরিদেব-হৃৎখ-দোমনন্দ-উপায়াসা নিরুজ্জতি ; এবমেতস্স কেবলস্স
হৃৎখ-হৃৎস্স নিরোধো হোতি । এবং খো মহারাজ, নিরোধো নিব্বাণ'ত্তি ।'

৫ 'কল্লো'দি ভন্তে নাগসেনা'তি ।'

৭। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, সব্বে'ব লভন্তি নিব্বাণ'ত্তি ?’

‘ন খো মহারাজ, সব্বে'ব লভন্তি নিব্বাণং ; অপি চ খো মহারাজ, যো সন্মা
পটিপন্নো অভিঞ্জেয্যে ধম্মে অভিজানাতি, পরিঞ্জেয্যে ধম্মে পরিজানাতি,
পহাতব্বে ধম্মে পজ্জহাতি, ভাবিতব্বে ধম্মে ভাবেতি, সচ্ছিকাতব্বে ধম্মে সচ্ছিকরোতি,

১০ সো লভতি নিব্বাণ'ত্তি ।’

‘কল্লো'দি ভন্তে নাগসেনা'তি ।’

অবস্থান করে না । তাহার তাহাতে অভিনন্দিত না হওয়ার, তদ্বিষয়ে সম্ভাষণ না করার,
এবং নিশ্চয় করিয়া তাহাতে অবস্থান না করার তৃষ্ণার নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে
উপাদানের নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে
১৫ জাতির নিরোধ হয়, জাতির নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবনা-হৃৎখ-দোমনস্য ও
উপায়াসের নিরোধ হয় ; এবং এইরূপে এই সমগ্র হৃৎখ রাশির নিরোধ হয় । মহারাজ,
এই প্রকারেই নিরোধ নির্বাণ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সকলেই কি নির্বাণ লাভ করে ?

২০ ৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সকলেই কি নির্বাণ লাভ করে ?’

‘না মহারাজ, সকলে নির্বাণ লাভ করে না ; কিন্তু মহারাজ, যে সম্যক্ শীলাদিদ্যান্
ব্যক্তি সৰ্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় ধৰ্ম্ম সকলকে সৰ্ব্বতোভাবে জানে, পরিস্ফুটভাবে জ্ঞেয়
ধৰ্ম্ম সকলকে পরিস্ফুট ভাবে জানে, পরিত্যাগ্য ধৰ্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করে,
ভাবনীর ধৰ্ম্ম সকলকে ভাবনা করে, এবং সাক্ষাৎ-করণীয় ধৰ্ম্মসকলকে সাক্ষাৎ করে,

২৫ সে নির্বাণ লাভ করে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩৪৮ যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানে যে, নির্বাণ স্তূথ ? ১৪৫

৮। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যো ন লভতি নিব্বানং, জানাতি সো—স্তুথং নিব্বান’স্তি ?’

‘আম মহারাজ ; যো ন লভতি নিব্বানং, জানাতি সো—স্তুথং নিব্বান’স্তি ।’

‘কথং ভস্তু নাগসেন, অলভত্তো জানাতি—স্তুথং নিব্বান’স্তি ?’

৫ ‘তং কিং মণ্ড্‌এসি মহারাজ ?—যেসং ন ছিন্না হত্থপাদা, জানেয়ুং তে মহারাজ,—
হুত্থং হত্থপাদচ্ছেদন’স্তি ?’

‘আম ভস্তু ; জানেয়ু’স্তি ।’

‘কথং জানেয়ু’স্তি ?’

‘অণ্ড্‌এসং ভস্তু, ছিন্নহত্থপাদানং পরিসেবিতসদং স্তুত্বা জানাতি—হুত্থং

১০ হত্থপাদচ্ছেদন’স্তি ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, যেসং দিট্ঠং নিব্বানং তেসং সদং স্তুত্বা জানাতি—স্তুথং
নিব্বান’স্তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি ।’

চতুর্থো বগ্গো ।

১৫ যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানে যে, নির্বাণ স্তূথ ?

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানিতে
পারে যে, নির্বাণ স্তূথ ?’

‘হঁা মহারাজ ; যে নির্বাণ লাভ না করে, সে জানিতে পারে যে, নির্বাণ স্তূথ ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, লাভ না করিয়া কিরূপে জানিতে পারে যে, নির্বাণ স্তূথ ?’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন—যাহাদের হস্ত-পদ ছিন্ন হয় নাই, তাহারা
কি জানিতে পারে যে, হস্ত-পদের ছেদন স্তূথ ?’

‘হঁা ভদন্ত ; জানিতে পারে ।’

‘কি প্রকারে জানিতে পারে ?’

‘ছিন্ন-হস্তপদ অপর ব্যক্তিগণের বিলাপ-শব্দ শ্রবণ করিয়া জানে যে, হস্ত-পদের

২৫ ছেদন স্তূথ ।’

‘এইরূপই মহারাজ, যাহারা নির্বাণ দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের কথা শুনিয়া জানে
যে, নির্বাণ স্তূথ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দৃক !’

ইতি চতুর্থ বগ্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, বুদ্ধো তরা দিট্ঠো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘অথ তে আচরিয়েহি বুদ্ধো দিট্ঠো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

৪ ‘তেন হি ভস্মে নাগসেন, ন’খি বুদ্ধো’তি ।’

‘কিং পন মহারাজ, হিমবতি উহানদী তয়া দিট্ঠা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

‘অথ তে পিতরা উহানদী দিট্ঠা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

১০ ‘তেন হি মহারাজ, ন’খি উহানদী’তি ।’

‘অথি ভস্মে ; কিঞ্চাপি মে উহানদী ন দিট্ঠা, পিতরা’ পি মে উহানদী ন দিট্ঠা,
অপি চ অথি উহানদী’তি ।’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চম বর্গ ।

১৫ বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি না ?

১। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি বুদ্ধকে দর্শন করিয়াছেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘আপনার আচার্য্যেরা কি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন ?’

‘না মহারাজ ।’

২০ ‘তবে ভদ্রস্ত নাগসেন, বুদ্ধ নাই ।’

‘মহারাজ, আপনি কি হিমাগরে ‘উহা’-নামক নদীকে দর্শন করিয়াছেন ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

‘আপনার পিতা কি উহা-নদীকে দেখিয়াছেন ?’

‘না ভদ্রস্ত ।’

২৫ ‘তবে মহারাজ, উহা-নদী নাই ।’

‘আছে ভদ্রস্ত ; কিন্তু আমি উহা-নদীকে দেখি নাই, এবং আমার পিতাও
নদীকে দেখেন নাই ; তাহা হইলেও উহা-নদী আছে ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, কিঞ্চাপি ময়া ভগবা ন দিট্ঠো, আচরিয়েহি’পি মে ভগবা ন দিট্ঠো, অপিচ অধি ভগবা’তি ।’

‘কম্মো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো অমুত্তরো’তি ?’

৫ ‘আম মহারাজ ; ভগবা অমুত্তরো’তি ।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, অদিট্ঠপূৰ্বং জানাসি—বুদ্ধো অমুত্তরো’তি ?’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—যেহি অদিট্ঠপূৰ্বো মহাসমুদ্ধো, জানেয্যং ভে মহারাজ,—মহন্তো ধো মহাসমুদ্ধো গম্ভীরো অল্পমেয্যো হুম্মরিয়োগাহো, বস্খি’মা পঞ্চ মহানদিরো সততং সমিতং অল্পেত্তি, সেয্যাবীদং—গজা, যমুনা, অচিরবতী, সরহু, মহী ;

১০ নে’ব তন্স উনত্তং বা পূরত্তং বা পঞ্ঞায়তী’তি ?’

‘আম ভন্তে ; জানেয্য’ত্তি ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, যদিও আমি ভগবানকে দর্শন করি নাই, এবং আমার আচার্য্যগণও দর্শন করেন নাই, তথাপি তিনি আছেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫

বুদ্ধ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ।

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ?’

‘হী মহারাজ ; বুদ্ধ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, অদৃষ্ট-পূৰ্বে বুদ্ধকে আপনি কিরূপে জানিতেছেন যে, তিনি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ?’

৫০ ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—যাহারা পূৰ্বে মহাসমুদ্ধ দর্শন করে নাই, তাহারা কি জানিতে পারে যে, মহাসমুদ্ধ বিশাল, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুশ্রুতর ও অগাধ ;—যাহাতে গজা, যমুনা, অচিরবতী, সরহু ও মহী এই পঞ্চনদী সতত অবিচ্ছেদে (জল) অৰ্পণ করিতেছে ;—এবং তাহার উনত্ত বা পূৰ্ব্ব জানা যায় না ?’

‘হী ভদন্ত ; জানিতে পারে ।’

‘এবম্বেব ধো মহারাজ, সাবকে মহন্তে গম্মিনিব্বুত্তে পদ্দিসিহা জানামি—ভগবা অহুত্তরো’তি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি।’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, সকা জানিতুং—বুদ্ধো অহুত্তরো’তি।’

৪ ‘আম মহারাজ ; সকা জানিতুং—ভগবা অহুত্তরো’তি।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, সকা জানিতুং—বুদ্ধো অহুত্তরো’তি?’

‘ভূতপূৰ্ব্বং মহারাজ, তিস্সথেরো নাম লেখাচারিয়ো অহোসি’, বহুনি বদ্দসানি অব্ভতীতানি কালকটম্ভস, কথং সো ঞ্জয়তীতি?’

‘লেথেন ভন্তে’তি।’

১০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, পরি নির্বাণ-প্রাপ্ত মহাশ্রাবক-গণকে দেখিয়া আমি জানিতেছি যে, ভগবান্ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ!’

বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জানা যায় কি না ?

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা কি জানিতে

১৫ পারা যায়?’

‘হঁ মহারাজ ; বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জানিতে পারা যায়।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে জানিতে পারা যায় যে, বুদ্ধ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ?’

‘মহারাজ, পূৰ্বে তিষ্য-স্ববির নামে এক লেখাচার্য্য (রেখাচার্য্য) ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। তিনি যে ছিলেন, তাহা কি প্রকারে

২০ জানা যায়?’

‘ভদন্ত, তাঁহার লেখা দ্বারা।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো ধম্মং পস্‌সতি, সো ভগবন্তং পস্‌সতি; ধম্মো হি মহারাজ, ভগবতা দেসিতো’তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, ধম্মো তয়া দিট্ঠো’তি ?’

৫। বুদ্ধনেত্তিয়া খো মহারাজ, বুদ্ধপঞ্ঞত্তিয়া যাবজ্জীবং সাযকেহি বত্তিতব্‌’ত্তি ।’
‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ?’

‘আম মহারাজ ; ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ।’

‘কথং ভস্তু নাগসেন, ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চ ? ওপম্মং করোহী’তি ।’

১০। ‘এই প্রকারই মহারাজ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দর্শন করে, সে ভগবানকে দর্শন করে ; কেন না মহারাজ, ভগবান ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন ।’
‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ধর্ম্মকে দর্শন করিয়াছেন কি না ?

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি ধর্ম্মকে দর্শন করিয়াছেন ?’

১৫। ‘মহারাজ, বুদ্ধের আদেশ তাঁহাকে দেখিবার নেত্ররূপ, আবকগণকে যাবজ্জীবন তাহা দ্বারা অবস্থান করিতে হয় ।’
‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সংক্রমণ না করিলেও পুনর্জন্ম হয় কি না ?

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, লোক কি সংক্রমণ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণের

২০। জন্তু গমন) না করিয়াও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ?’

‘হী মহারাজ ; সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ?

উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুত্রিসো পদীপভো পদীপঃ পদীপেবা, কিমু খো সো
মহারাজ, পদীপো পদীপব্হা সঙ্কতো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, নচ সঙ্কমতি পটিন্দহতি চা’তি ।’

৫. ‘ভিষ্যো ওপন্নং কল্পোহী’তি ।’

‘অভিজানাসি হু স্বং মহারাজ, মহরকো সন্তো সিলোকচরিয়স্ সন্তিকে কথি
সিলোকং গহিত’স্তি ?’

‘আম ভন্তে’তি ।’

‘কিমু খো মহারাজ, সো সিলোকো আচরিয়ব্হা সঙ্কতো’তি ?’

৬. ‘নহি ভন্তেতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ন চ সঙ্কমতি পটিন্দহতি চা’তি ।’

‘কল্পো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৭। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বেদগু উপলব্ভতীতি ।’

‘মহারাজ, যদি কোন পুরুষ প্রদীপ হইতে (অপর) প্রদীপ জ্বলে, তবে কি

১৫. মহারাজ, সেই (দ্বিতীয়) প্রদীপ (প্রথম) প্রদীপ হইতে সংক্রান্ত হয় ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, আপনি যখন বালক, তখন শ্রোত্রার্চ্যের

২০. নিকটে কোন শ্রোত্র গ্রহণ (অর্থাৎ শিক্ষা) করিয়াছিলেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত ।’

‘সেই শ্রোত্র কি মহারাজ, আচার্যের নিকট হইতে সংক্রান্ত হইয়াছিল ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

২৫. ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ষেভায় (আত্মায়) উপলব্ধি ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যেভায় (আত্মায়) কি উপলব্ধি হয় ?’

থেরো আহ—‘পরম’থেন থো মহারাজ, বেনগু ন উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্লোসি ভন্তে নাগসেনাতি ।’

৭। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অথি কোচি সন্তো বো ইমম্হা কারা অঞ্ঞং কারং সঙ্কমতী’তি ।’

৮ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

যদি ভন্তে নাগসেন, ইমম্হা কারা অঞ্ঞং কারং সঙ্কমন্তো ন’থি, নহু মুত্তো ভবিস্‌সতি পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

‘আম মহারাজ ; যদি ন পটিসন্দহেয়া, মুত্তো ভবিস্‌সতি পাপকেহি কস্মেহি ; বস্মা চ থো মহারাজ, পটিসন্দহতি, তস্মা ন পরিসুত্তো পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

১০ ‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুন্নিসো অঞ্ঞত্তরস্‌স পুন্নিসস্‌স অং অগহয়েয্য, কিং থো দণ্ডগত্তো ভবেয্যা’তি ?

হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, পরমার্থতঃ বেত্তা উপলব্ধ হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫ জীব শরীরান্তরে সংক্রমণ করে কি না ?

৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন জীব আছে, যে এই শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমণ করে ?’

‘না, মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, যদি এই শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রমণকারী কেহ না থাকে,

২০ তাহা হইলে সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে ?’

‘হাঁ মহারাজ ; যদি সে আবার জন্মগ্রহণ না করিত, পাপকর্ম হইতে মৃত হইত ; কিন্তু যেহেতু মহারাজ, সে জন্মগ্রহণ করে, সেজন্ত পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আত্ম অপহরণ করে, তবে কি সে স্ব-

২৫ প্রাপ্ত হইবে ?’

‘আম ভন্তে ; দণ্ডগতো ভবেয্যা’তি ।’

‘ন খো সো মহারাজ, তানি অথানি অবহরতি, যানি তেন রোপিতানি ; কন্না দণ্ডগতো ভবেয্যা’তি ?’

‘তানি ভন্তে, অথানি নিস্কার জাতানি, তন্না দণ্ডগতো ভবেয্যা’তি ।’

৫ ‘এবমেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কন্নাং করোতি শোভনং বা অশোভনং বা, তেন কন্নেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পট্টিসন্ধতি ; তন্না ন পরিমুত্তে পাপকেহি কন্নেহীতি ।’

‘কন্না’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৮। রাজা আহ —‘ভন্তে নাগসেন, ইমিনা নাম-রূপেন কন্নাং কত্তং কুসলং বা

১০ অকুসলং বা ; কুহিঃ তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ?’

‘অনুবন্ধেযুং খো মহারাজ, তানি কন্মানি ছায়া’ব অনপায়িনীতি ।’

‘সক্কা পম ভন্তে, তানি কন্মানি দসেসুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ?’

‘হাঁ ; সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

১৫ ‘সে ত মহারাজ, তাহার ঐ আত্মগুলি অপহরণ করে নাই, যেগুলিকে সে রোপণ করিয়াছিল ; অতএব কিজন্ত সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?’

‘ভদন্ত, (সে যে আত্মগুলি অপহরণ করিয়াছিল, সেগুলি) সেই (পূর্বরোপিত) আত্ম হইতেই উৎপন্ন, এই জন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই (বর্তমান) নাম-রূপের দ্বারা শোভন বা অশোভন কন্নাং করে, ও সেই কন্নাং দ্বারা অপর নাম-রূপ গ্রহণ করে ; এ জন্য পাপ কন্নাং হইতে মুক্ত হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

শুভাশুভ কন্নাং কোথায় থাকে ?

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই (বর্তমান) নাম-রূপের দ্বারা কুশল ১৫ বা অকুশল কন্নাং করা হয় ; সেই কন্নাংসমূহ থাকে কোথায় ?’

‘মহারাজ, সেই কন্নাংসমূহ অনপায়িনী (অপরিভ্যাগিনী) ছায়ায় ন্যায় অনুসরণ করে ।’

‘ন সকা মহারাজ, তানি কন্মানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘ওপন্ন করোহীতি ।’

‘তং কিং মণ্ডুসি মহারাজ ?—যানি’মানি কুখানি অনিব্বত্তকলানি, সকা তেসং কলানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কলানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অবভোচ্ছিন্নায় সন্ততিয়া ন সকা তানি কন্মানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !

১০. ৯। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো উপ্পজ্জতি, জানাতি নো—উপ্পজ্জিসসামীতি ?’

‘ভদন্ত, সেই কৰ্ম্মসমূহকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, এইখানে, বা এইখানে সেই কৰ্ম্মসমূহ আছে ?’

‘মহারাজ, সেই কৰ্ম্মসমূহকে দেখাইতে পারা যায় না যে, এইখানে, বা এইখানে সেই কৰ্ম্মসমূহ আছে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—যে সকল বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হয় নাই, সেই বৃক্ষের ফলসমূহকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, এইখানে, বা এইখানে সেই ফলগুলি আছে ?’

২০. ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, সন্ততির (প্রবাহের) অবিচ্ছেদ-হেতু দেখাইতে পারা যায় না যে, এইখানে, বা এইখানে সেই সকল কৰ্ম্ম আছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

নিজের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি জানা যায় কি না ?

২৫. ৯। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হইবে, সে কি জানে যে, আমি উৎপন্ন হইব ?’

‘আম মহারাজ ; যো উগ্গজ্জতি, জানাতি সো—উগ্গজ্জস্সামীতি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, কস্সকো গহপতিকা বীজানি পঠবিয়ং নিক্খিপিষা সম্মা দেবে
বস্সন্তে জানাতি—ধঞ্ঞং নিব্বত্তিস্সতীতি ?’

৫ ‘আম ভন্তে ; জানেয়া’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো উগ্গজ্জতি, জানাতি সো—উগ্গজ্জস্সামীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১০। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো অথীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ভগবা অথীতি ।’

১০ ‘সক্কা পন ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো নিদস্সেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘হাঁ মহারাজ, যে উৎপন্ন হইবে, সে জানে যে, আমি উৎপন্ন হইব ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন মহারাজ, যদি কুবক-গৃহস্থ ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করে, আর দেবতার বৃষ্টি
যদি ভালরূপে হয়, তবে কি সে জানিতে পারে যে, ধান্য হইবে ?’

১৫ ‘হাঁ ; সে জানিতে পারে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, যে উৎপন্ন হইবে, সে তাহা জানে যে, আমি উৎপন্ন
হইব ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ কি আছেন ?

২০ ১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি আছেন ?’

‘হাঁ মহারাজ ; ভগবান্ আছেন ।’

‘আপনি কি বুদ্ধকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন যে, তিনি এখানে, বা এখানে
আছেন ?’

‘পরিনিব্বৃত্তো মহারাজ, ভগবা অমুপাদিসেসায় নিব্বাণধাতুরা, ন সন্না ভগবা নিদ্দেসেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

৫ ‘তং কিম্মঞ্ঞসি মহারাজ ?—মহত্তো অগ্গিক্খক্কস্স জলমানস্স যা অচ্চি অখ-
জ্ঞতা, সন্না সা অচ্চি দস্সেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘নহি ভস্তু ; নিরুদ্ধা সা অচ্চি অম্মঞ্ঞত্তিং গতা’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ভগবা অমুপাদিসেসায় নিব্বাণধাতুরা পরিনিব্বৃত্তো, অখং গতো ভগবা ন সন্না নিদ্দেসেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি । ধম্মকাসেন পন থো মহারাজ, সন্না ভগবা নিদ্দেসেসেতুং ; ধম্মো হি মহারাজ, ভগবতা দেসিতো’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি ।’

পঞ্চমো বগ্গো ।

‘মহারাজ, ভগবান্ সেইরূপ নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে কোন উপাধি শেষ থাকে না । অতএব নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না যে, তিনি এখানে বা এখানে আছেন ।’

১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি জ্ঞাহ কি মনে করেন ?—মহান্ প্রজ্জলিত অগ্নির যে শিখা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, ইহা এইখানে, বা এইখানে আছে ?’

‘না ভদন্ত ; সেই শিখা নিরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞানগোচর হয় ।’

২০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্ সেইরূপ নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে উপাধি শেষ থাকে না ; তিনি অন্তর্গত হইয়াছেন । অতএব তাঁহাকে নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না যে, তিনি এখানে, বা এখানে আছেন । কিন্তু মহারাজ, ধর্মরূপ শরীরে তাঁহাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায়, কেননা মহারাজ, তিনি ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

ইতি পঞ্চম বর্গ ।

- ১। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, পিয়ো পৰ্বজিতানং কারো’তি ?’
 ‘ন খো মহারাজ, পিয়ো পৰ্বজিতানং কারো’তি ।’
 ‘অথ কিস্স হু খো ভস্তু, কেলায়থ মমায়থা’তি ?’
 ‘কিম্পন তে মহারাজ, কদাচি করহচি সন্জামগতস্স কণ্ডল্লহারো হোতীতি ?’
 ‘আম ভস্তু ; হোতীতি ।’
 ‘কিম্মু খো মহারাজ, সো বণো আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্নখুমেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ?’
 ‘আম ভস্তু ; আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্নখুমেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ।’
 ১০. ‘কিম্মু খো মহারাজ, পিয়ো তে বণো, যেন আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্নখুমেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ?’
-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ষষ্ঠ বর্গ ।

সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় কি না ?

- ১৫ ১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সন্ন্যাসিগণের শরীর কি প্রিয় ?’
 ‘না মহারাজ ; সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় নহে ।’
 ‘ভদন্ত, তবে কি অশ্রু আপনারা ইহাকে বহন করেন, ও ইহাতে মমতা করেন ?’
 ‘মহারাজ, আপনি যদি কখন কোন সময়ে সংগ্রামে গমন করেন, তবে কি আপনার প্রতি শরপ্রহার হইয়া থাকে ?’
 ২০ ‘হাঁ ভদন্ত ; হয় ।’
 ‘মহারাজ, সেই ব্রণে কি প্রলেপ লেপন করা হয় ও তৈল মাখান হয় ? এবং স্নান বসনের পট্টিদ্বারা তাহাকে কি পরিবেষ্টিত করা হয় ?’
 ‘হাঁ ভদন্ত ; প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং স্নান বসনের পট্টিদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ।’
 ২৫ ‘মহারাজ, ব্রণ কি আপনার প্রিয় যে, তাহাতে প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং স্নান বসনের পট্টিদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ?’

‘নখো মে ভন্তে, পিয়ো বণো ; অপিচ মংসস্ ক্লহণ’থায় আলেপেন’চ আলিন্দীয়াতি,
তেলেন চ মক্খীয়তি, সুখমেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অগ্নিরো পৰ্বজিতানং কারো ; অথচ পৰ্বজিতা
অনছোাসিতা কারং পরিহরন্তি ব্রহ্মচরিয়ান্নগ্গহায় । অপিচ থো মহারাজ, বগুপমো
৫ কারো বুত্তো ভগবতা ; তেন পৰ্বজিতা বণমিব কারং পরিহরন্তি অনছোাসিতা ।
ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—

“অন্নচম্পটিচ্ছন্নো নবহারো মহাবণো ।

সমন্ততো পগঘরতি অন্নটী পুত্তিগন্ধিরো’তি ।”

‘কন্নো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

- ১০ ২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বদৰ্শাবীতি ?’
‘আম মহারাজ ; ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বদৰ্শাবীতি ।’

‘ভদন্ত, ব্রণ আমার প্রিয় নহে ; কিন্তু (সেখানে পুনর্বার) মাংস জন্মিবার জন্ত
তাহাতে এলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সুস্বাদু বসনের পট্টির দ্বারা
তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ।’

- ১৫ ‘এইরূপই মহারাজ, সন্ন্যাসিগণের শরীর অপ্রিয় ; অথচ তাঁহারা ব্রহ্মচর্যরূপ অন্ন-
এই লাভের জন্ত শরীর বহন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের আসক্তি থাকে না ।
মহারাজ, ভগবান্ শরীরকে ব্রণোপম বলিয়াছেন । তজ্জন্ত সন্ন্যাসিগণ শরীরের প্রতি
অনাসক্ত থাকিয়া ব্রণের জ্ঞায় তাহাকে বহন করেন । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়া-
ছেনও—

- ২০ “আর্দ্রচন্দ্রাবৃত মহাব্রণ নবহার ।

অপবিজ্ঞ পুত্তিগন্ধি গলে চারিধার ॥”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী কি না ?

- ২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী ?’
২৫ ‘হঁ মহারাজ ; ভগবান্ সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী ।’

‘অথ কিস্তু হু খো ভস্তে নাগসেন, সাবকানং অহুপূর্বেন সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেদীতি ?’

‘অথি পন তে মহারাজ, কোচি বেজ্জা, যো ইমিস্সং পঠবিয়ং সৰ্ব্বেসজ্জানি জানাতীতি ?’

৫ ‘আম ভস্তে, অখীতি ।’

‘কিস্সু খো মহারাজ, নো বেজ্জা গিলানকং সম্পত্তে কালে ভেসজ্জং পাযেতি, উদাহ অসম্পত্তে কালে’তি ?’

‘সম্পত্তে কালে ভস্তে, গিলানকং ভেসজ্জং পাযেতি, নো অসম্পত্তে কালে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ভগবা সৰ্ব্বপ্পু সৰ্ব্বদস্সাবী, ন অকালে সাবকানং

১০ সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেতি, সম্পত্তে কালে সাবকানং সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেতি যাবজ্জীব অনতিক্কমন্নীয়’স্তি ।’

কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

‘ভদন্ত নাগসেন, তবে কি জন্তু তিনি শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ ক্রমাইয়াছেন ?’

১৫ ‘মহারাজ, আপনার কি এরূপ কোন বৈজ্ঞ আছেন, যিনি পৃথিবীতে সমস্ত ঔষধকে জানেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; আছেন ।’

‘সেই বৈজ্ঞ কি মহারাজ, (ঔষধ পানের উপযুক্ত) সময় উপস্থিত হইলে রোগীকে ঔষধ পান করান, না সময় উপস্থিত না হইলেই ?’

২০ ‘ভদন্ত, সময় উপস্থিত হইলেই রোগীকে ঔষধ পান করান, উপস্থিত না হইলে করান না ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বদর্শী । তিনি অকালে শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ জানান না, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলেই শ্রাবকগণকে যাবজ্জীবন অনতি-ক্রমগীয় শিক্ষাপদসমূহ জানাইয়া থাকেন ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, বুদ্ধো দ্বিতিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরঞ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসন্নিভত্তচো ব্যামপ্পভো’তি ?’

‘আম মহারাজ, ভগবা দ্বিতিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরঞ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসন্নিভত্তচো, ব্যামপ্পভো’তি ।’

৫ ‘কিপন’স্ স ভস্তু, মাতাপিতরো’পি দ্বিতিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরঞ্জিতা, সুবল্লবল্লা, কঞ্চনসন্নিভত্তচা, ব্যামপ্পভা’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘এবং সন্তে খো ভস্তু নাগসেন, উপ্পজ্জতি বুদ্ধো দ্বিতিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরঞ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসন্নিভত্তচো,

১০ ব্যামপ্পভো’তি ? অপিচ মাতুসদিসো বা পুত্তো হোতি মাতুপক্খো বা, পিতুসদিসো বা পুত্তো হোতি পিতুপক্খো বা’তি ।’

থেরো আহ—‘অথি পন মহারাজ, কিঞ্চি পহ্মং সতপত্তংস্তি ?’

বুদ্ধের লক্ষণযুক্ত আকার ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও
১৫ অলীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত ? তিনি কি সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ চন্দ্রশালী ? এবং তাঁহার প্রভা কি (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত হয় ?’

‘হাঁ মহারাজ ; ভগবান্ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও অলীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত, তিনি সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ চন্দ্রশালী, এবং তাঁহার প্রভা (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত ।’

২০ ‘ভদন্ত, তাঁহার পিতা-মাতাও কি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও অলীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত ?—সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ চন্দ্রশালী ? এবং তাঁহাদের প্রভা (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, ইহা যদি হয়, তবে কি বুদ্ধ তাদৃশ হইয়া উৎপন্ন হইতে পারেন ?

২৫ কেন না পুত্র হয় মাতৃসদৃশ, বা মাতৃপক্ষ-সদৃশ ; অথবা পিতৃসদৃশ, বা পিতৃপক্ষ-সদৃশ হইয়া থাকে ।’

স্ববির কহিলেন—‘আচ্ছা মহারাজ, শতপত্র পদ্ম নামে কি কিছু আছে ?’

‘আম ভস্তে ; অসীতি ।’

‘তস্ম পন কুহিং সন্তবো’তি ?’

‘কদমে জারতি, উদকে আসীতীতি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, পহ্মং কদমেন সদিনং বগ্নেন বা, গন্ধেন বা, রসেন বা’তি ?’

৫ ‘নহি ভস্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ভগবা দ্বিত্বঃসমহাপুরিসলক্ষণেহি সমরাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্ঞানেহি পরিবজ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনস্নিগ্ধভক্তো, ব্যামপ্পভো ; ন চ’স্ম মাতাপিতরো দ্বিত্বঃসমহাপুরিসলক্ষণেহি সমরাগতা, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্ঞানেহি পরিবজ্জিতা, সুবল্লবল্লা, কঞ্চনস্নিগ্ধভক্তা, ব্যামপ্পভা’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, বুদ্ধো ব্রহ্মচারীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ভগবা ব্রহ্মচারীতি ।’

‘তেন হি ভস্তে নাগসেন, বুদ্ধো ব্রহ্মণো সিস্সো’তি !’

‘ই ভদন্ত ; আছে ।’

১৫ ‘ইহার উৎপত্তি কোথায় ?’

‘ইহা কদমে উৎপন্ন হয়, এবং জলে অবস্থান করে ।’

‘মহারাজ, পদ্ম কি বর্ণে, বা গন্ধে, বা রসে কদমের সূদৃশ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘ইহা কি বর্ণে, বা গন্ধে, বা রসে জলের সূদৃশ ?’

২০ ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ দ্বাত্রিংশ প্রকার মহালক্ষণাদি যুক্ত হইলেও তাঁহার পিতা-মাতা সেরূপ নহেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ?

২৫ ৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ?’

‘ই মহারাজ ; ভগবান্ ব্রহ্মচারী ।’

‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ ব্রহ্মচারি শিষ্য !’

‘অথি পন তে মহারাজ, হথিপামোকথো’তি ?’

‘আম ভন্তে ; অথীতি ।’

‘কিমু থো মহারাজ, মো হথী কদাচি করহচি কোকনাদং নদতীতি ?’

‘আম ভন্তে ; নদতীতি ।’

৫ ‘তেন হি মহারাজ, মো হথী কোকনং সিন্‌সো’তি ?’

‘মহি ভন্তে’তি ।’

‘কিম্পন মহারাজ, ব্রহ্মা সবুদ্ধিকো অবুদ্ধিকো’তি ?’

‘সবুদ্ধিকো ভন্তে’তি ।’

‘তেন হি মহারাজ, ব্রহ্মা ভগবতো সিন্‌সো’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৫। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, উপসম্পদা স্তন্দরা’তি ?’

‘আম মহারাজ ; উপসম্পদা স্তন্দরা’তি ।’

‘অথি পন ভন্তে, বুদ্ধস্ উপসম্পদা, উদাছ ন’থীতি ?’

‘মহারাজ, আপনার কি প্রধান হস্তী আছে ?’

১৫ ‘হাঁ ভদন্ত ; আছে ।’

‘সেই হস্তী কি মহারাজ, কখন কোন সময়ে ক্রোধের স্তার শব্দ করে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; করে ।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, সেই হস্তী ক্রোধের শিষা ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘আচ্ছা মহারাজ, ব্রহ্মা বুদ্ধিমান্ কি অবুদ্ধিমান্ ?’

‘বুদ্ধিমান্ ভদন্ত ।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, ব্রহ্মা ভগবানের শিষা ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধের উপসম্পদা ।

২৫ ৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, উপসম্পদা কি স্তন্দর ?’

‘হাঁ মহারাজ ; উপসম্পদা স্তন্দর ।’

‘ভদন্ত, বুদ্ধের উপসম্পদা আছে কি না ?’

‘উপসম্পন্নো থো মহারাজ, ভগবান্ বোধিবৃক্ষমূলে সহ সর্বপুণ্ড্রপুণ্ড্রাণেন ; ন’খি ভগবতো উপসম্পন্নো অঞ্জেহি দিন্না, যথা সাবকানং মহারাজ, ভগবান্ দিক্ষাপদং পঞ্জেপেতি যাবজ্জীবং অনতিক্রমনীয়’ত্তি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

৫ ৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো চ মাতরি মতায় রোদতি, যো চ ধম্মপেমেন রোদতি, উভয়ং তেসং রোদন্তানং কন্স অম্ম ভেসজ্জং, কন্স ন ভেসজ্জ’ত্তি ?’

‘একন্স থো মহারাজ, অম্ম রাগ-দোস-মোহেহি সমলং উণ্হং, একন্স পীতি-সোমনস্সেন বিমলং সীতলং । যং থো মহারাজ, সীতলং, তং ভেসজ্জং, যং উণ্হং, তং ন ভেসজ্জ’ত্তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

‘মহারাজ, ভগবান্ বোধিবৃক্ষ-মূলে সর্বপুণ্ড্র-জ্ঞানভায় সজেই উপসম্পদাযুক্ত হইয়া ছিলেন ; ভগবান্ যেমন শ্রাবকগণকে যাবজ্জীবন অনতিক্রমণীয় শিক্ষাপদসমূহ জ্ঞাপন করেন, সেইরূপ অত্র কোন ব্যক্তি তাঁহাকে উপসম্পদা দান করেন নাই ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫

ভেষজ ও অভেষজ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে ব্যক্তি মাতা মৃত হইলে রোদন করে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রেমে রোদন করে, এই রোদনকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষজ, এবং কাহার অশ্রু অভেষজ নয় ?’

২০ ‘মহারাজ, একজনের অশ্রু রাগ, ঘেঘ ও মোহে মলিন ও উষ্ণ ; এবং আর একজনের পীতি ও সোমনসস্যে বিমল ও শীতল । মহারাজ, যাহা শীতল, তাহাই ভেষজ ; যাহা উষ্ণ, তাহা অভেষজ নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কিং নানাকরণং সরাগন্ম চ বীতরাগন্ম চা’তি ?’

‘একো ধো মহারাজ, অঙ্খোসিতো, একো অনঙ্খোসিতো’তি।’

‘কিং এতং ভস্তু, অঙ্খোসিতো অনঙ্খোসিতো নামা’তি ?’

‘একো ধো মহারাজ, অধিকো, একো অনধিকো’তি।’

৮। ‘পদ্মাম’হং ভস্তু এবরূপং—যো চ সরাগো যো চ বীতরাগো, সব্বো’পে’সো সোভনং
যেব ইচ্ছতি খাদনিয়ং বা ভোজনিয়ং বা ; ন কোচি পাপকং ইচ্ছতীতি।’

‘অবীতরাগো ধো মহারাজ, রসপটিসংবেদী চ রসরাগপটিসংবেদী চ ভোজনং
ভুঞ্জতি ; বীতরাগো পন রসপটিসংবেদী ভোজনং ভুঞ্জতি, নো চ ধো রসরাগপটি-
সংবেদীতি।’

১০। ‘কম্মো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

৮। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, পঞ্ঞা কুহিং পটিবসতীতি ?’

সরাগ ও বীতরাগের ভেদ।

৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের মধ্যে ভেদ-সাধক
কি ?’

১৫। ‘মহারাজ, একজন আসক্তিযুক্ত, আর একজন আসক্তিবৃত্ত নহে।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আসক্তিবৃত্ত ও আসক্তিবৃত্ত নহে,—ইহার মানে কি ?’

‘মহারাজ, একজন অর্থী, ও আর একজন অর্থী নহে।’

‘ভদন্ত, আমি এইরূপ দেখিতে পাই যে, যে সরাগ, বা যে বীতরাগ, ইহারা সকলেই
শোভন ষাণ্ড-ভোজ্যই ইচ্ছা করে, মনকে কেহ ইচ্ছা করে না।’

২০। ‘মহারাজ, অবীতরাগ ব্যক্তি রস, ও রসে একটি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া ভোজ্য-
বস্তু ভোজন করে ; কিন্তু বীতরাগ ব্যক্তি রসমাত্র অনুভব করিয়া ভোজ্যবস্তু ভোজন
করে, সে রসের প্রতি আকাঙ্ক্ষার অনুভব করে না।’

‘ভদন্ত নাগসেন আপনি দক্ষ !’

প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে ?

২৫। ৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে ?’

- ‘ন কথচি মহারাজা’তি ।’
 ‘তেন হি ভন্তে নাগসেন, ন’খি পঞ্ঞা’তি !’
 ‘বাতো মহারাজ, কুহিং পটিবসত্তীতি ?’
 ‘ন কথচি ভন্তে’তি ।’
 ৪. ‘তেন হি মহারাজ, ন’খি বাতো’তি !’
 ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

৯। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যং পনে’তং ক্রসি সংসারো’তি, কতমো সো সংসারো’তি ?’

- ‘ইধ মহারাজ, জাতো ইথে’ব মরতি, ইধ মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; তহিংজাতো
 ১০. তহিং য়েব মরতি, তহিং মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; এবমেব খো মহারাজ, সংসারো হোতীতি ।’
 ‘ওপম্মং করোহীতি ।’

- ‘কোথাও না মহারাজ ।’
 ‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, প্রজ্ঞা নাই !’
 ১৫. ‘মহারাজ, বায়ু কোথায় বাস করে ?’
 ‘ভদন্ত, কোথাও না ।’
 ‘তাহা হইলে মহারাজ, বায়ু নাই !’
 ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সংসার ।

২০. ৯। রাজা কহিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি সংসার বলিতেছেন, এই সংসার কি ?’
 ‘মহারাজ, লোক এখানে জাত হইয়া এইখানেই মৃত হয়, এবং এখানে মৃত হইয়া অল্পত্র উৎপন্ন হয় ; আবার সেখানে জাত হইয়া সেইখানেই মৃত হয়, এবং সেখানে মৃত হইয়া অল্পত্র উৎপন্ন হয় ; মহারাজ এইরূপই সংসার ।’
 ২৫. ‘উপমা (প্রদান) করন ।’

- ‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুরিসো পক্ষঃ অহং খাদিত্বা অট্ঠিং রোপেযা, ততো মহন্তো অধরুক্ষে নিব্বত্তিহা ফলানি দদেযা; অথ সো পুরিসো ততো’পি পক্ষঃ অহং খাদিত্বা অট্ঠিং রোপেযা, ততো’পি মহন্তো অধরুক্ষে নিব্বত্তিহা ফলানি দদেযা; এবং এতেসং রুক্ষানং কোটি ন পঞ্ঞায়তি; এবমেব খো মহারাজ, ইধ জাতো ইধে’ব মরতি, ইধ মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি; তহিং জাতো তহিংযেব মরতি, তহিং মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি; এবমেব খো মহারাজ, সংসারো হোতীতি।’
- ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি!’

- ১০। রাজা আহ—ভন্তে নাগসেন, কেন অতীতং চিরকতং সরতীতি?’
‘সতিয়া মহারাজ’তি।’
- ১০ ‘নহু ভন্তে নাগসেন, চিন্তেন সরতি নো সতিয়া’তি?’
‘অভিজানাসি হু স্বং মহারাজ, কিঞ্চিদেব করণীয়ং কত্তা পমুট্ঠ’স্তি?’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক পাকা আম খাইয়া তাহার আঁঠি রোপণ করে, তবে তাহা হইতে মহান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করে। যদি সেই ব্যক্তি ঐ সমুদয় ফল হইতেও একটি পাকা আম খাইয়া তাহার আঁঠি রোপন করে, তবে তাহা হইতেও মহান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করিবে। এইরূপে এই সকল বৃক্ষের শেষ জানা যায় না। এই প্রকারই মহারাজ, লোক এখানে জাত হইয়া এখানেই মৃত হয়, এবং এখানে মৃত হইয়া অত্র উৎপন্ন হয়; আবার সেখানে জাত হইয়া সেখানেই মৃত হয়, এবং সেখানে মৃত হইয়া অত্র উৎপন্ন হয়। এই রূপই মহারাজ, সংসার।’

- ২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ!

কিসের দ্বারা স্মরণ করা যায়।

- ১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, চিরকৃত অতীত বিষয়কে কিসের দ্বারা স্মরণ করা যায়?’
- ‘মহারাজ, স্মৃতির দ্বারা।’
- ২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, চিন্তের দ্বারা ত স্মরণ করা যায়, স্মৃতির দ্বারা নহে?’
- ‘মহারাজ, আপনি কি এমন কোন কার্য মনে করেন, যাহা পূর্বে করিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন?’

‘আম ভস্তে ।’

‘কিন্নু খো স্বং মহারাজ, ভস্মিং সময়ে অচিন্তকো অহোসীতি ?’

‘নহি ভস্তে ; সতি ভস্মিং সময়ে নাহোসীতি ।’

‘অথ কস্মা স্বং মহারাজ, এবমাহ—“চিন্তেন সরতি, নো সতিয়া”তি ?’

৫ ‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

১১। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সব্বা সতি অভিজানন্তা উপ্পজ্জতি, উদাহ কট্টমিকা’ব সতীতি ?’

‘অভিজানন্তাপি মহারাজ, সতি উপ্পজ্জতি, কট্টমিকাপি সতীতি ।’

‘এবং হি খো ভস্তে নাগসেন, সব্বং সতিং অভিজানন্তি, ন’খি কট্টমিকা সতীতি ।’

১০ ‘যদি ন’খি মহারাজ, কট্টমিকা সতি, ন’খি কিঞ্চি সিম্বিকানাং কস্মায়তনেহি বা, সিম্বায়তনেহি বা, বিজ্জট্টানেহি বা করণীয়ং ; নিরথকা আচরিয়া। যস্মা চ খো

‘ই। ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, সেই সময়ে কি আপনি চিন্তহীন ছিলেন ?’

‘না ভদন্ত ; সে সময়ে আমার স্মৃতি ছিল না ।’

১৫ ‘তাহা হইলে মহারাজ, আপনি কি জন্তু বসিতেছেন যে, চিন্তের দ্বারা স্মরণ করা যায়, স্মৃতির দ্বারা নহে ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

স্মৃতি । ✓

১১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সমস্ত স্মৃতি কি অভিজ্ঞাত হইয়া উৎপন্ন

২০ হয়, অথবা কৃত্রিম স্মৃতিও আছে ?’

‘মহারাজ, স্মৃতি অভিজ্ঞাত হইয়াও উৎপন্ন হয়, এবং স্মৃতি কৃত্রিমও ।’

‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, সমস্ত স্মৃতিই অভিজ্ঞাত, কৃত্রিম স্মৃতি নাই ।’

‘মহারাজ, যদি কৃত্রিম স্মৃতি না থাকে, তবে শিরিগণের কর্ণ, বা শিল্প, বা বিচার কার্য কি ? এবং আচার্যাগণেরও কোন প্রয়োজন নাই । কিন্তু যেহেতু মহারাজ,

মহারাজ, অথি কটুমিকা সতি, তন্মা অথি কন্মায়তনেহি বা, সিন্নায়তনেহি বা,
বিজ্ঞায়তনেহি বা করবীয়াং ; অথো চ আচরিষেহীতি ।’

‘কল্লো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

ছট্ঠো বগ্গো ।

কৃত্রিম স্মৃতি আছে, সেই জন্ত শিল্পগণের কৰ্ম, বা শিল্প, বা বিজ্ঞার কার্য আছে ;
এবং আচার্যগণেরও প্ররোজন আছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ইতি ষষ্ঠ বর্গ ।

১। রাজা আঁহ—‘তন্ত্বে নাগসেন, কতিহি আঁকারেহি সতি উপ্সজ্জতি ?’

‘সোলসহি আঁকারেহি মহারাজ, সতি উপ্সজ্জতি। কতসেহি সোলসহি আঁকারেহি ?
অভিজ্ঞানতো’পি মহারাজ, সতি উপ্সজ্জতি, কটুশিকার’পি সতি উপ্সজ্জতি, ওলারিক-
বিঞ্ঞাণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, হিতবিঞ্ঞাণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, অহিত-
বিঞ্ঞাণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, সভাগনিমিত্ততো’পি সতি উপ্সজ্জতি, বিসভাগ-
নিমিত্ততো’পি সতি উপ্সজ্জতি, কথাবিঞ্ঞাণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, লক্ষণতো’পি
সতি উপ্সজ্জতি, সরণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, মুদ্ধাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, গাণাতো’পি
সতি উপ্সজ্জতি, ধারণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, ভাবনাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, পোথক-
নিবন্ধনতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, উপনিক্ষেপতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, অহুভূততো’পি

১০ সতি উপ্সজ্জতি।

‘কথং অভিজ্ঞানতো সতি উপ্সজ্জতি ? যথা মহারাজ, আরম্ভা চ আনন্দো, খজ্জুত্তরা
চ উপাসিকা, যে বা পন’গ্র’পি কেচি জাতিদসরা জাতিং সরন্তি। এবং অভি-
জ্ঞানতো সতি উপ্সজ্জতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

১৫

মগ্ধম বর্গ ।

কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ?’

‘মহারাজ, ষোড়শ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই ষোড়শ প্রকার কি কি ?
অভিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, বাহ-উপায়েও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, মহান্ বিবয়ের বিজ্ঞানেও

২০ স্মৃতি উৎপন্ন হয়, হিতবিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, অহিত-বিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, সাদৃশ্যনিমিত্তও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, বৈসাদৃশ্য-নিমিত্তও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কথাভি-
জ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, লক্ষণদ্বারাও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, স্মরণের দ্বারাও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, মুদ্ধাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, গণনাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ধারণাতেও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, ভাবনাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, পুস্তকনিবন্ধনও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, উপনিক্ষেপেও
২৫ স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এবং অহুভবেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়।

‘অভিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, মহারাজ, আবুঝান্ আনন্দ
ও উপাসিকা খজ্জুত্তরা, বা অথ কোন জাতিস্মরণ ব্যক্তিগণ (নিজ নিজ পূর্ব) জন্ম
স্মরণ করেন। এই প্রকারে অভিজ্ঞানদ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয়।’

‘কথং কটুমিকায় সতি উপ্সজ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্টদুসতিকো, পরে চ তং সরাপন’থং নিবক্কতি । এবং কটুমিকায় সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং ওলারিকবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যদা রজ্জে বা অভিসিস্কো হোতি, সোতাপত্তিকলং বা পত্তো হোতি । এবং ওলারিকবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

৫ ‘কথং হিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যম্হি সুখাপিতো, অমুকস্মিং এবং সুখাপিতো’তি সরতি । এবং হিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং অহিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যম্হি দুখাপিতো, অমুকস্মিং এবং দুখাপিতো’তি সরতি । এবং অহিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং সভাগনিমিত্ততো সতি উপ্সজ্জতি ? সদিসং পুণ্ণলং দিস্বা মাতরং বা, ১০ পিতরং বা, ভাতরং বা, ভগিনিং বা সরতি ; ওট্টং বা, গোণং বা গদ্রভং বা দিস্বা অঞ্ঞং তাদিসং ওট্টং বা, গোণং বা, গদ্রভং বা সরতি । এবং সভাগনিমিত্ততো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘বাহ উপায়ে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, স্বভাবত নষ্টস্মৃতি ব্যক্তিকে স্মরণ করাইবার জন্য অপর লোকেরা নির্বাক করিয়া থাকে, (এবং তাহাতে তাহার ১৫ স্মৃতি হয়) । এই প্রকারে বাহ-উপায়ে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘মহান্ বিষয়ের বিজ্ঞানে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, (রাজা) যে দিন রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহা স্মরণ করেন ; অথবা কেহ শ্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলে, তাহা স্মরণ করে । এই প্রকারে মহান্ বিষয়ের বিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘হিতবিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি যে স্থানে ২০ সুখ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্মরণ করে যে, অমুক স্থানে সুখ পাইয়াছিলাম । এই প্রকারে হিতবিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘অহিতবিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি যেখানে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্মরণ করে যে, অমুক স্থানে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । এই প্রকারে অহিতবিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২৫ ‘সাদৃশ্যানিমিত্ত কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, সদৃশ ব্যক্তিকে দেখিয়া লোকেরা মাতা, বা পিতা, বা ভ্রাতা, বা ভগিনীকে মনে করে ; যেমন, কোন উষ্ট্র, বা বৃষভ, বা গর্দভকে দেখিয়া তাদৃশ অপর উষ্ট্র, বা বৃষভ, বা গর্দভকে স্মরণ করে । এইরূপে সাদৃশ্যানিমিত্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথং বিশভাগনিমিত্ততো সতি উপপ্জ্জতি ? অল্পকস্ম নাম (এবং) বস্মো এদিসো, সন্দো এদিসো, গন্ধো এদিসো, রসো এদিসো, কোট্টব্বো এদিসো’তি সৱতি । এবং বিশভাগনিমিত্ততো সতি উপপ্জ্জতি ।

‘কথং কথ্যভিঞ্ঞাংগতো সতি উপপ্জ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্ঠস্সতিকো হোতি, তং পরে সৱাপেত্তি, হেন নো সৱতি । এবং কথ্যভিঞ্ঞাংগতো সতি উপপ্জ্জতি ।

‘কথং লক্খণতো সতি উপপ্জ্জতি ? যো বলিবদানং অঙ্কেন জানাতি, লক্খণেন জানাতি । এবং লক্খণতো সতি উপপ্জ্জতি ।

‘কথং সৱণতো সতি উপপ্জ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্ঠস্সতিকো হোতি, যো তং “সৱাহি ভো, সৱাহি ভো”তি” পুনপ্পুনং সৱাপেতি । এবং সৱণতো সতি উপপ্জ্জতি ।

১০. ‘কথং মুদাতো সতি উপপ্জ্জতি ? লিপিয়া সিক্খিতভা জানাতি ইমস্স অক্খৱস্স অনন্তৱং ইমং অক্খৱং কত্তব্ব’স্টি । এবং মুদাতো সতি উপপ্জ্জতি ।

‘কথং গণনাতো সতি উপপ্জ্জতি ? গণনায় সিক্খিতভা গণকা বহম্পি গণেতি । এবং গণনাতো সতি উপপ্জ্জতি ।

‘বৈদাদৃশ্যনিমিত্ত কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন লোকে মনে করে যে, ১৫ অমকের বর্ণ এইরূপ, শব্দ এইরূপ, গন্ধ এইরূপ, রস এইরূপ ও স্পর্শ এইরূপ । এই প্রকারে বৈদাদৃশ্যনিমিত্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথ্যভিজ্ঞানে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি স্বভাবত নষ্টস্মৃতি, অত্বেয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং তাহাতে সে স্মরণ করে । এই প্রকারে কথ্যভিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২০. ‘লক্ষ্য-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি বলীবর্দগণের চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে জানে, সে তাহাদিগকে লক্ষণের দ্বারা জানে । এইপ্রকারে লক্ষণের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘স্মরণ-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি স্বভাবত নষ্টস্মৃতি, তাহাকে অস্ত্রব্যক্তি “স্মরণ করহে, স্মরণ করহে” বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করায় । এই-

২৫ রূপ স্মরণ-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘মুদ্রা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, লিপিদ্বারা শিক্ষা করা হেতু জানিতে পারে যে, এই অক্ষরের পর এই অক্ষর করিতে হইবে । এই প্রকারে মুদ্রা দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘গণনা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, গণনা-শিক্ষা করা হেতু গণকেরা ৩০ বহুসংখ্য গণিতে পারে । এইরূপে গণনা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথং ধারণাতো সতি উপলব্ধিঃ ? ধারণায় নিকৃষিত্ত্বং ধারণকা বহুংপি ধারয়েত্তি ।
এবং ধারণাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং ভাবনাতো সতি উপলব্ধিঃ ? ইধ ভিক্শু অনেকবিহিতং পূর্বে-নিবাসং
অহুস্মরতি, সেবাখাদং—একম্পি জাতিঃ, হে’পি জাতিয়ো—পে—ইতি সাকারং স-
৫ উদ্দেশং পূর্বে-নিবাসং অহুস্মরতি । এবং ভাবনাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং পোথকনিবন্ধনতো সতি উপলব্ধিঃ ? রাজানো অহুস্মরন্যং অহুস্মরন্তঃ
একং পোথকং আহরথা’তি তেন পোথকেন অহুস্মরন্তি । এবং পোথকনিবন্ধনতো
সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং উপনিক্ষেপতো সতি উপলব্ধিঃ ? উপনিক্ষেপতঃ ভণ্ডং দিশ্য সয়তি । এবং
১০ উপনিক্ষেপতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং অমুভূততো সতি উপলব্ধিঃ ? দিট্ঠতা রূপং সয়তি, স্মৃতত্বা সদং সয়তি,
সায়িত্ত্বা গন্ধং সয়তি, সায়িত্ত্বা রসং সয়তি, ফট্ঠতা কোট্ঠব্ধং সয়তি, বিঞ্ঞাতত্ত্বা
ধম্মং সয়তি । এবং অমুভূততো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘ধারণা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, ধারণা-শিক্ষা করা হেতু ধারণা-
১৫ কার্যেরা বহু বিধরূপে ধারণা করিতে পারে । এইরূপে ধারণা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘ভাবনা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, কোন ভিক্ষু বহু জন্মবিহিত পূর্ব
অবস্থিতিকে—এক জন্মকেও দুই জন্মকেও.....তত্ত্বং জন্মের আকার ও স্থান
নির্দেশ করিয়া অহুস্মরণ করিয়া থাকে । এইরূপে ভাবনা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘পুস্তকনিবন্ধন কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, রাজারা অহুশাসনীয় বিষয়কে
২০ অহুস্মরণ করিবার জন্য “পুস্তক আনয়ন কর” বলিয়া (আদেশ করেন), এবং তাহার
দ্বারা তাহা অহুস্মরণ করেন । এইরূপে পুস্তকনিবন্ধন স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘উপনিষেপের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন কেহ কাহারও নিকটে
জ্ঞানরূপে কোন ভাণ্ড রাখিলে তাহা (ঐ ভাণ্ডগত দ্রব্য, বা যে অবস্থায় ঐ ভাণ্ডকে
রাখিয়াছিল, সেই অবস্থাকে) স্মরণ করে । এইরূপে উপনিষেপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২৫ ‘অমুভবে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, পূর্বের দর্শন করা হেতু রূপকে, শ্রবণ
করা হেতু শব্দকে, স্পর্শ করা হেতু গন্ধকে, আশ্বাদ করা হেতু রসকে, ও স্পর্শ করা
হেতু স্পর্শকে স্মরণ করে । এইরূপে অমুভবে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘ইমেহি খো মহারাজ, নোঙ্গসহি আকারেহি সতি উল্লজ্জতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, তুমহে এবং ভণথ—“যো বদসসতং অকুসলং
করেষ্য, মরণকালে চ একং বুদ্ধগতং সতিং পটিলভেষ্য, সো দেবেসু উল্লজ্জেষ্যা’তি ;”

৫ —এতং ন সন্দহামি । এবং পন বদেথ—“একেন পাণাতিপাতেন নিম্নয়ে
উল্লজ্জেষ্যা’তি ;”—এতম্’পি ন সন্দহামীতি ।’

‘তং কিম্বাঞসি মহারাজ ? খুদ্ধকো’পি পাসাণো বিনা নাবায় উদকে
উল্লিলবেষ্যা’তি ?’

‘নহি ভস্তে’তি ।’

৩০ ‘কিম্মু খো মহারাজ, বাহসতম্’পি পাষণং নাবায় আরোপিতং উদকে
উল্লিলবেষ্যা’তি ?’

‘মহারাজ, এই ষোড়শ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !

বুদ্ধের স্মরণে পাপীরও দেবযোনিতে জন্ম ।

১৫ ২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—“যে ব্যক্তি
শতবর্ষ ধরিয়া পাপকর্ম্ম করে, সে মরণকালে একবার বুদ্ধের স্মরণ করিলে দেবতাদের
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে” ;—ইহা আমি শ্রদ্ধা করি না । আপনারা এইরূপ আরও
বলেন—“একটি প্রাণাতিপাত করিলে নরকে উৎপন্ন হইতে হইবে ;”—ইহাও আমি
শ্রদ্ধা করি না ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—সুদ্রও পাষণ কি বিনা নৌকায় জলে
ভাসিতে পারে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, শত শকট-বাহুও পাষণকে যদি নৌকায় স্থাপন করা যায়, তবে কি তাহা
জলে ভাসিবে ?’

‘আমি ভস্তে ; উপলব্ধ্যা’তি ।’

‘যথা মহারাজ, নাবা, এবং কুসলানি কস্মানি দট্টবানীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, কিং তুম্হে অতীতস্ হুঃখস্ পহানায়
৫ বায়মথা’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন অনাগতস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথা’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন পচু প্লব্ধস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথা’তি ?’

১০ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘যদি তুম্হে ন অতীতস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথ, ন অনাগতস্ হুঃখস্
পহানায় বায়মথ, ন পচু প্লব্ধস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথ, অথ কিমথা বায়মথা’তি ?’

‘হঁ। ভদন্ত ; ভাসিবে ।’

‘মহারাজ, (এখানে) যেমন নৌকা, কুশল কৰ্ম্মসমূহও সেইরূপ দ্রষ্টব্য ।’

১৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

হুঃখধ্বংসের উদ্যম ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা কি অতীত হুঃখের ধ্বংসের জন্ত
উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

২০ ‘তবে কি অনাগত (ভবিষ্যৎ) হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘তবে কি বর্তমান হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘যদি আপনারা অতীত, অনাগত, বা বর্তমান হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম না করেন,

২৫ তবে কিসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

থেরো আহ—‘কিস্তি মহারাজ ? ইদং হুৎথং নিরুজ্জব্বা, অঞ্ঞা হুৎথং ন উল্লজ্জব্বা’তি—এতদথায় বায়মাণা’তি ।’

‘অথি পন ভন্তে নাগসেন, অনাগতং হুৎথং’স্তি ?’

‘ন’থি মহারাজা’তি ।’

৫ ‘তুম্হে খো ভন্তে নাগসেন, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অসন্তানং হুৎথানং প্রহানায় বায়মথা’তি !’

‘অথি পন তে মহারাজ, কেচি পটিরাজানো পচ্চাথিকা, পচ্চামিত্তা পকুপট্ঠিতা হোন্তী’তি ?’

‘আম ভন্তে ; অথীতি ।’

১০ ‘কিন্নু খো মহারাজ, তনা তুম্হে পরিখং খাপেযাথ, পাকারং চিনাপেযাথ, গোপুরং কারাপেযাথ, অট্টালকং কারাপেযাথ, ধঞ্ঞং অতিহরাপেযাথা’তি ?

‘নহি ভন্তে ; পটিগচ্ছে’ব তং পটিয়ত্তং হোতীতি ।’

‘কিং তুম্হে মহারাজ, তনা হথিস্মিং সিক্খেযাথ, অদস্মিং সিক্খেযাথ, রথস্মিং সিক্খেযাথ, ধম্মস্মিং সিক্খেযাথ, থরুস্মিং সিক্খেযাথা’তি ?’

১৫ স্ববির কহিলেন—‘কেন মহারাজ ? এই (বর্তমান) হুৎথ নিরুদ্ধ হইবে, এবং অপর কোন হুৎথ উৎপন্ন হইবে না, এই জ্ঞাত উদ্যম করিয়া থাকি ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, অনাগত হুৎথ কি আছে ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অদং হুৎথের ধ্বংসের জ্ঞাত

২০ উদ্যম করেন !’

‘মহারাজ, আপনায় কি কোন প্রতিপক্ষ প্রতিবন্দী শত্রু-রাজগণ আপনায় বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হন ?’

‘হঁা ভদন্ত ; হন ।’

‘মহারাজ, আপনারা কি সেই সময়ে পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার গ্রহন

২৫ করাইবেন, গোপুর ও অট্টালিকা নির্মাণ করাইবেন ও খাজ সংগ্রহ করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ; পূর্বেই সেই সমুদায় প্রস্তুত থাকে ।’

‘সেই সময়ে কি মহারাজ, আপনারা হস্তী, অশ্ব ও রথের আরোহণ, এবং ধনু ও খড়্গমুষ্টির পরিচালনা শিক্ষা করিবেন ?’

‘নহি ভস্তে ; পটিগচ্চে’ব তং সিক্খিতং হোতীতি ।’

‘কিস্স’খায়া’তি ?’

‘অনাগতানং ভস্তে, ভয়ানং পটিবাহন’খায়াতি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, অথি অনাগতং ভয়’স্তি ?’

৫ ‘ন’থি ভস্তে’তি ।’

‘তুম্হে চ খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অনাগতানং ভয়ানং পটিবাহন’খায় পটিযাদেথা’তি !

‘ভিষো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘তং কিস্সঞ্ঞসি মহারাজ ?—যদা ত্বং পিপাসিতো ভয়েষ্যাসি, তদা ত্বং

১০ উদপানং খণাপেয্যাসি .পোক্খরণিং খণাপেয্যাসি, তল্লাকং খণাপেয্যাসি—পানীয়ং পিবিদ্সামীতি ?’

‘নহি ভস্তে ; পটিগচ্চে’ব তং পটিবত্তং হোতীতি ।’

‘কিস্স’খায়া’তি !’

‘অনাগতানং ভস্তে, পিপাসানং পটিবাহন’খায় পটিবত্তং হোতীতি ।’

১৫ ‘না ভদন্ত ; পূর্বেই তাহা শিক্ত থাকে ।’

‘কি জন্ত ?’

‘অনাগত ভয়ের প্রতিনিবারণ জন্ত ।’

‘মহারাজ, অনাগত ভয় কি আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনারাও অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অসং ভয়ের প্রতিনিবারণের জন্ত প্রস্তুত থাকেন !’

‘‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি

‘‘জল পান করিব’’ বলিয়া কূপ, পুষ্করিণী ও তড়াগ খনন করাইবেন ?’

২৫ ‘না ভদন্ত ; পূর্বেই তাহা প্রস্তুত থাকে ।’

‘কি জন্ত ?’

‘অনাগত পিপাসার প্রতিনিবারণের জন্ত ।’

‘অখি পন মহারাজ, অনাগতা পিপাসা’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘তুম্হে খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অনাগতানং পিপাসানং পটিবাহন’থায়
তং পটিবাদেথা’তি !’

৫ ‘ভিষো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘তং কিম্ভুৎসি মহারাজ, যদা ঙ্খং বৃহুৎখিতা ভবেয্যাসি তদা ঙ্খং খেত্তং
কপাপেয্যাসি সালিং বপাপেয্যাসি—তত্তং ভুজ্জিস্সামীতি ?’

‘নহি ভন্তে, পটিগচ্চে’ব তং পটিগত্তং হোতীতি ।’

‘কিন্দ’থায়’তি ?’

১০ ‘অনাগতানং ভন্তে, বৃহুৎখানং পটিবাহন’থায়’তি ।’

‘অখি পন মহারাজ, অনাগতা বৃহুৎখা’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘তুম্হে খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অদন্তানং অনাগতানং বৃহুৎখানং
পটিবাহন’থায় পটিবাদেথা’তি !’

১৫ ‘কল্লো’সি ভন্তে, নাগদেনা’তি !

‘অনাগত পিপাসা কি মহারাজ, আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, আপনারা অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অনাগত পিপাসার প্রতিনিবারণের
জন্ত তাহা প্রস্তুত করেন !’

২০ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—আপনি যখন বৃহুৎখিত হইবেন, তখন
কি “ভাত খাইব” ভাবিয়া আপনি ক্ষেত্র-কর্ষণ ও শালি- (ধাত) বপন করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ; পূর্কেই তাহা প্রস্তুত থাকে ।’

‘কি নিমিত্ত ?’

২৫ ‘অনাগত বৃহুৎকার প্রতিনিবারণের জন্ত ।’

‘মহারাজ, অনাগত বৃহুৎকা কি আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘আপনারা মহারাজ, অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অনাগত অদন্ত বৃহুৎকার প্রতিনিবারণের
জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকেন !’

৩০ ‘ভদন্ত নাগদেন, আপনি দক্ষ !’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কীব দুরো ইতো ব্রহ্মলোকে’তি ?’

‘দুরো খো মহারাজ, ইতো ব্রহ্মলোকে ; কূটাগারমতা দিলা তম্হা পতিতা অহোরাতন অষ্টচত্বারিংশৎসহস্রাণি ভস্মমানা চতুহি মাসেহি পঠবিয়ং পতিট্টহেয্যা’তি ।’

৫ ‘ভস্তু নাগসেন, তুম্হে এবং ভগথ—‘‘দেযাথাপি বলবা পুরিসো সমিজিতং বা বাহং পমারৈয্য, পমারিতং বা বাহং সমিজ্জৈয্য, এবমেব ইচ্ছিমা ভিক্খু চেতোবসিগ্গত্তো জম্বুদীপে অন্তরহিতো ব্রহ্মলোকে পাটুভবেয্যা’তি ;’’—এতং বচনং ন সন্দহামি, এবং অতিসিগ্গং তাব বহুনি যোজনসতানি গচ্ছিসুসীতি ।

খেরো আহ—‘কুহিং পন মহারাজ, তব জাতভূমীতি ?’

১০ ‘অখি ভস্তু, অসসন্দো নাম দোপো, তথাহং জাতো’তি ।’

‘কীব দুরো মহারাজ, ইতো অসসন্দো হোতীতি ?’

‘হুমতানি ভস্তু, যোজনসতানীতি ।’

ব্রহ্মলোকের দূরত্ব ।

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এখান হইতে ব্রহ্মলোক কতদূর ?’

১৫ ‘মহারাজ, এখান হইতে ব্রহ্মলোক দূর ; কূটাগারপরিমিত শিলা দেশান হইতে পতিত হইলে অহোরাত্রে অষ্টচত্বারিংশৎসহস্র যোজন স্থলিত হইয়া চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা এইরূপ বলেন—‘‘যেমন কোন বলবান্ পুরুষ কুক্ষিত বাহকে (সত্তরে) প্রসারিত করিতে পারে, বা প্রসারিত বাহকে সঙ্কুচিত করিতে পারে,

২০ এইপ্রকার বুদ্ধিমান্ বীরকৃতচিত্ত ভিক্ষু জম্বুদীপে অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তভূত হইতে পারে ।’’—একথা আমি প্রজ্ঞা করি না যে, এইরূপ অতিসত্তরে তত বহুত যোজন গমন করিবে ।’

স্ববির কহিলেন—‘মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কেথায় ?’

‘ভদন্ত, অসসন্দ নামে এক দ্বীপ আছে ; সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করি ।’

২৫ ‘মহারাজ, অসসন্দ এখান হইতে কতদূর হইবে ?’

‘ভদন্ত, দুইশত যোজন ।’

‘অভিজানাসি হুং মহারাজ, তব কিঞ্চিদেব করণীয়ং করিষ্যামসি’তি ?’

‘আম্ ভস্তু ; সরানীতি ।’

‘লহং খো হুং মহারাজ, গতো’সি দুমন্তানি যোজনসতানীতি ?’

‘কল্লো’সি ভস্তু, নাগসেনা’তি !’

৫ ৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যো ইধ কালকতো ব্রহ্মলোকে উৎপজ্জয়া,

যো চ ইধ কালকতো কস্মীয়ে উৎপজ্জয়া, কো চিরতরং, কো সীঘতর’স্তি ?’

‘সমকং মহারাজা’তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘কুহিং পন মহারাজ, তব জাতনগর’স্তি ?’

১০ ‘অথি ভস্তু, কলসিগামো নাম ; তথাহং জাতো’তি ।’

‘কীব দুরো মহারাজ, ইতো কলসিগামো হোতীতি ?’

‘মহারাজ, আপনি কি জানেন যে, আপনি সেখানে কোন কার্য করিয়া (এখন)
স্মরণ করিতেছেন ?’

‘হাঁ তদন্ত ; স্মরণ করি ।’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি শীঘ্র দুইশত যোজন গমন করিয়াছেন ?’

‘তদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ব্রহ্মলোকেও সমানসময়ে পুনর্জন্মগ্রহণ ।

৫। রাজা বলিলেন—‘তদন্ত নাগসেন, যে এখানে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন
হইবে, এবং যে এখানে মৃত হইয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হইবে, ইহাদের মধ্যে কে বিদগ্ধে

২০ ও কে শীঘ্র উৎপন্ন হইবে ?’

‘মহারাজ, সমান (সময়ে উৎপন্ন হইবে) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি যেনগরে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা কোথায় ?’

‘তদন্ত, কলসী নামে এক গ্রাম আছে, আমি সেখানে জাত হই ।’

২৫ ‘মহারাজ এখান হইতে কলসীগ্রাম কতদূর হইবে ?’

- ‘ছমন্তানি ভস্তে যোজনসতানীতি ।’
 ‘কীব দূরং মহারাজ, ইতো কশ্মীরং হোতীতি ?’
 ‘দ্বাদশ ভস্তে যোজনানি’তি ।’
 ‘ইজ্ব স্বং মহারাজ, কলসিগামং চিন্তেহীতি ।’
 ‘চিন্তিতো ভস্তে’তি ।’
 ‘ইজ্ব স্বং মহারাজ, কশ্মীরং চিন্তেহী’তি ।’
 ‘চিন্তিতো ভস্তে’তি ।’
 ‘কতমমু খো মহারাজ, চিরেন চিন্তিতঃ, কতমং সীঘতর’স্তি ?’
 ‘সমকং ভস্তে’তি ।’
 ১০. ‘এবমব খো মহারাজ, যো ইধ কালকতো ব্রহ্মলোকে উপ্গজ্জ্বা, যো চ ইধ
 কালকতো কশ্মীরে উপ্গজ্জ্বা, সমকং য়েব উপ্গজ্জ্বতীতি ।’
 ‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’
 ‘তং কিম্মণ্ডংসি মহারাজ ?—দে সকুনা আকাসেন গচ্ছেযুং ; তেহু একো
 উচ্চরুক্ষে নিদীদেযা, একো নীচে রুক্ষে নিদীদেযা ; তেনং সমকং প্রতিট্ঠিতানং

১৫. ‘ভদন্ত, হুইশত যোজনী ।’
 ‘মহারাজ, এহান হুইতে কশ্মীর কতদূর ?’
 ‘ভদন্ত, দ্বাদশ যোজন ।’
 ‘আচ্ছা মহারাজ, আপনি কলসীগ্রামকে চিন্তা করুন ।’
 ‘করিলাম ভদন্ত ।’
 ২০. ‘মহারাজ, আপনি কশ্মীরকে চিন্তা করুন ।’
 ‘করিলাম ভদন্ত ।’
 ‘মহারাজ, আপনি কাহাকে বিলম্বে ও কাহাকে শীঘ্র চিন্তা করিয়াছেন ?’
 ‘ভদন্ত, দুটিকেই সমান (সময়ে চিন্তা করিয়াছি) ।’
 ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’
 ২৫. ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—হুইট বিহঙ্গ আকাশে গমন করিবে ;
 ইহাদের একটি উচ্চ বৃক্ষে ও অপরটি নীচ বৃক্ষে উপবেশন করিবে ; তাহারা যদি

কতমঙ্গ ছায়া পঠমত্তরং পঠবিরং পতিট্টহেয়া, কতমঙ্গ ছায়া চিরেম পঠবিরং
পতিট্টহেয়া'তি ?

‘সমকং ভস্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো ইথ কালকতো ব্রহ্মলোকে উল্লঙ্ঘেয়া, যো চ ইথ
৫ কালকতো কস্মীরে উল্লঙ্ঘেয়া, সমকং য়েব উল্লঙ্ঘতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

৬। রাজা আহ—‘কতি হু খো ভস্তে নাগসেন, বোঝ্জা’তি ?’

‘সত্ত খো মহারাজ, বোঝ্জা’তি ।’

‘কতিহি পন ভস্তে বোঝ্জা’তি বুদ্ধতীতি ?’

১০ ‘একেন খো মহারাজ, বোঝ্জেন বুদ্ধতি, ধম্মবিচয়সম্বোধেনা’তি ।’

‘অথ কিম্ হু খো ভস্তে বুদ্ধতি সত্ত বোঝ্জা’তি ?’

(আকাশ হইতে নামিবার জন্ত) এক সময়ে প্রস্থিত হয়, তবে কোন্টির ছায়া পৃথিবীতে
প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং কোন্টির ছায়া বিনশে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?’

‘ভদন্ত, সমান (সময়ে প্রতিষ্ঠিত) হইবে ।’

১৫ ‘এইরূপই মহারাজ, যে এখানে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবে, এবং যে
এখানে মৃত হইয়া কাস্মীরে উৎপন্ন হইবে, তাহার সমান (সময়ে) উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

বোধ্যঙ্গ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বোধ্যঙ্গ (বোধি-জ্ঞানের অঙ্গ) কতগুলি ?’

২০ ‘মহারাজ, বোধ্যঙ্গ সাতটি ।’

‘কয়টি বোধ্যঙ্গের দ্বারা বুদ্ধ হওয়া যায় ?’

‘“ধম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ”—নামক (যাহার দ্বারা ধর্মের অহংসকান করিতে পারা
যায়) একটি বোধ্যঙ্গের দ্বারা মহারাজ, বুদ্ধ হওয়া যায় ।’

‘ভদন্ত, তবে কি জন্ত সাতটি বোধ্যঙ্গ কথিত হয় ?’

‘তঃ কিম্ পুণ্যং মহারাজ, অসি কোদিতা পক্ষিত্তো অগ্গহীতো হত্থেন উদসহতি
ছেজ্জং হিন্দিতু’তি ?’

‘নহি ভত্তে’তি ?’

‘এবমেব থো মহারাজ, ধম্মবিচয়সম্বোধাজ্জেন বিনা ছহি বোধাজ্জেহি ন বুজ্জাতীতি ।’

৫ ‘কমো’সি ভত্তে নাগসেনা’তি !’

৭। রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন কতমরু থো বহতরং, পুণ্ণং বা অপুণ্ণং
বা’তি ?’

‘পুণ্ণং থো মহারাজ, বহতরং, অপুণ্ণং থোক’ত্তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

১০ ‘অপুণ্ণং থো মহারাজ, করোন্তো বিপ্লটিনারী হোতি—পাপকম্মং ময়া কত’ত্তি ;
তেন পাপং ন বড্ধতি । পুণ্ণং থো মহারাজ, করোন্তো অবিপ্লটিনারী হোতি,

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—অসি যদি কোষে প্রক্ষিপ্ত থাকে, ও
তাহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা না যায়, তবে কি তাহা ছেত্ত (বস্তকে) ছেদন করিতে
পারে ?’

১৫ ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, “ধম্মবিচয়সম্বোধাজ্জ” বিনা (অপর) ছয় বোধাজ্জে বুদ্ধ হওয়া
যায় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

পুণ্য ও অপুণ্যের মধ্যে কোনটি বেশী।

২০ ৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বহতর কোনটি, পুণ্য বা অপুণ্য ?’

‘মহারাজ পুণ্যই বহতর, অপুণ্য অল্প ।’

‘কি কারণে ?’

‘মহারাজ, যে অপুণ্য করে, তাহার অশুভাশ্রয় হয় যে, আরি পাপ করিলে, এইজন্ত
পাপ বাড়ে না ; কিন্তু মহারাজ, যে ব্যক্তি পুণ্য করে, তাহার অশুভাশ্রয় উপহিত

অবিপ্লটনারিস্ পামোজ্জং জায়তি, পয়ুদিতস্ পীতি জায়তি, পীতিমনস্ কারো
পদসত্ত্বতি, পদসন্ধকারো সুখং বেদেতি, সুখিনো চিত্তং সমাধীয়তি, সমাহিতো
যথাভূতং পজ্ঞানতি; তেন কারণেন পুঞ্ঞং বড়তি। পুরিসো খো মহারাজ,
ছিন্নহস্তপাদো ভগবতো একং উল্ললহস্তং দত্ত্বা একনবতি কপ্পানি বিনিপাতং ন
৫ গচ্ছিন্‌সতি; ইমিনাপি কারণেন ভগামি—পুঞ্ঞং বহতরং; অপুঞ্ঞং থোক'স্তি।
'কল্লো'দি ভন্তে নাগসেনা'তি।'

৮। রাজা আহ—'ভন্তে নাগসেন, যো জানন্তো পাপকম্মং করোতি, যো চ
অজ্ঞানন্তো পাপকম্মং করোতি, কন্‌স বহতরং অপুঞ্ঞ'স্তি?'

থেরো আহ—'যো খো মহারাজ, অজ্ঞানন্তো পাপকম্মং করোতি, তন্‌স বহতরং
১০ অপুঞ্ঞ'স্তি।'

'তেন হি ভন্তে নাগসেন, যো অম্‌হাকং রাজপুত্তো বা, রাজমহানন্তো বা, অজ্ঞানন্তো
পাপকম্মং করোতি, তং ময়ং দিণ্ডণং দণ্ডেমা'তি?'

হয় না, অমৃতাপহীনের প্রমোদ উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি হয়, প্রীতচিত্তের
শরীর শান্ত হয়, শান্তশরীর সুখ অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়, এবং সমা-
১৫ হিতচিত্ত যথাভূত (বস্তুতঃ) জানিতে পারে; দেহৈক্য পূর্ণা বন্ধিত হয়। মহারাজ,
কোন ছিন্নহস্তপদ ব্যক্তি যদি এক মুষ্টি উৎপন্ন-পুষ্প ভগবান্‌কে অর্পণ করে, তবে
একনবতি-কল্প পর্যন্ত তাহার বিনিপাত হয় না। একারণেও মহারাজ, আমি বলি-
তেছি যে, পুণ্য বহতর ও অপুণ্য অল্প।'
'ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ।'

২০ জ্ঞান কৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যূনাধিক্য।

৮। রাজা বলিলেন—'ভদন্ত নাগসেন, যে ব্যক্তি জানিয়া পাপকর্ম করে, ও যে
ব্যক্তি না জানিয়া পাপ কর্ম করে, (ইহাদের মধ্যে) কাহার পাপ অধিকতর?'

স্ববির কহিলেন—'যে ব্যক্তি মহারাজ, না জানিয়া পাপকর্ম করে, তাহার পাপ
অধিকতর।'

২৫ 'তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, আমাদের যে-রাজপুত্র, বা যে-রাজমহামাতা না
জানিয়া পাপকর্ম করে, তাহাকে আমরা দিণ্ডণ দণ্ডিত করিব?'

‘তং কিস্মণ্ডংসি মহারাজ ?—ভক্তঃ অয়োত্তমঃ আদিত্তং সম্পজ্জলিতং সজোতিভূতং
একো অজানন্তো গণ্হেয্য, একো জানন্তো গণ্হেয্য, কতমো বলিকতরঃ দণ্হেয্য’তি ?’

‘যো ধো ভন্তে, অজানন্তো গণ্হেয্য, সো বলিকতরঃ দণ্হেয্য’তি ।

‘এবম্বেব ধো মহারাজ, ধো অজানন্তো পাপকর্ম্মং করোতি, তন্ম বহুরং
৫ অণুণ্ডং’স্তি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

৯। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অখি কোটি ইমিনা সন্নীর-দেহেন উত্তরকুরুং
বা গচ্ছেয্য, ব্রহ্মলোকং বা, অণ্ডং বা পন দীপ’স্তি ?’

‘অখি মহারাজ ; ধো ইমিনা চাতুম্মহাভূতিকেণ কায়েন উত্তরকুরুং বা গচ্ছেয্য,
১০ ব্রহ্মলোকং বা, অণ্ডং বা পন দীপ’স্তি ?’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, ইমিনা চাতুম্মহাভূতিকেণ কায়েন উত্তরকুরুং বা গচ্ছেয্য,
ব্রহ্মলোকং বা, অণ্ডং বা পন দীপ’স্তি ?’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—যদি এক তপ্ত-উত্তপ্ত, প্রজ্জলিত-
জ্যোতিভূত অয়ো-গোলককে এক ব্যক্তি জানিয়া গ্রহণ করে, ও এক ব্যক্তি না
১৫ জানিয়া গ্রহণ করে, তবে (ইহাদের মধ্যে) কোন্ ব্যক্তি অধিকতর দক্ষ হইবে ?’

‘ভদন্ত, যে ব্যক্তি না জানিয়া গ্রহণ করিবে, সেই অধিকতর দক্ষ হইবে ।’

‘এই প্রকারেই মহারাজ, যে না জানিয়া পাপকর্ম্ম করে, তাহারই পাপ অধিকতর ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

শরীরে ব্রহ্মলোকাদি গমন ।

২০. ৯। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি
এই শরীরে উত্তরকুরু, ব্রহ্মলোক, বা অপর কোন দীপে বাইতে পারেন ?’

‘হাঁ মহারাজ ; এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি চতুম্মহাভূতোৎপন্ন এই শরীরে উত্তর-
কুরু, ব্রহ্মলোক, বা অপর কোন দীপে গমন করিতে পারেন ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে চতুম্মহাভূতোৎপন্ন এই শরীরে উত্তরকুরু, ব্রহ্মলোক,
২৫ বা অপর কোন দীপে গমন করিতে পারেন ?’

‘অভিজ্ঞানসি হুং হং মহারাজ, ইমিন্দা পঠবিয়া বিদখিং বা, রতনিং বা লজ্জিয়া’তি ?’

‘আম ভন্তে, অভিজ্ঞানসি ; অহং ভন্তে নাগসেন, অট্ঠ’পি রতনিয়ো লজ্জিয়া’তি ।’

‘কথং হং মহারাজ, অট্ঠ’পি রতনিয়ো লজ্জিয়া’তি ?’

‘অহং হি ভন্তে, তিত্তং উল্লাদেবি—এব নিপতিংসাদীতি ; সহ চিত্তু’ল্লাদেন কারো

৫ মে লঙ্কো হোতীতি ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, ইচ্ছিয়া তিক্খু চেতোবসিগ্গতো কারং চিত্তে সমারোপেহা চিত্তবসেন বেহাঙ্গসং গচ্ছতীতি ।’

‘কল্লো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

- ১০। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্হে এষং ভণথ—“অট্ঠিকানি দীঘানি
১০ যোজনপতিকানি’পীতি ;” রুক্খো’পি তাব ন’খি যোজনপতিকো, কুতো পন
অট্ঠিকানি দীঘানি যোজনপতিকানি ভণিৎসঙ্গীতি ?’

‘মহারাজ, আপনি কি বনে করেন, আপনি কখন এক যিত্তি, বা এক অরহি-
প্রমাণ ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত, বনে করি ; আমি অষ্ট অরহিও উল্লঙ্ঘন করিতে পারি ।’

- ১৫ ‘মহারাজ, আপনি কি প্রকারে অষ্ট অরহিও উল্লঙ্ঘন করেন ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, (উল্লঙ্ঘনের সময়) আমি সঙ্কল্প করি যে, এইখানে আমি পড়িব ;
এবং সঙ্কল্প করার সঙ্গে আমার শরীর লবু হইয়া যায় ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, বণীকৃতচিত্ত ঋদ্ধিমান্ ভিক্ষু শরীরকে চিত্তে সমারোপিত
করিয়া চিত্তের দ্বারা আকাশে গমন করে ।’

- ২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

দীর্ঘ অস্থি ।

১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বনে শত-যোজনও দীর্ঘ
অস্থি-সমূহ আছে । কিন্তু বৃক্ষও ত শত যোজন দীর্ঘ হয় না, অস্থিসমূহ কিরূপে
শত যোজন হইবে ?’

‘ତଂ କିମ୍ବଞ୍ଞସି ମହାରାଜ ?—ସ୍ତତଃ ତେ ମହାସମୁଦ୍ରେ ପଞ୍ଚଯୋଜନମତିକା’ମି ବଞ୍ଚା
ଅସୀତି ?’

‘ଆମ ଭକ୍ତେ ; ସ୍ତତ’ସ୍ତି ।’

‘ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ପଞ୍ଚଯୋଜନମତିକମ୍ ସଞ୍ଜମ୍ ଅଟ୍ଟିକାନି ଦୀପାନି ତବିମ୍ବସ୍ତି ଯୋଜନ-
୫ ମତିକାନି’ମୀତି ।’

‘କଲ୍ଲୋ’ମି ଭକ୍ତେ ନାଗସେନା’ତି ।’

୧୧ । ରାଜା ଆହ—‘ଭକ୍ତେ ନାଗସେନ, ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ—‘ସକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-ପନ୍ଥାସେ
ନିରୋଧେତୁ’ସ୍ତି ।’

‘ଆମ ମହାରାଜ ; ସକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-ପନ୍ଥାସେ ନିରୋଧେତୁ’ସ୍ତି ।’

୧୦ । ‘କଥଂ ଭକ୍ତେ ନାଗସେନ, ସକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-ପନ୍ଥାସେ ନିରୋଧେତୁ’ସ୍ତି ?’

‘ତଂ କିମ୍ବଞ୍ଞସି ମହାରାଜ ?—ସ୍ତତପୁରୋ ତେ କୋଟି କାକ୍ଷମାନୋ’ତି ?’

‘ଆମ ଭକ୍ତେ ; ସ୍ତତପୁରୋ’ତି ।’

‘ମହାରାଜ, ଆପନି କି ମନେ କରେନ ?—ଆପନି କି ଗୁନିଆଛେନ, ମହାସମୁଦ୍ରେ ପଞ୍ଚଶତ-
ଯୋଜନଓ ଦୀର୍ଘ ମଂତ୍ରମୁହ ଆଛେ ?’

୧୫ । ‘ହୀ ଭଦ୍ର ; ଗୁନିଆଛି ।’

‘ମହାରାଜ, ପଞ୍ଚଶତ-ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ ମଂତ୍ରମୁହେର ଅସ୍ତି ଶତଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ ହିବେ ।’

‘ଭଦ୍ର ନାଗସେନ, ଆପନି ନନ୍ଦ !’

ନିଧାନ-ପ୍ରସାସନର ନିରୋଧ ।

୧୧ । ରାଜା ବସିଲେନ—‘ଭଦ୍ର ନାଗସେନ, ଆପନାରା ଏହିରୂପ ଶଲେନ ସେ, ନିଧାନ-
୨୦ ପ୍ରସାସକେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିତେ ପାରା ସାମ ?’

‘ହୀ ମହାରାଜ ; ନିଧାନ-ପ୍ରସାସକେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିତେ ପାରା ସାମ ।’

‘ଭଦ୍ର ନାଗସେନ, କି ପ୍ରକାରେ ନିଧାନ-ପ୍ରସାସକେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିତେ ପାରା ସାମ ?’

‘ମହାରାଜ, ଆପନି ତାହା କି ମନେ କରେନ ?—ଆପନି କି ପୂର୍ବେ କେନ ପୁରୁଷକେ
କର୍କଶ ନାସିକା-ଶଳ କରିଆ ଶୟନ କରିତେ ଗୁନିଆଛେନ ?’

୨୫ । ‘ହୀ ଭଦ୍ର ; ଗୁନିଆଛି ।’

‘কিন্তু ধো মহারাজ, সো সন্দো কাদে নমিতে বিরমেয্যা’তি ?’

‘আন ভস্তে ; বিরমেয্যা’তি ।’

‘সো হি নাম মহারাজ, সন্দো অভাবিতকারস্ অভাবিতলীলস্ অভাবিতচিত্তস্
অভাবিতপঞ্জস্ কাদে নমিতে বিরমিস্ভতি, কিস্পন ভাবিতকারস্ ভাবিতলীলস্
৫ ভাবিতচিত্তস্ ভাবিতপঞ্জস্ চতুঃস্থানং সমাপন্নস্ অন্ত্যাস-পন্নাসা ন
নিকৃষ্টস্ভতীতি ?’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

১২। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সমুদো সমুদো’তি বুচ্চতি, কেন কারণেন
উদকং সমুদো’তি বুচ্চতী’তি ?’

১০. থেরো আহ—‘যত্তকং মহারাজ, উদকং, তত্তকং লোণং ; যত্তকং লোণং, তত্তকং
উদকং ; তস্মা সমুদো’তি বুচ্চতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

‘মহারাজ, শরীরকে যদি নত করা যায়, তবে কি সেই শক্তি থাকিবে ?’

‘হাঁ ভদ্রস্ত ; থাকিবে ।’

১৫ ‘মহারাজ, যে ব্যক্তি দেহ, শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞার ভাবনা করে নাই, কেবল দেহকে
নত করিলে, তাহারও সেই শক্তি থাকিয়া যাইবে ; আর যাহারা দেহ, শীল, চিত্ত ও
প্রজ্ঞার ভাবনা করিয়াছেন, ও চতুর্থাধ্যান-সমাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের নিখাস-প্রখাস
কি নিকৃষ্ট হইবে না ?’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

২০ জলকে সমুদ্র বলা হয় কেন ?

১২। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, “সমুদ্র” “সমুদ্র” ত বলা হইয়া থাকে,
কিন্তু কি জল জলকে “সমুদ্র” বলা হয় ?’

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, যত জল, তত লবণ ; এবং যত লবণ, তত জল ;
সেইজন্য সমুদ্র বলা হয় ।’

২৫ ‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৩। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, কেন কারণে সমুদ্রো একরসো লোণ-রসো’তি ?’

‘চিরগতিতভা খো মহারাজ, উদকস সমুদ্রো একরসো লোণরসো’তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্মে নাগসেনা’তি !’

১৪। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, সন্ধ্যা সর্বং স্তম্ভং ছিন্দিতু’ত্তি ?’

‘আম মহারাজ ; সন্ধ্যা সর্বং স্তম্ভং ছিন্দিতু’ত্তি ।’

‘কিন্ধান ভস্মে, সর্বং স্তম্ভং’ত্তি ?

‘ধন্মো খো মহারাজ, সর্বস্তম্ভং ; ন খো মহারাজ, ধন্মা সর্বং স্তম্ভং ; স্তম্ভং’ত্তি বা স্তম্ভং’ত্তি বা মহারাজ, ধন্মানমেতমধিববচনং । যং কিকি ছিন্দিতব্ধং সর্বং তং

১৫। পঞ্জ্ঞার ছিন্দিতি ; ন’খি হুত্তিয়ং পঞ্জ্ঞার ছেদন’ত্তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্মে নাগসেনা’তি !’

সমুদ্র কেবল লবণরসযুক্ত কেন ?

১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, কি কারণে সমুদ্র একমাত্র লবণরস-বিশিষ্ট ?’

১৫। ‘সমুদ্রে জল দীর্ঘকাল হইতে রহিয়াছে বলিয়া সমুদ্র একমাত্র লবণরস-বিশিষ্ট ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সর্বস্বত্বকে ছেদন করা যায় কি না ?

১৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন সর্বস্বত্বকে ছেদন করিতে পারা যায় কি ?’

২০। ‘হঁা মহারাজ ; সর্বস্বত্বকেও ছেদন করিতে পারা যায় ।’

‘ভদন্ত, সর্বস্বত্ব কি ?’

‘মহারাজ, ধর্মই সর্বস্বত্ব ; কিন্তু সমস্ত ধর্মই সর্বস্বত্ব নহে । স্বত্ব বা স্তম্ভ, ইহা ধর্মসমূহের বিশেষণ । যাহা কিছু ছেদনের যোগ্য, তৎসমুদয়কে প্রজ্ঞা দ্বারা ছেদন করিতে হয় ; প্রজ্ঞার দ্বিতীয় কিছু ছেদন-সাধন নাই ।’

২৫। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, বিঞ্ঞাণ’ত্তি বা, পঞ্ঞা’তি বা, ভুতসিং জীবো’তি বা—ইমে ধম্মা নান’থা চে’ব নানাব্যঞ্জনা চা’তি, উদাহ এক’থা ব্যঞ্জনমেব নান’ত্তি ?’

‘বিজ্ঞাননলক্খণং মহারাজ, বিঞ্ঞাণং, পজ্ঞাননলক্খণা পঞ্ঞা, ভুতসিং জীবো
৫ ন উপলব্ভতীতি ।’

‘যদি জীবো ন উপলব্ভতি, কো চয়হি চক্খুনা রূপং পস্‌সতি, সোতেন সদ্দং স্বেণাতি, ঘাণেন গন্ধং ঘায়তি, জিব্‌হার রসং সায়তি, কায়েন ফোটে’ব্বং ফুসতি, মনসা ধম্মং বিজানাতীতি ?’

ধেন্নো আহ—‘যদি জীবো চক্খুনা রূপং পস্‌সতি,—পে—, মনসা ধম্মং বিজানাতি,
১০ সো জীবো চক্খুদ্বারেন্‌ উপ্পাটিতেন্‌ মহন্তেন আকাসেন বহিযুথো সূট্টুতরং রূপং পস্‌সেয্য, সোতেন্‌ উপ্পাটিতেন্‌, ঘাণে উপ্পাটিতে, জিব্‌হার উপ্পাটিতায়, কায়ে উপ্পাটিতে মহন্তেন আকাসেন সূট্টুতরং সদ্দং স্বেণেয্য, গন্ধং ঘায়েয্য, রসং সায়েয্য, ফোটে’ব্বং ফুসেয্যা’তি ?’

বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীব এক বা নানা ?

১৫ ১৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বা প্রাণীতে জীব—
এই তিন ধর্মের অর্থ পৃথক্, ও অক্ষরও (অর্থান্য নাম) পৃথক্ ; অথবা অর্থ এক, অক্ষর পৃথক্ ?’

‘মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা (বিষয়) জানা যায় ; এবং
প্রজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা বিবেক ও বিচার করা যায় ; আর প্রাণীতে
২০ জীবের ত উপলব্ধি হয় না ।’

‘যদি জীব উপলব্ধ না হয়, তবে কে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ
করে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আভ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আন্বাদন করে, শরীরের
(স্বকের) দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, ও মনের দ্বারা ধর্মকে জানিতে পারে ?’

স্ববির কহিলেন—‘যদি জীব চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, ও মনের দ্বারা
২৫ ধর্ম জানিতে পারে, তবে, সেই জীব চক্ষুদ্বারা উপ্পাটিত হইলে কি মহান্ অবকাশের
দ্বারা বহিযুথ হইয়া আরও ভাল করিয়া রূপ দর্শন করিবে ? এবং শ্রোত্র, জ্ঞাণ,
জিহ্বা ও শরীর (স্বক্) উপ্পাটিত হইলে কি মহান্ অবকাশের দ্বারা আরও ভাল
করিয়া (যথাক্রমে) শব্দ শ্রবণ, গন্ধ গ্রহণ, রসান্বাদন ও স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ
করিবে ?’

‘নহি ভস্তু’তি ।’

‘তেন হি মহারাজ, ভূতস্মিং জীবো ন উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

১৬। থেরো আহ—‘দুষ্করং মহারাজ, ভগবতা কত’স্তি ।’

৫ ‘কিম্পন ভস্তু নাগসেন, ভগবতা দুষ্করং কত’স্তি ?’

‘দুষ্করং মহারাজ, ভগবতা কতং—ই মেসং অরুপীনং চিত্ত-চেতসিকানং ধম্মানং একারম্মণে বত্তমানানং ববধানং অকুখাতং—অয়ং কন্সো, অয়ং বেদনা, অয়ং সংজ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং চিত্ত’স্তি ।’

‘উপম্মং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুরিসো নাবায় মহাসমুদং অজ্জোগাহিজ্জা হত্থপুটেন উদকং গহেত্তা, জিব্হায় সায়িত্তা জানেযা হু থো মহারাজ, সো পুরিসো—ইদং গঞ্জায় উদকং, ইদং যমুনায় উদকং, ইদং অচিরবতিয়া উদকং, ইদং সরভূয়া উদকং, ইদং মহিয়া উদক’স্তি ?’

‘না তদন্ত ।’

১৫ ‘সেইজন্য মহারাজ, প্রাণীতে জীব উপলব্ধ হয় না ।’

‘তদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধের দুষ্কর সাধন ।

১৬। স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান্ দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, ভগবান্ কি দুষ্কর করিয়াছেন ?’

২০ ‘মহারাজ, ভগবান্ এই দুষ্কর করিয়াছেন যে, তিনি এক আলম্বনে (বিষয়ে) বর্তমান রূপহীন চিত্ত-চেতসিক ধর্ম্মসমূহের ব্যবস্থাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই স্পর্শ, এই বেদনা, এই সংজ্ঞা, এই চেতনা ও এই চিত্ত ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি নৌকায় মহাসমুদ্রে অধ্যবগাহন করিয়া হস্ত-পুটের দ্বারা জল গ্রহণপূর্ব্বক জিহ্বায় প্রদান করে, তবে কি সে জানিতে পারে যে, ইহা গঞ্জার জল, ইহা যমুনার জল, ইহা অচিরবতীর জল, ইহা সরভূর জল, ও ইহা মহীর জল ?’

‘হৃকরং ভন্তে জানিতু’তি ।’

‘অতো হৃকরতরং খো মহারাজ, ভগবতা কতং—ইমেগং অরুপীনং চিত্ত-চেতসিকানং ধম্মানং একারম্মণে বন্তমানানং ববথানং অকুখাতং—অরং কস্মো, অরং বেদনা, অরং সঞ্জ্ঞা, অরং চেতনা, ইদং চিত্ত’তি ।’

৫ ‘সুইহু ভন্তে’তি’ রান্না অৰুহুমোদি ।

সত্তমো বগ্গো ।

১৭। থেরো আহ—‘জানাসি খো মহারাজ, সম্পতি কা বেলা’তি ?’

‘আম ভন্তে, জানামি ; সম্পতি পঠমো যামো অতিক্কন্তো, মজ্জিমো যামো বত্ততি, উক্কো পদীপিয়ত্তি, চত্তারি পটাকানি আগত্তানি, গমিস্সত্তি ভত্তো রাজ্জদেয়া’তি ।’

১০ ধোনকা এবমাহংসু—‘কল্লো’নি মহারাজ, পণ্ডিতো ভিক্কু’তি ।’

‘আম ভণে, পণ্ডিতো থেরো ; এদিসো আচরিয়ো ভযেযা, মাদিসো চ অন্তেবাসী, নচিরস্বে’ব ধম্মং আজ্ঞানেয়া’তি ।’

‘ভদন্ত, ইহা জানা হৃকর ।’

১৫ ‘মহারাজ, ভগবান্ ইহা হইতেও হৃকরতর করিয়াছেন যে, তিনি এক আগমনে বর্তমান রূপহীন চিত্ত-চেতসিক ধর্মসমূহের ব্যবস্থাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ও এই চিত্ত ।’

‘সাপু ভদন্ত’ বলিয়া রাজা তাহা অহুমোদন করিলেন ।

ইতি সপ্তম বর্গ ।

১৭। হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, জানেন কি এখন বেলা কত হইয়াছে ?’

২০ ‘হাঁ ভদন্ত, জানি ; এখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে । উক্কো (মণাল) সকল প্রদীপ্ত করা হইতেছে, ও চারিটি পতাকা উত্তোলন করিবার জন্ত আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে । ভাণ্ডাগার হইতে রাজপ্রদের (দ্রব্য) আপনায় নিকটে) যাইবে ।’

ববনেরা কহিলেন—‘মহারাজ, আপনি দক্ষ ! এই-ভিক্কু পণ্ডিত ।’

২৫ ‘হাঁ ; আমিও বলি হুবির পণ্ডিত । যদি ইহার মত আচার্য্য ও আমার দ্বার অন্তেবাসী হয়, তবে দোক পণ্ডিত হইয়া অবিলম্বে ধর্ম জানিতে পারে ।’

তস্ম পঞ্ছবেব্যাকরণেন তুট্টো রাজা পেরং নাগসেনং সতসহস্'গুণনকেন কথলেন /
অচ্ছাদেহা—‘ভন্তে নাগসেন, অজ্ঞতগুণে তে অট্টমতং ভন্তং পঞ্ছাপেমি ; যং কিঞ্চ
অন্তেপূরে কল্পিরং তেন চ পবারেমীতি’—আহ।

‘অলং মহারাজ, জীবামীতি।’

- ৫ ‘জানামি ভন্তে নাগসেন, জীবসি ; অপিচ অতানঞ্চ রক্ষ, মমঞ্চ রক্ষাহি। কথং
অতানং রক্ষসি ? নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং পসাদেসি, ন চ কিঞ্চি অলভীতি—
পরাপবাদো আগচ্ছয়েহযো’তি, এবং অতানং রক্ষ। কথং মমং রক্ষসি ? মিলিন্দো
রাজা পসন্নো পসন্নাকারং ন করোতীতি—পরাপবাদো আগচ্ছয়েহযো’তি ; এবং মমং
রক্ষাহীতি।’

- ১০ ‘তথা হোতু মহারাজা’তি।’

‘সেযাথাপি ভন্তে, সীহো মিগরাজা সুবর্ণপঙ্করে পক্ষিতো’পি বহিযুখোযব হোতি,
এবমেব থো’হং ভন্তে, কিঞ্চাপি অগারং অজ্জাবসামি বহিযুখোয়েব পন অচ্ছামি।

- রাজা স্থবিরের প্রেরিত্তর বিবরণে তুট্ট হইয়া শত-সহস্র (কার্ষাপণ) মূল্যের কথলের
দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আমি আদেশ প্রদান
১৫ করিতেছি, আজ হইতে আপনি অষ্টশত জনের উপযুক্ত ভোজন প্রাপ্ত হইবেন ; এবং
নগরভ্যন্তরে আপনার জন্ত যাহা সম্পাদনীয় হইতে পারে, তাহাও বলিতে আপনাকে
প্রার্থনা করিতেছি।’

‘মহারাজ, তাহার প্রয়োজন নাই, আমার জীবন চলিয়া যাইতেছে।’

- ‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আমি জানি যে, আপনার জীবন চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু
২০ আপনি নিজেকে ও আমাকে রক্ষা করুন। নিজেকে রক্ষা করিতেছেন কি প্রকারে ?
নাগসেন মিলিন্দ রাজাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি কিছু লাভ
করেন নাই—এই পরাপবাদ আসিতে পারে ; এই প্রকারে নিজেকে রক্ষা করুন।
এবং আমাকে রক্ষা করিতেছেন কি প্রকারে ? মিলিন্দ রাজা প্রসন্ন হইয়া, (বে তাঁহাকে
প্রসন্ন করে, তাহাকে) প্রসন্নাকার করেন না—এই পরাপবাদ আসিতে পারে ; এই-
২৫ রূপে আমাকে রক্ষা করুন।’

‘মহারাজ, তাহাই হউক।’

‘ভদ্রস্ত, সুগরাজ সিংহ বেমন স্বর্ণপঙ্করে স্থাপিত হইলেও বহিযুখ হইয়া থাকে
(অর্থাৎ বাহিরেই গন্ধনোৎসুক থাকে), আমিও সেইরূপ গৃহে বাস করিলেও বহিযুখ

সচে'হং ভস্তে অগারম্মা অনাগারিম্মং পব্বজ্জেষ্যং, ন চিরং জীবেষ্যং, বহু বে পচ্চাখিকা'তি ।'

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো মিলিন্দস্স রঞ্ঞো পঞ্ছং বিস্সজ্জেক্কা উট্ঠারাসনা সত্ত্বারামং অগমাসি ।

- ৫ ১৮। অচির পক্ষান্তে চ নাগসেনে মিলিন্দস্স রঞ্ঞো এতদহোসি—কিং ময়া পুচ্ছিতং, কিং ভদন্তেন বিস্সজ্জিত'ন্তি । অথ খো মিলিন্দস্স রঞ্ঞো এতদহোসি—সব্বং ময়া সুপুচ্ছিতং, সব্বং ভদন্তেন সুবিস্সজ্জিত'ন্তি । আয়স্মতো'পি নাগসেনস্স সত্ত্বারামং গতস্স এতদহোসি—কিং মিলিন্দেন রঞ্ঞো পুচ্ছিতং, কিং ময়া বিস্সজ্জিত'ন্তি । অথ খো আয়স্মতো নাগসেনস্স এতদহোসি—সব্বং মিলিন্দেন
- ১০ রঞ্ঞো সুপুচ্ছিতং, সব্বং ময়া সুবিস্সজ্জিত'ন্তি ।

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো তন্সা রত্তিয়া অচয়েন পূব্বংহসমম্মং নিবাসেহা

হইয়াই আছি । কিন্তু ভদন্ত, যদি আমি আগার হইতে অনাগারিক প্রত্যাগ্যা গ্রহণ করি, তবে আমি বহুদিন বাঁচিতে পারিব না ; কেননা, আমার প্রতিপক্ষ অনেক ।'

- অতঃপর আয়স্মান্ নাগসেন, রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করিয়া
- ১৫ আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক সঙ্ঘারামে (বৌদ্ধগণের উদ্যানরূপ নিবাসস্থানে) গমন করিলেন ।

- ১৮। আয়স্মান্ নাগসেনের গমনের অনতিপরেই রাজা মিলিন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি নাগসেনকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনিই বা কি উত্তর দিয়াছিলেন ; ভাবিলেন যে, তিনি ভালরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং নাগসেনও
- ২০ সমস্ত উত্তর ভালরূপে দিয়াছিলেন । আয়স্মান্ নাগসেনও সঙ্ঘারামে আগমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, মিলিন্দ রাজা তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং তিনিই বা কি উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং পরে ভাবিলেন যে, রাজা মিলিন্দ সমস্ত প্রশ্নই তাঁহাকে ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনিও সমস্ত প্রশ্নের ভালরূপে উত্তর দিয়াছেন ।

- ২৫ অনন্তর সেই রাত্রি অতীত হইলে, পূর্ব্বাহ্নে আয়স্মান্ নাগসেন, চীবর ধারণ

পত্নীবরমাদায় যেন মিলিন্দস্য রঞ্জেণ নিবেদনং, তেহু'পসকমি; উপসকমিহা পঞ্জেত্তে আসনে নিদীদি। অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়সত্তং নাগসেনং অভি-
বাদেহা একমত্তং নিদীদি। একমত্তং নিদম্মো খো মিলিন্দা রাজা আয়সত্তং
নাগসেনমেতদবোচ—‘মা খো ভদত্তস্য এবং অহোদি—নাগসেনো ময়া পঞ্জে
৫ পুচ্ছিতো’তি তেনে’ব সোমনসসেন ন তং রত্নাবসেসং সুপীতি; ন তে এবং
দট্ঠবং; তস্য ময়ং ভন্তে তং রত্নাবসেসং এতদহোদি—কিং ময়া পুচ্ছিতং; কিং
ভদন্তেন বিসঙ্গিত’ত্তি;—সবং ময়া সুপুচ্ছিতং সবং ভদন্তেন সুবিসঙ্গিত’ত্তি।’

- খেরো’পি এবমহ—‘মা খো মহারাজস্য এবং অহোদি—মিলিন্দস্য রঞ্জেণ ময়া
পঞ্জেহো বিসঙ্গিতো’তি তেনে’ব সোমনসসেন তং রত্নাবসেসং বীতিনামেসীতি;
১০ ন তে এবং দট্ঠবং; তস্য ময়ং মহারাজ, তং রত্নাবসেসং এতদহোদি—কিং
মিলিন্দেন রঞ্জেণ পুচ্ছিতং, কিং ময়া বিসঙ্গিত’ত্তি;—সবং মিলিন্দেন রঞ্জেণ
সুপুচ্ছিতং, সবং ময়া সুবিসঙ্গিত’ত্তি।’

ইতি হ তে মহানাগা অঞ্ঞমঞ্ঞস্য সুভাসিতং সমম্মোদিংহ’তি।

মিলিন্দপঞ্ছানং পুচ্ছাবিসঙ্গনা সমত্তা।

- ১৫ ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্বক রাজা মিলিন্দের নিকেতনে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে
উপবেশন করিলেন। রাজা মিলিন্দ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পাশ্বে উপবেশন
করিলেন, ও তাঁহাকে বলিলেন—‘ভদত্ত, আপনি মনে করিবেন না, আমি আপনাকে
প্রশ্ন করিয়াছিলাম—এই দোমনসো সেই অবশিষ্ট রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাই নাই;
আপনি তাহা মনে করিবেন না; সেই রাত্রিশেষে আমি চিন্তা করিতেছিলাম—আমি
২০ আপনাকে কি প্রশ্ন করিয়াছি, এবং আপনি কি উত্তর দিয়াছেন; এবং মনে করি যে,
আমি সমস্তই ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং আপনিও স্নন্দররূপে সমস্ত
উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।’

- স্ববিরও এইরূপ বলিলেন—‘মহারাজ, আপনিও মনে করিবেন না যে, আমি রাজা
মিলিন্দের প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিয়াছি,—এই দোমনসো অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া-
২৫ ছিলাম; আপনি তাহা মনে করিবেন না; সেই রাত্রিশেষে আমি ভাবিতেছিলাম—
রাজা মিলিন্দ কি প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং আমি কি উত্তর দিয়াছি; এবং মনে করি যে,
রাজা মিলিন্দ সমস্তই ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আমিও স্নন্দররূপে
উত্তর দিয়াছি।’

এই প্রকারে সেই দুই মহাপুরুষ পরস্পরের সুভাবিত্তের অমুমোদন করিলেন।

- ৩০ মিলিন্দকৃত প্রশ্নসমূহের জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর সমাপ্ত।

ইতি বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন।

- ১। তস্মন্নবানী বেতন্তী অতিবুদ্ধি বিচক্ষণো ।
 মিলিন্দে ঐগভেদায়-নাগসেনমুপাগমি ॥
 বসন্তো তস্ম ছায়ায় পরিপুষ্টস্তো পুনঃপুনঃ ।
 পতিম্বুদ্ধি হস্তান সো'পি আসী তিপেটকো ॥
 নবঙ্গমমুমজ্জস্তো রত্তিভাপে রহোগতো ।
 অন্ধক্খি মেণ্ডকে পঞ্জে ছিন্নিবেঠে সনিগ্গহে ॥
 পরিয়ায়ভাসিতং অথি, অথি সন্ধ্যায় ভাসিতং ।
 সভাবভাসিতং অথি ধম্মরাজস্ম সাসনে ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

উভয়কোটিক প্রশ্ন ।

প্রথম বর্গ ।

মিলিন্দের ত্রিপিটক অধ্যয়ন ।

- ১। জ্ঞানের বিকাশ হেতু অতিবুদ্ধিশালী
 বৈতণ্ডিক বিচক্ষণ সম্ভাষণবেদী
 মিলিন্দ আসিয়া নাগসেনের নিকটে
 পার্শ্বে বসি' পুনঃপুনঃ লাগিলা পুছিতে ;
 বুদ্ধির বিকাশ লাভ করিয়া তাহাতে
 হইলেন রত ত্রিপিটক-অধ্যয়নে ।
 নিশায় নির্জনে নব-অঙ্গ ত্রিপিটকে
 নিমগ্ন হইয়া তিনি দেখিলেন বহু
 উভকোটিক প্রশ্ন, যা'র উত্তর দ্রুত,—
 প্রতিবাদী যাহা হ'তে পায় পরাভব ।
 বিবিধ কন ধর্ম্মরাজের শাসনে ;
 বলে'ছেন কোন কথা বিবিধ-পর্য্যয়ে
 কোন কথা কোন অভিপ্রায় সিদ্ধি তরে,
 আছে বা কোনও কথা স্বভাব উল্লেখে ।

তসং অথং অবিক্রম্যেয়ং মেণ্ডকে জিনভাসিত্তে ।

অনাগতমহি অজ্ঞানে বিগ্গংহো তথ হেসসতি ॥

হস্য কথিং পদাভেদা ছেজ্জাপেসদামি মেণ্ডকে ।

তস্ নিদ্দিট্ঠমগ্গেন নিদ্দিমিস্সজ্ঞানাপত্তে'তি ॥

- ৪ ২। অথ ধো মিলিন্দো রাজা পতাতায় রত্নিরা, উগ্গতে অরুণে নীসং নহাষ্ট
সিরিসি অঞ্জলিপ্পগ্গহেজ্জা অতীতানাগতপচ্চুপ্পমে সম্মাসম্বুদ্ধে অহুসসরিয়া অট্ঠ
বতপমানি সমাধিযি—ইতো মে অনাগতানি সত্ত দিবসানি অট্ঠ গুণে সমাদিযিয়া
তপো চরিতব্বো ভবিস্সতি ; সো'হং চিগ্গতপো সমানো আচরিয়ং আরাধেয়া
মেণ্ডকে পঞ্জে পুচ্ছিস্সামীতি । অথ ধো মিলিন্দো রাজা পকতহুসসবুগং অপনেজ্জা
১০ আভরণানি চ ওমুঞ্চিয়া কাসায়ং নিবাসেজ্জা মুণ্ডকপটিনীসকং নীসে পটিমুঞ্চিয়া মুনিভাব-
মুপগজ্জা অট্ঠ গুণে সমাদিযি—ইমং সত্তাহং ময়া ন রাজ-অথো অহুসাসিত্তব্বো,

বুদ্ধের কথিত সেই প্রশ্ন সমূহের
অর্থ না জানিয়া পরে বিগ্রহ উঠিবে।—

(ভাবিয়া হৃদয়ে ইহা নৃপতি তখন

১৫

ভাহার উপায় এই করিলেন স্থির—)

কথাপটু নাগসেনে প্রশ্ন করিয়া

ছিন্ন করাইব তাই সেই প্রশ্নকুল ;

তাঁহার নিদ্দিষ্ট মার্গে ভবিষ্যৎ কালে

জনগণ (ধর্মপথ) নির্দেশ করিবে ।

- ২০ ২। অনন্তর রাত্রি প্রভাত ও অরুণ উদিত হইলে রাজা মিলিন্দ মন্তক পর্য্যন্ত স্নান
করিয়া, মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্বক অতীত, অনাগত ও বর্তমান সম্যকসংবুদ্ধ-
গণকে অহুম্মরণ করিলেন ; এবং অষ্টবিধ ব্রতপদ গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন—অন্ত
হইতে আগামী এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত (বক্ষ্যমাণ) অষ্টবিধ গুণ গ্রহণ পূর্বক
আমাকে তপস্যা করিতে হইবে ; তপস্তাচরণ করিয়া আরাধনাপূর্বক আচার্য্যকে উত্তম-
২৫ কোটিক (মেণ্ডক) প্রশ্ন সমূহ জিজ্ঞাসা করিব । এই ভাবিয়া তাঁহার সাধারণ বসন-
বুগল অপনয়ন ও আভরণ সমূহ অবমোচন পূর্বক কাষায়বসন ও শ্রমাজনোচিত উকীষ
ধারণ করিয়া মুনিভাব অবলম্বন করিলেন ও এই অষ্টগুণ গ্রহণ করিলেন :—‘আমি এই

ন রাগু'পসংহিতং চিত্তং উপাদেতব্ধং, ন দোষু'পসংহিতং চিত্তং উপাধিতব্ধং, ন মোহু'পসংহিতং চিত্তং . উপাদেতব্ধং, দাস-কন্ডকর-পোয়িস-জনে'পি নিবাতবৃত্তিনা ভবিতব্ধং, কারিকং বাচসিকং অমুরক্খিতব্ধং, ছ'পি আশ্রতনানি নিরবসেসতো অমুরক্খিতব্ধানি, মেত্ভাভাবনায় মানসং পক্ষিপিতব্ধ'স্তি। ইমে অট্ট'শ্লোকে সমা-
৫. দিগ্দিদ্যা তেষেব অট্ট'শ্লোকে মানসং পতিট্টপেদ্যা বহি অনিক্খমিদ্দা সত্তাহং বীতিনামেদ্যা অট্ট'শ্লোকে দিবসে পভাতায় রত্তিয়া পগে'ব পাতরাসং কদা ওক্খিতচক্খু মিতভাবী সুসত্তিতেন ইরিয়াপথেন অবিক্খিত্তেন চিত্তেন ইট্ট'শ্লোকে উদগগেন বিপ্পসয়েন থেরং নাগসেনং উপসক্কমিদ্দা থেরসু পাদে সিরসা বন্দিদ্যা একমত্তং তিত্তো ইদমবোচ :—

১০. ৩। 'অথি মে ভন্তে নাগসেন, কোচি অথো তুমহেহি সন্ধিং মন্তয়িতব্ধো ; ন তথ অঞ্জে কোচি ততিয়ো ইচ্ছিতব্ধো, সুঞ্জে ওকাসে পবিবিত্তে অরঞ্জে অট্ট'শ্লোকাগতে সমগসারুপে তথ স পঞ্জে পুচ্ছিতব্ধো ভবিস্সতি। তথ মে ঞ্জং ন কাতব্ধং, ন রহস্সকং ; অরহাম'হং রহস্সকং সুণিতুং সুমত্তং উপগতে।

সপ্তাহকাল কোন রাজকীয় বিষয় অনুশাসন করিব না ; চিত্তকে আমার রাগ, ঘেব ও
১৫. মোহে আবিষ্ট করিব না ; দাস, কন্ডকর ও অপর লোকদিগেরও প্রতি আমাকে শাস্ত ব্যবহার করিতে হইবে ; কারিক ও বাচিক কার্য সকলকে রক্ষা করিতে হইবে ; ছ'পি ইচ্ছিককে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে হইবে (যেন কোনরূপে স্থলিত না হয়) ; এবং মৈত্রী ভাবনায় মনকে নিযুক্ত করিতে হইবে।' তিনি এইরূপে সেই অষ্ট শ্লোক গ্রহণ করিয়া ও তাহাতেই চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং বহির্গত না হইয়া, সপ্তাহকাল
২০. অতিবাহনপূর্বক অষ্টম দিবসে রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকালেই (অথবা পূর্বক্কেই) প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন ; এবং অবনত-নয়ন ও মিতভাবী হইয়া সন্মুখাভিমুখে হস্ত-প্রসন্ন ও উন্নত-অবিক্ষিপ্ত হৃদয়ে স্থবিরের নিকটে গমন করিয়া মন্তক দ্বারা তাঁহাঙ্গ পাদবন্দনা পূর্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং বলিলেন :—

মিলিন্দের নির্জনে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা।

২৫. ৩। 'ভদন্ত নাগসেন, আপনার সহিত আমার কোন বিষয় মন্তব্য করিতে হইবে ; তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি (উপস্থিত থাকে, ইহা) অভিলষিত নহে। কোন শূন্ত অবকাশ-স্থানে, বা শ্রমজ্ঞানাহরূপ অষ্টাঙ্গযুক্ত কোন নির্জনে অরণ্যে সেই প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সেখানে আমার নিকট কিছু গোপন করিবেন না, কোন রহস্য (রক্ষা)

উপসর্গাবপি সো অথো উপপরিব্রজিতবো ; যথা কিং বিয় ? যথা নাম ভক্তে
নাগসেন, মহাপৃথিবী নিক্ষেপঃ অরহতি নিক্ষেপে উপগতে, এবমেব খো ভক্তে
নাগসেন, অরহাম'হং রহস্যকং সুপিতুং স্তম্ভশ্চে উপগতে'তি ।'

- ৪। গুরুণাপি সহ পবিবিত্তু'পবনং পবিদিত্বা ইদমবোচ—'ভক্তে নাগসেন, ইধ
৫ পুরিসেন মন্তরিতুকামেন অট্ট-ট্টানানি পরিবজ্জনিতবানি ভবন্তি ; ন তেহ
ঠানেহু বিঞ্ঞু পুরিসো অথঃ মন্তেতি, মন্তিতো'পি অথো পরিণততি, ন সম্ভবতি ।
কতমানি অট্ট-ট্টানানি ? বিদমট্টানং পরিবজ্জনীয়ং, সতয়ং পরিবজ্জনীয়ং, অতি-
বাতট্টানং পরিবজ্জনীয়ং, পটিচ্ছন্নট্টানং পরিবজ্জনীয়ং, দেবট্টানং পরিবজ্জনীয়ং,
পহো পরিবজ্জনীয়ো, সন্মো পরিবজ্জনীয়ো, উদকতিথং পরিবজ্জনীয়ং,—ইমানি
১০ অট্ট-ট্টানানি পরিবজ্জনীয়ানীতি ।'
থেরো আহ—'কো দোসো বিদমট্টানে, সতয়ে, অতিবাতো, পটিচ্ছন্নো, দেবট্টানে,
পহো, সন্মো, উদকতিথে'তি ?'

- করিবেন না ; স্তম্ভগা উপস্থিত হইলে আমি রহস্য শুনিবার যোগ্য । উপমা দ্বারাও
এই বিষয়টি পরীক্ষণীয় ; কেমন ? ভদ্রস্ত নাগসেন, ধন মাটিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া
১৫ রাখিতে হইলে, পৃথিবী যেমন সেই নিক্ষেপের যোগ্য হয়, সেইরূপই স্তম্ভগা উপস্থিত
হইলে আমি রহস্য জ্ঞানিবার যোগ্য ।'

মন্ত্রণার স্থান ।

- ৪। অতঃপর তিনি গুরু (নাগসেনের) সহিত এক স্তনির্জন উপবনে প্রবেশ
করিয়া বলিলেন—'ভদ্রস্ত নাগসেন, মন্ত্রণা করিতে ইচ্ছা করিলে লোকের এই অষ্ট স্থান
২০ পরিবর্জন করা উচিত, সেই সমস্ত স্থানে বিজ্ঞ পুরুষ মন্ত্রণা করিতে পারেন না, বা
করিলেও তাহা পতিত (অর্থাৎ বিনষ্ট) হইয়া যায়, এবং (তাহাতে কোন অর্থ নিশ্চয়)
সম্ভব হয় না । সেই অষ্ট স্থান কি কি ? বিঘ্ন (উন্নতাবনত, অসমান) স্থান, সতয়-
স্থান, অতিবাত-স্থান, প্রটিচ্ছন্ন-স্থান, দেব-স্থান, পহা ও উদকতীর্থ (জলের ঘাট),—
এই অষ্ট স্থান পরিবর্জন করা উচিত ।'
২৫ স্থবিধ কহিলেন—'বিঘ্ন, সতয়, অতিবাত, প্রটিচ্ছন্ন, দেবস্থান, পহা ও উদকতীর্থে
(মন্ত্রণা করিলে) দোষ কি ?'

‘বিসম ভস্তে নাগসেন, অখো বিকিরতি বিধমতি পণ্ডবতি, ন সত্তবতি ; সত্তরে
মমো সত্তসতি, সত্তসিতো ন সত্তা অখং সমহুপসতি ; অতিবাতো লখো অসিতুতো
ভবতি ; পটিচ্ছন্ন উপসত্ততিং তিট্ঠতি ; দেবট্ঠানে সত্তিতো অখো পককং পস্নিমতি ;
পহে সত্তিতো অখো তুচ্ছো ভবতি ; সৰ্বমে চলাচলো ভবতি ; উদকতিথে পাকটো

৫ ভবতি । ভবতীহ—

“বিসমং সত্তরং অতিবাতো পটিচ্ছন্নং দেবনিস্সিতং ।

পহো চ সৰ্বমো তিথং অট্ঠে’তে পরিবজ্জয়া’তি ॥”

- ৫। ‘ভস্তে নাগসেন, অট্ঠি’মে পুণ্ণলা মত্তিরমানা মত্তিতং অখং ব্যাপাদেত্তি ;
কতমে অট্ঠ ? রাগচরিতো, দোসচরিতো, মোহচরিতো, মানচরিতো, লুক্কো, অলসো,
১০ একচিত্তী, বালো’তি,—ইমে অট্ঠ পুণ্ণলা মত্তিতং অখং ব্যাপাদেত্তি ।’

রাজা বলিলেন—‘ভস্ত নাগসেন, বিষম স্থানে মত্তগার অর্থ (বিষয়) বিকল্প হইয়া
বার, বহু শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়, এবং তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া যায়; (তাহাতে অর্থ নিশ্চয়)
সম্ভব হয় না। সত্তর স্থানে অত্যন্ত ভয় হয়; ভয় হইলে যথাযথরূপে বিষয়ের অনুসরণ-
পূৰ্ব্বক আলোচনা হয় না। অতিবাত-স্থানে শব্দ অতিভূত (অর্থাৎ অস্পষ্ট) হয়।
৫৫ প্রেতিচ্ছন্ন-স্থানে (কেহ কেহ গোপনে ঐ মত্তগা) গুনিবার জন্ত উপস্থিত হয়। দেব-
স্থানে মত্তিত বিষয় স্তররূপে পরিণত হয়। পথে মত্তিত অর্থ তুচ্ছ হয়, দুৰ্গম-স্থানে
তাহা চলাচল (অস্থির) হয়, এবং উদকতীরে (ঘাটে) তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।
উক্ত হইয়া থাকে—

“বিষম, সত্তর, অতিবাত, প্রেতিচ্ছন্ন,

৫৬

দুৰ্গম, দেবতাপ্রিত, পথ, আর তীর্থ,—

এই অট্ঠ (-বিধ স্থান মত্তগাসময়ে

যতন করিয়া) তুমি বৰ্জন করিবে ।”

মত্তগার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ।

- ৫। ‘ভস্ত নাগসেন, এই আট জন মত্তগা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মত্তিত বিষয়কে
২৫ নষ্ট করে। এই আট জন কে কে ? রাগবৃত্ত, বেদবৃত্ত, মোহবৃত্ত, মানী, লুক্ক, অলস,
একচিত্তী (অর্থাৎ যে একটি মাত্র চিন্তা করে,) ও মূৰ্খ,—এই আটজন মত্তিত
বিষয়কে নষ্ট করে ।’

‘ভেসং কো দোসো’তি ?’

‘রাগচরিতো ভন্তে নাগসেন, রাগবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মোহচরিতো দোসবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মোহচরিতো মোহবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মানচরিতো মানবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, লুক্কো লোভবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, অলসো অলসতার মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, একচিন্তী একচিন্তিতার মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, বালো বালতয়া মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি ।
তবতীহ—

‘রক্তো দুট্টো ব মুল্লো চ মানী লুক্কো তথালসো ।

একচিন্তী চ বালো চ এতে অথবিনাসকা’তি ॥’

- ১০ ৬। ‘ভন্তে নাগসেন, নবি’মে পুগ্গলা মত্তিতং গুয়ংং বিষরত্তি, ম ধারেত্তি ;
কতমে নব ? রাগচরিতো, দোসচরিতো, মোহচরিতো, ভীরুকো, আমিসগরুকো,
ইখী, দোত্তো, পণ্ডকো, দারকো’তি ।’

খেরো আহ—‘ভেসং কো দোসো’তি ?’

হুবির কহিলেন—‘তাহাদের দোষ কি ?’

- ১৫ ‘রাগবৃত্ত রাগের বশে, ঘেববৃত্ত ঘেবের বশে, মোহবৃত্ত মোহের বশে, মানী মানের
বশে, লুক্ক লোভের বশে, অলস আলস্য বশে, একচিন্তী কেবল একটিনাত্র চিন্তায়,
এবং মূর্থ মূর্ত্তাবশে মত্তিত বিষয়কে নষ্ট করে । উক্ত হইয়া থাকে :—

‘রাগবান্, ঘেববান্, মোহবান্, মানী,

লোভী, অলসতায়ুক্ত, একচিন্তাকারী,

- ২০ আর এক মূর্থ,—এই সকল বানব

বিনাশ করিয়া ফেলে (মত্তিত) বিষয় ।”

রহস্য রক্ষার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ।

৬। ‘ভদন্ত নাগসেন, এই নয় জন ব্যক্তি মত্তিত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়,
ধারণ করিতে পারে না । ইহারা কে কে ? রাগবৃত্ত, ঘেববৃত্ত, মোহবৃত্ত, ভীরু,

- ২৫ অম্মাবিশ্ব, ভ্রী, শৌণ্ডিক (অর্থাৎ হুয়াপারী), ক্রীষ ও বালক ।’

হুবির কহিলেন—‘তাহাদের দোষ কি ?’

‘রাগচরিতো ভস্তে নাগসেন, রাগবসেন মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; ছট্টো দোদবসেন মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; মূলহো মোহবসেন মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; ভীৰুকো ভয়বসেন মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; আমিস-গরুকো আমিসহেতু মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; ইথী ইত্তরতার মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; সোণকো সুরালোলতরা মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; পণ্ডকো অনেকংসিকতার মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; দারকো চপলতার মস্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি । ভবতীহ—

“রস্তো ছট্টো চ মূলহো চ ভীৰু আমিসচকুখুকা ।

ইথী সোণো পণ্ডকো চ নবমো ভবতি দারকো ॥

১০ নবে’তে পুগ্গলা লোকে ইত্তরা চলিতা চলা ।

এতেহি মস্তিতং শুব্ধং থিঙ্গং ভবতি পাকট’স্তি ॥”

৭। ‘ভস্তে নাগসেন, অট্টহি কারণেহি বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; কতমেহি অট্টহি ? বয়পরিণামেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; যদপরিণামেন

‘ভদন্ত নাগসেন, রাগযুক্ত রাগবশে, ধেষযুক্ত ধেষবশে, মোহযুক্ত মোহবশে, ভীৰু ভয়বশে, অন্নাদিগুরু অন্নাদিহেতু, স্ত্রী নিকৃষ্টত্ব-অথবা অসতীত্ব) হেতু, ক্লীব অসম্পূর্ণতা-হেতু, ও বালক চপলতা-হেতু মস্তিত রহস্যকে প্রকাশ করিয়া দেয়, ধারণ করিতে পারে না । উক্ত হইয়া থাকে :—

“রাগযুক্ত, ধেষযুক্ত, মোহযুক্ত, ভীৰু,

অন্নাদিলোলুপ, স্ত্রী, সুরাপানকারী,

২০ ক্লীব ও বালক,—এই নয় জন পোক

(সহজে) চলিত হয়, নিকৃষ্ট চঞ্চল ।

ইহাদের সহ কোন মস্তিত রহস্য,

স্মরিত গতিতে হ’য়ে পড়ে প্রকাশিত ॥”

২৫

বুদ্ধি-পরিপকতার কারণ ।

৭। ‘ভদন্ত নাগসেন, আট কারণে বুদ্ধি পরিণত হয়—পরিপক হয় । কোন আট কারণে ? বয়সের পরিণামে, বশের পরিণামে, পরিপৃচ্ছার (অর্থাৎ জ্ঞানঃ প্রেরে),

বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; পরিপূচ্ছায় বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ;
 তিথসংবাসেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; যোনিসৌ মনসিকারেন বুদ্ধি পরি-
 ণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; সাকচ্ছায় বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; স্নেহ'প-
 সেবনবাসেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; পটিক্রপদেববাসেন বুদ্ধি পরিণমতি,
 পরিপাকং গচ্ছতি । ভবতীহ :—

“বয়েন যস-পুচ্ছাহি তিথবাসেন যোনিসৌ ।

সাকচ্ছা স্নেহসংবাসা পটিক্রপবসেন চ ॥

এতানি অট্ঠ ঠানানি বুদ্ধিবিদকারকা ।

যেসং এতানি সম্ভোত্তি তেসং বুদ্ধি পতিজ্জতীতি ॥”

- ১০ ৮। ‘ভস্তুে নাগসেন, অরং ভূমিভাগে। অট্ঠমন্তদোসবিবজ্জিতো। অহং লোকে
 পরমো বস্তিসহায়ো, শুয্হমমুরকখী চাহং ; যাবাহং ভীবিদ্দামি, তাব শুয্হমমু-
 রকখিসামি। অট্ঠহি চ মে কারণেহি বুদ্ধি পরিণামং গত। হুল্লভো এতরহি
 মাদিসো অস্তেবাসী।

আচার্যের সহিত বাস করায়, কারণাত্মসন্ধান পূর্বক মনে চিন্তা করায়, পরস্পর

- ১৫ সম্ভাষণে, স্নেহপূর্বক সেবন করায়, ও অল্পরূপ দেশে বাস করায় বুদ্ধি পরিণত হয়—
 পরিপক হয়। উক্ত হইয়া থাকে :—

“বয়স, কীরিতি, প্রশ্ন, আচার্যের সহ

বসতি, চিন্তন, পরস্পরে আলপন,

স্নেহ-সেবন, আর অল্পরূপ স্থল—

- ২০ বুদ্ধির বৈশদ্য-কর এই আট হয়।

এই সমুদয় (হেতু) ঘটে যাহাদের

হ'য়ে থাকে তাহাদের বুদ্ধির উদ্বেদ ॥”

শিষ্যের প্রতি আচার্যের কর্তব্য ।

৮। ‘ভদন্ত নাগসেন, এই ভূমিভাগ অষ্টবিধ মন্ত্রণ দোষ-বিবজ্জিত ; আমিও লোকে

- ২৫ মন্ত্রণাকারিগণের একজন পরম সহায়, এবং আমি রহস্য রক্ষা করিয়া থাকি, আমি
 যত দিন বাঁচিব রহস্য রক্ষা করিব, এবং অষ্ট কারণে আমার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে।
 এ সময়ে আমার ন্যায় অস্তেবাসী হুল্লভ ।

- সম্মা পটিপল্লো অন্তেবাসিকে যে আচরিয়ানং পঞ্চবীসতি আচরিয়ত্তণা, তে হি গুণেহি আচরিয়েন সম্মা পটিপজ্জিতব্ং । কতমে পঞ্চবীসতি গুণা ? ইধ ভন্তে আচরিয়েন অন্তেবাসিম্‌হি সত্তত্তং সমিতং আরক্খা উপট্টপেত্তব্বা, অসেবন-সেবনা জানিতব্বা, পমত্তাপ্পমত্ততা জানিতব্বা, সেয্যাকাসো জানিতব্বো, গেলঞ্ঞং জানিতব্বং
- ৫ বিসেসো জানিতব্বো, পত্তত্তং সংবিভজিতব্বং, অস্সাসেত্তব্বো—“মা ভাষি, অথো তে অভিক্কমতীতি,” ইমিনা পুগ্গলেন পটিচরতীতি পটিচারো জানিতব্বো, গামে পটিচারো জানিতব্বো, বিহারে পটিচারো জানিতব্বো, ন তেন সহ সল্লাপো কাতব্বো, ছিদ্দং দিষ্মা অধিবাসেত্তব্বং, সন্ধককারিনা ভবিতব্বং, অথঙ্কারিনা ভবিতব্বং; অরহস্সকারিনা ভবিতব্বং, নিরবসেসকারিনা ভবিতব্বং, জনেমি’মং
- ১০ সিগ্গেসু’তি—জনকচিত্তং উপট্টপেত্তব্বং, কথং অয়ং ন পরিহায়েষ্যা’তি—বড়্‌চিচিত্তং উপট্টপেত্তব্বং, বলবং ইমং করোমি সিক্খাবলেনা’তি—চিত্তং উপট্টপেত্তব্বং,

- সম্যক-আচরণ-যুক্ত অন্তেবাসীর প্রতি আচার্য্যগণের যে পঞ্চবিংশতি গুণ উক্ত হইয়াছে, আচার্য্যগণের তৎসমুদয় গুণে সম্যক্রূপে আচরণ করা উচিত। পঞ্চ-বিংশতি গুণ কি কি? আচার্য্য অন্তেবাসীকে নিয়ত অবিচ্ছেদে রক্ষা করিবেন; তিনি
- ১৫ জানিবেন যে, “সে কি সেবন বা কি অসেবন করিতেছে, কোথায় প্রমত্ত, কোথায় বা অপ্রমত্ত থাকিতেছে, কখন সে শয়ন করিতেছে, তাহার কোন ব্যাধি হইয়াছে কি না, সে ভোজন প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, এবং কি পরিমাণই বা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনি তাহার তিক্ষাপ্রাপ্ত পাত্রগত বস্তুকে বিভাগ করিয়া উভয়ে গ্রহণ করিবেন; “ভয় করিও না, তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধি অগ্রসর হইতেছে”—এই বলিয়া তাহাকে
- ২০ আশ্বাস দিবেন; “সে এই লোকের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে”—এইরূপে তাহার পরিভ্রমণ জানিবেন, তাহার গ্রাম-পরিভ্রমণ জানিবেন, বিহারে পরিভ্রমণ জানিবেন; তাহার সহিত সংলাপ (অর্থাৎ ফাজলামি) করিবেন না; কোন অপরাধ দেখিলে তাহা সহ্য করিবেন; তাহার সম্বন্ধে সং কার্য্য করিবেন; তাহাকে অথও (সম্পূর্ণ) শিক্ষা দিবেন; তাহার যোগ্যত্ব সম্পাদন করিবেন; ও নিরবশেষ সমস্তই শিক্ষা দিবেন; “আমি ইহাকে বিদ্যা-
- ২৫ বিবরে জন্ম প্রদান করিব”—এইরূপ জনকের চিত্ত তাহার উপরে স্থাপন করিবেন; “এ কি প্রকারে অবনতি প্রাপ্ত হইবে না”—এই ভাবিয়া তাহার উন্নতির জন্ত চিন্তা করিবেন; তিনি মনে এই করিবেন যে, ইহাকে আমি শিক্ষাবলে বলবান্ করিব; তাহার উপর মৈত্রীর হৃদয় স্থাপন করিবেন; বিপদে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না; কর্তব্য

- মন্তচিত্তঃ উপট্টপেতব্বং, আপদান্ন ন বিজহিতব্বং, করণীয়ে ন-গমজ্জিতব্বং, খসিতে ধম্মেন পগ্গহিতব্বো।—ইমে খো ভন্তে, পঞ্চবসতি আচরিয়স্স আচরিয়-
গুণা, তেহি গুণেহি ময়ি সম্মা পটিপজ্জন্সু। সংসরো মে ভন্তে, উল্লম্বো। অথি
মেগুপপঞহা জিনভাসিতা, অনাগতে অন্ধানে তথ বিগ্গহো উল্লজ্জিস্সতি,
৫ অনাগতে চ অন্ধানে দুল্লভা ভবিস্সন্তি তুম্হাদিসা বুদ্ধিমত্তো ; তেহু মে পঞ্হেহু চক্কুং
দেহি পরবাদানং নিগ্গহায়া'তি ।'

- ৯। খেরো 'সাধু'তি সমপটি'চ্ছিত্তা দস উপাসকস্স উপাসকগুণে পরিদীপেসি—
'দস ইমে মহারাজ, উপাসকস্স উপাসকগুণা ; কতমে দস ? ইধ মহারাজ, উপাসকো
সজ্জেন সমান-সুখতুখো হোতি, ধম্মাধিপতেয্যো হোতি, যথাবলং সংবিভাগরতো
২০ হোতি, জিনশাসনপরিহানিং দিস্সা অভিবড্টিয়া বায়মতি, সম্মাদিট্টিকো হোতি,
অপগতকোতুল্লমঙ্গলিকো জীবিতহেতু'পি ন অঞ্ঞং সথারং উদ্দিসতি, কায়িকং

- কার্য মার্জনা করিবেন না ; এবং কোন স্থলন হইলে তাহা হইতে তাহাকে আকর্ষণ
করিয়া রাখিবেন। ভদন্ত, আচার্য্যের পঞ্চবিংশতি আচার্য্য-গুণ এই ; আপনি আমার-
প্রতি এই সমস্তগুণে সম্যক্ আচরণ করুন। ভদন্ত, আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ;
১৫ জিনভাবিত উত্তর-কোটিক প্রশ্ন সমূহ আছে, ভবিষ্যৎকালে ইহাতে বিগ্রহ উপস্থিত
হইবে, তখন আপনাদের ত্যায় বুদ্ধিমান লোক দুর্লভ হইবেন, পরকীয় বাদসমূহের
নিগ্রহের জন্য আপনি সেই সকল প্রশ্নে আমাকে চক্ষু দান করুন।'

দশবিধ উপাসক গুণ ।

- ৯। হুবির 'সাধু' বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়া উপাসকের দশবিধ উপাসক-গুণ
২০ প্রকাশ করিলেন :—'মহারাজ, উপাসকের এই দশ উপাসক-গুণ আছে। কি কি
দশ ? মহারাজ, উপাসককে সজ্জের সহিত সম-সুখতুঃখ-ভাগী হইতে হইবে, ধর্মকে
অধিপতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে, যথাশক্তি সংবিভাগরত অর্থাৎ প্রাপ্ত বাস্তব ভাগ
অপরকেও দিবার জন্য অমুরাগী হইতে হইবে, জিন-শাসনের হানি দেখিলে অভিযুক্তির জন্ত
উদ্যম করিতে হইবে, সম্যক্ দর্শনশীল হইবে, মাসলিক বস্ত্র ব্যবহারে কোতুল্ল ত্যাগ

বাচসিকঞ্চ'নস রকথিতং হোতি, সমগ্গারামো হোতি সমগ্গরতো, অহুহব্যকো হোতি, ন চ কুহনবসেন সাসনে চরতি, বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি, সজ্জং সরণং গতো হোতি।—ইমে থো মহারাজ, দস উপাসকস্ উপাসক-গুণা; তে সৰ্বে গুণা তয়ি সংবিজ্জন্তি। তং তে যুত্তং পত্তং অহুহব্যকং পতিরুপং, ৫ বং স্বং জিনসাসন-পরিহানিং দিস্বা অভিবড্টিং ইচ্ছসি। করোমি তে ওকাসং, পুচ্ছ মং স্বং যথাসুখ'ন্তি।'

১০। অথ থো মিলিন্দো রাজা কত্তাবকাসো নিপচ গুরুনো পাদে সিরসি অঞ্জলিং কত্তা এতদ্বোচ—‘ভদন্তে নাগসেন, ইমে তিথিয়া এবং ভগন্তি—“যদি বুদ্ধো পূজং সাদিয়তি, ন পরিনিব্বুতো বুদ্ধো; সংযুত্তো লোকেন অন্তোভবিকো লোকস্মিং লোক-সাধারণো; তস্মা তন্স কতো অধিকারো বহুংছো ভবতি অফলো। যদি পরি-নিব্বুতো, বিসংযুত্তো লোকেন মিস্সটো সৰ্ব্ভবেহি তন্স পূজা ন উপ্পজ্জতি, পরি-

করিতে হইবে, জীবনেরও নিমিত্ত অপর শাস্তার (ধৰ্ম্মানুশাসকের) নামোল্লেখ করিবে না, শারীরিক ও বাচসিক কার্য্য সকল রক্ষা করিবে, সমগ্রে (অর্থাৎ সম্মিলিত সংঘে) তাহার আরাম হইবে ও সমগ্রেই রত থাকিবে, অহুহ্যাহীন হইবে, প্রবঞ্চনাহেতু শাসনে ১০ (বুদ্ধ মতে) বিচরণ করিবে না, এবং বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জের শরণাগত হইবে।—মহারাজ, উপাসকের এই দশ উপাসক-গুণ। সেই সমস্ত গুণ আপনাতে বিদ্যমান; অতএব ইহা শক্তিযুক্ত, অরূপ ও উপযুক্ত হইয়াছে যে, আপনি জিনশাসনের অবনতি দর্শন করিয়া তাহার আভ্যুদয় ইচ্ছা করিতেছেন। আপনাকে অবকাশ প্রদান করিতেছি, আপনি যথাসুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।’

বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না।

১০। অনন্তর অবকাশ প্রদত্ত হইলে রাজা মিলিন্দ গুরুর চরণে নিপতিত হইয়া মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, তৈরিকগণ বলেন—“বুদ্ধ যদি পূজা গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন নাই; লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে, তিনি ভবেরই অন্তর্ভূত ও লোকে একজন সাধারণ ব্যক্তি; অতএব তাঁহার জন্ত যাহা কিছু করা যায়, তাহা বন্ধ-নিষ্ফল। আবার যদি তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, এবং সমস্ত ভব হইতে অতিক্রান্ত

বুদ্ধজ্ঞান কি কি সাধিত, আদিত্যবৎ কতো অধিকারো ব্রহ্মজ্ঞান ভবতি
অকল্যাণতি।” উভকোটিকা এসো পঞ্জহো, নে’সো বিসম্মে অন্নতমানসানং মহত্তানং
যেব এসো বিসম্মে, তিনে’তং নিট্ঠিহ্মাগং, এক’মে ঠপয়, তব’সো পঞ্জহো অন্ন-
জ্ঞেয়ং অনাগতানং জিনপুত্তানং চক্ষুং দেহি পরবাদনিগ্গহারা’তি।”

১০. খেবো আহ—‘পরিনিব্বৃত্তো মহারাজ, ভগবা; ন চ ভগবা পুজং সাদিত্তি।
বোধিমূলে যেব তথাগতস সাদিরন। পহীনা, কিপ্পন অহুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুরা
পরিনিব্বৃত্তস। ভাসিতদ্’পে’তং মহারাজ, খেবেরে সারিপুত্তেন ধম্মসেনাপতিনা—
“পুজিয়ত্তা অসমসমা সদেবমামুসেহি তে।

ন সাদিয়ত্তি সদ্ধারং বুদ্ধানং এস ধম্মতা’তি ॥”

১১. রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, পুত্তো বা পিতুনো বয়ং ভাসতি, পিতা বা
পুত্তস বয়ং ভাসতি; নচে’তং কারণং পরবাদানং নিগ্গহায়, পদাঙ্গকাসনং

১২. হইয়াছেন, তাঁহার পূজা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কেননা, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত কিছু
গ্রহণ করেন না, এবং অগ্রহীতার জন্ত অমুষ্ঠিত কার্য বন্ধ ও নিষ্ফল।” অতএব ইহা
উভয়দিকেই প্রশ্ন; অমনসিগণ এবিষয়কে মীমাংসা করিতে পারেন না, মহান্ লোকে-
১৩. রাই পারেন। এই দর্শন-জালকে ভেদ করিয়া একদিকে স্থাপন করুন; আপনার
নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পরকীয়-বাদের নিগ্রহের জন্ত অনাগত
জিনপুত্র-(বৌদ্ধ:) গবকে চক্ষু প্রদান করুন।”

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান্ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি
পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিদ্রুম-মূলেই তিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

২০. এখন ত তিনি সেইরূপে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহাতে আর কিছু অবশেষ
থাকে না। মহারাজ, ধর্ম্ম-সেনাপতি স্থবির সারিপুত্র ইহা বলিয়াছেন ও :—

“দেবতা-মানবে করে পূজা তাঁহাদের,

কিন্তু সেই নিরুপমশমবুত্ত-গণ

করেন গ্রহণ নাহি (কছু) সে সংকার;

২৫. স্বভাব (কীর্তিত) ইহা বুদ্ধসমূহের ॥”

১১. রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, পুত্র পিতার প্রশংসা করিয়া বলিতে
পারে, বা পিতা পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে পরকীয়
বাদের নিগ্রহ হয় না; ইহা (ব্যক্তি বিশেষের উপর কাহারো) প্রসন্নতাকে প্রকাশ

নামে'তঃ । ইহ্ম বে যং তথ কারণং সন্ধা অহি সৰ্ববাদিসং পতিত্ৰণনার মিটুজাল-
বিনিবেঠনারা'তি ।

খেরো আহ—‘পরিনিব্বুতো মহারাজ, ভগবঃ ; ন চ ভগবা পূজং সাদিয়তি ।
অসাদিয়ন্তস্বে'ব তথাগতস্ দেবমহুস্সা ধাতুরতনং বখুং করিয়া তথাগতস্
৫ ঞ্জানরতনারগেন সমাপটপত্তিঃ দেবেত্তা তিসো সম্পত্তিরো পটিলভতি । যথা
মহারাজ, মহত্তিব্বা-অগগিক্খক্কো পজ্জলিয়া নিব্বায়েষা, অপি হু ক্খো, সে
মহারাজ, অগগিক্খক্কো সাদিয়তি তিগকট্টু'পাদান'ত্তি ?’

‘জলমানো'পি লো ভন্তে, মহা-অগগিক্খক্কো তিগকট্টু'পাদানং ন সাদিয়তি,
কিম্পন নিব্বুতো উপসন্তো অচেতনো সাদিয়তীতি ?’

১০ ‘তসিং পন মহারাজ, অগগিক্খক্কে উপরতে উপসন্তে লোকে অগগি সুঞ্জেঞে
হোতীতি ?’

‘নহি ভন্তে, কট্টং অগগিস বখু হোতি উপাদানং, যে কেচি মহুস্সা অগগি-

করিয়া দিতে পারে। অতএব আত্মন! আপনি আমাকে ঐ বিষয়ে সম্যক্রূপে
কারণ নির্দেশ করুন, যাহাতে স্মৃত প্রতিষ্ঠিত ও (পরকীয়) মত-রূপ জাল অনাবৃত
১৫ হইতে পারে।’

হবিয় কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি
পূজা গ্রহণ করেন না। কিন্তু তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও, দেব ও মহুযাগণ
তীহার (ভক্ত-নথাদিরূপ) ধাতুরত্ন-যুক্ত বাস্ত (অর্থাৎ স্তূপাদি) নির্মাণ করিয়া
ও তীহার জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্রূপে শীলাদি অমুষ্ঠান করিতে করিতে
২০ সম্পত্তির লাভ করিতে পারে। মহারাজ, অতিমহান অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়া
নির্বাণ হইলে তাহা কি আর তৃণ-কাঠরূপ ইন্ধনকে গ্রহণ করে ?’

‘অগ্নি যখন জলিতেছে তখনই ত তাহা আর তৃণকাঠরূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না ;
আর ইহা যখন নির্বাণ উপশান্ত ও অচেতন, তখন যে গ্রহণ করিকে না, তাহা
আর কি বলা যাইবে ?’

২৫ ‘মহারাজ, দেহি অগ্নি উপরত'ও উপশান্ত হইলে কি সংসারে আর অগ্নি
থাকে না ?’

‘না ভদ্র ; ইন্ধনরূপ কাঠ অগ্নির আশ্রয় হান, অতএব অগ্নিকামনাকারী লোকে

কামা তে অন্তনো থামবলবিরিষেন পচত্তপুৱিসকারেন কট্টং মহরিহা অগ্গিং নিব্বত্তেহা তেন অগ্গিমা অগ্গিকরগীণানি কামানি করোত্তীতি।

—“তেন হি মহারাজ, তিথিয়ানং বচনং বিদ্ধা ভবতি—“অসাদিয়ত্তস কতো অকি কারো বজ্জো ভবতি অকগো’তি।” যথা মহারাজ, মহত্তিমহা-অগ্গিকব্ধকো

৫ পজ্জবি, এবমেব ভগবা দসসহস্সমহি লোকধাতুরা বুদ্ধসিরিয়া পজ্জলি; যথা মহা রাজ, মহত্তিমহা-অগ্গিকব্ধকো পজ্জলিত্বা নিব্বুতো, এবমেব ভগবা দসসহস্সমহি লোকধাতুরা বুদ্ধসিরিয়া পজ্জলিত্বা অহুপাদিসেদাৱ নিব্বানধাতুরা পরিনিব্বুতো; যথা মহারাজ, নিব্বুতো অগ্গিকব্ধকো ত্তিগকট্টু’পাদানং ন সাদিয়তি, এবমেব থো লোকহিতস্স সাদিয়না পহীনা উপসন্তা; যথা মহারাজ, মহুস্সা নিব্বুতো অগ্গি-

১০ কব্ধে অহুপাদানে অন্তনো থামবলবিরিষেন পচত্তপুৱিসকারেন কট্টং মহরিহা অগ্গিং নিব্বত্তেহা তেন অগ্গিমা অগ্গিকরগীণানি কামানি করোত্তি, এবমেব দেবমহুস্সা তথাগতস্স পরিনিব্বুতস্স অসাদিয়ত্তস্সে’ব ধাতুরতনং বখুং করিত্বা তথাগতস্স ঐণরতনারম্মণেন সম্মাপটিপত্তিং সেবেত্তা তিস্সো সম্পত্তিয়ে পটিলত্ততি।

অথ উদ্যমে শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্ডন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, ও তাহার

১৫ দ্বারা অগ্নিসম্পাদ্য কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া থাকে।

‘তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকপণের কথা মিথ্যা যে, যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন না তাঁহার জন্ত অশুভিত কাঁচী বন্ধা ও নিষ্ফল। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, ভগবান্ও সেইরূপ দশ সহস্র সংসারের উপরি বুদ্ধলক্ষী দ্বারা প্রজ্জলিত হইয়াছিলেন; যেমন সেই অতিমহান্ অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়া নির্কীর্ণ

২০ হইয়াছিল, ভগবান্ও সেইরূপ মহারাজ, দশ সহস্র লোকের উপরি বুদ্ধলক্ষীতে প্রজ্জলিত হইয়া নিরবশেষ-নির্কীর্ণ দ্বারা পরিনির্কীর্ণ লাভ করিয়াছেন; মহারাজ, যেমন নির্কীর্ণ অগ্নি তৃণকাষ্ঠরূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না, লোকহিতকারী ভগবানেরও সেইরূপ পরিগ্রহ বিনষ্ট হইয়াছে; যেমন মহারাজ, ইন্ধনহীন অগ্নি নির্কীর্ণ হইলে মহুবাগণ অথ উদ্যমে শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্ডন করে, ও তাহা দ্বারা অগ্নি-সম্পাদ্য কর্ণ

২৫ সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ দেব ও বহুবাগণ পরিনির্কীর্ণ-প্রাপ্ত তথাগতের (বস্ত্র-নখাদিরূপ) কোনো ধাতুরত্ন-বৃত্ত বাস্ত (তু’পাদি) নির্মাণ করিয়া ও তাঁহার জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যকরূপে শীলশ্লি অশুষ্ঠান করিতে করিতে সম্পত্তিভর লাভ করিয়া থাকে,—যদিও তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না; এই কারণেও, মহারাজ,

ইমিনাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতস্ পরিনিব্বৃত্তস্ অসাদিয়ত্তস্'ব কতো অধিকারো অবজ্জো ভবতি সফলো'তি ।

১২। 'অপরম'পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং হুহোহি যেন কারণেন তথাগতস্ পরিনিব্বৃত্তস্ অসাদিয়ত্তস্'ব কতো অধিকারো অবজ্জো ভবতি সফলো । যথা
৫ মহারাজ, মহত্তিমহাবাতো বায়িত্তা উপরমেযা, অপি হু খো সো মহারাজ, উপরত্তো বাতো সাদিরতি পুন নিব্বতাপন'ত্তি ?'

'নহি ভন্তে, উপরতস্ বাতস্ আভোগো বা মনসিকারো বা পুন নিব্বতাপনায় ; কিংকারণং ? অচেতনা সা বায়োধ্যত'তি ।'

'অপি হু তস্ মহারাজ, উপরতস্ বাতস্ বাতো'তি সঞ্জ্জো উপগচ্ছতীতি ?'

১৩। 'নহি ভন্তে ; তালবট্ট-বিধূপনানি বাতস্ উপপত্তিয়া পচ্ছয়া, যে কেচি মহুস্ সা উগ্গাহ-ভিত্তা পরিলাহপরিপীলিতা তে তালবট্টেন বা বিধূপনেন বা অন্তনো থামবল-বিয়িথেন পচ্ছত্তপ্পুরিসকারেন বাতং নিব্বন্তেজ্জা তেন বাতেন উগ্গং নিব্বাপেত্তি পরিলাহং বৃপসমেত্তীতি ।'

'তেন হি মহারাজ, তিথিয়ানং বচনং মিচ্ছা ভবতি—“অসাদিয়ত্তস্ কতো অধি-

১৫ যদিও পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না, তথাপি, তাঁহার উদ্দেশে কৃত কার্য্য অবধ্য ও সফল ।

১২। 'মহারাজ, আরো পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত কিছু গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য অবধ্য ও সফল :—
মহারাজ, অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত হইলে, সেই উপরত বায়ু কি পুনর্বার
৩০ (নিজের) উৎপাদন-বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে ?'

'না ভদ্রস্ত, সেই উপরত বায়ুর পুনর্বার উৎপাদন বিষয়ে কোন রূপ চিন্তা বা ভাবনা থাকে না । কারণ কি ? কেননা, বায়ু মহাত্ত অচেতন ।'

'মহারাজ, সেই উপরত বায়ুর কি বায়ু-সংজ্জা হইতে পারে ?'

না । তালবৃত্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ ; যে সকল মানবেরা
৪৫ নিদ্রাবাতিতপ্ত ও অরাদিতাপে পীড়িত হয়, তাহারা তালবৃত্ত ও ব্যজন দ্বারা স্বয়ং উদ্যোগে ও শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় বায়ু উৎপাদন করে, ও সেই বায়ুর দ্বারা নিদ্রাবৎকে নির্কাপিত ও অর-সত্তাপকে উপশমিত করে ।'

'তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকেরা যে বলেন—“যিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহার

- কান্দো বন্ধো ভবতি অকলো'তি।" যথা মহারাজ, মহত্তিমহাবীজো দ্বারি, একমেব ভগবান্দসসহস্রমহি লোকধাতুয়া শীতলমধুরশাস্ত্রমন্ত্রাবাতেন উপহারিত্বা অধুপাধিলেদায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বুতো; যথা মহারাজ, উপরতো বাতো পুন নিব্বস্তাপনং ন সাদিরতি, এবমেব লোকহিতস্ সাদিরনা পহীনা উপসস্তা; যথা মহারাজ, তে মনুসসা উৎহাভিত্ততা পরিলাহপরিপীলিতা, এবমেব দেবমহুসসা তিবিধ'গ'গিসস্তাপপরিলাহপরিপীলিতা; যথা তালবট-বিধূপনানি বাতস্ নিব্বস্তিত্তা পকরো হোস্তি, এবমেব তথাগতস্ ধাতু চ ঞ্জরতনক পকরো হোস্তি তিন্দন্নং সম্পত্তীনং পটিলাভায়; যথা মনুসসা উৎহাভিত্ততা পরিলাহপরিপীলিতা তালবটেন বা বিধূপনেন বা বাতঃ নিব্বস্তেত্বা উৎহং নিব্বাপেত্তি পরিলাহং বৃপসমেত্তি, এবমেব দেবমহুসসা
- ১০ তথাগতস্ পরিনিব্বুতস্ অনাদিয়ন্তস্'ব ধাতুক ঞ্জরতনক পূজ্জো কুসলং নিব্বস্তেত্বা তেন কুসলেন তিবিধ'গ'গিসস্তাপপরিলাহং নিব্বাপেত্তি বৃপসমেত্তি।

- উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য বন্ধ্য ও নিষ্ফল," তাহা মিথ্যা। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়াছিল, ভগবান্ও এইরূপ দশ সহস্র লোকের উপরি শীতল-মধুর শাস্ত্র-মন্ত্র মৈত্রীরূপ বায়ুতে বহিয়াছিলেন; যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত,
- ১৫ মহারাজ ভগবান্ও এইরূপ শীতল-মধুর শাস্ত্র-মন্ত্র মৈত্রীরূপ বায়ুতে বহিয়া নিরবশেষ-নির্কীর্ণ লাভে পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেমন উপরত বায়ু পুমকীর উৎপাদন-সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করেন না, মহারাজ, লোক-হিতকারী ভগবানেরও সেইরূপ কোনো বস্তু পরিগ্রহ করা উপশাস্ত্র হইয়া গিয়াছে; সেই মহুধ্যগণ মহারাজ, যেমন নিদাঘাভিতপ্ত ও সস্তাপপীড়িত, দেব ও মহুধ্যগণও
- ২০ এই প্রকার (রাগ, ধেষ ও মোহ-রূপ) ত্রিবিধ অগ্নির সস্তাপ ও পরিতাপে পরিপীড়িত; যেমন তালবৃন্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ, তথাগতের (দন্ত নখাদি-রূপ) ধাতুর ও জ্ঞানরত্নও সেইরূপ সম্পত্তিগ্রহের কারণ; যেমন নিদাঘাভিতপ্ত ও সস্তাপপীড়িত মহুধ্যগণ তালবৃন্ত বা ব্যজনের দ্বারা বায়ু উৎপন্ন করিয়া তাহা দ্বারা নিদাঘকে নির্কীর্ণিত ও সস্তাপকে উপশমিত করে, দেব ও মহুধ্যগণও এইরূপ
- ২৫ পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত তথাগতের, যদিও তিনি কিছু গ্রহণ করেন না, ধাতুর ও জ্ঞানরত্নকে পূজা করিয়া কুশল উৎপাদন করেন, এবং সেই কুশলের দ্বারা ত্রিবিধ অগ্নির সস্তাপ ও পরিতাপকে নির্কীর্ণিত ও উপশমিত করিয়া থাকেন। মহারাজ,

ইহিনাপি মহারাজ, কারণে তথাগতস্ পরিনিবৃত্তস্ অনাদিরক্তস্'ব কতো অবিকারো অবশ্যো ভবতি সকলো'তি ।”

১৩। অপরম্পি মহারাজ, উত্তরিং 'কায়ং জ্ঞোহি পরবাহানং নিগ্গহায় । যথা মহারাজ, পুরিসো ভেরিং আকোট্টো সদ্ধং নিব্বেত্তেযা, যো সো ভেরিসদ্ধো পুরিসেন নিব্বত্তিতো নো সদ্ধো অন্তরহায়েযা, অপি সু খো সো মহারাজ, সদ্ধো সাদিরতি পুন নিব্বত্তাপন'ত্তি ?’

‘নহি ভত্তে ; অন্তরহিতো সো সদ্ধো, ন'থি তস্ পুন উপ্পাদায় আভোগো বা মনসিকারো বা । স্কিং নিব্বত্তে ভেরিসদ্ধে অন্তরহিতে নো ভেরিসদ্ধো সমুচ্ছিন্নো হোতি । ভেরি পন ভত্তে, পচ্চয়ো হোতি সদ্ধস্ নিব্বত্তিয়া । অথ পুরিসো পচ্চয়ে সতি অন্তজেন বারামেন ভেরিং আকোট্টো সদ্ধং নিব্বত্তেতীতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ভগবা সীলসমাধিপঞ্জাবমুক্তিবিমুক্তিঞ্জ্ঞাণসসন-পরিভাবিতং ধাতুরতনঞ্চ ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ অনুসাত্তঞ্চ সৎথারং ঠপয়িত্বা সয়ং অনুপাদি-

একারণেও তথাগতের উদ্দেশে অসুষ্ঠিত কার্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবশ্য ও সঙ্গ ।

১৪ ১৩। ‘মহারাজ, পরকীর বাদ নিগ্রহের জন্য আপনি আরো পরবর্তী কারণ প্রবণ করুন :—মহারাজ, কোন লোক যদি ভেরী আহত করিয়া শব্দ উৎপাদন করে, তবে সেই লোকের দ্বারা উৎপাদিত শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায় । মহারাজ, সেই শব্দ কি পুনর্বার (অন্য কর্তৃক নিজের) উৎপাদন বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে ?’

২০ ‘না ভবত্ত ; সেই শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়, পুনরুৎপত্তির জন্য তাহার কোনো চিন্তা বা ভাবনা থাকে না ; কেন না একবার উৎপন্ন ভেরী-শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাহা সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায় । কিন্তু ভেরী শব্দের কারণ, কারণ উপস্থিত থাকিলে লোকে নিজের উত্তরে ভেরীকে আহত করিয়া শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ সীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিলাভ জ্ঞান-বর্শনের অন্ত পদ্ধিচিন্তিত ধাতুরত্ন, ধর্ম্ম, বিনয়, অনুশাসন ও শাস্তাকে রাখিয়া নিব্ব-

- সেবার নিবন্ধনধারা পরিনিবৃত্তো। নচ পরিনিবৃত্তে ভগবতি সম্পত্তিলাভো উপচ্ছিন্নো হোতি। ভবদুঃখপতিপীলিতা সত্তা ধাতুরতনক ধন্যবিনয়ক অমুশাখক পচ্চয়ং করিত্বা সম্পত্তিকামা সম্পত্তিয়ো পটিলভত্তি। ইম্মিণাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতস্স পরিনিবৃত্তস্স অসাধারণস্সে'ব কতো অধিকারো অবহো ভবতি
৫. সকলো'তি। দিট্ঠকে'তং মহারাজ, ভগবতা অনাগভমহানং; কথিতক ভণিতক আচিক্খিতক—“সিয়া ধো পনা'নন্দ তুম্বাহকং এবমস্স—অতীতসখুং পাবচেনং ন'খি নো সখা'তি; ন ধো পনে'তং আনন্দ, এবং দট্ঠব'বং; ধো ধো আনন্দ, ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো ধো মম'চ্চয়েন সখা'তি।” পরিনিবৃত্তস্স কতো অধিকারো বহো ভবতি অফলো'তি তং তেসং তিথিয়ানং বচেন
১০. মিচ্ছা অভূতং বিত্তং অলীকং বিরুদ্ধং বিপরীতং দুঃখদায়কং অপারগমনীয়'ত্তি।

১৪। ‘অপরম্পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং স্মণোহি, যেন কারণেন তথাগতস্স

- শেষ-নির্কারণের দ্বারা পরিনির্কারণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভগবান্ পরিনির্কারণপ্রাপ্ত হইলেও, (লোকে) সম্পত্তি লাভ উপচ্ছিন্ন হয় নাই; সংসার-দুঃখপীড়িত জীবগণ সম্পত্তি কামনা করিয়া ধর্ম, বিনয় ও অমুশাসনকে (তাহার) কারণ রূপে অবলম্বন
১৫. করিয়া সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। এজন্তও মহারাজ, তথাগতের উদ্দেশে অমুষ্ঠিত কার্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবস্থা ও সকল। মহারাজ, ভগবান্ পূর্বেই এই ভবিষ্যৎ কাল দেখিয়া বলিয়া-কহিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:—
- “আনন্দ, তোমাদের মনে হইতে পারে যে, ‘প্রবচন-অর্থাৎ বুদ্ধবচন-সমূহের শাসনকর্তা অতীত হইয়া গিয়াছেন, আমাদের শাসনকর্তা আর কেহ নাই;’
২০. আনন্দ, ইহা সেরূপ মনে করিও না, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ করিয়াছি ও জানাইয়াছি, আনন্দ, আমার অভাবে তাহাই তোমাদের শাসনকর্তা হইবে।”
- অতএব “পরিনির্কারণ প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথাগতের উদ্দেশে অমুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ ও নিষ্ফল,”—তৈরিকগণের এই উক্তি মিথ্যা বিতথ অলীক বিরুদ্ধ বিপরীত দুঃখ-হেতু দুঃখপরিণাম ও বিনাশ-প্রাপক?

২৫. ১৪। ‘মহারাজ, আরো পরবর্তী কারণ প্রবণ করন, বাহাতে, পরিনির্কারণ

পরিব্রজ্যতম অগ্নিঃস্বতনো'র কতো অধিকারো—অবশ্যো ভবতি সকলো ।
সাদিয়তি হু খো মহারাজ অরং মহাপঠবী—এবং বীজানি যস্মি সংবিক্রহন্তু'তি ।'

‘নহি তত্ত্ব’তি ।’

‘কিস্প পন মহারাজ, তানি বীজানি অগ্নিঃস্বতনো মহাপঠবিয়া সংবিক্রহিত্বা
৫ দল্হমূলজটা-পতিট্টিতা খরুসারসাথাপরিবিখিরা পুপ্ফকলধরা হোন্তীতি ।’

‘অগ্নিঃস্বতনো’পি তন্ত্বে, মহাপঠবী তেস্যং বীজানং বখু হোতি, পক্ষয়ং দেতি
বিক্রহনার । তানি বীজানি তং বখুং নিস্গায় তেন পক্ষয়েন সংবিক্রহিত্বা দল্হমূলজটা-
পতিট্টিতা খরুসারসাথাপরিবিখিরা পুপ্ফকলধরা হোন্তীতি ।’

‘তেন হি মহারাজ, তিখিরা সকে বাদে নট্টা হোন্তি ইতা বিরুদ্ধা,—সচে তে ভগন্তি

১০ অগ্নিঃস্বতনো কতো অধিকারো বজ্জো ভবতি অফলো’তি । যথা মহারাজ, মহাপঠবী,
এবং তথাগতো অরহং সম্মাসঙ্কো ; যথা মহারাজ, মহাপঠবী ন কিঞ্চি সাদিয়তি,
এবং তথাগতো ন কিঞ্চি সাদিয়তি ; যথা মহারাজ তানি বীজানি পঠবিং নিস্গায়
সংবিক্রহিত্বা দল্হমূলজটাপতিট্টিতা খরুসারসাথাপরিবিখিরা পুপ্ফকলধরা হোন্তি,

প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে অহুষ্ঠিত কাণ্ডা অবস্থা ও সফল
১৫ হইয়া থাকে । মহারাজ, এই মহাপৃথিবী কি সম্মতি প্রদান করে যে, আমাতে বীজ-
সমূহ অঙ্কুরিত হউক ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, যদি মহাপৃথিবী সম্মতি প্রদান না করে, তবে কি প্রকারে সেই সমস্ত
বীজ অঙ্কুরিত হয়, ও দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্বক্ক সার ও শাখা বিস্তারিত
২০ করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে ?’

‘ভদন্ত, মহাপৃথিবী সম্মতি প্রদান না করিলেও, তাল্ল ঐ সকল বীজের আশ্রয়ভূমি
(বাস্ত) বলিয়া তাহাদের প্রয়োহের কারণ হইয়া থাকে । অতএব ঐ সকল বীজ সেই
আশ্রয়ভূমি অবলম্বন করিয়া ঐ কারণে অঙ্কুরিত হয়, এবং দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত
হইয়া ও স্বক্ক সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে ।’

২৫ ‘তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকেরা যদি বলেন যে, “অগ্রহীতায় জন্ত কৃতকাৰ্য্য
বদ্য ও নিফল,” তবে তাঁহারা নিজের কথাতেই নষ্ট, হত ও বিরুদ্ধ হইয়া পড়েন ।
মহারাজ, যেমন মহাপৃথিবী, সম্যক-সমুদ্রও (অর্থাৎ তথাগতও) সেইরূপ ; যেমন মহা-
পৃথিবী কিছু গ্রহণ করেন না, তথাগতও সেইরূপ কিছু গ্রহণ করেন না, মহারাজ, ঐ
সমস্ত বীজ যেমন পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং দৃঢ় মূল ও জটায়
৩৫ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও স্বক্ক সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে, দেব ও

এবং বেবমহাস্থা তথাগতস্ পরিনিব্বৃত্তস্ অসাদিরিত্তস্'ব ধাতুক্ কাণরতনক্
ত্রিঙ্গার বহুহুগনস্বপতিত্বীতা সমাধিকৃৎক-ধম্মসার-সীলস্বাধা-পরিবিধিরা
বিমুক্তিপুণ্ফলম্ গ্রহণধরা হোতি। ইমিনাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতস্ পরি-
নিব্বৃত্তস্ অসাদিরিত্তস্'ব কতো অধিকারে অবজ্ঞো ভবতি সকলো'তি।'

- ১৫। 'অপরব্'পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং স্খগোহি, যেন কারণেন তথাগতস্
পরিনিব্বৃত্তস্ অসাদিরিত্তস্'ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো।
সাদিরিত্তি হু ধো মহারাজ, ইমে তট্টা গোণা গত্ততা অন্না পশু মহাস্ অস্তোকুচ্ছিন্নিং
কিমিকুলানং সম্ভব'ন্তি ?'

'মহি ভন্তে'তি।'

- ১৬। 'কিন্দ পন তে মহারাজ, কিমরো তেসং অসাদিরিত্তানং অস্তোকুচ্ছিন্নিং সম্ভবিষা
বহপুত্তনতা বেপুলং পাপুণত্তীতি ?'

'পাপস্ ভন্তে কাম্মস্ বলবতায় অসাদিরিত্তানং য়েব তেসং সত্তানং অস্তোকুচ্ছিন্নিং
কিমরো সম্ভবিষা বহপুত্তনতা বেপুলং পাপুণত্তীতি।'

- মহুগগণং সেই প্রকার পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথাগতের ধাতুরত্ন ও জ্ঞানরত্নকে
১৫। অবলম্বন করিয়া বৃত্তকৃৎস্বরূপ মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও সমাধিরূপ স্বক, ধর্মরূপ সার ও
ও সীলরূপ শাখা বিস্তারিত করিয়া বিমুক্তিরূপ পুষ্প ও শ্রামণ্যরূপ ফল ধারণ করে।
মহারাজ, একারণেও, পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশে
অনুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও সফল হইয়া থাকে।'

- ১৫। 'মহারাজ, আরো পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, বাহাতে, পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত
২০। তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও সফল হয়।
মহারাজ, এই যে উট্ট, বলীবর্দ, গর্দভ, ও অঙ্গরূপ পশু ও মহাব্যাগণের কুক্ষিমধ্যে
কুম্বিকুল উৎপন্ন হয়, তাহাতে কি তাহাদের সম্মতি থাকে ?'

'না ভদন্ত।'

- 'তবে কি প্রকারে মহারাজ, তাহাদের অসম্মতিতেও ইহার তাহাদের কুক্ষি মধ্যে
২৫। উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র-নপ্তার বিপুল হইয়া উঠে ?'

'তাহাদের পাপকর্ম্ম বলবৎ হওয়াও সম্মতি না থাকিলেও, ইহার তাহাদের
কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র-নপ্তার বিপুল হইয়া উঠে।'

‘একমেব ধো মহারাজ, তথাগতসু পরিনিব্বৃত্তসু অসাদিয়ত্তসু’ব ধাতুসু চ
প্রাণারম্ভসু চ বলবতঃ তথাগতে কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো’তি ।’

১৬। অপমম্’পি মহারাজ, উত্তরিঃ কারণং স্থণোহি যেন কারণেন তথাগতসু
পরিনিব্বৃত্তসু অসাদিয়ত্তসু’ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো । সাদিয়ত্ত
৫ ই ধো মহারাজ, ইমে মম্মসু ইমে অট্টনবুতি যোগা কারে নিব্বত্তন্তু’তি ?’
‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিসু পন তে মহারাজ, যোগা অসাদিয়ত্তানং কারে নিপতন্তীতি ?’

‘পূর্বে কতেন ভন্তে, হুচ্চরিতেনা’তি ।’

‘যদি মহারাজ, পূর্বে কতং অকুসলং ইধ বেদনীয়াং হোতি, তেন হি মহারাজ,
১০ পূর্বে কতম্’পি ইধ কতম্’পি কুসলাকুসলং কল্পং অবজ্ঞং ভবতি সকল’ন্তি ।
ইমিনাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতসু পরিনিব্বৃত্তসু অসাদিয়ত্তসু’ব কতো অধি-
কারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো’তি ।’

১৭। ‘সুতপূর্বং পন তয়া মহারাজ, নন্দকো নাম যক্খো থেরং সারিপুত্তং
আসাদিয়ত্ত। পঠবিং পবিট্টো’তি ?’

১৫ ‘এই প্রকারেই মহারাজ, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার
উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত কার্য অবজ্ঞা ও সফল হইয়া থাকে ।’

১৬। ‘মহারাজ, আপনি আরো পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে, পরি-
নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত কার্য অবজ্ঞা ও
সফল হইয়া থাকে । মহারাজ, “এই অষ্টানবতি প্রকার ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হউক,”

২০ এই বলিয়া কি মনুষ্যাগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে মহারাজ, মনুষ্যেরা (ঐরূপে) গ্রহণ না করিলেও, কি জন্য ঐ সমস্ত রোগ
শরীরে উপস্থিত হয় ?’

‘পূর্বকৃত হুচ্চরিতের জন্য ।’

২৫ ‘মহারাজ, যদি পূর্বকৃত অকুশল কর্মের ফল এখানে অমুভব করিতে হয়, তবে,
পূর্বকৃত বা ইহকৃত উভয়বিধই কুশল ও অকুশল কর্ম অবজ্ঞা ও সফল । একারণেও
মহারাজ, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য কৃত কার্য অবজ্ঞা
ও সফল হইয়া থাকে ।’

১৭। ‘মহারাজ, আপনি কি পূর্বে শুনিয়াছেন, নন্দক নামে বক্ষ হবির সারিপুত্রকে

৩০ শীড়ন করিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ?’

* 'আম ভক্তে ; হরতি, লোকে পাকটো এসো'তি।'

'অপি যু ধো মহারাজ, খেরো সারিপুত্তো সাদিরি নন্দকস্স যক্খস্স পঠবীগিলন'তি ?'

'উব্বত্তিরত্তে'পি ভক্তে সমেবকে লোকে, পত্তমানে'পি ছমায়ং চেন্নিহরিয়ে,
৫ বিকিরত্তে'পি সিনেবপব্বতরাজে, খেরো সারিপুত্তো ন পরস্স হুখ্খস্স সাদিক্কেয়া ;
তং কিস্স হেতু ? যেন হেতুনা খেরো সারিপুত্তো কুজ্জোযা, বা হুস্সেযা বা, সো
হেতু খেরস্স সারিপুত্তস্স সমুহতো সমুচ্ছিন্নো। হেতুনো সমুগ্ঘাতিতত্তা ভক্তে, খেরো
সারিপুত্তো জীবিতহারকে'পি কোপং ন করেষ্যা'তি।'

'যদি মহারাজ, খেরো সারিপুত্তো নন্দকস্স যক্খস্স পঠবীগিলনং ন সাদিরি,
১০ কিস্স পন নন্দকো যক্খো পঠবিং পবিট্টো'তি ?'

'অকুসলস্স ভক্তে কস্সস্স বলবতায়'তি।'

'যদি মহারাজ, অকুসলস্স বলবতায় নন্দকো যক্খো পঠবিং পবিট্টো, অ-
সাদিরিস্সসাপি কতো অপরাধো অবজ্জোভবতি সল্লো ; তেন হি মহারাজ, কুসলস্স'পি

'ই ভদন্ত ; ভনা যায়, লোক ইহা প্রসিদ্ধ আছে।'

১৫ 'মহারাজ, নন্দক যক্ষকে যে মহাপৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল, হবির সারিপুত্র কি
তাঁহাত সম্মতি দিয়াছিলেন ?'

'ভদন্ত, যদি এই অদেব (মনুষ্য-) লোক বিপর্যাস্ত হয়, যদি চন্দ্র ও সূর্য
পৃথিবীতে পতিত হয়, যদি পর্কতরাজ মেককে বিকীর্ণ করা যায়, তথাপি হবির
সারিপুত্র অস্ত্রকে হুংখ প্রদান করিতে সম্মত হন না। কি হেতু ? যেহেতু, যে

২০ কারণে হবির সারিপুত্র কাহারো প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন, বা কাহাকেও কোষ
প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার সেই কারণ সমাগ্রুপে সমুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ;
এবং সেই কারণ অপাকৃত হওয়ার সারিপুত্র আগ্রহরূপ-করীরও প্রতি কোপ করিতে
পারেন না।'

'মহারাজ, নন্দক যক্ষের মহাপৃথিবী-কৃত গ্রাস-বিষয়ে যদি হবির সারিপুত্রের
২৫ সম্মতি না ছিল, তবে নন্দক যক্ষ কি জন্য মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিল ?

'ভদন্ত, তাঁহার অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ার।'

'মহারাজ, অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ার যদি নন্দক যক্ষ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া
পাকে, এবং (অপরাধ) গ্রহণ না করিলেও যদি তাঁহার উদ্দেশে কৃত অপরাধ অব্যক্ত

কর্মসম্মত বলবতায় অসাধারণতম কতো অধিকারো অবলোভিত হইতেন সফলো'তি।
ইমিনাশি মহারাজ, কার্যেণ তথাগতস্য পরিনিবৃত্তস্য অসাধারণতমস্য কতো
অধিকারো অবলোভিত হইতেন সফলো'তি।

১৮। 'কতি হু খো ভে মহারাজ, মনুষ্য, বে একতরহি মহাপঠবিং পবিট্টা, অপি
তে তথ সবাণ'তি ?'

'আম ভন্তে ; মনুজীতি।'

'ইজ্জ স্বং মহারাজ, সাবহীতি।'

'চিকা মাণবিকা, ভন্তে, স্প্রবুদ্ধো চ সাকো, দেবদত্তো চ থেরো, নন্দকো চ যক্খো,
নন্দো চ মাণবকো'তি সূতং মে'তং ভন্তে, ইমে পক্খ জনা মহাপঠবিং পবিট্টা'তি।'

১৯। 'কিস্মিং তে মহারাজ, অপরাধা'তি ?

'ভগবতি চ ভন্তে, সাবকেসু চাতি।'

'অপি হু খো মহারাজ, ভগবা বা সাবকা বা সাদিয়িংসু ইমেসং মহাপঠবিং
পবিসন'তি ?'

'নহি ভন্তে'তি।'

১৫ ও সকল ইহীয়া থাকে, তবে মহারাজ, কুশল কর্ম বলবৎ হওয়ার অগ্রহীভারও
উদ্দেশ্যে কৃত কার্য অবদ্য ও সফল হয়। এ কারণেও মহারাজ, পরিনির্মাণপ্রাপ্ত
তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্ত অশ্রুষ্টিত কার্য অবদ্য ও সফল।

'মহারাজ, এখানে কত জন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে ? আপনি কি
সে বিষয়ে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন ?'

২০। 'হাঁ তদন্ত ; শুনা যায়।'

'মহারাজ, তাহা আমাকে শ্রবণ করান ত ?'

'মাণবিকা চিকা, শাক্য স্প্রবুদ্ধ, স্ববিদ দেবদত্ত, যক্ক নন্দক, ও মাণবক নন্দ,
শুনা যায় এই পাঁচ জন পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।'

'কোথার তাঁহারা অপরাধী ইহীয়াছিলেন ?'

২১। 'ভগবান্ ও শ্রাবকগণের নিকটে।'

'মহারাজ, তাহারা পৃথিবীতে প্রবেশ করক—এই বলিয়া কি ভগবান্ বা
শ্রাবকগণ তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন ?'

'না তদন্ত।'

‘তেন হি মহারাজ, তথাগতস্স পরিনিব্বৃত্তস্স অসাধারণস্সে’ব কতো অধিকারো
অবধো ভবতি সকলো’তি।’

‘সুবিঞ্ঝাপিতো ভন্তে নাগসেন, পঞ্ছো গম্ভীরো উত্তানীকতো, গুরং
বিদংসিতং, গম্ভি ভিন্না, গহনং অগহনং’ কতং, নট্টা পরবানা, ভগ্গা কুদিট্টি,
৫ নিগ্গতা জাতা কুতিম্মিয়া স্বং গণিবরগবরমাসজ্জা’তি।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, পরিনির্কারণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার
জন্ম অনুষ্ঠিত কার্য্য অবক্ষ্য ও সফল হয়।’

‘ভদন্ত নাগসেন, উপস্থাপিত গম্ভীর প্রশ্নকে আপনি বিবৃত করিয়া স্তম্ভ
বুধাইয়া দিয়াছেন, রহস্য দেখাইয়া দিয়াছেন, গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়াছে, আপনি
৫ গহনকে অগহন করিয়াছেন, পরকীয় পদ নষ্ট, কুমত ভগ্ন, এবং হে সকলগণিশ্রেষ্ঠ,
কুঠৈর্থিক-সমূহ আপনার নিকট নিশ্চত হইয়াছে।’

১ পরিশিষ্ট ।

টীকা ।*

১ ভগবান্, অর্হৎ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ এই তিন শব্দের বহুবিশ অর্থের জন্ত স. পা. ৫১-৫৭ পৃ: দ্রষ্টব্য; এখানে সংক্ষেপে সামান্য অর্থ লিখিত হইতেছে—উল্লিখিত শব্দত্রয় ভিন্ন বুদ্ধদেবের আরও কয়টি বিশেষণ আছে, যথা—বিদ্যাচরণসম্পন্ন, স্বগত, লোকবিশ্ব (দু), অমুক্তর, পুরুষদম্যসারথি ও শান্ত। সমস্ত বিশেষণের মধ্যে ‘ভগবান্’—এই বিশেষণটিই শ্রেষ্ঠ; তিনি গুরুগৌরব যুক্ত বলিয়া তাঁহার নাম ভগবান্;—‘তেনাহ পোরাণা—‘ভগবা’তি বচনং সেট্ঠং ভগবা’তি বচনমুত্তমং। গুরুগারবযুক্তো সো ভগবা তেন পবুচ্চতীতি ॥’ ’ বোধিক্রমমূলে সর্বজ্ঞত্বজ্ঞান লাভ করায় তাঁহার নাম ‘ভগবান্’ হয়, ইহা তাঁহার ঐ গুণের প্রকাশক। তিনি স্বয়ং সর্বপাপ হইতে সূদূরে থাকিয়া বাসনায়ুক্ত ব্যক্তিগণের পাপকে বিধ্বস্ত করেন বলিয়া তাঁহার নাম অর্হৎ, অথবা তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ পূজা-সংকারাদির যোগ্য বলিয়া অর্হৎ। তিনি সমস্ত ধর্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সম্যক্-সম্বুদ্ধ।

২ ‘সাগলায়ং’, এখানে কেবল ছন্দোবন্ধের জন্ত ‘সাগল’-শব্দ জ্ঞীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, যদিও বিশেষণ জ্ঞীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় নাই; তুল:—কজঙ্গল (১১৯, ১৫ পৃ: টী:)=কজঙ্গলা, “ভগবা কজঙ্গলায়ং বিহরতি মুখেলুবনে”—ম. নি. Vol. III. Part III. p. 298 (152); সঙ্কাশ্য (নগর)=সঙ্কাশ্যা, রান। ১. ৭১. ১৯; ১. ৭০. ৩ “সাগল”-শব্দের সংস্কৃত নাম “শাকল”। শাকল-নগর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

৩ “উপগচ্ছি নাগসেনং গঙ্গা’ব যথ’সাগরং,” তুলনীয়—“সর্বদাভিগতঃ সত্তিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ।” • রামা. বাল. ১. ১. ১৬

৪ “চিত্তকথি”, এখানে কথা-শব্দের অর্থ শাস্ত্রার্থ-বিচার; “তিস্রঃ খলু কথা ভবন্তি, বাদো জলো বিতণ্ডা চেতি ।” ত্রা. দ. বাৎসায়ন-ভাষ্য, ১. ২. ১

৫ ‘উদ্ধাধারং’ (উদ্ধাধারং), অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের উদ্ধা ধারণ করিয়া অবিদ্যাক্কার নাশ পূর্বক সমস্ত প্রকাশিত করেন; ইহার ভাবার্থ ধরিয়া অমুবাদে ‘প্রকাশক’-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। তুল:—“সর্বসত্ত্বানাং উদ্ধা ভবেয়ং অবিদ্যাতমোহক্কারবিনিবর্তনতয়া”—শি. স. ২৯-১৮

* পার্শ্বস্থিত সংখ্যাধর ধ্বজাবলি পৃষ্ঠা ও পংক্তির বোধক। ৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পংক্তির সংখ্যা দেওয়া হইয়া নাই।

২ “অভিধ্ববিনয়ো” গাল্লা (‘অভিধ্ববিনয়াবগাচা’), যে কথা অভিধ্ব ও বিনয়ে প্রবেশ করিয়াছে, অর্থাৎ তদর্থযুক্ত; ইহা ও ‘সুত্রজালসমগ্ৰিতা’ (‘সুত্রজালসমগ্ৰিতা’), এই দুই শব্দের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে সংক্ষেপে ‘ত্রিপিটক-অর্থযুক্ত’ লিখিত হইয়াছে।

৩ ‘বোনক,’ Ionians, Bactrian Greeks. বঙ্গদর্শনের (১৩০৯) যবন-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ “নানাপুটেভদন,” সংস্কৃত ও পালি উভয় অভিধানেই পুটেভদন-শব্দ সাধারণত নগরবাটী। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে—

“স হস্তিনপুরে রম্যে কুরুগাং পুটেভদনে।

বসন্ সাগরপর্যন্তামবশাসদ্ বহুধরাম্॥” ১. ১০০. ১২

“ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটেভদনং।” ২. ৩২. ১৪

এতাদৃশস্থলে পুটেভদন-শব্দ নগরকেই বুঝাইতেছে। মূলের তাৎপর্য গ্রহণ করিলে Trenckner এর “surrounded with a number of dependent towns” এই অনুবাদ অদ্বিতীয় মনে হয় না। আমিও তাহাই করিয়াছি। পুটেভদন-শব্দের বৃৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—“পুটেরথখুরৈভিদ্ভ্যতে ইতি ভিদ্+কর্ষণি লুট্।” Rhys Davids অনুবাদ করিয়াছেন—“বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র-স্থল,” “a great centre of trade.”

৫ আরাম..., নগরের অনতিদূরে যে বৃক্ষসমূহ রোপিত হয়, তাহার নাম ‘আরাম’; ইহারই অপর নাম ‘উপবন’। রাজার সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত বনের নাম ‘উদ্যান’। এই উদ্যানই অন্তঃপুরোচিত হইলে ‘প্রমদবন’ নামে কথিত হয়।—
অ. প. ৫৩৭, ৫৩৮; অমরকোষ ৪.২.৩। মহাভারতের (শান্তিপর্ক, ৬৯।১২)
“আরামেষু তথোদ্যানে...” ইত্যাদির ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—“আরামেষু পুরবাটিকায়, উদ্যানে বহির্বাটিকায়।” মূল গ্রন্থে আরাম ও উপবন এই দুইটি একার্থক শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। পালিতে ঐদৃশ প্রয়োগ অসংখ্য দেখা যায়।

৬ বীথি..., চত্বর ও চতুর্ক শব্দ কাহারো মতে একার্থক, (চত্বর) অঙ্গনবাটী; অ. প. ২০৩, ২১৮। শব্দার্থচিন্তামণিকার বলেন—চত্বর শব্দের অর্থ মার্গ-চতুষ্টিয়ের সন্ধিস্থল। মহা. ৩.১৫.২০ দ্রষ্টব্য। ইহা স্বীকার করিলে চত্বর ও চতুর্ক (সিঙ্ঘাটক—শৃঙ্গাটক) শব্দ একার্থক বলিতে হয়। Rhys Davids অনুবাদ করিয়াছেন—“streets, squares, cross roads, and market places”.

৭ খাদ্য-ভোজ্য (খাদনীয়-ভোজনীয়, ১২৪; ৩৬৮), এই উভয় শব্দের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য Rhys Davids অনুবাদের অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, আহারের

শক্ৰ জিনিস ‘খাদ্য’, আর নরম জিনিস ভোজ্য ।’ আমাদের গ্রন্থকারও কঠিন বস্তুর আহার-স্থলে খাদ-ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—“কক্খলানি পাসাণানি কক্খরাযো চ খাদন্তীতি,” ৩৪৪ ; “অথং প্লাদিহা’তি” ৩৬২ ; ইত্যাদি । সমস্ত-পাসাদিকার আছে—“খাদনিয়ং নাম পঞ্চভোজনানি সত্তাহকালিকং যামকালিকং যাব-জীবিকং ঠপেজ্জা অষসেসং খাদনিয়ং নাম । ভোজনবিং নাম পঞ্চ ভোজনানি ওদনো কুন্মাসো সত্তু মচ্ছো যংসং ।” পা० মো० ৮৯ পৃঃ ।

- ৩ কোটুধরক, কুটুধর-নামক নগর বা জনপদে জাত কোটুধরক । কুটুধর-নামে যে কোন স্থান ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমাদের গ্রন্থকারই নানা জনপদ-বাসীর নামের সহিত বলিয়াছেন—“...মাগধকা সাকেতকা সোরট্ঠকা কোটুধর-মাধুরকা...,” ৫১৫; দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং বস্ত্রের জন্ম সূত্রসিদ্ধ কালিকট নগরের নিকটবর্তী কৈষাটুর-নগরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য ।

সাগলবর্ণনা, তুলনীয়ঃ—৫১৫ ।

অলকমন্দা, কুবেরের অলকাপুরী, “অলকালকমন্দা’স পুরী ;”—অ० প० ৩২

‘হুব্বচো (হর্বচঃ),’ “নাসদগ্ৰাহী ন হর্বচঃ”, রামা० অধোধ্যা० ১২৪ ; “ন হর্বচঃ পরোষেজকবচনহীনঃ”—ইতি টীকা । “সুহর্বচো ভোতি গুরুভি চোদিতঃ”—শি०সং ১১২.

৬ ০ “পঞ্জপতিভান (প্রঞ্জপতিভান),” প্রতিভান=উপস্থিত বাক্য (অ० প० ২৭১) প্রঞ্জ সম্বন্ধে উপস্থিত বাক্য । “ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্,” রামা० অধোধ্যা० ১০.২২

‘মম পরিনিব্ধাগতো পঞ্চবদসসতে...’, মহাযান-গ্রন্থসমূহেও এই ভাবের এই কথা অনেক স্থানে বলা হইয়াছে, যথা—“যো মম পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং বর্তমানায়াং সঙ্কল্পনেত্রী রক্ষতি...,” “যে তে ভদ্রস্ত ভগবন্ এতর্হি অনাগতেহধ্বনি যাবৎ পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং ক্ষত্রিয়কল্যাণা ভবন্তি যাবৎ গৃহপতিকল্যাণা ..,”—কৃতিগর্ভস্থত্র, শি० সং ৮৮. ১৪ ; ৮৯. ৮ । বজ্রচ্ছেদিকাতেও (৬) ইহা আছে । পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন, পালির পঞ্চবর্ষশত-স্থানে মহাযান-গ্রন্থে পঞ্চাশৎ বলা হইয়াছে, পঞ্চশত নহে ; কিন্তু কৃতিগর্ভস্থত্রের তিব্বতীয় অনুবাদে পঞ্চশতই করা হইয়াছে (See Cecil Bendal’s note, শি० সং ৮৮) ; অধ্যাপনসকৌদনাস্ত্রে ‘পঞ্চশতী’ই লিখিত দেখা যায় যথা—“বোধিসত্ত্বানিকঃ পুংসলঃ পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং সঙ্কল্পবিপ্রলোপে বর্তমানেহ-ক্ষতোদ্বপহতঃ স্মৃতিনা পরিমোক্ষ্যতে,”—শি० সং ১০৪. ১০ ; মোক্ষমূলর : স্বকৃত বজ্র-চ্ছেদিকার অনুবাদে (B. M. S. p. 155) পঞ্চাশৎ স্থানে পঞ্চশত পাঠ পরিবর্তন পক্ষে

বেশ যুক্তি দিয়াছেন—বদিও তিনি আমাদের গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত বচনটি ধরেন নাই ।

৭ ‘সম্মতি (সম্মতি),’ বিধেয়কার্ণের সম্মতিপ্রদায়ক শাস্ত্র, অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র ।

‘ছন্দা সামুদ্রা’, ইহা সিংহলীয় গ্রন্থের পাঠ; Trenckner এর পাঠ—‘ছন্দসা মুদ্রা’; তিনি পাদটীকায় আরও দুইটি পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—‘ছন্দসা ০’, ও ‘ছন্দস ০’, অনুবাদে সিংহলীয় পাঠই অনুসরণ করা হইয়াছে । ২।৩।১০; ৪।৩।২৬ দ্রষ্টব্য ।

৮ ‘একুণ্ডবীসতি’, অষ্টাবিংশতি বিদ্যা প্রসিদ্ধ, যথা—১ শিক্ষা, ২ কল্প, ৩ ব্যাকরণ, ৪ নিক্কল, ৫ ছন্দঃ, ৬ জ্যোতিষ, ৭ ঋত্বেদ, ৮ যজুর্বেদ, ৯ সামবেদ, ১০ অথর্ক-বেদ, ১১ মীমাংসা, ১২ ত্রায়, ১৩ ধর্মশাস্ত্র, ১৪ পুরাণ, ১৫ আয়ুর্বেদ, ১৬ ধনুর্বেদ, ১৭ গান্ধর্ববেদ, ১৮ অর্থশাস্ত্র । জাতকে (১ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ, ২৯ পং) ছাদশবিধ শির (বিদ্যা) উল্লিখিত হইয়াছে—“বাদনবিধঃ সিঙ্গং দঙ্গসেদি ।”

৯ ‘পুণ্ডিত্যকরণং’, তীর্থ-শব্দের অর্থ এখানে দর্শন বা মত, যাহারা কোন দর্শন বা মত উদ্ভাবন করেন, তাহারা তীর্থকর ।

১০ ‘ছ সখারো...’, ‘বেল্লইটি পুত্তো’—স্থানে Trenckner ‘বেল্লইটি পুত্তো’ পাঠ ধরিয়া ‘বেল্লইটি পুত্তো’—এই পাঠান্তর দেখাইয়াছেন । ‘পুরণো’ স্থানে ‘পুরাণো’ পাঠও দেখা যায় । গ্রন্থান্তরে গোশালকে ‘মজ্জলিপুত্ত’ বলা হইয়াছে । নাথপুত্ত নিগ্রহের নাম বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে দেখা যায় । পুরাণ-প্রভৃতি ছয় জন তীর্থকর বৌদ্ধ ও জৈন উভয় শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ, উভয় শাস্ত্রেই ইহাদের অসংখ্য উল্লেখ দেখা যায় । দ্রষ্টব্য—ভগবতী (জৈন গ্রন্থ) ১৫শ অধ্যায় ; A manual of Bnddhism by Spence Hardy, pp. 300-302 ; Rockhill's The Life of the Buddha, pp.100-106 ; 249-259 ; সতীশ বিদ্যাভূষণের বুদ্ধদেশ, ২০৪-২২৮ ; ভারতী (শ্রীমাণ্যক্ষগহ্বর-নামক প্রবন্ধ) ১৩০৯, ভাদ্র ।

১১ ‘ভন্তে (ভদন্ত)’, ভদন্ত শব্দ স্থানে সম্বোধনে ‘ভন্তে’ হয় (কচ্চয়ন, ২.৪.৩৫) । হর্ষচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও ভদন্ত-শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । ইহা গৌরব-বাচক ; “ভন্তে’তি সগারবদগতিস্ বচনং,”—কআবিতরঙ্গী, ২ পৃঃ

১২ ‘সম্মোদনীয়ং কথং...’, এই বাক্যটি পালি-সাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ, ও সাক্ষাৎ-কারের সময় পরস্পরের শিষ্টাচার বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় । ইহার অহুবাদ এখানে ঠিক হয় নাই, “পরস্পরে প্রীতিপ্রদ স্মরণার্থ কথ্য উচ্চারণ করিবায় পর” —এইরূপ অহুবাদই সঙ্গত ; ১।৩৭ দ্রষ্টব্য । সিংহলের বিনোদন-পরিবেশ হইতে শ্রদ্ধের স্মরণ শ্রীবুদ্ধ প্রিয়রত্ন ভিক্ষু (পিয়রতন ভিক্ষু) মহাশয় ঐ বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র (১-১১-২৬) লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :—“পালো ‘সম্মোদি, সম্-পূর্কঃ সদ্ (মোদনে)

কিছু; 'সারস্বত', সন্ন (চিহ্নায়) সন্ন; সংস্কৃত হ, তৎসং সর্বব্যাপ্তি সাক্ষ্য-
কালঃ; 'বীতিসারে', বি+অতি-পূর্ণঃ সন্ন্যাসঃ।" অতঃপরিকারের মনোব-
সুস্থি-নামক অর্থকথা হইতে তিনি তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি দ্বিবিয়া পাঠাইয়া-
ছেন :- "ভগবতা সন্ধিঃ সন্ন্যাসীতি, যথা চ খন্নদীয়াসীনি পুচ্ছন্তো ভগবা ভেন, এবং
সো'পি ভগবতা সন্ধিঃ সন্ন্যাসবন্তমোহো অহোহি, সিভোদকং যি উপহোদকেন সন্ন্যাসিতং
একীভাবঃ অগমসি; বায চ কচি তে ভো গোতম, খন্নদীয়াং ?—কচি
বাপনীয়াং ?—কচি ভোতো গোতমস গোতমসাবকানক অগ্নাবাং, অগ্নাতকং,
অহ'ইতানং, বলং, কাস্তবিহারো'তি—আদিকার কথার সন্ন্যাসি; তং'পীতি গামোজ-
সংখ্যাতন্থ সন্ন্যাসদন্ জননতো সন্ন্যাসিতং যুক্তভাবেতো চ সন্ন্যাসদনীয়াং কথং, অথ-
কাজনমধুরতার জ্জিরি'পি কালং সারেরুং নিরন্তরং পবন্তেত্ত্বং অরহন্নপতো সরিতব-
ভাবতো চ সারানীয়াং, স্তয়মানসুথতো চ সন্ন্যাসদনীয়াং, অহুস্মরিয়মানসুথতো চ
সারানীয়াং, তথা ব্যজ্ঞনপরিস্কৃতার সন্ন্যাসদনীয়াং, অথপরিস্কৃতার সারানীয়াং'স্তি, এবং
অনেকেহি পরিয়ায়েহি সন্ন্যাসদনীয়াং কথং সারানীয়াং বীতিসারেহা পরিয়াসাপুচ্ছা
নিট্টপেহা যেন'থেন আগতো তং পুচ্ছিতুকামো নিদীদি। একমস্ত'স্তি ভাবনপুংক-
নিষেহো'তি।" Rhys Davids ভাবার্থ অনুবাদ করিয়াছেন—"exchanged with
him the compliments of friendly greeting." Childers উক্তব্য।

চণ্ডাল ও পুরুষ, অভিধানে ঐ উভয় শব্দ একার্থক বলিয়া লিখিত হইলেন।
তাহাদের অর্থগত ভেদ আছে; ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডাল, ও শূদ্রার গর্ভে
নিষাদের ঔরসে পুরুষ জাত হয়। “জাতো নিষাদাৎ শূদ্রায়া জাত্যা তবতি পুরুষঃ,”—
ময় ১০. ১৮। পুরুষ শব্দ সকারান্তে ব্যবহৃত হয়।

‘পতঙ্গকো...নিসীবি,’ প্রত্যুত্তর দানে অসমর্থ হইয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে যত্বদ্বানে এই বাক্যখণ্ডটিকে প্রযুক্ত দেখা যায়। ইহার সংস্কৃত ‘প্রাপ্তককঃ’ হইতে পারে। খুব সম্ভব ইহার সংস্কৃত ‘প্রাপ্তককঃ’, (স্ব = ভ, বখা হ্রস্বঃ = হ্রস্বো, সমস্তঃ = সমস্তো; পা० প্র० ১.৪.৩০. ঘ.) ; যাহার স্বরূপে প্রাপ্ত প্রকৃষ্টরূপে বিকিৎ স্বার্থাৎ প্রকৃত হইয়া পড়িয়াছে ; প্রত্যুত্তর করিতে অসমর্থ হওয়ায় লজ্জা বশত তাহার উন্নত কক অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয় ইহাই এখানে প্রকৃত অর্থ। Rh. D. অনুবাদ করিয়াছেন crest-fallen, ইহা পূর্বোক্ত বিবরণেরই সমর্থক। ‘পতঙ্গকঃ’ এই পদটি অনুত্তরনিকারে অনুনি হইবার প্রযুক্ত ইচ্ছাছে বলিয়া দ্রবণ হয়। M. N. Vol. III. Part III. p. 298 (152). Rh. D. অনুত্তরনিকারে তাহার যে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন (৩. ৭৩. ৪.) তাহাতে ঐ শব্দ পাওয়া যায় না, তিনি এখানে নিজের চনবগগ (৪. ৪. ৭.) হিত টীকা দেখিতে বলিয়াছেন।

১ পরিশিষ্ট ।

১১ ‘অজ্জতি,’ ‘বহিসুখো য়েব পন অজ্জামি,’ ৩৭।১৭ ; ইহা হইতেই বাংলায় ‘আছেন’, ‘আছি’ ইত্যাদি পদ হইয়াছে, সন্দেহ নাই । সংস্কৃত গত্যাৰ্থক ‘জ’ হানে চতুৰ্দ্ধকারে ‘অজ্জ’ আদেশ হয়, সম্ভবত এই ‘অজ্জতি’ হইতেই ‘অজ্জতি’ হইয়া থাকিব, কিন্তু অৰ্থগত পার্থক্য এখানেও বিবেচনীয় । সংস্কৃতে গত্যাৰ্থক ‘জ’-থাকুও আছে ।

১২ ‘অরহন্তো (অর্হন্তঃ)’, যাহারা চরম নির্মাণ লাভের ঠিক পূর্বে অবস্থার উপস্থিত হইয়াছেন,—যাহারা জীবদবস্থাতেই একরূপ নির্মাণ লাভ করেন । চরম নির্মাণ হইতে এই নির্মাণের প্রভেদ এই যে, এই নির্মাণে রূপাদি স্বরূপকক থাকিয়াই যায়, আর চরম নির্মাণে তাহাও লুপ্ত হইয়া যায় । এই উত্তরবিধ নির্মাণের নাম যথাক্রমে—‘উপাদিসেস-নিব্বাণ’ ও ‘অশুপাদিসেস-নিব্বাণ’ ; উদীচ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘উপাধিশেষ-নির্মাণ’ ও ‘অশুপাধিশেষ-নির্মাণ’ ; এখানে উপাদি বা ঐপাদি অর্থে রূপাদি স্বরূপকক বুদ্ধিতে হইবে । অর্হদ্-গণ উপাদিসেস-নিব্বাণ অবস্থার থাকেন ; এবং ইহাঁরাই জীবমুক্ত । ১।৩২, ২২ পৃঃ, প্রোতাপত্তি-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৩ ‘আবুসো,’ ইহা সম্বোধন-বাচক অব্যয় ; মহারূপসিদ্ধিটীকাকার বলেন (৫৫ পৃঃ)—“আবুসো’তি সমাদ্দস সমানং বা আলপনে,” অর্থাৎ এক বা বহু প্রশংসকে সম্বোধন করিতে ইহা প্রযুক্ত হয় । দেখা যায় উচ্চপদস্থ তিস্ত্র সমান বা নিম্নপদস্থ তিস্ত্রকে, বা উপাসককে এই পদে সম্বোধন করেন ।

১৪ ‘তাবতিংস-ভবনে’, বৌদ্ধসাহিত্যে ছয়টি দেবলোকের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—১ চতুর্মহারাজিক, ২ তাবতিংস, ৩ যম, ৪ ভুবিভ, ৫ নির্মাণরতি, ৬ ও পরনির্জিতবশবর্তী ; যে লোকে অরত্রিংসং দেবতা থাকেন, তাহার নাম তাবতিংস-দেবলোক । ইহা মেরু-পর্বতের শৃঙ্গে অবস্থিত, এবং ইহার অধিপতি ইন্দ্র । মাহুয়ের ১০০ বর্ষে সেখানে এক দিন হয়, এইরূপ দিনের ১,০০০ বৎসর সেখানে আয়ুর পরিমাণ, অতএব বলিতে হইবে আমাদের বর্ষ পরিমাণে তত্রত্য দেবগণ ৩৬,০০০,০০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন । বি. ৪২২ ; ধী. নি. (Vol. II) ৩২৭ ; অ. নি. ৩.৭০.৭ ; See also M. Bud. pp. ৪, ৪১, ২৫. চতুর্মহারাজিক প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধসাহিত্যে অপরিচিত দেব নাম বিহু-সাহিত্যের দেখা যায়, যথা—“ব্রহ্মকারিক । ৩৮ । মহাকারিক । ৩২ । মহারাজিক । ৪০ । চতুর্মহারাজিক । ৪১ । ভাস্কর । ৪২ । মহাভাস্কর । ৪৩ । ... ভুবিভ । ৪৭ । মহাভুবিভ । ৪৮ । পরিনির্জিত । ৫০ । অপরিনির্জিত । ৫১ । বশবর্তিন্ । ৫২ ।”—

বি. স্ব. ২৮ । ‘তাবতিংস-ভবনে’ যে অরত্রিংসং দেবতার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার দেব প্রসিদ্ধ অগ্নি দেবতা হইতে পারেন, মনে করা যায় । এই অরত্রিংসং দেবতা বৈদিক কালে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন (য. স. ৮. ৩০. ২ ; অ. স. ১০. ৭. ১০ ; ২৩ ; ২৭) । এই তেজস্বী দেবতা যথা—“অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রত্নাঃ, দ্বাদশ

আদিত্যঃ; ত একত্রিশদ, ইষ্টাশ্চ প্রাপতিশ্চ ত্রয়স্বিঃশাবিত্তি” — বু. আ. ৩, ৯২।

‘বিমান’, “তথ বিমানানীতি বিসিট্টমানানি নেবতানং কীলানিবাস-ইষ্টাননি ;
তানি হি তানং স্তরিতকম্বাহুতাবনিব্ধন্তানি যোজনিক-বিযোজনিকাদিপদাং-বিসেস-
বৃত্ততঃ সানারতনসমুজ্জলানি বিচিত্তবঃসষ্ঠানানি সোভাতিসমযোগেন বিশেষতো মান-
নিস্ফারতঃ চ বিমানানীতি বুচন্তি ।” প. দী. ১-২ পৃ. :

১২ ‘আয়ত্না,’ আয়ত্নান্ ; এই পদটি বৌদ্ধ সাহিত্যে সম্ভ্রমধ্যে প্রধান ভিক্ষুগণের
বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অধস্তন ভিক্ষুগণ উচ্চপদস্থ ভিক্ষুগণের প্রতি
এইপদ ব্যবহার করেন। বুদ্ধদেব বলেন, ইহা প্রিয়বচন, ও গুরুগৌরব-যুক্ত ব্যক্তির
বিশেষণ ;—“অথ থো আয়ত্না মহামোগ্গল্লানো”তি—আদিস্থ আয়ত্না”তি প্রিয়বচন-
মেতং, গুরুগারবসম্পত্তিসম্বিবচনমেতং”—স. পা. ৯০ পৃ. । নৈমিশ্যায়ণ্যে শৌনকাদি-
ঋষিগণ মহামুনি স্ততকেও ঐ পদে সম্বোধন করিয়াছিলেন—“তত্র তত্রাসামুয়ম্
তবতা বহিনিস্কিতং,” ভা. পু. ১. ১. ৯। সম্ভূত নাটকে সায়থির রাজ্যধ্বানে ঐ পদ
অসম্ভব প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

‘বিট্টি,’ “দসুনংবিট্টি লদ্ধি থী সিদ্ধান্তো সময়ো ভবে”—অ. প. ১৬১ ; কোন
ধর্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত, বিশ্বাস।

১৩ ‘মারিস,’ আর্ঘ্য ; অ. প. ১১০২।

১৪ ‘তীরেয়া,’ √ তীর (চূরাদি) + ত্ৰা ; “তীর কাম্পসম্পত্তিমহি”—ধা. ম. ১৪২।

‘নিরোধ,’ যে ধ্যানে নিমগ্ন হইলে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ ক্রিয়াই
‘তিরোহিত’ হয়, ইহা নয় প্রকার।

‘বুদ্ধসাসনে পলুজ্জন্তে,’ বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের অবনতি বর্ণনা করিতে হইলে এই
বাক্যখণ্ডটি প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মহাযান-গ্রন্থেও এইরূপ প্রয়োগ
আছে। যথা—“সদ্ধর্ম্মে প্রলুজ্জামানে নিক্খামানে স্তগতস্য সাসনে”—চন্দ্রকীপনৃত,
পি. স. ১৭. ৩ ; ‘পলুজ্জন্তে’—প্র √ কজ্ + শত্।

১৫ ‘কজ্জল,’ ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান। বহু স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া
যায় ;—“কতরসিং হু থো পম্মেসে বুদ্ধা নিব্বত্তন্তীতি ওকাসং বিলোকন্তো মচ্ছিন্দমসং
পস্সি। মচ্ছিন্দমম্মেসো নাম পুরথিমহিসায় কজ্জলং নাম নিগমো.....,” জা.
১. ৪৯ ; মহা. ৫. ১৩. ১২ ; সু. বি. D. ২. ৪. (১৭৩ পৃ.) ; ম. নি. Vol. III.
Part III. p. 298, (152).

Hsuen Tsang তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ‘কজ্জুরি’ বা ‘কজ্জুর’
(Kie-chu-hoh-khi-lo) নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি চম্পা
হইতে এখানে আসেন, চম্পা হইতে ইহা ৪০০ লি। M. V. de St. Martin

(Memoire, p. 387) বলেন যে ভারতের পূর্বভাগস্থ জনপদের মধ্যে 'কজিঙ্গ'-
নামে একটি দেশের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়; সিংহলের ইতিহাসে
লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের পূর্বভাগে 'কজজ্জেল নিরজ্জ' নামে এক নগর
আছে। Rennell এর মানচিত্রে চম্পা হইতে ১২ মাইল (৪০ মি) দূরে 'কজেরি'
নামে একটি গ্রাম অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। S. Beal's *Buddhist Records
of the Western World*, Vol. II. p. 193.

মহাসেনের এই জয়গ্রহণ বৃত্তান্ত সমস্তপাদিকার (১৭ পৃঃ) তিষা-মহাবিক্রার
মোগলশিল্পাদ্বয়ের গৃহে জয়-গ্রহণবৃত্তান্তের সুচিত্রিত বাক্যভণ্ড - একই রূপ।
প্রস্তা—“যথা মোগলশিল্পভূতিন্সথোয়ো নিস্শতি, এবংমোতপি নিস্শতি -”
১৮, ৬ পৃঃ।

‘আয়ুধতণ্ডানি পঞ্চলিংহ’, অস্থলিমাণের জগেও অস্ত্রশস্ত্র জলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু
তাহার ফল ভাল হয় নাই, অস্থলিমাণ ঘে ভবিষ্যতে দম্বা ইহাবে, তাহাই ঐ ঘটনা
তখন স্মৃচনা করিয়া দিয়াছিল,—M. Bud. p. 257. Hardy সেখানে লিখিয়াছেন—
“In an enumeration of the prodigies that occurred in Rome, A. U.
652, Julius Obsequense says that the spears of Mars, preserved
in the palace, moved of their own accord.”—*Ibid*

‘কটচ্ছ’, মাগধী ‘কচ্ছোলা’, মারহাটী ‘কচ্ছোলে’, (উৎ দং ১৫. বিবরণঃ ১০পৃঃ).
হিন্দী ‘করছুল’; অর্থ হাতা।

‘উলুক’, তরল দ্রব্য রাখিবার পাত্র বিশেষ, A leathern vessel for oil—
Apte; Ladle—Childers, and Rhys Davids.

‘পরিহাসঞ্জেব’, ইহা ‘পরিভাসঞ্জেব’ হইবে; পরিভাস-শব্দের অর্থ তির-
স্কার, ভৎসনা। অস্থবাদেও ইহা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

‘পুত্তং বিজায়ি’, এস্থলে অন্তর্ভাবিত নিজের গ্রহণ করিতে হইবে; ভুলঃ—“পুত্তং
দেবী বাজায়ত”—রামা. ১. ৭০.৩৬; “প্রকপ্তং হৈবাস্য জী বিজায়তে”—শ. অঃ
১.২.৬.৬।

‘শিক্ষানি’, এস্থানে ইহার সংস্কৃত ‘শিক্ষাঃ’ (জীলিঙ্গ) ধরিয়া অস্থবাদ করা হই-
য়াছে। ‘শিক্ষ্যাণি’ অস্থবাদও হইতে পারে। তাহা হইলে অস্থবাদের ‘শিক্ষাসমূহ’-
স্থানে অস্থবাদে ‘শিক্ষণীয় সমূহ’ পাঠ করিতে হইবে।

‘সম্মায়তি’, ইহার সংস্কৃত ‘স্বাধ্যায়তি’, শিঃসং. ৭. ৮; ১১৭. ৪। শুদ্ধ নিজে অধ্যয়ন
করেন, আর তাহা অস্থসরণ করিয়া শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া থাকে, এই ভঙ্গই “অবীহি
ভগবন্”—বসিয়া শিষ্য গুরুকে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। যখন পড়ান,

বা অধ্যাপন কৰাইবে, তখন 'সম্ভাৰাশয়তি' বা 'সম্ভাৰাশেতি' হয় ; "সম্ভাৰাশেতি ঐখা
যং ব্ৰাহ্মণ" —১৮ পৃঃ

'কনিক-কেটুভেহ'-অন্বয়ৰে 'অহোনি,' এই বাক্যটি বেদজ্ঞান বৰ্ণনায়
বহুজ্ঞানে আবৃত দেখা যায় ; অ. নি. ৩. ৫৮. ১ ; ৫৯. ১ । 'কেটুভ'-শব্দৰ অৰ্থ
মৌলিক আৱেগশক্তি বা বস্তুত্ব ; 'কেটুভ'তি বস-বিকল্পে কবীনঃ উপকায়ৰ সখা
—Atw. I. LXX.

১৯ 'স্নাতমনো,' আতি আকৃত অৰ্থাৎ প্ৰাপ্ত মন মনোৱৰ্থ বাহা বাসী ; ভুলঃ—
(ক) 'প্ৰতিগন্ধমানসঃ,' "ততত রাজা প্ৰতিবীকা ভাঃ ত্ৰিঃ, প্ৰসন্নবৰ্তাঃ প্ৰতিগন্ধ-
মানসঃ," স্নাতাঃ ; ১. ১৩. ৩২. । 'প্ৰতিগন্ধমানস'-শব্দৰ অৰ্থে তিলক চীকাৰ
বলিয়াছেন—“প্ৰতিগন্ধশব্দঃ প্ৰতিগন্ধবাহ্যপৰঃ, তাদৃশঃ মানসঃ যস্যোভাৱঃ,”—(খ)
'স্নাতমনঃ,' "উপস্তুতাদ্ স্নাতমনসো হবিৰ্গৃহ্ণানীতি"—শ. ব্ৰা. ১. ১. ২. ১২ ।

২০ 'সংখ্যা সন্তপ্তেহা সম্পাৱেহা,' ইহা ভোজন বৰ্ণনাৰ প্ৰসিদ্ধ বাক্য । Rh. D. এখানে
যোঁটামুটি ভাব রাখা কৰিয়া গিয়াছেন ; 'সম্পাৱেহা' শব্দৰ আসল অৰ্থ কি তাহা
উহাৰ অনুবাদে জানা যায় না । Childers হুতুতিৰ মতানুসারে এই বাক্যখণ্ডটি
এইৰূপ অনুবাদ করেন—“(waiting on him) with his own hands
caused him to take his fill, caused him to refuse (this is
Subhuti's explanation, he says it means that the host handed
dishes until the guest said, "I have had enough," and refused fur-
ther food.)” ইহাই অনুসরণ কৰিয়া আমিও অনুবাদ কৰিয়াছি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই
শব্দৰ ঐৰূপ অৰ্থ নহে, উহাৰ আসল অৰ্থ—“বিশেষৰূপে প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া,” অৰ্থাৎ
ভোজনেৰে জন্ত আৱণ্ড কিছু লইতে বিশেষভাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া । গ্ৰন্থকাৰ অন্তত লিখি-
য়াছেন (২।২।৬, ২৬ পৃঃ)—“পুৱিসো...দায়িকং বাৱেহা” ইহাৰ অৰ্থ—স্বাৰীকে বরণ
অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া । এই পদটি ৭/৮৭ হইতে নিপ্পন্ন । পাতিমোক্খে (চীববৰ্ণন, ৭)
আছে—“অতিহটুঃ পবাৱেহা,” বুদ্ধঃখাৰ এখানে 'পবাৱেহা' শব্দৰ অৰ্থ লিখিয়া-
ছেন—“পবাৱেহাতি ইচ্ছাপেহা ইচ্ছং কৃটিং উপাদেহা—যাবতকং ইচ্ছসি ভাবতকং
গৃহ্ণাহীতি,”—অৰ্থাৎ 'পবাৱেহা' শব্দৰ অৰ্থ ইচ্ছা কৰাইবে—ইচ্ছা-কৃটি উপাদান
কৰাইবে এই বলিয়া যে, 'যত ইচ্ছা করেন, তত গ্ৰহণ কৰুন ;' ক. বি. ৭৩ পৃঃ ।
সম্ভপাসাদিকাতেও তিনি তাহাই বলিয়াছেন—“পবাৱেহাতি ইচ্ছাপেহা, ইচ্ছং
কৃটিং উপাদেহা ।’

২১ 'বিতক-হক,' গ্ৰন্থৰ বিভাগ, অধ্যায় পৰিচ্ছেদাদিৰ সমানার্থক ; যে পৰিচ্ছেদে দুইটি
দুইটি শব্দৰ উল্লেখ কৰা হইয়াছে তাহা বিক, ও ঐৰূপ তিনিটি শব্দৰ উল্লেখ বিক ।

২৫ ‘সচে,’ ইহার উলীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃত ‘সচেৎ’ (শি. স. ১২৮. ২১; ১২৯. ১৫) ।
 পাণিনতে ‘সেবাধা’ বলিয়া আর একটি শব্দ আছে (১।৩৫, ৩৬ পৃঃ), উলীচ্য-বৌদ্ধ
 সংস্কৃতে তাহা ‘সবধা’ (শি. স. ১৩৩. ৫ ; Cecil Bendal's note 2.) । বস্তুতঃ এতদ্-
 দূশ স্থানে ‘স’ শব্দের কোন অর্থ নাই, -অথবা তাহা ‘তৎ’ এই অব্যয়ের অর্থ প্রকাশ
 করে। ভূসলীর বৈদিক প্রয়োগ :—“সবান্তেবেমানি...”, “সবদি ন ইতোহুদ্রসঃ...”,
 “সবদ্যস্য পৃথিব্যা...”, “সবদ্য গার্হপত্যো...” ; শ. ব্রা. ১.১.৫.২ ; ১.২.৩.১৮ ;
 ১.১.২.২৩ । সারণাচার্য্য এ সকল স্থানে লিঙ্গ বিভক্তি বিপরিণামে ব্যাখ্যা করেন,
 এবং পাণিনিও (৩.২.৮৫) ইহার সমর্থন করেন ।

২৬ ‘ফাহু’, অভিধানমলীপিকার ইহা জুহু-মললাদির পর্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—
 “জুহুং সাতং চ ফাহুং . কল্যাণং মঙ্গলং দিবং,”—৮৮ । “জুহুং ফাহুং কিরতঃ”
 —(আর্ধ্যরহস্যনি, শি. স. ১২৯.৯) ইত্যাদি স্থানে মহাভারতের গ্রন্থেও উহার প্রয়োগ
 দেখা যায়। Prof. Bendal মনে করেন—“ভবন্ত ধর্মকামম্পর্শাপেতা” এ ছাড়া
 ‘ম্পর্শ’-শব্দ ‘ফাহু’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। ঐ শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার টিঙ্গনী দ্রষ্টব্য,
 —শি. স. ৩২, ১২৯ ; ভূমিকা ১৫ ।

২৭ ‘অনাগম সন্নাগো’, ইহার চলিত কথার অনুবাদ ‘আলাপ-সালাপ ।’

২৮ ‘শ্রোতাশক্তি ফল’, নির্ধারিত লাভের ক্রমাবধি চারিটি মার্গ বা পথ আছে ; যথা—
 শ্রোতাশক্তিমার্গ, সন্ধাগামিমার্গ, অনাগামিমার্গ, ও অর্হৎমার্গ । বাহার্য্য এই সমস্ত
 মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে শ্রোতাপন্ন, সন্ধাগামী, অনাগামী ও
 অর্হৎ বলা হইয়া থাকে। ঐ চতুর্বিধ মার্গ প্রত্যেকে উচ্চ-নীচ ভেদে, অর্থাৎ সেই
 সেই মার্গে বিচরণ করা, ও বিচরণ করিয়া ফল লাভ করা—এই দুই ভেদে বিবিধ ।
 এই ভেদদ্বয়কে এইরূপে অভিহিত করা হয় :—শ্রোতাশক্তিমার্গ, শ্রোতাশক্তিকল ;
 সন্ধাগামিমার্গ, সন্ধাগামিকল ; অনাগামিমার্গ, অনাগামিকল ; অর্হৎমার্গ, অর্হৎ-
 কল । বাহার্য্য এই সমস্ত প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের যথাক্রমে নাম—শ্রোতাশক্তিমার্গহু,
 শ্রোতাশক্তিকলহু ; সন্ধাগামিমার্গহু, সন্ধাগামিকলহু ; অনাগামিমার্গহু, অনাগামি-
 কলহু ; এবং অর্হৎমার্গহু, অর্হৎকলহু । ইহাদের সাধারণ নাম ‘অরিরপুংগল’ (আর্ধ্য-
 পুংগল, আর্ধ্যজন), বা ‘অরির’ (আর্ধ্য) । ইহাদের ঐ ঐ অবস্থা শ্রোতাশক্তিস্থান,
 শ্রোতাশক্তিকলস্থান—ইত্যাদি রূপেও কথিত হয় । শ্রোতাপন্ন, সন্ধাগামী, অনাগামী
 ও অর্হৎ এই প্রভৃতি যথাক্রমে সাধারণতঃ শ্রোতাশক্তিকলহু, সন্ধাগামিকলহু, অনা-
 গামিকলহু ও অর্হৎকলহু-কে বুঝায় ।

পূর্বেক্ত অষ্টবিধ স্থানের মধ্যে প্রথম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত স্থানে বাহার্য্য বিচরণ
 করেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম ‘দেখ’ বা শৈব ; অষ্টম স্থান বা অর্হৎকলে অবস্থিত

দ্রুতবেগ নাম অর্হই। ‘অসেখ’-নাম ইহাঁকেই বুঝায়। অর্হইকলেরই অপগ্ন নাম ক্রেশ-
পরিমির্কায়, বা ক্রেশনির্কায়, বা উপাদিশেবনির্কায়, বা নির্কায় (পরিমির্কায় নহে)।
১১৩, ১১ পৃঃ অর্হই-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্বোক্ত মূল চতুর্বিধ যার্ণের যে কোনটিতে প্রবেশ করিলেই, তাহার আর পতন
মাই, সে নিচরই নির্কায় লাভ করিবে। অন্তিমমার্গই শাক্য নব্বন্ধে নির্কায়ে লইয়া
যায়।

কোঁড়াপন্ন ব্যক্তি ‘অপার’ বা নরক-ভিন্ন যে-কোন লোকে সাতবার জন্মগ্রহণ
করিবেন। সত্ত্বাগামীকে দুই জন্ম অতিক্রম করিতে হয়,—একটি মনুষ্যালোকে, ও
অপরটি দেবলোকে। অনাগামী পৃথিবীতে বা কামলোকে আর জন্মগ্রহণ করেন না,
পঞ্চবিধ রূপত্রয়ের অন্ততমটিতে একবার মাত্র তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

যে সকল ব্যক্তি এই চতুর্বিধ পথের কোনটিতেই প্রবেশ করে মাই, তাহাদিগকে
‘পুণ্ড্রকন’ (পৃথক জন) বলা হয়। See Childers.

২১ ‘মণ্ডল-মালে’, মাল শব্দের অর্থ এক কূটবিশিষ্ট গৃহ; ‘এককূটবৃত্তো মালো’—অ.
প. ২.২; Rh. D. লিখিয়াছেন arbour.

৩৬ ‘যোজনসতানি’ ইহার অক্ষরার্থ এখানে দুই বা বহু শত যোজন; কিন্তু তাহা
উপপন্ন হয় না। Trenckner মনে করেন এস্থলে ‘তিযোজনসতানি’ পাঠ হইবে।

১০১ ‘ইরিয়াপথ’, ঈর্ষ্যাপথ; ইহা চতুর্বিধ—ব্রহ্মণ, অবস্থান, উপবেশন ও শরন।
S.N. Vol.V. 78. এই অর্থে কেবল ‘ঈর্ষ্যা’-শব্দও মহাবান আছে দেখা যায়, ‘ঈর্ষ্যা
চোদয়তি’—সর্বধর্মপ্রযুক্তিনির্দেশ, শি. স. ১০-২১। অটোথর বলেন—ঈর্ষ্যা শব্দের
অর্থ তিক্তরস।

৩২ ‘পটিনস্তিবা’, ইহার সংস্কৃত প্রতিসত্তিবা; যে জ্ঞানের দ্বারা কোন বিষয়কে সম্প্রতি-
ভিন্ন অর্থীঃ সম্যক্ প্রকারে ভাবিয়া-চুরিয়া বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায় তাহারই
নাম প্রতিসত্তিবা। ইহার অর্থ বিশদরূপে বুঝিবার জন্য এখানে প্রহৃত্তর হইতে কিঞ্চিৎ
উদ্ধৃত করিতেছি :—

‘চতস্রো পটিনস্তিবা—অখণটিনস্তিবা, ধম্মপটিনস্তিবা, নিকতিপটিনস্তিবা, পট্টি-
ভাণপটিনস্তিবা।

অথে ঞ্চাণং অখণটিনস্তিবা, ধম্মে ঞ্চাণং ধম্মপটিনস্তিবা, তথ ধম্মনিকতাতিল্লাপে
ঞাণং নিকতিপটিনস্তিবা, ঞ্চাণেসু ঞ্চাণং পট্টিভাণপটিনস্তিবা।

দ্বকুথে ঞ্চাণং অখণটিনস্তিবা, দ্বকুথসমুত্তরে ঞ্চাণং ধম্মপটিনস্তিবা, দ্বকুথনিরোথে
ঞাণং অখণটিনস্তিবা, দ্বকুথনিরোথগামিচ্ছিয়া পটিনদায় ঞ্চাণং ধম্মপটিনস্তিবা, তথ
ধম্মনিকতাতিল্লাপে ঞ্চাণং নিকতিপটিনস্তিবা, ঞ্চাণেসু ঞ্চাণং পট্টিভাণপটিনস্তিবা।

হেতুস্থি ঞ্জাং ধম্মপটিগম্ভিরা, হেতুস্থি ঞ্জাং অখপটিগম্ভিরা, তথ ধম্মনিক্কাতিগাপে ঞ্জাং নিক্কাতিপটিগম্ভিরা, ঞ্জাংগেহু ঞ্জাং পটভাণপটিগম্ভিরা ।...

...ইমে ধম্মা কুপ্পা । ইমেহু ধম্মেহু ঞ্জাং ধম্মপটিগম্ভিরা, তেনং বিপাকো ঞ্জাং অখপটিগম্ভিরা, বার নিক্কাতিগাপে তেনং ধম্মাং পঞ্জাতি হোতি তত্র ধম্মনিক্কাতিগাপে ঞ্জাং নিক্কাতিপটিগম্ভিরা । যেন ঞ্জাংগেন তানি ঞ্জাংগানি জানাতি—ইমানি ঞ্জাংগানি ইদম্বজ্জোতকানীতি,—ঞাংগেহু ঞ্জাং পটভাণপটিগম্ভিরা ।”

বি. ২৯৩-৩০৫ পৃঃ, পটিগম্ভিরা বহুগণ

ইহার সার তাৎপর্য এই—হেতু বা কারণের জ্ঞানের নাম ধর্ম্মপ্রতিগম্ভিরা; কার্য বা ফলের জ্ঞানের নাম অর্থপ্রতিগম্ভিরা; হেতু ও ফলের নির্দেশ করিতে হইলে যে বাক্যের দ্বারা তাহাদের নির্দ্বন্দ্ব অবগত, তাহার অভিলাপ অর্থ্যাৎ কখনে যে জ্ঞান, ইহারই নাম নিক্কাতিপ্রতিগম্ভিরা; এবং যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, পূর্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান তত্ত্ব অর্থকে প্রকাশিত করে, তাহার নাম প্রতিভাণপ্রতিগম্ভিরা ।

পটিগম্ভিরাংগেও এ বিষয়টি বেশ বিশদভাবে বর্ণিত আছে । হুংখ, হুংখসমুদর (কারণ), হুংখনিরোধ, ও হুংখনিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায়)—এই চারি অনন্ত-শ্রুতপূর্ব আর্ঘ্যসত্য-রূপ ধর্ম্মে বুদ্ধ-দ-বর চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল । কি অভিপ্রায়ে চক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এই অবগদন করিয়া সেখানে উক্ত হইয়াছে :—

“চক্ষুং উদপাদীতি দম্মসন’খেন, ঞ্জাং উদপাদীতি ঞ্জাং’খেন ।

চক্ষুং ধম্মো, ঞ্জাং ধম্মো, পঞ্জা ধম্মো, বিজ্জা ধম্মো, আলোকো ধম্মো,—ইমে ধম্মা ধম্মপটিগম্ভিরাং আরম্মণা চে’ব হোত্তি গোচরা চ । যে তন্মা আরম্মণা, তে তন্মা গোচরা, যে তন্মা গোচরা তে আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—ধম্মেহু ঞ্জাং ধম্মপটিগম্ভিরা ।

দম্মসন’ট্টো অখো, ঞ্জাং’ট্টো অখো, পজানন’ট্টো অখো, পটিবেধ’ট্টো অখো, ওভাস’ট্টো অখো,—ইমে পঞ্চ অখা অখপটিগম্ভিরাং আরম্মণা চে’ব হোত্তি গোচরা চ । যে তন্মা আরম্মণা, তে তন্মা গোচরা; যে তন্মা গোচরা, তে তন্মা আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—অথেহু ঞ্জাং অখপটিগম্ভিরা ।

পঞ্চ ধম্মে সন্মসসেতুং ব্যঞ্জননিক্কাতিগাপা, পঞ্চ অথে সন্মসসেতুং ব্যঞ্জন-নিরভাতিগাপা,—ইমা দশ নিক্কাতিগো নিক্কাতিপটিগম্ভিরাং আরম্মণা চ হোত্তি গোচরা চ । যে তন্মা আরম্মণা, তে তন্মা গোচরা; যে তন্মা গোচরা, তে তন্মা আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—নিক্কাতিহু ঞ্জাং নিক্কাতিপটিগম্ভিরা ।

‘পঞ্চমু যশ্বেমু ঞ্জাণানি, পঞ্চমু অশ্বেমু ঞ্জাণানি, দশমু নিকতীমু ঞ্জাণানি,— ইমানি বৌদ্ধিক ঞ্জাণানি পট্টিভানপট্টিসত্ত্বিদ্ধায় আরম্ভণা চে’ব হোত্তি গোচরা হ। বে তস্মা আরম্ভণা তে তস্মা গোচরা; বে তস্মা গোচরা, তে তস্মা আরম্ভণা। তেন বুদ্ধি পট্টিভানেমু ঞ্জাণং পট্টিভানপট্টিসত্ত্বিদা।.....।’

P. S. M. Vol. II. pp. 150-158

৩৪ ‘অথ খো...ইসিবাৎ-পট্টিবাৎ অকংমু’, Rh. D. অনুবাদ করিয়াছেন:—“Then all the elders went to the city of Sagala, lighting it up with their yellow robes like lamps, and bringing down upon it the breezes from the height where the sages dwell.” See his note on the passage.

৩৫ ‘ধর্ম্মাতিসময়ো’, ধর্ম্মাতিসময়ঃ; (ধর্ম্ম + অতি + সম্ + √ই + অ) = ধর্ম্মাতি-গমন = ধর্ম্মপ্রাপ্তি = ধর্ম্মলাভ। পালিতে ‘সময়’-শব্দ নিম্ন লিখিত অর্থ সমূহে প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—

“সমবাসে ধণে কালে সমূহে হেতু-দিট্ঠিসু।

পট্টিলাভে পহাণে চ পট্টিবেধে চ দিস্সতি ॥” অ০ প০ ৭৭৮।

“অধ্ধাতিসময়া ধীরো পণ্ডিতো’তি পবুচ্চতীতি”—এবমাদিসু পট্টিলাভো— স০ পা০ ৪৮ পৃঃ।

৩৬ ‘মহাসময়সুত্ত’ দীঘনিকায়ের ২০ সংখ্যক।

‘মহামঙ্গলসুত্ত’ সুত্তনিপাতের উত্তরবগ্গের ৬ সংখ্যক, এবং ‘পর্যভবসুত্ত’ সুত্তনিপাতের চুলবগ্গের ৪ সংখ্যক।

‘সমচিত্তপরিয়ায়সুত্ত’, Trenckner বলেন ইহা অসুত্তরনিকায়ের ২. ৪. ৫এ লিখিত অংশের সহিত অভিন্ন। Rh. D. ইহাতে এই আপত্তি করেন যে, যদিও ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে (২.৪ স্থানে) দশটি সূত্র ‘সমচিত্তবগ্গ’ নামে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি, প্রত্যেক সূত্রের কোন পৃথক্ পৃথক্ নাম নাই; পূর্বোক্ত শীর্ষকও সিংহলীয় পুস্তকে দেখা যায় না, আর বিশেষ কথা এই যে ‘সমচিত্তপরিয়ায়’ ও ‘সমচিত্ত’ এই দুই শব্দও সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে।

‘রাহলো’বাদসুত্ত’, রাহলের নামে অনেক সূত্র পাওয়া যায়; M. N. Vol. III. Part III. pp. 277-280 (I47) ; S. N. XXXIV. 120 ; হু. নি. চুলবগ্গ, ১১ ; Rh. D. মনে করেন এখানে ম. নি. এর ‘চুলরাহলো’বাদ’ই ধরা হইয়াছে।

৩৭ ‘ধুত’ক’, ধুতাক্ ; বিষয় হইতে চিন্তের রাগ নিবৃত্তির জন্য অসুত্তের আচার-

বিশেষ। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—“বৃত্তকিলেসত্তা বৃত্তস্ম ভিক্খুনো অক্কাতি, কিলেসধুননত্তো বা বৃত্তন্তি লক্খবোহারঞাৎ অক্কাং এতেস’ত্তি বৃত্ত’দানি; অথবা বৃত্তানি চ তানি পটিপক্খনিদ্ধুননত্তো অক্কাণি চ পটিপত্তিরা’তি’পি ধৃত’দানি।” ইহার প্রয়োজনসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“ভগবত্তা পরিবত্তলোকামিসানং কাসে চ জীবিতে চ অনপেক্খানং অহুলোম-পটিপদং যেষ আরাধেতুকামানং কুলপুত্তানং তেরস ধৃত’দানি অহুলোমঞাতানি।” বি. ম. ৩৭-৩৮ পৃ:। এই ত্রয়োদশবিধ ধৃতাদ্ধ যথা—পংসুকুলিক’দং, তেটীবরিক’দং, শিঙপাতিক’দং, সপদানচারিক’দং, একাসনিক’দং, পত্তশিঙিক’দং, ধনুগ্জা-ভত্তিক’দং, আরজ্জ’দং, ক্কবম্লিক’দং, অবভোকাসিক’দং, সোসানিক’দং, যথাসহিতক’দং, নেমজ্জিক’দং। যে ভিক্ষু এই সকল আচারের বতগুলি অঙ্গষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ততই মঙ্গল। ইহার বিশেষ বিবরণের জন্য বি. ম. ২ পরিচ্ছেদ (৩৭-৫১ পৃ:) দ্রষ্টব্য।

৩৮ নবাক বুদ্ধশাসন; নবাক যথা—১ স্ত্রুত; ২ গেয়া (গাথামিশ্রিত স্ত্রুত); ৩ বেয়াকরণ (সমগ্র অভিধর্মপিটক, গাথাহীন স্ত্রুত, ও অপর অষ্ট অঙ্গে অসংগৃহীত বুদ্ধবচন); ৪ গাথা (ধর্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং স্ত্রুতনিপাতের মধ্যে মধ্যে ‘স্ত্রুত’ নামে অগৃহীত অমিশ্রিত পদ্য); ৫ উদান (খুদকনিকায়ের চতুর্থ অংশ, যাহা উদান-নামেই প্রসিদ্ধ আছে); ৬ ইতিবৃত্তক (খুদকনিকায়ের অন্তর্গত ১১০ টি স্ত্রুত, ইহাদের পূর্বে “বৃত্তং হে’তং ভগবা’তি”—এই অংশ টুকু আছে বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে); ৭ জাতক (বুদ্ধের পূর্ব জন্ম বিবরণ ৫৫০ টি গল্প, ইহাও খুদক-নিকায়ের অন্তর্গত); ৮ অববৃত্তধম্ম (যে সকল স্ত্রুতস্তের আদিতে “চত্তারো’মে ভিক্ষবে অচ্ছিন্নিয়া অববৃত্তা ধম্মা”—এইরূপ উল্লেখ করিয়া কিছু আশ্চর্য্য-অদ্ভুত বিবরণ ভগবান বলিয়াছেন); ৯ বেদল (এ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—“চুলবেদল-মহাবেদল-সমাদিটিটী-সকপএহ-সম্মারভাজনিয়-মহাপুণ্ণমস্ত্রুতাদয়ো সর্ব্বে’পি বেদং চ তুট্টিং চ লক্কা পুচ্ছিতস্ত্রুত’ত্তা বেদল’ত্তি বেদিভব্ং”)।—Childers. বিশেষ বিবরণের জন্য অ. সা. ২৬ পৃ:; স. পা. ১৩ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৩৯ ‘হ্রকত্তর’, হৃৎথে যাহাকে উত্তর দেওয়া যায়।

৪০ ‘হ্রাবরণ’, উত্তর দিয়া যাহাকে আবৃত-আচ্ছন্ন-নিরস্ত করা শক্ত।

৪১ ‘রণংজহো’, রণ শব্দে এখানে পাপ, “পাপে যুদ্ধ রবে রণো”—অ. প. ১০৯৬; জহ-শব্দের অর্থ পরিত্যাগী (✓হা), অতএব ‘পাপ পরিত্যাগী’ অর্থ করাই বুদ্ধিবৃত্ত; ‘পাপবিজয়ী’ অর্থ ঠিক নহে। Rh. D. লিখিয়াছেন—“victorious in the struggle with evil.”

- ৩০ 'পরিষ্কার', পরিষ্কার; ভিক্ষুগণের নিয়নিস্থিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের নাম 'পরিষ্কার', যথা—পাত্র, খিচীবর, কারবন্ধন (কটিবন্ধন হ্রদ), বানী (কুর), হুচী, ও পরিশ্রাবণ (জল ছাঁকনী) ।—অ. প. ৪৩৯ ।
- ৩১ 'বর্ষজ্ঞ' শব্দটি কিরূপে পরবর্তী সময়ে তণ্ডিমি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, লক্ষণীয় ।
- ৩২ 'সামারিকো', সিংহল ও Trenchekner উভয় সংস্করণেই এই পাঠ আছে, কিন্তু খুব সম্ভব এখানে 'সামারিকো' হইবে; তুলঃ—“তং ধারয়ন্তেহু ভিক্ষুহু পূর্বে একো ভিক্ষু সর্বসাময়িকপরিয়ায় নিদীদিহা...,” অ. সা. ২৮ পৃঃ ।
- ৩৩ 'পঞ্চনেকারিকা', 'চতুর্নেকারিকা', পঞ্চ নিকায় ও চতুর্নিকায়ের-জ্ঞাতা; পঞ্চ নিকায়, যথা—দীঘনিকায়, মজ্জিমনিকায়, সংযুতনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদকনিকায় । অঙ্গুত্তরনিকায় ভিন্ন অপর চারিটিকে চতুর্নিকায় বলা হয় । অ. সা. ২৫ পৃঃ ; স. পা. ৭, ১২ পৃঃ ।
- ৪১ 'ইন্দ-বম...', বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসিদ্ধ দেবগণের নাম দীঘনিকায়ের হুচীপত্রে (Vol. II. pp. 366-367.) দেব-শব্দে সংগৃহীত হইয়াছে । এখানে বোধ হয় 'যাম'-অর্থে 'স্বযাম', শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে । 'ভূসিত' ও 'সম্বসিত' ভিন্ন । 'যাম' ও 'সম্বসিত' দেবের নাম ব্রাহ্মগণের পুরাণেও দেখা যায়,—“যামা দেবাঃ সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়জুবেহতরে;” “পারাবতাঃ সম্বসিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহতরে;” বৃ. না. পু. ৩৭. ২৩-২৪ ।
- ৪২ 'বেদস্ববাগপরাধিকো বিয় যক্থো,' তুলঃ—মেঘদূতের স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ ।
- ৪৩ 'কেসরসীহ', বৌদ্ধ উপাখ্যানাবলীর মধ্যে হিমালয় পর্বতে চতুর্বিধ সিংহের কথা জানিতে পারা যায়, যথা—ভূক, কাল, পাণ্ডু ও কেশর । কেশরসিংহ মাঃসানী, ও ইহার মুখ, লেজ ও পায়ের গোড়ালী খুব লাল । See M. Bud. p. 18.
- ৪৪ 'বাহির কথা', বাহ্যকথা, অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাহিরের কথা, অবতরণিকা ।
৪৫. ১ পুংগল=পুদগল, “পাণো সরীরী ভূতং বা সন্তো নেহী চ পুংগলো । জীবো পাণো পলা ভন্ত জনো লোকো তথাগতো ।” “সত্তে তন্মানি পুংগলো ।”—অ. প. ২৩, ২০৮৬, “দেহেহেখ্যান্মনি পুদগলঃ”—রুদ্র; “পুদগলং জ্ঞানরাকারে ত্রিষু পুংস্যাস্থদেহয়োঃ”—মেঘিনী; “পূরাণাৎ গলনাদ্ দেহে পুদগলাঃ পরমাণবঃ”—ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকার ত্রীধর-স্বামি-শ্রুত বচন । “স্পর্শরসগন্ধবর্ণরূপঃ পুদগলঃ” । “শব্দরূপসৌন্দর্য্যহৌল্যসংস্থান-ভেদতমস্ছারিতপোদ্যোতবস্ত্ৰচ ।” ত. গ. হ. ৫. ২৩-২৪ ।
- পুদগল শব্দের এই সকল অর্থের মধ্যে এখানে জীব-জন্তু-জন-লোক-দেহী-শরীরী-মহুয বা ব্যক্তি অর্থই বুঝা যাইতেছে । নাগসেন এখানে অবয়ববিবাদ খণ্ডন করি-

তেছেন। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—অবয়ব-সমূহ হইতে অবয়বী নামে অল্প কোন পদার্থ নাই। পত্র পল্লব শাখাদি অবয়ব, ও বৃক্ষ অবয়বী ; এখানে এই বৃক্ষরূপ অবয়বী পত্র পল্লবাদি-রূপ অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে ; যেমন ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীকে ‘বন’ নামে ব্যপদেশ করা হয়, সেইরূপ অবয়ব অনেক হইলেও ঘনসন্নিবেশহেতু ‘এক অবয়বী’ এই জ্ঞান হইয়া থাকে। নীমাংসকগণ অবয়বীকে অবয়বসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও বলেন না, সম্পূর্ণ অভিন্নও বলেন না ; তাঁহাদের মতে অবয়বী অবয়ব-সমূহেই অবস্থান্তর। সাাধ্য ও বৈদান্তিক অবয়ব ও অবয়বীর অভেদই স্বীকার করেন। কেবল নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকই অবয়বীকে অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। দ্রষ্টব্যঃ—শা• দী• ৮১পৃঃ ; ন্যা• দ• ২. ১. ৩০-৩৬ ; ৪. ২. ৩... ; বে• দ• শা• ২. ১. ১৫, ১৮ ; সা• ত• কো• ৯ ; মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকা ১৮১৯. আখ্যায়িক কার্ত্তিক সংখ্যা, “অবয়ববিবাদ” প্রবন্ধ।

পুদ্গল-শব্দ যদিও আত্মাকে বুঝায়, তথাপি তাহা এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ; রথ দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে তাহাই সমর্থিত হয়, এবং বক্ষ্যমাণ (৫১ পৃঃ, ১১-১২ পং) শ্লোকটিও এই পক্ষের অন্তর্কূল।

দ্রষ্টব্যঃ—“ধর্ম্মা এব উৎপদ্যমানা উৎপদ্যন্তে, ধর্ম্মা এব নিরুদ্যমানা নিরুদ্যন্তে ; ন পুনরত্র কশ্চিদ্ আত্মভাবে সত্ত্বো বা, জীবো বা, জন্তর্বা, পোষো বা, পুঙ্কষো বা, পুদ্গলো বা,—যো জায়তে বা, হীয়তে বা, চ্যাবতে বাৎপদ্যতে বা” ;—আখ্যায়িকচূড়, শি• স• ২৩৬ পৃঃ ১৫—১৭ পং। “নাত্র কশ্চিদাত্মা বা সত্ত্বো বা, জীবো বা, পুদ্গলো বা—যঃ করোতি প্রতিসংবেদয়তি...;”—তথাগতকোষহত্র, শি• স• ১৭২ পৃঃ ৬পং ; “নাত্র কশ্চিৎ কর্ত্তা ন ভোক্তাভ্যঃ নামসঙ্কেতাং ;”—পিতৃপুত্রসমাগম, শি• স• ২৫৬ পৃঃ ১৪পং ; “যাবদেব ব্যবহারমাত্রমেতৎ নামধেয়মাত্রং সঙ্কেত-মাত্রং সংবৃতিমাত্রং প্রজ্ঞপ্তিমাত্রম্—” ঐ, ঐ, ২৫৭ পৃঃ ৭-৮ পং।

বৌদ্ধদর্শনে পৃথক্ অবয়বীর স্থায় পৃথক্ কোন আত্মাও স্বীকৃত হয় না, দ্রষ্টব্যঃ—২. ১. § ২৪ ; ২. ৩. § ৬ ; ৩. ৫. § ৬ ; ৩. ৭. § ১৫ ; অতএব পুদ্গল শব্দকে এখানে আত্মা-অর্থে ধরিলেও ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ভাল বলিয়া মনে হয় না।

৪৬. ১০ ‘পঞ্চানন্ত’রিয়ং কল্পং, যে সকল কর্ম্মের ফলোৎপাদনে কাল বিলম্ব হয় না,—যাহাদের ফল পরলোকে না হইয়া এই লোকেই সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায় ; ইহা পঞ্চবিধ—মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, রক্তোৎপাদন, সংঘভেদ, ও অপর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ।

৫০. ২ ‘রথরশ্মি’, ৭ ও ১১ পংক্তিতে ‘সুগরশ্মি’ লিখিত হইয়াছে।

৫১. ২ “যথা হি অঙ্গ.....”, S.N. I. 135.

৫২. ১৬ রোহিণের দশমাসাধিক সপ্ত বর্ষ যাবৎ শোণোত্তরের গৃহে যাতায়াত, ও তাহার

পরে নাগসেনের প্রব্রজ্যা গ্রন্থে জটব্য ; ১. ৫ ১১, ২০, ২৫ । অতএব Hardy টিকই অম্বাব্দ করিয়াছেন:—"The king. enquired of the priest how old he was when he was ordained." M. Bud. p. 443.

৬১. ৭ 'সকিলেসো', সন্দেশ; ; সন্দেশ-অর্থ রাগ, ঘেব ও মোহ; "তিনি অকুললম্বানি—
লোভো, মোহো, মোহো; তদেকট্টা চ কিলেসা।"—বি. ২০৮ পৃ: । দশ সন্দেশ
বলিতে এই সকলকে বুঝায়—লোভ, মোহ, মান, দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি-বিধর্ষসেবা),
বিচিকিৎসা (সন্দেহ), চিত্তের অকর্মণ্যতা বা আগসা ('ধীনং' = স্ত্যানং) ওদ্ধতা ও
পাপানুষ্ঠানে নির্ভীকতা ('অনোত্তপ্পং' = অনবতপ্যং) ।

৬১. ২ উপাদান = অত্যধিক তৃষ্ণা; "তৃষ্ণাবৈপুল্যমুপাদানং"—শালিস্তবহজ, শি. ম.
২২২ পৃ: ৬ পং ।

৬২. ১ 'যোনিসো মনসিকারো', পালির 'মনকার' সংস্কৃতে 'মনস্কার'; সংস্কৃতে 'মনসিকার'-
শব্দও আছে। পালি (অ. প. ১৫২) ও সংস্কৃত উভয় কোষেই ঐ শব্দের পর্যায়-
রূপে 'চিন্তাভোগ' শব্দ লিখিত দেখা যায়, এবং অমরকোষের টীকাকার ভরত এই শব্দের
অর্থ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন—"মনস্কার ও চিন্তাভোগ শব্দ
মনের সুখাদি অল্পভবে তৎপরতাকে বুঝায়; কেহ বলেন—তাহার অর্থ হৈর্য; কেহ
বলেন—ব্যাপার; কেহ বলেন—বাহ্যিক বস্তুরাভে চিত্তের নিরাকাজ্ঞতা, বা পুরি-
পূর্ণতা; কেহ বলেন—অনাগত বিষয়ের চিন্তাদি, অথবা মনে বা মনের নিশ্চয়, বা
মনে করা।" এস্থলে 'মনসিকার'-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য 'মনে করা' অর্থ ধরিলেই
যথেষ্ট হইতে পারে।

যোনি-শব্দের অর্থ জ্ঞান, কারণ ইত্যাদি (অ. প. ১৫৩, ৮৪৮) । সারসংগ্রহকার
বলেন—"যোনিসো মনসিকারো"তি-আদিসু ঞ্জাণে;—অর্থাৎ 'যোনিসো মনসিকার'-
প্রভৃতি স্থানে যোনি-শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে 'যোনিসো মনসিকার' শব্দের
অর্থ হয় জ্ঞানপূর্বক মনে করা, বা মনে বিচার বা তর্ক করা।

মূলগ্রন্থে অব্যবহিত পরেই (৬৬ পৃ: ১১ পং) মনসিকারের লক্ষণ কি ? রাজানু এই
প্রশ্নে নাগসেন উত্তর দিয়াছেন যে, তাহার লক্ষণ 'উহন' বা তর্ক। আবার অন্তর্জ
(৪. ১. ৫৭) বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি পরিণত হওয়ার, অষ্টবিধ কারণের মধ্যে
'যোনিসো মনসিকারো' অন্ততম। সে স্থলেও ইহার অর্থ জ্ঞানপূর্বক মনে বিচার বা
তর্ক হইতে পারে। Rh.D. প্রথম স্থলে অর্থ করিয়াছেন reasoning, এবং দ্বিতীয়
স্থলে করিয়াছেন—one's own reflection.

জটব্য :—"সুতনিসিত্তং ভিক্ষুবে অবোনিসো মনসিকারোতো অম্বম্মো চে'ব কাম-
ছক্কো উপ্পজ্জতি..."—অ. নি. (Part. I.) ১. ২. ১;—হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি ওত-

নিমিত্তকে অজ্ঞানপূর্বক মনে বিচার করে, তাহার অহংপর কাষাভিলাষ উৎপন্ন হয়।
 “বোনিসো তিক্খবে বনসি করোতো অহুন্নয়া চে’ব বোজ্জবা উন্নজ্জতি” — এই ১.৮.৫—
 যে তিক্খগণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক মনে বিচার করে, তাহার অহংপর-বোজ্জবসনুহ
 উৎপন্ন হয়।

৩২. ১৬ কুশলধর্ম, জটব্য :—৩৩ পৃ: ২৪ পং।

৩২. ২১ তুল:—“জানিনো মহুজা: সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।

যতো হি জ্ঞানিন: সর্কে পত্তপক্ষিমুগাদয়: ॥” — চণ্ডী।

“পঞ্চাভিচ্চাবিশেষাৎ” — বে. দ. শা. ১.১.১।

৩২. ২৫ প্রজ্ঞার লক্ষণ, জটব্য :—২.১. § ১৪ ; ৭৫ পৃ:।

৩৩. ৭ ‘যোগাবচরো’, তুল :—সংগামাবচরো, কামাবচরো, রূপাবচরো ইত্যাদি ; জটব্য:—
 “যোগাবচরো .. যোগং করোতি”, ২. ১. § ১০ ; ৬৮ পৃ: ৮ পং। অতএব যোগাবচর-
 শব্দের অর্থ ‘যোগী’ অসঙ্গত নহে। মহাযান গ্রন্থে এতাদৃশ স্থলে যোগী শব্দ দেখিতে
 পাওয়া যায়।

৩৩. ১১ এখানে কুশল-শব্দের অর্থ পুণ্য।

৩৩. ১২ ধর্ম-শব্দ পালিতে বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয় ; যথা—পুণ্য, মনের গ্রাহ বিষয়, স্বভাব,
 পর্যাণ্টি (বুদ্ধবচন ত্রিপিটক) ভায়, সত্য, প্রকৃতি (অবস্থা) জ্ঞেয়-বিষয়, গুণ, আচার,
 সমাধি, নিঃসম্ভতা, দোষ-প্রাপ্তি (আপত্তি) ও কারণ প্রভৃতি ;—অ. প. ৮৫, ২৪, ৭৮৪
 ইত্যাদি। বুদ্ধদেব লিখিয়াছেন:—“ধম্মসকো পনায়ং পরিয়ত্তি-হেতু-গুণ-নিম্ভ-
 নিজ্জীবতাদীসু দিস্সতি। অয়ং হি ধম্মং পরিয়াপুণাতি সত্তং গেয়ান্তি—আদিসু
 পরিয়ত্তিরং দিস্সতি। হেতুম্হি এণং ধম্মপটিসত্তিদা’তি—আদিসু হেতুম্হি। “নহি
 ধম্মো অথম্মো চ উত্তো সমবিপাকজো। অথম্মো নিরয়ং নেতি, ধম্মো পাপেতি
 অগ্গতিং’তি—আদিসু গুণে দিস্সতি। তস্মিং খো পন সম্মে ধম্মা হোত্তি ধম্মেহু
 ধম্মানুপস্সী বিহরতীতি—আদিসু নিম্ভসত্তিনিজ্জীবতায়ং।”—অ. স. ৩৮ পৃ:। এখানে
 ধর্ম-শব্দের অর্থ গুণ।

৩৪. ১৬ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।

পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় বল :—প্রজ্ঞাবল, বীৰ্য্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। ৮৫.

১১ পংক্তির টীকা জটব্য।

✓ সপ্তবিধ বোধাদ্য :—স্মৃতিসম্বোধাদ্য, ধর্মবিচয়., বীৰ্য্য., শ্রীতি., প্রজ্ঞা. (হিরতা),
 সমাধি., ও উপেক্ষা.।

“বুদ্ধ্যতীতি বোধি, আরম্ভবিপসসকতো পট্টার যোগাবচরো ; যার বা শো সত্তি-
 আধিকার ধম্মসামগ্গিয়য়া বুদ্ধ্যতি, সজ্জানি পট্টবিজ্জতি, কিলেসনিহাতো বা বুদ্ধ্যতি,

কিলেসসকোচাভাতো বা মঙ্গলকলগতিয়া বিকসতি, সা ধন্যমানসী বোধি ; তস্মৈ বোধিসত্তে তস্মা বা বোধিরা অকৃত্তা কারণকৃত্তা'তি বোধ্যজা....." (অ. ৪০ সূ. টীকা ১৩০ পৃ:)—বোধি-শব্দের অর্থ যে ব্বে বা জ্ঞানলাভ করে, বিশদসনা-আরম্ভকারী হইতে বোধী (বোধের জন্য উদ্যোগকারী) পর্য্যন্ত জীব ; অথবা স্মৃতি প্রভৃতি যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের সামগ্রীর দ্বারা লোক সত্যসমূহ জানে—তাহাতে প্রবেশ, বা ক্লেশ- (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) রূপ নিভ্রা হইতে উত্তীর্ণ হয়, বা ক্লেশজনিত সঙ্কোচের অভাব হেতু প্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ ও ফলের প্রাপ্তি জন্য বিকশিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানের সামগ্রীর নাম বোধি ; সেই বোধির অকৃত্ত অর্থাৎ কারণ স্বরূপ বলিয়া স্মৃতি প্রভৃতির নাম বোধ্যজ ।

চতুর্বিধ নির্মাণ মার্গ :—প্রোতাপত্তি, সন্ধদাগামী, অনাগামী, ও অর্হৎ ।

চতুর্বিধ স্বত্বাপস্থান :—কামস্বত্বাপস্থান, বেদনা স্ব., চিত্ত স্ব., ও ধর্ম স্ব. । "চত্তারো"মে ভিক্ষবে সতি পট্টানা । কতমে চত্তারো ? ইধ ভিক্ষবে, ভিক্ষু কামে কামাসুপসী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিঞ্ঞেয্য লোকে অভিজ্জাদোমনসং ; বেদনাসু...পে...চিত্তে, ধম্মেহু ধম্মাসুপসী...অভিজ্জাদোমনসং", প. স.ম. (Vol.II) ২০২ ।

চতুর্বিধ সম্যক প্রধান চেষ্টা :—উৎপন্ন পাপসমূহের বিনাশের জন্ত চেষ্টা ; অহুৎপন্ন পাপসমূহ বাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে তজ্জন্ত চেষ্টা ; অহুৎপন্ন পুণ্যসমূহের উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা ; ও উৎপন্ন পুণ্যসমূহের বহুলীভাব সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা ।

চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ :—"ইজ্জতি অধিট্টানাদিকং এতবা"তি ইক্কি, ইক্কিবিধ-ঞাণং ইক্কিয়া পাদো ইক্কিপাদো ; (অ. ৪০ স. টীকা, ১২২ পৃ:)—যাহার দ্বারা সন্ধদাদি সিদ্ধ হয়, তাহার নাম ঋদ্ধি, ঋদ্ধি শব্দে ঋদ্ধিবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে, ঋদ্ধির পাদ (অর্থাৎ অংশ বা অঙ্গ) ঋদ্ধিপাদ অর্থাৎ বিভূতির অঙ্গ বা উপায়, ঐশ্বর্যমূলিক অলৌকিক শক্তি লাভের উপায় । ঋদ্ধি বা বিভূতি শ্রুতাদগমনাদি ভেদে দশবিধ, যে সকল উপারে এই ঋদ্ধি লাভ করা যায় তাহাদিগকেই ঋদ্ধিপাদ বলা হয় । ঋদ্ধিপাদ চতুর্বিধ, যথা—হ্রস্ব-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভ করিবার সহজ), বীৰ্য্য-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের জন্ত যথোচিত উদ্যম), চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের জন্য চিন্তা), ও বীমাংসা-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের জন্য অমুসন্ধান) । বিশেষ বিবরণ—প. স. ম. (Vol. II) ২০৫-১৪৮

চতুর্বিধ ধ্যান :—"বিতক-বিচার-পীতি-সুখে'কগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঞানং, পীতি-সুখে'-কগ্গতা-সহিতং দুত্তিরজ্ঞানং, সুখে'কগ্গতা-সহিতং উপেক্ষে'কগ্গতা-সহিতং চতুর্থজ্ঞানং ।" ধ্যান-অভ্যাসকারী ধ্যানের প্রথমাবস্থায় ধ্যেয় বস্তু সবন্ধে বিতর্ক

বিচার শ্রীতি ও হুখ এই সবজকেই অহুত্ব করেন, দ্বিতীয়াবহার বিচার ও বিতর্কের লোপ হইয়া কেবল শ্রীতি ও হুখ-অহুত্ব থাকে, তৃতীয়াবহার কেবল হুখাহুত্ব মাত্র থাকে, এবং চতুর্থাবহার তাহার হুখ-হুখ কিছুই অহুত্ব থাকে না।
 দ্রষ্টব্য—বিং ১০৫।

অষ্টবিধ বিমোক্ষ, ইহাও ধ্যান বিশেষ, যথা—“রূপী রূপাণি পদসতি—অয়ং পঠিতো বিমোক্ষো, অস্ত্যন্তং অরূপসঞ্জ্ঞী বহিষ্কা রূপং পদসতি—অয়ং হৃতিয়ো বিমোক্ষো, হুত’স্থেব অধিমুক্তো ভবতি—অয়ং ততিয়ো বিমোক্ষো,...” বিং ৩৪২-৩। এই বিমোক্ষ আবার ত্রিবিধ ও অষ্টষষ্টি-বিধও আছে; পং সং মং (Vol. II.) ৩৫...পৃঃ।

সমাপত্তি=প্রথম ধ্যানাদিজনিত পরপরবর্তী অবস্থা বিশেষের প্রাপ্তি; Childers ইহা অষ্টবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিভজে (৩৪২ পৃঃ) “সঞ্জ্ঞাবেদগিত-নিরোধ-সমাপত্তি” নামে আরও একটু ধরিয়া নয়টি সমাপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

“সমাপত্তীতি নব অহুপূর্ববিহারসমাপত্তিয়ো”—ঐ।

৬৪. ২২ ‘ভূতগাম’-শব্দের অর্থ এখানে ‘জীব-সমূহ’ না হইয়া ‘তৃণ গুল্মাদি’ হইবে; (২. ৩. § ৫; ১০৮ পৃঃ ২৪ পং)। “ভূতগাম...”তি এখ ভবন্তি অহেতুঃ (‘অহব’স্তি—সং পাং) চা’তি ভূতা, জায়ন্তি বড্ভন্তি, জাতা বড্ভতি’চাতি অথো; গামো’তি রাসী; ভূতানং গামো, ভূতা এব বা গামো’তি ভূতগামো; পতিটুঠিতহরিততিগন্ধক্খাদীনমেতং অধিবচনঃ” (কং বিং ১০০ পৃঃ);—যাহারা জাত হইয়া বা জাত হইয়াছিল—যাহারা জাত হইয়া বর্ধিত হয়, তাহার নাম ভূত; গ্রাম শব্দের অর্থ রাসি বা সমূহ; ভূতগ্রাম-শব্দে হরিত-তৃণবৃক্ষাদিকে বুঝায়।

৬৬. ৩ “আতীপীতি’ বিরিয়বা, বিরিয়ং হি কিলেসানং আতাপনপন্নিতাপনট্টেন আতাপো’তি বুদ্ধতি, তদস্স অতীতি আতাপী। ‘নেপকো’তি নেপকং বুদ্ধতি পঞ্ঞা, তায় সমস্সাগতো’তি অথো।”—বিং মাং ৩ পৃঃ।

এই শ্লোকটির অনুবাদ বিষুদ্ধিমগ্গের বুদ্ধঘোষ কৃত অনুবাদ অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে। বিং মাং ১ পৃঃ।

৬৭. ৫ ‘অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নস্’, অজ্ঞান ও মগ্গ (‘অজ্ঞানম্ অগ্গ’নহে) এই উভয় শব্দই পৃথক্ পৃথক্ পথবাচী হইলেও একত্র প্রযুক্ত হইয়া দীর্ঘ পথকে বুঝাইতেছে; ‘অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নসসা’তি অজ্ঞানমজ্ঞাতং দীঘমগ্গং পটিপন্নস্”—কং বিং ৮০ পৃঃ। অতএব অনুবাদে ‘পথের অগ্রে’-স্থলে দীর্ঘপথে’ পড়িতে হইবে।

৬৭. ২৩ Rh. D. বলেন—উদকপ্রদাকমণি-শব্দে এখানে মহাদদস্সনস্তুত্তের (D. N. Vol. II. p. 175; (D. xvii. 1. 14) ‘মণি-রতন’কে লক্ষিত করিতেছে। কিন্তু সেখানে ঐ মণির অদ্বুত দীপ্তির কথা জানা যায়, কিন্তু জল পরিকারের কোন কথা নাই।

৬৮. ১২ “তং উত্থংপপুরেণ,” Cf. S. N. ii. 32 ; v. 396 ; A. N. I. 243 ; II. 114-19.
৬৯. ১. ওষ চতুর্বিধ যথা—কাম, ভব, (মিথ্যা-) দৃষ্টি ও অবিদ্যা ।
৬৯. ১০ “সদ্ধায়স্বজ্ঞাতীতি”, S. N. i: 214 ; Su. N. I. 10. 4.
৭১. ২৩ স্বত্ব্যপস্থান-প্রভৃতির অর্থের জন্য ৬৪ পৃ. টীকা দ্রষ্টব্য । অষ্টাদশিক মার্গ, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি (দর্শন), সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কৰ্ম্মাস্ত (আচার), সম্যক্ আজীব (জীবিকা), সম্যক্ ব্যায়াম (উদ্যম), সম্যক্ স্থিতি (অবধান) ও সম্যক্ সমাধি ।
৭১. ৫ “অপিলাপন-লক্ষণা.....সতি”, নে. প. ২৮, (‘অপিলাপন’ইঠেন সতি) ১৫, ৫৪ । ‘অপিলাপন’-শব্দের অর্থ Prof. E. Hardy, Rh. D. প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—repeation.
৭১. ৭ ‘কণ্হ-স্কন্ধ’, অর্থাৎ কাল-সাদা, মলিন-অমলিন, অবিভক্ত-বিভক্ত, পাপ-পুণ্য ; “অথি কন্মং কণ্হং কণ্হবিপাকং, অথি কন্মং স্কন্ধং স্কন্ধবিপাকং, অথি কন্মং কণ্হস্কন্ধবিপাকং, অথি কন্মং অকণ্হং-অস্কন্ধং অকণ্হ-অস্কন্ধবিপাকং কন্মু’ত্তমং কন্মসেট্ঠং কন্মকথায় সংবত্ততি,”—A. N. II. p. 230 ; N. P. p. 159 ; “অথি পুগ্গলো কণ্হো কণ্হাভিজাতিকো কণ্হং ধম্মং অভিজায়তি ..” N. P. p. 158 ; Cf. A. N. III. p. 384. sq. “ ‘কণ্হং ধম্মং অভিজায়তীতি’—কালকং দসবিধং হুসীলধম্মং পসবতি কয়োতি...‘স্কন্ধং ধম্ম’স্তি’—অয়ং পূর্ব্বে’পি পুণ্ণে’ অকতত্তা পুণ্ণে’সজ্জাতং স্কন্ধং পণ্ডরং ধম্মং অভিজায়তি ।” Commentary to N. P. p. 245 ; “শুক্লো ধর্ম উপ-জায়তে”—পা. দ. (ব্যাসভাষ্য) ১. ৩৩ ।
৭২. ২৫ ‘এই শাস্তি’, (‘সমথো’), অর্থাৎ শম ; “চেতো বিক্কেপপট্টসংহরণলক্ষণো সমথো” (N. P. III. A. § 4, p. 27)—সমথের লক্ষণ চিত্তের বিক্কেপকে সংহার করা । ‘বিদর্শন’ (‘বিপস্সনা’), বিশেষভাবে দর্শন ; “তথ যা বীমংসা উপপরিচ্ছা, অয়ং বিপস্সনা” (Ibid. § 7 ; p. 42)—মীমাংসা-উপপরীক্ষার নাম ‘বিপস্সনা’ । “ইমে স্বে ধম্মা ভাবনাপারিপূরিং গচ্ছন্তি—সমথো চ বিপস্সনা চ । ইমেসু দীসু ধম্মেসু ভাবিয়মানেসু স্বে ধম্মা পহীযান্তি -তণ্হা চ অবিজ্জা চ” (Ibid.)—সমথ ও বিপস্সনা সম্পূর্ণ ভাবিত হইলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা নষ্ট হয় । “বেন তণ্হানুসয়ং সমুহন্তি, অয়ং সমথো ; যেন তণ্হানুসয়স পচ্চয়ং অবিজ্জং বারয়তি, অয়ং বিপস্সনা” (Ibid. p. 43)—যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয়কে বিনাশ করা যায় তাহা সমথ, এবং যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয়ের কারণ অবিজ্ঞাকে বারণ করা যায় তাহার নাম বিপস্সনা । “তথ সমথসু ফলং রাগবিরাগা চেতোবিমুক্তি ; বিপস্সনায় ফলং অবিজ্জাবিরাগা পঞ্ণে’বিমুক্তি”.

(*Ibid.*)—সময়ের কল রাগ-বিরাগ হইতে চিত্তের বিমুক্তি, এবং বিপদসনার কল
অবিজ্ঞারাগ হইতে প্রজ্ঞার বিমুক্তি। “কতাবদয়ঃ শমো নাম ? ব আৰ্য্যাকরমতিহুত্রে
শমথ উক্তঃ। তত্র কতমা শমথাকরতা ? বা চিত্তস্য শান্তিরূপশান্তিরবি-
ক্ষেপকেদ্রিরসংযমঃ.....। কিং পুনরস্য শমস্য সাহায্যং ? যথাভূতজ্ঞানজননশক্তিঃ
(Cf. “শমথপরিশোধিতচিত্তসন্ধানে প্রজ্ঞায়াঃ প্রোহৃতাবাৎ, সুপ্রশোধিতক্ষেত্রে শস্য-
নিশ্চিন্তিরভূৎ” বো. চ. প. ১. ১) যস্মাৎ—সমাধিতো যথাভূতঃ প্রজ্ঞানাতীত্যবদ-
ন্থনিঃ।”—শি. স. ১১৯. ৯-১১।

‘বিদ্যা’, “সর্ববদ্ব্যসম্পটবৈধলক্ষণা বিজ্ঞা” (*Ibid.* p. 29)—বিদ্যার লক্ষণ
এই যে, ইহা দ্বারা সমস্ত বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়কে
যথাযথরূপে জানিতে পারা যায়।

‘বিমুক্তি’, Childers বলেন, ইহা পঞ্চবিধঃ—ভদ্রবিমুক্তি, বিকৃতভদ্রবিমুক্তি,
সমুচ্ছেদবিমুক্তি, পঠিপদসন্ধিবিমুক্তি, ও নিঃসরণবিমুক্তি ; দ্রষ্টব্যঃ—

“সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুক্তি চ অমুক্তরা।

অমুক্তরা ইমে ধম্মা গোতমেস যসস্সিনা ॥”

D. N. Vol II. 123 ; K. V. Vol. I. 115.

৭২. ১৭ ‘ভাণ্ডাগারিক,’ Rh. D. বলেন ভাণ্ডাগারিক-শব্দে মহাস্থদস্নান স্তব্ধস্তের ‘গহ-
পতি’রতন’কে সূচিত করা হইয়াছে, D. N. Vol. II. p. 176 (D. xvii. 1.16).

৭৩. ২০ Rh. D. বলেন পরিনায়করতন-শব্দেও মহাস্থদস্নান স্তব্ধস্তের পরিনায়করতন
সূচিত হইতেছে। *Ibid.* p. 177.

৭৪. ৩ “ভাসিত..... বদামীতি”—এই অংশটুকু Rh. D. এর অনুবাদে দেখা যায় না।
ইহা কোথা হইতে উদ্ধৃত অবৈধগীয়।

৭৪. ৭ ‘সমাধিপোণা’—সমাধিপ্রবণা, প্রবণ=আসক্ত (হেমচন্দ্র) ; “সমরাচারপ্রবণা”
—বি. পু. ৬. ১. ১১ ; তুলঃ—পোণ (প্রবণ)=*prone*, L. *pronus*.

৭৪. ২২ ‘সমাধিপ্রাগ্ভার’, অর্থাৎ সমাধির দিকে অতিমুখ ; তুলঃ—“বা তু (চিত্তনদী)
কৈবল্যাগ্রাগ্ভারা বিবেকবিধরিনিয়া”—পা. দ. (ব্যাসভাষ্য) ১. ১২ ; “ভবত্যসৌ তৎ-
প্রবণস্তম্নিঃ”—শি. স. ১০৬. ১৩ ; “ধর্মনিম্নতা ধর্মপ্রবণতা ধর্মপ্রাগ্ভারতা”—
ঐ. ১২১. ৮।

৭৪. ২৪ ‘গোপানদী’, ইহার অপর নাম বলভী বা বড়ভী। ইহা গৃহের কোন অংশকে
বুঝায়, তৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য ; এখানে যে সকল
অর্থ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে “পটলভ্রাণো বংশপঞ্জরম্”—ইতি ভট্টঃ—এই
অর্থটিই এখানে সঙ্গত বোধ হয়। পটল (ছদি) শব্দের অর্থ ছাদ বা চাল, তাহার নীচে

যে বংশ বংশের উপর বাতা দিয়া খড় দেওয়া হয়, ঐ বংশগুলিই 'বংশ পঞ্জর' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। "গৃহাশ্রমগ্রন্থাগে দত্তবক্রকাষ্ঠং, 'মুদনী' ইতি ভাবা"—ইতি অবরজীকা সারস্বতী। গোপানাসী বৈবে বক্র, তাহা পালিসাহিত্যে বহুস্থানেই দেখা যায়। Rh. D. ঐ শব্দের অর্থবাদ করিয়াছেন—rafter.

৭৬. ৬ "সমাধিং তিক্খবে.....পজ্ঞানাতীতি," S. N. iii. p. 13 ; "সমাহিতো যথা-
ভূতং জানাতীত্যবদম্মুনিঃ" বো. চ. প. ২. ১ ; "সমাহিতচেতসো যথাভূতদর্শনঃ
ভবতি—" ধর্মসঙ্গীতি, ঐ ; শি. স. ১১২. ২-১১ ; "সমাহিতো যথাভূতং প্রজ্ঞানাতী-
ত্যবদম্মুনিঃ। শমাচ্চ ন চলেচ্চিহ্নং বাহ্যচেষ্টানিবর্তনাত্"—শি. স. XLI ; "সমাহিত-
চিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি"—পা. দ. (বাসভাষ্য)
• ১.২০ ; "সমাহিতচিত্তশ্চ ভাবয়ন্ সম্যগ্ বিজ্ঞানাতি"—ঐ ভোজবৃত্তি ; "সমাহিত-
চিত্তো যথাভূতং প্রজ্ঞানাতি, যথাভূতং পচ্যোতি"—ম. ব্য. ৮১. ৬।

৭৬. ৩ 'বিদংসেতি', = বিদগদ্যতি ; র = ৎ, যথা—সংগ্রহদ্যতি—সংগ্রহংসেতি ; শব্দরী
= সংবরী ; পা. প্র. ১. ২৫।

৭৬. ১৫ আর্ঘ্যসত্য সমুহ—হুঃখ, হুঃখসমুদয় (কারণ), হুঃখনিরোধ ও হুঃখনিরোধগামিনী
প্রতিপদা।

৭৬. ১৬ 'আত্মাভাব (অনন্তা),' আত্মা-শব্দের অর্থ জীদৃশ স্থলে স্বভাব, অতএব আত্মাভাব-
শব্দে স্বভাবহীনতা বা নিঃস্বভাবতা বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধদর্শনে সমস্ত ধর্ম বা বিষয়ই
নিরাত্মা, নিঃস্বভাব ; কাহারো নিজের কোন ভাব বা সত্তা নাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা
স্থানবিশেষে ইহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—মানবশরীরে পৃথিবী, জল,
তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান এই ষাট ধাতু আছে। এই ষাট আবার বাহ্য ও
আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। শরীরে কেশ লোম নথ দন্ত প্রভৃতি যে সকল কঠিন পদার্থ
দেখা যায়, তাহা আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু ; শরীর ভিন্ন অপরস্থলে যাহা কিছু প্রস্তরাদি
কঠিন বস্তু দেখা যায়, তাহা বাহ্য পৃথিবীধাতু ; অন্তান্ত ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ। এখন
এই যে আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু উপর হইতেছে, ইহা ত উপত্যক্তির সময় কোন স্থান
হইতে আসিতেছে না, এবং নিরোধ বা ধ্বংসের সময়ও কোনো স্থলে গিয়া রাশীভূত
হইয়া থাকে না। কিন্তু এমন সময় আছে, যখন জী অন্তর্ভাবে (অধ্যাত্ম্য)নিজেকে আত্ম
জী' বলিয়া কল্পনা করে, এবং বহির্ভাবে পুরুষকে 'পুরুষ' কল্পনা করে ; অপরপক্ষে
পুরুষও নিজেকে ঐরূপে 'পুরুষ,' ও জীকে 'জী' কল্পনা করে। অনন্তর পরস্পর সংযোগে
আকাজ্জা বশত তাহাদের সংযোগ হয়, এবং তাহা হইতে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে।
এখন, সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পরিতার মধ্যে বস্তুত কেহই নাই ; জীতে 'জী' নাই, এবং পুরুষেও
'পুরুষ' নাই। অতএব সেই সঙ্কল্প অসং, সঙ্কল্প অসং বলিয়া সংযোগও অসং, এবং

সংযোগ অসং বলিয়া গর্ভসঞ্চারণও অসং । স্বভাবতই বাহ্য নাই, তাহা কিরূপে কঠিন বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে । অতএব উৎপাদ্যমান কাঠিন্য কোন কোন হইতে আসে না, এবং নিরুধ্যমান কাঠিন্যও কোথাও যায় না । এই শরীরের পর্য্যাবসান আশানে, সেখানে তাহার নিরুধ্যমান কাঠিন্য পূর্বদিকেও যায় না, দক্ষিণদিকেও যায় না, পশ্চিমদিকেও যায় না, উত্তরদিকেও যায় না, উপরেও যায় না, নীচেও যায় না । পৃথিবীধাতু এইরূপই দ্রষ্টব্য । অতএব পৃথিবী ধাতুর উৎপত্তিও শূন্য, বিনাশও শূন্য । স্তত্রাং ব্যবহারমাত্র ভিন্ন পৃথিবীধাতুকে পৃথিবীধাতুস্বরূপে জানা যায় না ; এবং সেই ব্যবহারও কিছু জীবা পুরুষ নহে ।—

“ষড্ধাতুরয়ং মহারাজ, পুরুষঃ....., কতমে যট ? পৃথিবীধাতুরাপোদোহপি..... । কতমশ্চ মহারাজ, আধ্যাত্মিকঃ পৃথিবীধাতুঃ ? যৎকিঞ্চিদগ্নিন্ কায়েহধ্যাত্মং কক্খটং থরগতমুপাত্তং কেশা দন্তা ইত্যাদি । তত্র মহারাজ, আধ্যাত্মিকঃ পৃথিবীধাতুরূপ-পদ্যমানো ন কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানো ন কচিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি । ভবতি মহারাজ, স সময়ে যৎ স্ত্রী অধ্যাত্মমহং স্ত্রীতি কল্পয়তি । সাধ্যাত্মমহং স্ত্রীতি কল্পয়িত্বা.....বহির্ধা পুরুষং পুরুষ ইতি কল্পয়িত্বা সংরক্তা সতী বহির্ধা পুরুষেণ সার্থং সংযোগমাকাঙ্ক্ষতে । পুরুষোহপি...কল্পয়তীতি পূর্ববৎ । তয়োঃ সংযোগোকাঙ্ক্ষয়া সংযোগো ভবতি, সংযোগ-প্রত্যয়াং কললং জায়তে । তত্র মহারাজ, যশ্চ সঙ্কল্পো যশ্চ সঙ্কল্পয়তি, উভয়-মেতন্ন বিদ্যাতে, স্ত্রিয়াং স্ত্রী ন সংবিদ্যাতে, পুরুষে পুরুষো ন সংবিদ্যাতে, যথা সঙ্কল্পস্তথা সংযোগোহপি কললমপি স্বভাবেন ন সংবিদ্যাতে । যশ্চ স্বভাবতো ন বিদ্যাতে, তৎ কথং কক্খটং জনয়িষ্যতি,...কক্খটং যুৎপত্তমানং ন কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানং ন কচিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি ।...অয়ং কায়ে...পার্য্যাবসানো ভবতি, তস্ত তৎ কক্খটং... নিরুধ্যমানং ন পূর্বাং দিশং গচ্ছতি, ন দক্ষিণাং, ন পশ্চিমাং, নোত্তরাং নোদ্ধং, নাধো, ন তু বিদিশং গচ্ছতি ।.....তত্র মহারাজ, পৃথিবীধাতোরূপাদোহপি শূন্যঃ, ব্যয়োহপি শূন্যঃ ; উৎপন্নোহপি পৃথিবীধাতুঃ স্বভাবশূন্যঃ । ইতি হি মহারাজ, পৃথিবী-ধাতুঃ পৃথিবীধাতুত্বেন নোপলভ্যাতে অত্র ব্যবহারারাং । সোহপি ব্যবহারো ন স্ত্রী ন পুরুষঃ । এবমেবৈতং মহারাজ, সম্যক্ প্রজ্ঞয়া দ্রষ্টব্যম্..... ।”—পিতৃপুত্রসমা-গম, শি. স. ২৪৪-২৫৬ ।

“স যাং কাঞ্চিদ্ বেদনাং বেত্তি সর্কাং তামনিতাবেদিতাং বেত্তি, সর্কাং তাং হুঃখেদিতাং বেত্তি, অনান্নবেদিতাং বেত্তি ।”—শি. স. ২২৩ ।

এইজন্তই বেদদার্শনিকগণ বলেন—“নিরাশ্রয়ঃ সর্বধর্ম্মাঃ ।” তুলঃ—

“বুদ্ধ্যা বিবিচ্যামানানাং স্বভাবো নাবধারণ্যতে ।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাশ্চ দর্শিতা ॥

ইদং বস্তুবলান্নাতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ ।

• যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীঘ্র্যন্তে তথা তথা ॥

সৰ্বদর্শনসংগ্রহ-খত লঙ্কাবতারণ্য ।

ইহাই বৌদ্ধদর্শনের নৈরাশ্র্যবাদ বা শূন্যবাদ । বস্তুতঃ সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, এবং অ-সদসৎও নহে ; কিন্তু এইসমস্ত পক্ষ হইতে বিনির্মুক্ত শূন্যই তাহার স্বভাব । ঘটাদি বস্তুর স্বভাব কি ?—স্ব না অস্ব ? যদি স্বেই স্বভাব হয়, তবে ত ঘট সর্বসময়েই আছে, তাহার উৎপাদনের জন্ত কারকের অপেক্ষা থাকিতে পারে না ; আর যদি অস্বই তাহার স্বভাব হয়, তবে সে কখন উৎপাদিত হইতে পারে না বলিয়া পূর্বের ত্রায় কারকের অপেক্ষা থাকে না ।—

• “ন সতঃ কারক্যাপেক্ষা ব্যোমাদেদিব যুজ্যতে ।

কার্য্যস্তাসম্ভবী হেতুঃ ধপুষ্পাদেদিবাসতঃ ॥”

সৰ্বদর্শনসংগ্রহ ।

৭৭. ১৩ ‘এই সকল ধর্ম’, দ্রষ্টব্য :—২. ১. ১ ; ৬৩ পৃ: ১৩ পং ।

৭৮. ২০ ‘কলল...’, দ্রষ্টব্য :—

“পঠমং কললং হোতি কললা হোতি অব্বুদং ।

অব্বুদা জায়তী পেসী, পেসী নিব্বত্ততী ঘনো ॥

ঘনা পসাথা জায়ন্তি, কেসা লোমা নথানি চ ॥”

—S. N. I. 206 ; J. Vol. IV. 496 ; K. V. (Vol. II.) 494.

৮০. ২১ ‘চরম বিজ্ঞান (পশ্চিম বিজ্ঞান)’, ইহার অর্থ এখানে চরম বিবেচনা নহে ; বৌদ্ধগণের আত্মশব্দবাক্য আলয়বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয় । এই আলয়বিজ্ঞানও ক্ষণিক, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় । আলয়বিজ্ঞানরূপ মূল বিজ্ঞান প্রথম ক্ষণে ‘প্রথম বিজ্ঞান’ নামে, এবং দ্বিতীয় ক্ষণে ‘পশ্চিম বা চরম বিজ্ঞান’ নামে কথিত হয় (তুল :—“তত্ত্ব চ প্রথমবিজ্ঞানস্ত ঔপপত্ত্যংশিকস্ত সমনস্তরনিরুদ্ধস্ত অনন্তর-সভাগা চিত্তসমুত্তিঃ প্রযত্নতে । যত্র বিপাকস্ত প্রতिसংবেদনা প্রজায়তে । তত্র যশ্চরমবিজ্ঞানস্ত নিরোধস্তত্র চ্যুতিরिति সংখ্যাং গচ্ছতি, যঃ প্রথমবিজ্ঞানস্য প্রাদুর্ভাব-স্তত্রোপপত্তিঃ । ইতি হি মহারাজ, ন কশ্চিদ্ধর্মোহস্মাল্লোকাং পরং লোকং গচ্ছতি । চ্যুতুপপত্তী চ প্রজায়তে ।”—শি. স. ২৫৩. ৫-৭) । বিজ্ঞানের ধারা বা প্রবাহ চলিতে থাকে । প্রথম বিজ্ঞানের সময়ে যে সকল ধর্ম ছিল, চরম বিজ্ঞানের সময় আর তাহারা থাকে না । অতএব, যেমন চরমযামের প্রদীপে যে প্রদীপ সংগৃহীত হয়, তাহা ঠিক পূর্বকারটিও নহে, এবং অস্তও নহে, সেইরূপ চরম-বিজ্ঞানে যাহা গিয়া সংগৃহীত হইতেছে, তাহা ঠিক সেও নহে, অস্তও নহে । দ্রষ্টব্য:—

“ধর্ম্মা এব উৎপদ্যমানা উৎপদ্যন্তে ধর্ম্মা এব নিক্শ্যমানা নিক্শ্যন্তে । ন পুনরত্র কন্দিদ্যম্ভাবে সযো বা জীবো বা জন্তবী পোষো বা পুরুষো বা পুংগলো বা মহুজো বা জায়তে বা জীর্ষ্যতে বা চ্যবতে বা উৎপদ্যতে বা”—শি. সূ. ২৩৬. ১৪-১৬ । আয়াম্ভের শরীরগত রূপাদি ণ বা ধর্ম্ম পর-পর শরীরে সন্নিহিত হয় । এইজন্য পর পর শরীর ঠিক একও নহে, অথবা ঠিক অত্রও নহে ।

৮১.৯ ‘পচ্চর (প্রত্যয়)’, “নিমিত্তং কারণং ঠানং পদং বীজং নিবন্ধনং । নিদানং পভবো হেতু সত্ত্ববো সেতু পচ্চরো”—(অ. প. ১১ ; দ্রষ্টব্যঃ—৮৫৭)—এহলে প্রত্যয়-শব্দ হেতু-শব্দের দ্বার সাধারণত কারণের পর্যায়রূপে পঠিত হইয়াছে । মূলত ঐ দুই শব্দ কারণবাচী হইলেও বৌদ্ধধর্মে তাহাদের অবাস্তব ভেদ আছে ; অসাধারণ কারণের নাম হেতু, এবং সাধারণ কারণের নাম প্রত্যয় ; অপর কথার—মূল বা উপাদান কারণের নাম হেতু, এবং সহকারী কারণের নাম প্রত্যয় । অকুরের প্রতি বীজ হেতু (অসাধারণ কারণ), এবং পৃথিবী ও জল প্রভৃতি প্রত্যয় (সাধারণ কারণ) । বস্তুর স্ব-ভাব হেতু, পর-ভাব প্রত্যয় ; অকুরের যাহা স্ব-ভাব—বীজ, তাহাই তাহার হেতু ; এবং যাহা পর-ভাব—পৃথিবী-জল প্রভৃতি, তাহাই তাহার প্রত্যয় । জনকের নাম হেতু, এবং পরিগ্রাহক অর্থাৎ অনুগ্রাহক বা সহকারীর নাম প্রত্যয় ; হেতু আধ্যাত্মিক এবং প্রত্যয় বাহ্য । ‘নেতি-পকরণে’ উক্ত হইয়াছে :—

“যে ধর্ম্মা জনরত্তি—হেতু চ পচ্চরো চ । তথ কিংলক্ষণো পচ্চরো ? অসাধারণ-লক্ষণো হেতু, সাধারণলক্ষণো পচ্চরো । যথা কিং তবো ? যথা অকুরস্ নিববত্তিরা বীজং অসাধারণং, পঠবী আপো চ সাধারণা । অকুরস্ হি পঠবী আপো চ পচ্চরো, সত্ত্ববো হেতু ।

যথা বা পন ঘটে হুঙ্কং পক্খিত্তং দধি ভবতি, ন চ’খি এককালসমবধানং হুঙ্কস্ চ দধিস্ চ । এবমেব ন’খি এককালসমবধানং হেতুস্ চ পচ্চরস্ চ ।

*

*

*

যথা বা পন ঝালকক্কং বত্তিক্কং, তেলক্ক দীপস্ পচ্চরভূতং, ন সত্তাবহেতু । নহি সন্ধা ঝালকক্কং বত্তিক্কং, তেলক্ক অনগুগিক্কং দীপেতুং দীপস্ পচ্চরভূতং । দীপো কিং সত্তাবো হেতু হোত্তি ।

ইতি সত্তাবো হেতু, পরত্তাবো পচ্চরো ; অস্মত্তিকো হেতু, বাহিরো পচ্চরো ; জনকো হেতু, পরিগ্গাহকো পচ্চরো ; অসাধারণো হেতু, সাধারণো পচ্চরো ।” N.P. 78-79.

বাচস্পতিমিশ্র ভাস্করীতে (বে. দ. ২.২.১১) প্রত্যয় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন:—“প্রত্যরো হেতুনাং সমবারঃ ; হেতুং হেতুং প্রত্যরন্তে হেতুস্তরাণীতি তেধাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যরঃ, সমবার ইতি যাবৎ ।” তুল্য:—“ইতরেত্তরপ্রত্যরঃ

হাদিতি...—বে. দ. ২. ২. ২ ; “অভাবপ্রত্যয়লব্ধা বৃত্তির্নিজা”—পা. দ. ১. ১০ ;
“কার্য্যং প্রত্যয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণঃ”—ঐ বৃত্তি ।

অতএব অহুবাদে প্রত্যয়-শব্দের অর্থ যে ‘কারণ’ লিখিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ
কারণ আনিতে হইবে, অন্তর্ভুক্ত এইরূপ বোধ্য ।

৮৩. ২৪ ৭৬. ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য ।

৮৫. ৬ ‘আলিঙ্গনং’, See Apte’s *Sanskrit-English Dictionary*; তুলঃ-আদীপনং ।

৭৫. ১১ প্রক্ষেপ্তির...ইত্যাদি, “যথাহ আধীক্ষরমতিস্থত্রে পক্ষানীমানি ইন্দ্রিয়ানি ।
কতমানি পক্ষ । প্রক্ষেপ্তিরং বীৰ্য্যেপ্তিরং স্বতীপ্তিরং প্রক্ষেপ্তিরমিতি । তত্র কতমা
শ্রদ্ধা ? যথা শ্রদ্ধায়াশ্চতুরো ধর্মানভিশ্রদ্ধাতি । কতমাশ্চতুরঃ ? সংসারাবচরীঃ
লৌকিকীঃ সমাগদৃষ্টিঃ শ্রদ্ধাতি । স কর্মবিপাকপ্রতিশরণো ভবতি—যদ্যং কর্ম
করিষ্যামি, তত্ত তত্ত কর্মধঃ কলবিপাকং প্রত্যাহুতবিদ্যামীতি । স জীবিতহেতোরপি
পাপং কর্ম ন করোতি । বোধিসত্ত্বেচারিকামতিশ্রদ্ধাতি । তচ্চর্যাপ্রতিপন্নশান্যত্র
স্পৃহাং নোৎপাদয়তি । পরমার্থনীতার্থং গন্তীর-প্রতীত্যসমুৎপাদ-নিরাশ্র-নিঃসঙ্ক-
নির্জীব-নিঃপুংগল-ব্যবহার-শূন্ততা প্রণিহিতলক্ষণান্ সর্ব্বধর্মান্ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাতি । সর্ব্ব-
দৃষ্টিকৃতানি চ নানুশেতে সর্ব্ববুদ্ধধর্মান্ বলবৈশারদ্যপ্রভৃতীংশ্চ শ্রদ্ধাতি । শ্রদ্ধা চ
বিগতকথংকথন্তান্ বুদ্ধধর্মান্ সমুদানয়তি । ইদমুচ্যতে প্রক্ষেপ্তিরম্ ।

তত্র কতমদ্ বীৰ্য্যেপ্তিরং ? যান্ ধর্মান্ প্রক্ষেপ্তিরেণ শ্রদ্ধাতি তান্ ধর্মান্
বীৰ্য্যেপ্তিরেণ সমুদানয়তীদমুচ্যতে বীৰ্য্যেপ্তিরম্ ।

তত্র কতমং স্বতীপ্তিরং ? যান্ ধর্মান্ বীৰ্য্যেপ্তিরেণ সমুদানয়তি, তান্ ধর্মান্
স্বতীপ্তিরেণ ন বিশ্রাণয়তি । ইদমুচ্যতে স্বতীপ্তিরম্ ।

তত্র কতমং সমাধীপ্তিরম্ ? যান্ ধর্মান্ স্বতীপ্তিরেণ ন বিশ্রাণয়তি, তান্ সমাধী-
প্তিরেণ একাগ্রীকরোতি ।—ইদমুচ্যতে সমাধীপ্তিরম্ ।

তত্র কতমং প্রক্ষেপ্তিরং ? যান্ ধর্মান্ সমাধীপ্তিরেণ একাগ্রীকরোতি তান্ প্রক্ষে-
প্তিরেণ প্রত্যাবেক্ষতে প্রতিবিধ্যতি, যদেতেষু ধর্মেষু প্রত্যাহুজ্ঞানম্—অপরপ্রত্যাহ-
জ্ঞানম্ ইদমুচ্যতে প্রক্ষেপ্তিরম্ ।

এষিম্যানি পক্ষেপ্তিরানি সহিতান্যহুপ্রবুদ্ধানি সর্ব্ববুদ্ধধর্মান্ পরিপূরয়তি, ব্যাকরণ-
ভূমিকাণ্যয়তি ।—শি. স. ৩১৬. ১৩—৩১৭. ১২ ।

শ্রদ্ধাদিজাতবলের নামই ইন্দ্রিয়বল । ইন্দ্রিয়-শব্দ এখানে গুণবাচক ; See
Childers.

৮২. ২ “সো একং বেদনং...,” ?

৮২. ৭ “নাভিনন্দামি...ভভকো যথা,” তুলঃ—

“নাভিনন্দেত বরণং নাভিনন্দেত জীবিতং

কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো যথা ॥” মং স০ ৬. ৪৫ ।

“যথা ভূতকো নির্দেশং ভূতিং গৃহীয়া কালং পরিপালয়তীতি—মেধাতিথিঃ ।
‘নির্দেশং’ স্থলে কুল্লুকভট্ট-সম্মত পাঠ ‘নির্দেশম্’ ; তিনি বলেনঃ—“নির্দিশ্যত ইতি
নির্দেশো ভূতিঃ, তৎপরিশোধনকালমিব ভূতকঃ ।”

কুর্কপূরাণেও (২৮ অ০, সত্ত্বাসধর্ম, ৬৪৯ পৃঃ) এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,
‘নিবেশং’ বা ‘নির্দেশং’ স্থানে সেখানে ‘নিদেশং’ আছে ।

মূলোক্ত শ্লোক দুইটির সহিত থেরী গাথার ১০০৩, ১০০২ সংখ্যক গাথা তুলনীয় ।

১০. ৭ ‘উভো’পি তে (ভক্তং অয়োগুলাং, সীতং হিমপিণ্ডং) দহেয়্যং, তপ্ত অয়ঃপিণ্ডের
দাহ প্রসিক্ত, কিন্তু শীত হিমপিণ্ড কিরূপে দাহ করে ? হিমপিণ্ড পক্ষে দাহ-শব্দের
অর্থ এখানে নিঃসার করা । তুলঃ—“বজ্রো বা আপো বজ্রো হি বা আপস্তম্বাদ্ যেনৈতা
যন্তি নিয়ং কুর্কন্তি যত্রোপতিষ্ঠন্তে নির্দ হন্তি”—শ০ ব্রা০ ১. ১. ১. ১৭ ;
“নির্দ হন্তি নিঃসারং কুর্কন্তি”—সায়ণ ।

১০. ১৩ ‘নিগ্রহ,’ “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ নিগ্রহস্থানম্”—ন্যা০ দ০ ৮. ২. ১২ ;
“বিপরীতা বা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তিঃ, বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি, নিগ্রহস্থানং
খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ । অপ্রতিপত্তিস্ত আয়ত্তবিষয়েহপ্যনারম্ভঃ ; পরেণ স্থাপিতং
বা ন প্রতিবেদতি, প্রতিবেদং বা নোদ্ধরতি”—ঐ বাৎসর্যনভাষ্য ।

১১. ৬ ‘নেক্খম্ম’, ‘নেক্খম্মং পঠমজ্জানং পবব্জজায়ং বিমুক্তিয়ং । বিপস্সনায়ং
নিস্সেসকুসলস্মিঞ্চ দিস্সতি,”—অ০ প০ ৮৩১ ; এখানে ঐ পদের অর্থ প্রত্যাখ্যান
সন্ন্যাস । নৈকাম্য, নৈজম্য, ও নৈকর্ম্য এই তিনটি শব্দ হইতেই যদিও কোনরূপে
“নেক্খম্ম”-পদটি হইতে পারে, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এখানে
নেক্খম্ম-পদের সংস্কৃত ‘নৈজম্য’ ধরাই সঙ্গততর বোধ হয় । স্থল বিশেষে তাহার সংস্কৃত
‘নৈকাম্য’ বলিয়াই বোধ হয়, যথা—“এবং স্ত্রমেধপত্তিতো নানাবিবাহি উপমাহি ইমং
নেক্খম্মু পসংহিতং অখং চিস্তেয়া,”—জা০ ১. ৬ ; See Childers ; Cf. Rh. D’s
note, Vinaya Text, (S. B. E.) Part I. p. 104.

১১. ১০ ‘তদেকজ্জাং ..,’ একত্র সমষ্টি করিয়া কিছু বলিতে হইলে অবাচ্য-উদীচ্য উভয়
বৌদ্ধসাহিত্যেই এই খণ্ড বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অভিসন্ধু-ঐহিয়া =
অভিসম্ + √ উহ + ষা ; সম্হ এই ধাতু হইতেই হইয়াছে ।

১২. ১৫ নাম ও রূপ শব্দে কি বুঝায়, স্বয়ং গ্রহকারই তাহা পরে বলিতেছেন ;
১২. পৃঃ ২৪-২৫ পং দ্রষ্টব্য ।

১৩, ১১ ‘পে,’ ইহা ‘পেয়াল’—এই পানি শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার । পেয়াল-শব্দের

ভাবার্থ আমাদের 'ইত্যাদি'। ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে Burnhouf বলেন—ইহা 'পে+অল' শব্দ হইতে হইয়াছে, 'পে' পূর্ব-শব্দের সংক্ষিপ্তাকার। স্মৃতি কোন ব্যাকরণ অনুসারে বলেনঃ—“পেযাং অলং পেযালং, পাশং পেযাং, অল'ন্তি বৃদ্ধং” (পেযা-শব্দে প্রাপণ, ও অলং-শব্দে বৃদ্ধ; আর্ষাৎ প্রাপণ-বৃদ্ধ, পূর্বের বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই প্রকৃতরূপে প্রাপণ অর্থাৎ লইয়া যাওয়া বৃদ্ধ)। D' Alwis বলেন—পেযাল-শব্দের অর্থ শূন্তস্থানকে পূর্ণ করা,নিবেশ করা—toinsert. Childers বলেন—ঐ শব্দের অর্থ পূর্ণকরা, বা পূর্ণ, বা পূর্ণ করিয়া পড়িতে হইবে; তাহার মতে—পূর্ণ-হিত পেযা শব্দ √পূ, √পূ, বা √প্রা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে; অথবা √প্রা হইতে প্রেয় পদ কল্পনা করিতে পারা যায় (আকারান্ত ধাতুর উত্তর পানিতে 'এয্য' নামে এক প্রত্যয় হয়, কং বুং ৪. ১. ২১; তাহাতে √প্রা হইতে পানিতে 'পেয্য' হইতে পারে)। প্রায়স্ বা. প্রায়+অলং হইতেও ঐ পদ হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। দ্রষ্টব্যঃ—

“পাতুং অল'ন্তি পেযালং বিখ্যারেতুং অল'হ্বা।

পেযালম্ বচন'খো বেদিতব্বো বিভাবিনা ॥”

See Childers.

৯৪. ৯ ‘বিনীবেহা’, Childers বলেন—ইহা বি+√শৈ+ণিচ্+ক্ত। হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে ‘গরম করিয়া’।

৯৪. ৯ ‘অবিজ্ঞাপেহা’, √টেক হইতে; অঃ— পাং প্রাং ১. § ২১

৯৮. ৮ ‘পটিগচ্চেব’, Trenckner বলেন—এই পটিং সংস্কৃত ‘প্রতিগত্য’ হইতে হয় নাই, তাহা হইলে এখানে তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না, অতএব ইহা ‘প্রতিকৃত্য’ (প্রতীকার করিয়া) হইতে হইয়া থাকিবে। ১৩৮. ৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯. ১ “পঞ্চি কাম……সমঙ্গিত্তো”, ইহা একটি প্রসিদ্ধ সচরাচর প্রয়োজ্য বাক্য-খণ্ড। মহাযান গ্রন্থাবলীতেও ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, “পঞ্চি: কামগুণৈ: সমর্পিত: সমঙ্গিত্তো” শি. স. ১৬৬ পৃঃ। কামগুণ-শব্দে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়-বিষয়ঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; মং ভাং অনুশা. ১৪৫-৮। তুলঃ—“সমঙ্গিতা নেরয়িকা হৃৎখেন”—নৈরয়িকগণ ভূষণে সমর্পিত; “কুচ্ছিরোগসমঙ্গিতো”—যে কুচ্ছিরোগে সমর্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার কুচ্ছিরোগ উৎপন্ন হইয়াছে।

৯৯. ২৪ উদার ও স্বন্দ শব্দ পালিতে পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাচী। রূপ-শব্দে শরীরের স্থূল বা ভৌতিক অংশকে বুঝায়, ইহারই নাম রূপস্কন্ধ। এবং নাম-শব্দে শরীরের মানসিক অংশ,—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার; কখন কখন বিজ্ঞানও ইহার সহিত যোজিত হয়।

অতএব নাম-রূপ শব্দে প্রথম চারিটি, বা পাঁচটিই স্বরূপে বৃষ্টিতে হইবে। উপনিষৎ ও তদুপায়ী দর্শনশাস্ত্রে নাম-রূপ শব্দের নাম-অর্থে সংজ্ঞা বুঝায়।

১০১. ৫ ‘সংস্কারা (সংস্কারাঃ)’ , অবাধিত পরবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

১০২. ৪ ‘অবিজ্ঞাপকরা.....’, বৌদ্ধদর্শনে এই কথাগুলি অতিপ্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত আবশ্যিক, এবং ইহাতেই বৌদ্ধদর্শনের ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ কীর্তিত হইয়াছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ যিবিধ—হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ, অর্থাৎ অসাধারণ মূল-উপাদান কারণ-কৃত ও সাধারণ সহকারী কারণ-কৃত (৮১-৯ টীকা দেখ)। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে প্রতীত্যসমুৎপাদ আবার দুই প্রকার; হেতুপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শূক, শূক হইতে পুশ্প, এবং পুশ্প হইতে ফল; বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, অঙ্কুর না হইলে পত্র হয় না,.....এইরূপ পুশ্প না থাকিলে ফল হয় না। এখানে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলেও বীজের এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে উৎপাদিত করিতেছি; অঙ্কুরেরও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি পত্র উৎপাদিত করিতেছি,...এইরূপ পুশ্পেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি ফল উৎপাদন করিতেছি। আবার অঙ্কুরাদিরও জ্ঞান হয় না যে, আমরা বীজাদির দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি। এই-রূপে বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, এবং অপর কোন অধিষ্ঠাতা না থাকিলেও কার্যকারণের নিয়ম দেখা যায়। ইহাই হেতুপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বোম ও ঋতু এই সমস্ত পদার্থ একত্র সমবেত হইলে—এই সমস্ত সহকারী কারণ সম্মিলিত হইলে বীজ হইতে অঙ্কুর হয়; পৃথিবীদ্বারা বীজ সংগৃহীত হয়, জল বীজকে স্নিগ্ধ করে, তেজ বীজকে পরিপক্ব করে, বায়ুপ্রভাবে বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইতে পারে, আকাশ বীজের অনাবরণ-কার্য করে, এবং ঋতু বীজকে পরিণত করে। এইরূপে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি বিষয়ে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ তৎতৎ কার্য করিলেও তাহাদের এরূপ জ্ঞান হয় না যে আমরা এইরূপ কাজ করিতেছি। আবার অঙ্কুরও মনে করে না যে, আমি ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইতেছি। অথচ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ।

হেতুপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ ইত্যাদি। অবিদ্যা না থাকিলে সংস্কার হইত না, সংস্কার না থাকিলে বিজ্ঞান হইত না, বিজ্ঞান না থাকিলে নাম-রূপ হইত না...ইত্যাদি। এখানে অবিদ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্কার প্রভৃতি জাত হইলেও অবিদ্যা প্রভৃতির মনে হয় না যে, আমরা সংস্কার প্রভৃতিকে উৎপাদিত করিতেছি; আবার

সংস্কার প্রভৃতিরও মনে হয় না যে, আমরা অবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা উৎপাদিত হইরাছি । ইহাই হেতুর্গুণিবদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ । অবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণ পরে বলা যাইবে ।

প্রত্যয়োগনিবদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—পৃথিবী, অগ্নি, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান (মন)—এই কয় পদার্থের সমবায়ে শরীর উৎপন্ন হয়; পৃথিবী শরীরের কাঠি সন্ধান করে, অগ্নি শরীরকে স্নিগ্ধ করে, তেজ শরীরে তুচ্ছ-পীত বস্তুকে পরিপক্ব করে, বায়ু শরীরের শ্বাসাদি সন্ধান করে, আকাশ শরীরের ভিতরে অবকাশ প্রদান করে, এবং বিজ্ঞান-দ্বারা পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান হয়, 'এই বিজ্ঞানেই বদ্ধহেতু হিংসাদি কর্ম থাকে ('সাক্ষব')', এবং ইহাই নাম-রূপকে উৎপাদন করে। এই পৃথিব্যাदि পদার্থ (যাতু) অবিকল থাকিলেই, তাহাদের সমবায়ে শরীরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি মনে করে না যে, আমরা এই কাঠিন্যাদি সন্ধান করিয়াছি, বা শরীরও মনে করে না যে, আমি ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইরাছি। অথচ অকুরের ভ্রাম্য ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই প্রত্যয়োগনিবদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ ।

'অবিজ্ঞাপচয়া ...,' এখানে পচয় বা প্রত্যয়-শব্দ পঞ্চম্যন্ত, এবং কর্মধারয় সমাস । উদীচ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে এতাদৃশ স্থলে বহুব্রীহি সমাস দেখা যায়, যথা—“অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণং ।” অবিদ্যা সংস্কারের প্রত্যয় (সাধারণ সহকারী কারণ), হেতু (মূল কারণ) নহে; সংস্কারের হেতু সংস্কারের স্ব-ভাব । অবিদ্যা অবিদ্যার হেতু, অযোনিমো-মনসিকার অবিদ্যার প্রত্যয়;—পূর্ব-পূর্ব-অবিদ্যা পর-পর অবিদ্যার হেতু, এবং অযোনিমো-মনসিকার তাহার প্রত্যয় । বিজ্ঞান-নামরূপ-প্রভৃতি সর্বত্রই এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে । চক্ষুবিজ্ঞান স্থলে চক্ষু, রূপ ও আলোক প্রত্যয়, এবং মনসিকার হেতু । উটবাঃ—“সম্ভাৱা বিঞ্ঞাণদৃশ পচয়ো সভাবো হেতু, বিঞ্ঞাণং নামরূপদৃশ পচয়ো সভাবো হেতু, নাম-রূপং সলাযতনদৃশ পচয়ো সভাবো হেতু”.. N. P. h. ৪০

অবিদ্যা—হৃৎখ, হৃৎখের কারণ, হৃৎখৎস ও হৃৎখৎসের উপায়কে তত্তৎরূপে না জানার নাম অবিদ্যা । অথবা শরীরের কারণভূত পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ-সমূহকে এক, ব্যক্তি, নিত্য, ধ্রুব, আস্বা, জীৱ ও মানবাদি রূপে মনে করার নাম, ও অহঙ্কার-মমকার প্রভৃতি করার নাম অবিদ্যা । স্থূলত তত্ত্ববিষয়ের অজ্ঞান, বা মিথ্যা জ্ঞানের নাম অবিদ্যা ।

সংস্কার—অবিদ্যা বশতঃ বিষয়ে যে রাগ, ঘেব ও মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সংস্কার । কেহ কেহ বলেন, ইহা ত্রিবিধ, যথা—পুঞ্ঞাতিসম্ভারো—মনের পুণ্যভাব,

অপুঞ্জাভিসম্ভারো—মনের পাপ ভাব, ও আনেঞ্জাভিসম্ভারো—যে ভাব মনের হিরণ্য সম্পাদন করে। সংস্কার আবার ত্রিবিধ, কায়সম্ভারো—মনের যে ভাব স্কৃত বা হৃদয় উৎপাদন করে, বচীসম্ভারো—মনের যে ভাব পাপ বা পুণ্য কথা বলায়, এবং চিত্তসম্ভারো—মনের যে ভাব পাপ বা পুণ্য চিন্তা উৎপাদন করে। এ সম্বন্ধে বিভঙ্গে (১৩৫ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে :—

“তথ কতমা অবিজ্ঞাপকর্য্য সম্ভারা ? পুঞ্জাভিসম্ভারো অপুঞ্জাভিসম্ভারো আনেঞ্জাভিসম্ভারো ; কায়সম্ভারো বচীসম্ভারো চিত্তসম্ভারো। তথ কতমো পুঞ্জাভিসম্ভারো ? কুসলা চেতনা কামাবচরা রূপাবচরা দানময়া সীলময়া ভাবনাময়া...। কতমো অপুঞ্জাভিসম্ভারো ? অকুসলা চেতনা কামাবচরা...। কতমো আনেঞ্জাভিসম্ভারো ? কুসলা চেতনা অরূপারচরা...।...কায়সম্ভেতনা কায়সম্ভারো,...বচীসম্ভেতনা বচীসম্ভারো...মনোসম্ভেতনা চিত্তসম্ভারো।”

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান শব্দে এখানে একৈক ইন্দ্রিয় জন্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, যথা—চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, ও মনোবিজ্ঞান।

নাম-রূপ—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (কখন কখন বিজ্ঞানস্বরূপকে ইহার অন্তর্গত করা হয় না, বিঃ ১৩৬ পৃঃ) এই চারি স্বরূপের নাম ‘নাম’, এবং এই নামকে গ্রহণ করিয়া রূপ (পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ, এই চারি মহাত্মরূপ রূপ-স্বরূপ) উৎপন্ন হয়। ইহাই একত্র করিয়া নাম-রূপ বলা হয়।

ষড়ায়তন—নাম-রূপ সম্মিলিত ছয় ইন্দ্রিয়; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় (দৃষ্টি ও মন)।

স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের একত্র সম্মিপাত বা মিলন স্পর্শ (১০৪-৫ দ্রষ্টব্য)। ছয় ইন্দ্রিয় ভেদে ইহাও ছয় রকম, যথা—চক্ষুঃসম্পর্কসম্পর্ক, শ্রোত্রসম্পর্কসম্পর্ক—ইত্যাদি।

বেদনা—বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শে উৎপন্ন স্নেহাদিরূপ অহুভবের নাম বেদনা, ইহাও বহুবিধ :—চক্ষুঃসম্পর্কসম্পর্ক বেদনা, জিহ্বাসম্পর্কসম্পর্ক বেদনা,...ইত্যাদি।

তৃষ্ণা—বেদনা উৎপন্ন হইলে আবার তাহা অহুভব করিবার জন্ত যে নিশ্চয়, সাহায্যে তাহা অভিনন্দন করা যায়, তাহার নাম তৃষ্ণা। শব্দ স্পর্শ রূপ রস-গন্ধ ও ধর্ম্ম (মানসিক-গুণ) এই বিষয় ভেদে তৃষ্ণাও ছয় প্রকার, যথা রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা ইত্যাদি।

উপাদান—তৃষ্ণা-বৈপ্লব্য, অর্থাৎ আমার যেন কখনো প্রিয় রূপাদির সহিত বিরোধ না হয়—এইরূপে তাহার অপরিতাগ ও ভ্রয়োভ্রয়ঃ প্রার্থনার নাম উপাদান। ইহা চতুর্বিধ—কায়-উপাদানং, দিষ্টু-উপাদানং, সীলববতু-উপাদানং, অন্তবাহু-উপাদানং। কেহ কেহ বলেন—তৃষ্ণা জনিত বাক্য ও কায়ের চেষ্টার নাম উপাদান।

ভব—পুনর্ভবজনক বাচনিক মানসিক ও কাহ্নিক কৰ্ণ।

জাতি—জন্ম, স্বরূপসমূহের প্রাকৃতিক, আরতন-পরিগ্রহ।

জরা—উৎপন্ন স্বরূপ সমূহের পরিণাম।

মরণ—স্বরূপসমূহের বিনাশ।

শোক—জাতিজন বা প্রিয় বস্তু প্রভৃতির ব্যসন নিমিত্ত অন্তর্দাহ।

পরিদেব—তন্নিমিত্ত ‘হা তাত! হা মাত!’ ইত্যাদি প্রলাপ।

দুঃখ—চক্ষুর্বিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞান সংযুক্ত (শারীরিক) অনতিমত অসাধু বিষয়ের অমৃতব।

দৌর্ভনস্য—মানসিক দুঃখ।

উপায়াস—এতাদৃশ অন্তাত্ত ক্লেশ, আয়াস, খেদ।

দ্রষ্টব্য :—বি. ১৩৫-১৩৮; শালিস্তবহুত্র, শি. স. ২১২-২২৪; বে. দ. ১. ২. ১২; ভামতীতে বাচস্পতিমিশ্র শালিস্তবহুত্র হইতেই প্রতীত্যাসমুৎপাদনের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন; অষ্টেতত্ত্বসিদ্ধিতে সদানন্দও এইরূপ করিয়াছেন; মা. বু. ১৬, ২০২ পৃ.; বো. চ. প. ২৫৭, ৩০২।

১০৩. ১৭ অর্থাৎ এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহ চলিলেও ইহাদেয় প্রথমে কি—বীজ না অঙ্কুর, তাহা ঠিক করা যায় না।

১০৫. ১ “পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তি”, তুল :—“পূর্বা হি কোটির্বহা রাজ ন প্রজায়তে” ইতি—শি. স. ২৫৫. ৭। কোটি শব্দে এখানে সীমা বুঝিতে হইবে।

১০৫. ৮ “সব্বেন...সব্বে”,—ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি প্রচলিত বাক্যাংশ; বি. ২৭৬।

তুল :—“পুরিমা তিক্খবে কোটি ন পঞ্ঞায়তি অবিজ্জায়, ইতো পূর্বে অবিজ্জা নাহোসি, অথ পচ্ছা সন্তবীতি...” অ. সা. ১১ পৃ.।

“অবিজ্জা নাহোসি=অবিজ্জা অহোসি, পা. প্র. ২. ১. ২০।

১০৫. ১৩ এখানে সহসা লিঙ্গ পরিবর্তন হইয়াছে। Trenckner এস্থানের পাঠকে অবিপ্লব বলিয়া মনে করেন (p. 422)।

১০৫. ২৩ অর্থাৎ সন্ততি বা প্রবাহের আদি জানা যায় না, তদন্ত:পাতী বস্তুর আদি জানিতে পারা যায়।

১০৫. ২৫ কোন বস্তুর আদি ও অন্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, অতএব সন্ততি বা প্রবাহ কিরূপে হইতে পারে?—রাজা ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১০৬. ৫ যেমন কোন বীজ রোপণ করিলে ঐ বীজের আদি ও অন্ত ছিন্ন হইয়া গেলেও

তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ও ঐ বৃক্ষ হইতে বীজ হয়, এবং এইরূপে
প্রবাহ চলিতে থাকে, স্বল্প ও দ্রুত সম্বন্ধেও সেইরূপ ।

১০৮. ২৬ এই প্রকরণে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে
জানা যায় যে, আকস্মিক বা অকারণ কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না । যে বৃক্ষ-
অঙ্কুর এখন উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও পূর্বে না হইয়া হইতেছে না ; অঙ্কুরের
পূর্বাবস্থা বীজ, অঙ্কুর পূর্বে বীজাবস্থায় থাকিয়াই পরে স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পায় ।
অতএব এখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ‘সংকার্যবাদই’ বলা হইয়াছে ।
ইহা সামান্য ও বেদান্তের সম্মত । কিন্তু বৌদ্ধগণ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি
বলিয়া থাকেন, তুলঃ—“অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তিনামুপমদ্যা প্রাহুর্ভাবাৎ”—ন্যাং. দং.
৪. ১. ১৪ (পূর্বপক্ষ সূত্র) । সেখানে ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকের
ষট্‌ভাষ্য প্রভৃতি বিবিধ স্থানে শঙ্করাচার্য্যও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন । পরে যে মৃৎপাত্র,
বীণার শব্দ ও কাঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, তাহাতেও জানা
যায়, অকারণ কিছু উৎপন্ন হয় না । কারণ বলিতে এখানে উপাদান ও নিমিত্ত
কারণ ।

১০৮. ৫ ‘ভজ্জেন,’ Trenckner মনে করেন পালির ‘তজ্জ’-শব্দ সংস্কৃতের ‘তদীয়’ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে । তুলঃ—“চক্ষুশ্চ প্রতীত্য রূপং চালোকং চাকাশং চ তজ্জং মনসিকারং
চ প্রতীত্যোৎপদ্যতে চক্ষুর্বিজ্ঞানং”—শিং. সূ. ২২৫. ৬ ।

১০৯. ২ বীণার ‘পত্র’ কাহাকে বলে ? Rh. D. অনিশ্চিতভাবে লিখিয়াছেনঃ—“bridge
of metal on a mandolin.” ‘উপবীণ’ গ্রীষাদেশ (?) । বীণার শব্দ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে
তুলঃ—“যথা তস্মি প্রতীত্য দারু চ হস্তব্যায়ামত্রয়েভি সঙ্গতিং । তুণবীণমুখোসকা-
দিত্তিঃ শব্দো নিশ্চরতে তদ্রূপঃ ॥” লং. বি. ২০৯ ; শিং. সূ. ২৪১. ১ ।

১১০. ২ প্রথম ‘অরগি’-শব্দ অগ্নি মহনের ‘অধরারগি’ বা নীচের কাঠকে বুঝাইতেছে ;
‘উত্তরারগির’ কথা মূলে তৎ-শব্দেই উল্লিখিত হইয়াছে । অধরারগি ও উত্তরারগি
অযথ বৃক্ষের পূর্বমুখ, উত্তরমুখ, বা উর্দ্ধমুখ হিত শাখার দ্বারা নিশ্চিত হয় ।
অধরারগি ২০ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ৬ অঙ্গুলি প্রস্থ, ও ৪ অঙ্গুলি উচ্চ । মূল হইতে আট ও
অগ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া ইহার মধ্য স্থানে একটি গর্ত করিতে হয়, এই
স্থানেই অগ্নি মণ্ডিত হয় । উত্তরারগি ১৮ টুকরা কাঠ । ইহা ছাড়া অগ্নিমহনে
অস্ত্রান্ত কাঠেরও প্রয়োজন আছে । ‘অরগিপোতক’-শব্দে ‘প্রমহু,’ ‘ওবিলী’,
ও ‘চাজ’—এই ত্রিবিধ কাঠের কাহাকে লক্ষ্য করা গিয়াছে; ঠিক বলা যায় না ।
‘অরগিযোক্তক’-শব্দ অগ্নিমহনের ‘নেত্র’-কে বুঝাইতেছে । যজ্ঞপার্শ্বকারিকায় উক্ত
হইয়াছে:—

“অবখো যঃ শবীগতঃ প্রশস্তোর্বীসমুদযঃ।

তস্য বা প্রায়ুখী শাখা উরীচী চোৰ্দ্ধগাপি বা ॥

অরণিস্তম্বরী জেয়া তন্নযোবোত্তরারণিঃ ।

সারবদ্ধারবং চাত্রমোবিলী চ প্রশস্যতে ॥

* * *

চতুর্বিশাঙ্গুলা দীর্ঘা বিস্তারেণ যড়ঙ্গুলা ।

চতুরঙ্গুলমুৎসেধা অরণির্ষাক্তিকৈঃ স্মৃতা ॥

* * *

অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমদঃ স্যাচ্চাত্রং সাদৃ দ্বাদশাঙ্গুলং ।

ওবিলী দ্বাদশৈব ত্রাদেতম্মহনযন্ত্রকম্ ॥

গোবালৈঃ শণসন্ধিপ্রস্থিবিদ্বদ্ভ্রমনংগুতং ।

বামপ্রমাণং নেত্রং স্রাং তেন মথো হতাশনঃ ॥”

কি প্রকারে অগ্নি মছন করিতে হয়, তাহা পা० গৃ० সূ० ১. ২. ৫ হরিহর-ভাষ্যে
দ্রষ্টব্য। অধরারণি প্রভৃতি চারিটি কাঠের চিত্রঃ দয়াদন্দ সমস্ততীর সংস্কারবিধিতে
(২০ পৃঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। অরণি হইতে অগ্নির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে
তুলঃ—

“অরণিঃ যণ চোত্তরারণিঃ হস্তব্যায়ামত্রয়েতি সঙ্গতিং । ইতি প্রত্যয়তোহগ্নি
জায়তে……” ল० বি० ২০৯ ; শি० স० ২৪০. ১ ; বো० চ० প० ৩৪১ ।

১১০. ২৭ এখানে যে মণি গৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম ‘অগ্নিমণি’—অটোদধর ।

১১২. ৩ তুলঃ—“প্রাণাপাননিমিত্তোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়বিকারাঃ স্রুতঃখেচ্ছাষেধ-
প্রযদ্বাশ্চান্ননো লিঙ্গানি”—বৈ० দ० ৩. ২. ৪ ; “ইচ্ছাষেধপ্রযদ্বাশ্চান্না-
শ্চান্ননো লিঙ্গম্”—শ্রা০ দ० ১. ১. ১০ ।

১১২. ৫ বাতায়ন-দৃষ্টান্ত, তুলঃ—“অনেকগবাক্ষান্তর্গতপ্রেক্ষকবদ্ উভয়দর্শী কৃন্দিকো
হি জায়তে”—বৈ० দ० প্র० ভা० ৩২ ৪ ।

১১২. ২৩ রাজা মনকে লইয়া ছয় ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন ।

১১৩. ২৫ অর্থাৎ যেমন বাতায়ন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আমরা তাহার দ্বারা কেবল রূপই দর্শন
করিয়া থাকি, শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করি না, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়-রূপ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন
হইলেও জীব তাহা দ্বারা একটি মাত্র বিষয় গ্রহণ করিবে ।

১১৪. ১৩ রাজা বলিয়াছেন যে, আমরা বাতায়ন দিয়া যেমন রূপ দর্শন করিয়া থাকি,
অত্যন্তরবর্তী জীবও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেইরূপ করে । ইহাতে নাগসেন যে প্রশ্ন
করেন, ও রাজা তাহার উত্তর দেন, তাহাতে রাজার কথার সামঞ্জস্য থাকে না।

Rh. D এর অমুবাদ এখানে সঙ্গত বোধ হয় না—“Then these powers are not united one to another indiscriminately, the latter in sense to the former organ, and so on.”

১১৬. ১৫ অর্থাৎ বাতায়ন দৃষ্টান্ত এখানে ঠিক হয় না ; বহু বাতায়নের মধ্যে একটি বন্ধ হইলেও যেমন অপর গুলির দ্বারা রূপ দর্শন হয়, সেইরূপ জিহ্বা-ইন্দ্রিয় বন্ধ থাকিলেও অপর ইন্দ্রিয় উদ্ভুক্ত থাকায় মনুষ্য যদি গ্রহণ করা উচিত ছিল ।

১১৬. ২০ স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা ও চেতনাকে গ্রহণকারী অন্তর বুঝাইয়াছেন:—১২৩, ১২৪, ৬২-৭৫-৮২, ১২৬পৃ: । জীবিতেন্দ্রিয়-অর্থ জীবনী শক্তি, (vitality, principle of life).

১২৪. ১৭ Rh. D. এ দৃষ্টান্তটির অমুবাদ ছাড়িয়া গিয়াছেন ।

১২৪. ২৪ ‘সম’, ‘Cymbals’, “compare Their Gáthâ, 893, 911.”—Rh. D.

১৩২. ২২ অর্থাৎ জিহ্বাগ্রাহ্য বস্তুকে ঐরূপে আনয়ন করা যায় না ; রস জিহ্বা গ্রাহ্য বলিয়া তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে আনা অসম্ভব ; রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে আনিতে পারা যায় ।

১৩২. ২৪ রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য লবণ রস গুরু হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে সেই দ্রব্য—যাহাতে লবণ রস থাকে ; অথচ লোকে বলিয়া থাকে—লবণ গুরু । অতএব এই লবণ ও গুরু ধর্ম ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় । নাগসেনের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়াই মনে হয় । পরবর্তী বাক্যেও তিনি ইহা আলোচনা করিয়াছেন ।

১৩৫. ১ এই প্রশ্নের সহিত মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয়:—

“মহান্ মে সংশয়ঃ কশ্চিন্নর্ত্যান্ প্রতি মহেশ্বর ।

তস্মাৎ ত্বং নৈপুণেনাদ্য মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

কেনাযুলভতে দীর্ঘং কর্ণণা পুরুষঃ প্রভো ।

তপসা বাপি দেবেশ কেনাযুলভতে মহৎ ॥

ক্লীণাযুঃ কেন ভবতি কর্ণণা ভুবি মানবঃ ।

বিপাকং কর্ণণাং দেব বক্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥

অপরে চ মহাভাগ্য মন্দভাগ্যাস্তথাপরে ।

অকুলীনাস্তথা চান্যে কুলীনাস্চ তথাপরে ॥

হৃদর্শীঃ কোচিদাভাস্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব ।

প্রিয়দর্শাস্তথাচান্য দর্শনাদেব মানবাঃ ॥

হৃদপ্রজ্ঞাঃ কেচিদাভাস্তি কেচিদাভাস্তি পণ্ডিতাঃ ।

মহাপ্রাজ্ঞাস্তথৈবান্যে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ ॥

অন্নাব্যাহারী কেচিৎসহাব্যাহারী পরে।

কৃশ্যন্তে পুংসা দেব ভগ্নে শংসিতুমহসি ॥”

ম. ভা. অন্নশাসন. ১৪৪. ৪১-৪৭।

পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উত্তর গ্রন্থে অনেকগুলি একই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহিমমিকায় (Vol. III. Part II. No. 153. p. 203) ভোদেব্যাপ্ত হৃত মাণব ভগবান্কে মূল গ্রন্থোক্ত সেই সকল শব্দ দ্বারাই ঐ প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং তিনিও তাহার উত্তর দিয়াছেন।

১৩৬. ২ “কশ্মলসকা...হীনপ্লনীতজাতি” — *Ibid*, pp. 203, 206 ; পিটকের অন্তর্ভুক্ত এ মত বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। তুলঃ—“কশ্মদাদ্যাদবালোকঃ কশ্মলম্বলক্ষণঃ—
ম. ভা. অন্নশা. ১. ৭৩

১৩৭. ১ এখানে প্রদর্শিত উপমাটির ইহার পরেও প্রদর্শিত হইয়াছে; ৩. ৭.৪৩ ; ১৭৫-১৭৬ পৃঃ।

১৩৮. ৬ “পটিগচে’ব.....স্ব্যতি,” — S. N. i. 57. এখানে একটু সামান্য পাঠভেদ আছে। ‘পটিগচে’ব’ স্থলে সেখানে ‘পটিকচে’ব’ আছে। অতএব Treackner সংস্কৃত ‘প্রতিকৃত্য’ শব্দ হইতেই (‘প্রতিগত্য’ হইতে নহে) পালি ‘পটিগচ্চ’ শব্দ সাধিবার চেষ্টা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক—“I have a strong suspicion that in editing Pitaka texts we shall have to write.” ‘*patikaec’eva*. “মনো মচ্চুম্বং” এখানে ‘মনো’ স্থানে কেহ কেহ ‘মানো’ বা ‘মলো’ পাঠ করেন। Treackner বলেন ‘মানব’ হইতে ‘মানো’ হইয়া থাকিবে।

১৩৯. ৭ “ভাসিতম্’পে’তং.....ব্যস্তিহোতীতি”, “সো তথ হুখা তিব্বা থরা কটকা বেদনা বেদিয়তি, ন চ তাব কালং কয়োতি যাব ন তং পাপকস্মং ব্যস্তিহোতীতি” — A. N. III. 35. 4. (Part I. p. 141). এখানে নরকবর্ণনা অতিবিস্তৃত ভাবে আছে।

১৪০. ১৫ “অন্নং মহাপর্ষদীপতিচিঠিতো’তি,” ম. প. সূ. ৩. ১৩ ; (D. N. Vol. II. p. 73). এখানে “বাতো আকান্ঠিতো” পাঠ আছে। Rh. D. বলেন যে, স্পষ্টত ইহা বোদ্ধমত নহে, সাধারণত সে সময়ে অপর ধর্মশিক্ষকগণ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। Weber’s Bhagav. (1866) pp. 176, 239.

১৪১. ৫ তেবিজ্জহন্তে (১. ১২—১৫) অন্নং গৌতমও বাশিঠকে ব্রহ্মার সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

১৪২. ১ ভট্টব্যঃ—৩. ৫. ৫১০ ; ১৫৫ পৃঃ ২ পং।

১৪৩. ৪ ‘বুদ্ধনেতিয়া...’, Treackner বলেন এখানে পাঠ ছিল হইয়া গিয়াছে; এবং সিংহলী অন্নবাদও তাহা সমর্থন করে। See Rh. D’s note. অন্নবাদে ‘বুদ্ধনেতিয়া’

—শব্দের অহুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং ‘নেতি’-শব্দের অর্থ নেক বা নয়ন নহে। Rh. D. নয়ন বলিয়াই তাহা অহুবাদ করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাই অহুসরণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ—যাহা সন্ধর্ষে লইয়া যায়, তাহা নেত্রী—নয়নকণ্ঠী। বুদ্ধের নেত্রী অর্থাৎ বুদ্ধ যে নেত্রী প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধনেত্রী বা বুদ্ধনেতি। এখানে এই পদটিকে ‘বুদ্ধপঞ্জ-প্রতি’ শব্দের বিশেষণ বলিতে পারা যায়। অতএব ঐ দুই পদের অহুবাদ এইরূপ দাঁড়ায় :—(সন্ধর্ষে) লইয়া যাইতে পারে, এতাদৃশ যে আদেশ বুদ্ধের আছে। দ্রষ্টব্যঃ—‘তথ কেন’ টুঠেন নেতি ? সন্ধর্ষনয়ন’ টুঠেন। যথা হি তৎ। হা নন্তে কামাদিভবং নয়তীতি ভবনেতীতি বুচতে, এবং অয়ম’পি বেনেব্যসঙ্ঘে অরিরধম্মং নয়তীতি সন্ধর্ষনয়ন’ টুঠেন নেতীতি বুচতি...,” N. P. 198. (Commentary). Cf. Prof. E. Hardy’s note in the Introduction to N. P. VII. ‘বুদ্ধ-নেত্রিয়া’ শব্দটি এখানে যে প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার অর্থ (বুদ্ধং নয়তি-গময়তি-বোধয়তি) ‘যাহা বুদ্ধকে বুঝাইয়া দেয়’ ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

১৫১. ১ দ্রষ্টব্যঃ—২. ৩. § ৬; ১১২ পৃঃ। Trenckner বলেন এখানে পাঠ ছিল হইয়া গিয়াছে।

১৫১. ৬ এ কথাগুলি এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে; দ্রষ্টব্যঃ—২. ২. § ৬; ৯২ পৃঃ।

১৫২. ১১ ‘ছায়া’ব অনপায়িনী,’ ধম্মপদ, ২

১৫২. ২০ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে শরীররূপ একটি সজ্বাত হইতে অপর সজ্বাতের উৎপত্তি হয়, এবং পূর্ব সজ্বাতের শুণাদি পর সজ্বাতে সংক্রান্ত হয়। অতএব পূর্ব সজ্বাতরূপ শরীরে অবস্থিত পাপ কর্ম পর সজ্বাতরূপ শরীরে সংক্রান্ত হওয়ায় শরীর পাপ কর্ম হইতে মুক্ত হইল না। দৃষ্টান্তে আত্মরোপণ-কর্তার প্রথম আত্মে (যাহাকে রোপণ করিয়াছেন) যে স্বভ ছিল, তৎপরে পরবর্তী আত্মে তাহাই সংক্রান্ত হওয়ায় অপহরণকারী পূর্ব আত্ম অপহরণ না করিলেও পরবর্তী আত্ম অপহরণ করায় দণ্ডনীয় হইল।

১৫৩. ২১ এক শরীর হইতে অপর শরীর, তাহা হইতে অন্য শরীর,—এইরূপ অনন্ত প্রবাহ, সন্ধান, বা সম্ভূতি চলিয়াছে। পর শরীর বা সজ্বাতের উৎপত্তি হইলে পূর্ব সজ্বাতের নিরোধ বা ধ্বংস হয়। এই অনন্ত প্রবাহের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পূর্বাঙ্কিত কোনো কুশলাকুশল কর্ম আছে কি না, বা কোন সজ্বাতে তাহা ছিল বা আছে, তাহা অন্য ব্যক্তি ঠিক করিতে পারে না—যতদূর কর্মের ফল ব্যক্ত না হয়।

এখানে মূলের ‘অভোচ্ছিন্নায় সম্ভতিয়া’ ইহার সংস্কৃত ‘অভাবচ্ছিন্না সম্ভত্যা (বা পকমাত্ত) হইতে পারে। Rh. D. অহুবাদ করিয়াছেন :—“So long as the continuity of life is not cut of...”

বিক্রিতে পাঠ্য নাই : স্বাক্ষর : অতিপ্রায় ১৮৫০

আমি বাসিন্দা কি, এবং তাহার জন্য কোন কোন

১৮৫০. ২০. ১৮৫০. ১৮৫০. ১৮৫০. ১৮৫০.

১৮৫০. ২০. "Alexandria (Baktria) bu

Indus."—Rh. D.

১৮৫০. ২০. যেমন মনের দ্বারা অতিদ্রুত বিবরণেও চিন্তা করিতে পারি, যদি বা
বিক্রিতমান ভিক্রণ সেইরূপই মনের দ্বারা বেগে প্রবণ করিতে পারেন। ইহাই
এখানে নব্ব্বদনের অতিপ্রায়।

১৮৫০. ২২. বিততি = দ্বারা অতিদ্রুত পরিমাণ; অকৃত হইতে বিতৃত কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত পরিমাণ।

অরতি = বক্রমুখি হস্তের পরিমাণ, এক মুঠো হাত।

১৮৫০. ২১. "কাকচ্ছমানো", এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা লিখা
যাকেন:—"This verb seems to be a frequentive from kath, and
would naturally mean "to chatter", but Hardy (M. Ind. 147

১৮৫০. ২১. appears to render it "to yawn"—Childers (p.611) ; অতএব ইহার
মতে এই শব্দের সংস্কৃত 'কাকচ্ছমান' দাঁড়ায়। সিংহলী অক্ষরানুসারে ইহা ন টি কৃষ্ণ
বর্ণন, তাহার অর্থ—'যে ব্যক্তি কাকের ন্যায় নাক ভাকাইয়া শব্দ করে।' Trend-
kier ও Rh. D. উভয়েই 'snoring' অর্থ কতিপয়েছেন।

১৮৫০. ২০. এখানে কোথায় হয়—'সমুদক' বা 'সমোদক' (অহুবাধের জল-শব্দ জলে মূলে উদক
শব্দ আছে) হইতে 'সমুদ' পদ হইয়াছে, অর্থাৎ লবণের সহিত সমান উদক যেখানে

১৮৫০. ২০. বাহা 'সমুদ'। নিম্নোক্ত সমুদ্র শব্দের বহুবিধ নির্দেশনের মধ্যে একটি হইতেছে:—
'সুদকো ভবতি ;' এই নির্বচনের ভাষা লিখিত হইয়াছে:— 'উদ্রু ইতাদকনাম,
সদমিন্ সংহতমিতি, সমুদ্রঃ', অর্থাৎ উদ্র-শব্দে জল, সেই জল একান্তে সম্মিলিত
হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সমুদ্র। দ্রষ্টব্য—নিম্নোক্ত ২. ৩. ১ ; ১০. ১. ১০। এই
প্রস্তোত্রের উপযোগিতা পরবর্তী (১৮৫ পৃ: ১০ পং) প্রস্তে দ্রষ্টব্য।

'হিন্দিকুং (ছেতুং)', = বিধা কর্তৃং = বিভক্তৃং, অর্থাৎ সবিশেষ বিভাগ পূর্বক
নীমাংসা করিতে। অহুবাধেও 'ছেদন' অর্থ ইহাই বৃদ্ধিতে হইবে।

১৮৫০. ২০. দ্রষ্টব্য:— ২. ৩. ১৬, ১৬ ; ১১২ পৃ: ১০ পং, ১৩০ পৃ: ১৮ পং।

১৮৫০. ২২. 'অট্টশতং', Rh. D. ইহার অর্থ করিয়াছেন—"for eight hundred days."

১৮৫০. ২২. 'কোণভেদার', ভুল:—"বুদ্ধি পতিজ্ঞাতি," ৪. ১. ১৭ ; ২০১ পৃ: ২ পং। 'কোণ-
ভেদার' শব্দের Rh. D. অহুবাধ করিয়াছেন—"to test great Nagasena's skill."

কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, পরবর্তী কথ্য আলোচনা করিলে ইহা সঙ্গত হইবে।

